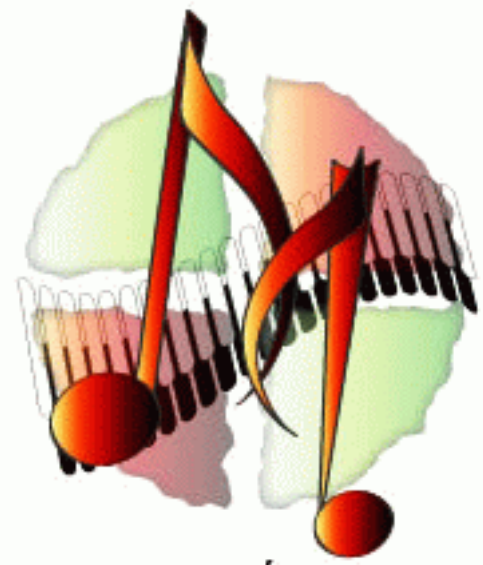

www.murchona.com

Kaalpurush by Somoresh Majumder

[Part.3]

For More Books & Music Visit www.Murchona.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

কালপুরুষ

সমরেশ মজুমদার

www.MurchOna.com

সত্তর দশকের অগ্নিস্রাবী রাজনৈতিক
পথ-পরিক্রমার শেষ পর্বে কালবেলার নায়ক
অনিমেষ আশা করেছিল তার পুত্র অর্ক তার
সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নিশানটি শক্ত হাতে বহন
করে নিয়ে চলবে। কিন্তু সমকালীন অন্তঃসারহীন
কুটিল রাজনীতি এবং পঙ্কিল সমাজব্যবস্থা অর্ককে
করে তুলেছিল অন্ধকার অসামাজিক রাজত্বের
প্রতিনিধি। কিন্তু যেহেতু তার রক্তের মধ্যে ছিল
অনিমেষের সুস্থ আদর্শবাদ এবং তার মা
মাধবীলতার দৃঢ়তা ও পবিত্রতার সংমিশ্রিত
উপাদান, সেই হেতু তার বোধোদয় ঘটতে বিলম্ব
হয়নি। এক ভিন্ন মানসিকতায় সে আহ্বান
শুনেছিল চিরকালীন মানবতার। একদিকে
সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক দল এবং অপরদিকে
সুবিধাবাদী সমাজব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে নিষ্পেষিত ও
নিপীড়িত কিছু মানুষকে একত্র করে তাদের উদ্বুদ্ধ
করেছিল নতুন ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে।
তাদের সামনে তুলে ধরেছিল আগামী পৃথিবীর
সুন্দরতম এক মানচিত্র। কিন্তু ক্ষমতালোভী
রাজনৈতিক দল ও সমাজ অর্ককে অর্গলবদ্ধ করে
সেই পবিত্র পৃথিবীর স্বপ্নটি ভেঙে চুরমার করতে
দ্বিধা করেনি। কিন্তু অর্ক—যার অপর নাম
সূর্য—তার আবির্ভাবকে কি চিরকালের মতো রুদ্ধ
করে রাখা যায়?
কালপুরুষ উপন্যাসের সমাপ্তিতে সে মানবতার
আহ্বানের প্রতিধ্বনি স্পষ্টতর।

www.MurchOna.com

সরিৎশেখরের সেই সাধের বাড়ির চারপাশে যে ফুল আর ফলের গাছ তার ডালে বসে তখন নানানরকম পাখি নিজেদের সুরে ডেকে যাচ্ছে। মৃদু হাওয়ায় দোল খাচ্ছে গাছের ডালগুলো।

ট্রেনটা ছাড়বে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে সকাল সাড়ে দশটায়। টিকিট পাওয়া যাবে সেখান থেকেই। জলপাইগুড়ি থেকে সাড়ে আটটার ট্রেন না ধরলে মুশকিলে পড়তে হবে। কারণ সব বাস নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে যায় না।

অর্ক এসে এই সব খবর দিল যখন তখন আর হাতে বেশী সময় নেই।

মাধবীলতার স্নান হয়ে গিয়েছিল। হেমলতা এবং ছোটমা বড় ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন। ছোটমাকে এখন অত্যন্ত নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে। কথা বলছেন হেমলতা। অনর্গল বক বক করে যাচ্ছেন। সাবধানে থাকতে হবে, ছেলে যাতে মন দিয়ে পড়াশুনা করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ছুটিছাটা হলেই যেন চলে আসে আর প্রত্যেক সপ্তাহে মনে করে চিঠি যেন দেয় মাধবীলতা।

অর্ক রিকশা ডাকতে গিয়েছে। ওরা তিনজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। একটু পেছনে অনিমেষ, মাধবীলতার পেছনে। এত চেনা এত জানা অথচ আজ কিছু করার নেই। হেমলতা আফসোস করছিলেন, একটু আগে জানলে ওদের ট্রেনে খাওয়ার ব্যবস্থা বাড়ি থেকেই করে দিতে পারতেন। মাধবীলতা কোন কথা বলছিল না। হঠাৎ ছোটমা মাধবীলতাকে ডাকল, 'শোন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

মাধবীলতা অবাক চোখে তাকাল। তারপর ছোটমাকে অনুসরণ করে ভেতরের ঘরে গিয়ে বলল, 'বলুন।'

ছোটমা ওর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আমি অনিমেষকে চলে যেতে বলেছিলাম।'

মাধবীলতা বুঝতে পারছিল না ছোটমা কি বলতে চাইছেন। সে নিচু গলায় বলল, 'ও এখানে থাকলে আপনাদের সুবিধে হবে।'

ছোটমা এবার মাধবীলতার হাত ধরলেন, 'তুমি ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করো না মানুষমাত্রেই ভুল বোঝাবুঝি হয়। তাছাড়া অনিমেষ চিরকালই এইরকম, কেমন শেকড়ছাড়া। তুমি ভুল বুঝো না।'

মাধবীলতা কোন কথা বলল না।

ছোটমা আবার বললেন, 'তুমি ওর জন্যে এত করেছ, আর একটু করতে পারবে না?'

এই সময় হেমলতা বাইরে থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'রিকশা এসে গিয়েছে।'

মাধবীলতা চট করে ছোটমাকে প্রণাম করে বাইরে চলে এল। তারপর নিচু হয়ে হেমলতাকে প্রণাম করতেই তিনি ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন, 'বাড়ির বউ হয়ে তুমি মা দূরে দূরে রইলে!'

অর্ক জিনিসপত্র রিকশায় তুলে বলল, 'আর সময় নেই মা।'

অনিমেষ যে কখন বাগানে নেমে এসেছে সে নিজেই জানে না। অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুই একটা রিকশা ডেকে এনেছিস?'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

মাধবীলতা অন্যরকম স্বরে বলল, 'সবাইকে প্রণাম কর খোকা।'

॥ বিয়াল্লিশ ॥

অর্কর প্রণাম করা শেষ হলে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল, 'আর একটা রিকশার কি দরকার?' প্রশ্নটা অনিমেষের মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে নয়।

অনিমেষ বলল, 'আমি ভেবেছিলাম স্টেশনে যাব।'

সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা বারান্দা থেকে বলে উঠলেন, 'না, না, খোঁড়া মানুষ, রিকশায় ওঠাওঠি করে অদ্দূর যেতে হবে না।

মাধবীলতা এবার অনিমেষের দিকে তাকাল। এই সময় ছোটমা বললেন, 'গেলে কিন্তু ভাল হত। ওরা এখানকার পথ-ঘাট চেনে না ভাল করে। অনি তো রিকশায় এর আগেও উঠেছে।'

মাধবীলতা অর্ককে বলল, 'তুই এগিয়ে যা। আর একটা রিকশা ডাক।'

অর্কর যে ব্যবস্থাটা মনঃপুত হল না তা বোঝা গেল, 'কিন্তু খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে মা। যদি ট্রেন না পাও—।'

মাধবীলতা আস্তে করে বলল, 'ঠিক আছে।'

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

গায়ে একটা জামা গলিয়ে অনিমেষ গেট ছাড়িয়ে রিকশার কাছে এসে বলল, 'আমায় একটু ধরো তো ভাই।'

রিকশাঅলা ক্রাচ দুটো টেনে নিচ্ছিল, মাধবীলতা পিছন থেকে বলল, 'ওভাবে নয়, তুমি ওর পেছনটা ধর।'

রিকশায় বসে অনিমেষ বলল, 'এই ওঠার ব্যাপারটা যদি পারতাম তাহলে কোন অসুবিধে থাকত না আমার।'

মাধবীলতা বারান্দার দিকে মুখ করে বলল, 'এলাম।'

দুটো গলা প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারণ করল, 'এসো।'

মাধবীলতা আর দাঁড়াল না। এবং অনিমেষকে খানিকটা অবাক করে এগিয়ে গেল অর্ককে অনুসরণ করে। রিকশায় অনিমেষ একা বসে, পায়ের তলায় ওদের জিনিসপত্র। অনিমেষ লক্ষ্য করল আজ মাধবীলতার মাথায় সেই অর্থে ঘোমটা নেই। আঁচলটা খোঁপার ওপর কোনক্রমে রয়ে গেছে মাত্র। অনিমেষের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল মাধবীলতাকে ডাকে। তার পাশে পর্যাপ্ত জায়গা আছে অতএব হেঁটে যাওয়ার কোন মানে হয় না। কিন্তু সেই মুহূর্তেই অর্ক দূর থেকে চেঁচাল, 'মা, রিকশা পেয়ে গেছি!'

অতএব দুটো রিকশা পর পর ছুটল স্টেশনে। কিছুটা অভিমান, কিছুটা অপমান বোধ আবার কিছুটা ক্রোধ অনিমেষকে পীড়িত করছিল। তার মনে হচ্ছিল মাধবীলতাকে একা পেলে সে বুঝিয়ে সুঝিয়ে হয় তো নরম করতে পারত কিন্তু অর্কর জন্যেই সেটা সম্ভব হচ্ছে না। কাল রাত্রের পর থেকে ছেলেটা এমন ব্যবহার করছে যা অন্য সময় হলে সহ্য করত না অনিমেষ। আর এখন, নিজেকে এমন অসহায় লাগছে যে—। অনিমেষ মাথা নাড়ল। না, এখন কোন ঝগড়াঝাঁটির সময় নয়। যা স্বাভাবিক তাকে সহজভাবে মেনে নেওয়াই ভাল।

মালপত্র প্লাটফর্মে নামিয়ে অর্ক টিকিট কাটতে গেল। বেশ ভিড় প্লাটফর্মে। অফিসযাত্রীরা উপচে পড়ছে। জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি ডেইলি প্যাসেঞ্জারি চালু হয়েছে খুব। শেষ পর্যন্ত অনিমেষ বলে ফেলল, 'তুমি এমন নিষ্ঠুর হয়ো না।'

মাধবীলতা অন্যমনস্ক হয়ে মানুষ দেখছিল। এবার চমকে মুখ ফেরাতেই অনিমেষ ওর চোখ দেখতে পেল। মাধবীলতা কিছু বলতে গেল কিন্তু হঠাৎ ওর ঠোঁট কেঁপে উঠল আর দুই চোখের কোণে চোরা জল বাসা বাঁধল। অনিমেষের খুব ইচ্ছে করছিল ওই জল মুছিয়ে দেয়। কতদিন, কতদিন মাধবীলতাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেনি। কতদিন আকণ্ঠ চুম্বন করেনি! ওই শরীরে মুখ ডুবিয়ে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ অনুভব করেনি! আর এখন, এই স্টেশনে দাঁড়িয়ে এই সব ইচ্ছেগুলো একসঙ্গে অনিমেষের মনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠিক এখনই একটি বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারিত হল পাশ থেকে, 'অনিমেষ না?'

অনিমেষ মুখ ফিরিয়ে দেখল।

'কি রে শালা চিনতে পারছিস না? কবে এসেছিস গুরু? আই বাপ, তোর পায়ে কি হল? ওহো, বুঝেছি।'

চেহারাটা একটুও বদলায়নি। অথচ প্রায় বাইশ বছর পার হয়ে গেছে এর মধ্যে। সেই কোঁকড়া চুলের কায়দা, ভেঙেচুরে দাঁড়ানো আর ঠোঁটে বদমায়েসী হাসি ঝুলিয়ে মন্টু হাসছে। জলপাইগুড়ি শহরে অনিমেষের স্কুল জীবনে যে কজন বন্ধু ছিল মন্টু তার অন্যতম। যাবতীয় জ্ঞানবৃক্ষের ফল সে খেয়েছিল এর মারফৎ। অনিমেষের ওকে দেখে অবশ্যই খুশি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এই সময়টায় সে কাউকেই সহ্য করতে পারছিল না। তবু হাসতে হল, 'কেমন আছিস?'

'ফাইন!' মন্টু চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা কি জেলে হয়েছে?' আঙুল নেড়ে অনিমেষের পা দেখাল মন্টু।

'ফালতু। কোন মানে হয় না। তোকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল নকশাল হতে? কি লাভ হল বল? যাক, কবে এসেছিস?'

'কিছুদিন হল।'

'বাঃ, এসে একবার দেখাও করিসনি! আমার বউকে মাইরি তোর সেই গল্পটা করতাম। বিরাম করের বউটা তোকে—।' হো হো করে হেসে উঠল মন্টু। অনিমেষ দেখল এই বয়সেও মন্টুর মধ্যে তরল ভাবটা অটুট থেকে গিয়েছে। ওকে চাপা দেওয়ার জন্যে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'স্টেশনে কেন? কোথাও যাচ্ছিস নাকি?'

www.MurchOna.com
suman ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

মণ্টু খুব কায়দা করে দাঁড়াল। এই বয়সে সেটা খুব বেমানান দেখাচ্ছে। পনের ষোল বছরে দেবানন্দকে যে নকল করত সে চল্লিশ পেরিয়েও তা ধরে রেখেছে। হয়তো অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, যা করছে নিজের অজান্তেই করছে। তবে মোটা হয়ে গেলেও ভুঁড়ি হয়নি বলে বাঁচোয়া। মণ্টু একটা হাত পেটের ওপর রাখল, 'এই ধান্দায় রোজ স্টেশনে আসতে হয়। তোদের মত রাজনীতি করলে আর দেখতে হতো না। রোজ সকালের ট্রেন ধরে এন জে পি যাই আবার সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরে আসি। আজকে শালা লেট করছে খুব।' একটু বিরক্ত চোখে মণ্টু হলদিবাড়ির দিকে তাকাল।

'তুই কোথায় কাজ করছিস ? কোন ডিপার্টমেন্টে ?'

'রেলে। ইণ্ডিয়ান রেইলওয়ে। তুই কোথায় যাচ্ছিস ?'

'আমি যাচ্ছি না।'

এই সময় অর্ক একটু বিব্রত ভঙ্গীতে এসে দাঁড়াল, 'মা, রিজার্ভেশন ছাড়া এরা টিকিট ইস্যু করে না। আমি এন জে পি পর্যন্ত টিকিট করেছি। অনেকে বলছে এই ট্রেনে গেলে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ধরা যাবে না।'

মণ্টু মাথা নাড়ল, 'কে বলেছে ভাই ? গুজবে কান দিও না। বোধ হয় একদিন মাত্র ও-রকম ঘটনা ঘটেছিল। এরা কে রে অনিমেষ ?'

মাধবীলতা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। লোকটাকে তার বিন্দুমাত্র পছন্দ হয়নি। যে বয়সে যা মানায় তা না হলে বড় দৃষ্টিকটু দেখায়। এখন প্রশ্নটা শুনে সে অনিমেষকে দেখল। অনিমেষ বলল, 'বউ আর ছেলে।'

'তাই নাকি ?' মণ্টু উৎফুল্ল হল, 'নমস্কার, নমস্কার। আমার নাম মণ্টু, অনিমেষের সঙ্গে পড়তাম। কোথায় চললেন ?'

মাধবীলতা যতটা সম্ভব সহজ ভঙ্গীতে বলল, 'কলকাতায়।'

'টিকিটের কথা শুনছিলাম, রিজার্ভেশন নেই ?'

মাধবীলতা মাথা নাড়ল। মণ্টু হাত নাড়ল, 'কোই ফিকির নেহি। যখন পরিচয় হয়ে গেল তখন ও দায়িত্ব আমার। কাঞ্চনজঙ্ঘায় আপনাদের বসিয়ে তবে আমি ছুটি নেব। কিন্তু হ্যাঁরে, তোর এত বড় ছেলে কি করে হল ? বিয়ে করেছিস কবে ?'

অনিমেষ অস্বস্তিটা এড়াবার জন্যে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কেন, তুই তো বউ-এর কথা বলছিস, ছেলে মেয়ে নেই ?'

'সেটাই তো ভাবছি। আমার মেয়ের বয়স দশ। তোমার বয়স কত হে, কুড়ি ?' প্রশ্নটা সরাসরি অর্ককে।

হঠাৎ অর্কর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। সে মণ্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বয়স জেনে আপনার কি হবে ?' প্রশ্নটা কানে যাওয়া মাত্র অনিমেষ অবাক হয়ে তাকাল। মাধবীলতাও মুখ তুলে ছেলেকে দেখল। মণ্টু কিন্তু মোটেই অপ্রস্তুত হয়নি, 'খুব পার্সোনালিটি আছে তোর ছেলের, ভাল ভাল। যাক, ট্রেনটা এসে গিয়েছে।'

দূরে শব্দ হচ্ছিল বটে কিন্তু তার আগে আকাশের গায়ে কালো ধোঁওয়া সবার চোখে পড়ল। প্লাটফর্মে হুড়মুড় করে মানুষজন ছোটাছুটি করছে। মণ্টু মাধবীলতাকে বলল, 'ব্যস্ত হবার দরকার নেই। জেনারেল কম্পার্টমেন্টে আপনারা উঠতে পারবেন না। সবাই উঠুক তার পর আমরা গার্ডের গাড়িতে উঠব।'

অনিমেষ বলল, 'গার্ডের গাড়িতে উঠতে দেবে ?'

মণ্টু কাঁধ নাচাল, 'ডোন্ট ফরগেট, আমি রেলের লোক।'

ট্রেনটা প্লাটফর্মে দাঁড়ানো মাত্র ঝড় বয়ে গেল। ছুটোছুটি ধাক্কাধাক্কির শেষে গোটা প্লাটফর্মটা ট্রেনের গায়ে ঝুলে পড়ল। মণ্টুর নির্দেশে ওরা গার্ডের কামরার কাছে চলে এল। সেখানেও কিছু লোক উঠেছে কিন্তু তবু স্বস্তিকর।

মণ্টু গার্ডের সঙ্গে কথা বলে অর্ককে ইঙ্গিত করল জিনিসপত্র তুলতে। সেগুলো নিয়ে অর্ক ওপরে উঠলে অনিমেষ চাপা গলায় মাধবীলতাকে বলল, 'চিঠি দিলে উত্তর দেবে তো ?'

মাধবীলতা আবার তাকাল। তার পর বলল, 'কি দরকার!'

অনিমেষ প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে জবাব দিল, 'দরকার আছে, আমি তোমাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছি না। ছোটখাটো ত্রুটিকে এত বড় করে দেখো না। আমরা পরস্পরকে ছাড়া অসহায় হয়ে

www.MurchOna.com

পড়ব। আমি এখানে রইলাম। তুমি যদি না পার তাহলে ডেকো। আর পিসীমা যদ্দিন বেঁচে আছেন তদ্দিন আমাকে না পার ওঁকে চিঠি লিখো। অন্তত এঁরা জানুক আমাদের সম্পর্ক অটুট।'

'তোমার কথাবার্তা পরস্পর বিরোধী হয়ে যাচ্ছে।'

সেটা অনিমেষ নিজেও বুঝছিল। কিন্তু এই দ্রুত গলে যাওয়া সময়টায় সে যে করেই হোক মাধবীলতাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। এই সময় অর্ক ডাকল, 'মা, তাড়াতাড়ি উঠে এস, গাড়ি ছাড়ছে।'

মাধবীলতা মুখ তুলল, 'চলি, সাবধানে থেকো।'

'তুমি কিছুই বললে না!'

'কি বলব!'

এই সময় ঠং ঠং শব্দ উঠল। ঘণ্টা বাজছে ট্রেন ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে।

'তুমি এইভাবে চলে যাবে?'

'আমাকে তো যেতেই হবে। যাওয়াটা এর চাইতে আর কিভাবে সহজ হত!'

মাধবীলতা ধীরে ধীরে ওপরে উঠতেই ঝরঝরে ট্রেনটা ছেড়ে দিল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল মণ্টু, 'তুই চিন্তা করিস না, ওদের আমি কাঞ্চনজঙ্ঘায় বসিয়ে দেব।'

অনিমেষ উন্মুখ হয়ে কম্পার্টমেন্টের দরজার দিকে তাকাল। না, মাধবীলতাকে আর দেখা গেল না, এমন কি অর্কও জানলায় এল না। দু'তিন পা এগিয়েও সে ওদের দেখতে পাচ্ছিল না। ট্রেনটা গতি বাড়িয়ে প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। সামনের আকাশটা ধোঁওয়ায় কালো। হঠাৎ অনিমেষের বুকের ভেতর থেকে আর একটা দৃশ্য উঠে এল। তখন সন্ধ্যেবেলা। সে ট্রেনের দরজায়। সরিৎশেখর চলন্ত ট্রেনের পাশাপাশি লাঠি দুলিয়ে হাঁটছেন। ধীরে ধীরে গভীর অন্ধকার তাঁকে গ্রাস করে নিল। অনেক দূরে একটি আলোকিত স্টেশনকে রেখে সে অন্ধকারে ডুবে গেল।

আজ, অনেক অনেকদিন বাদে প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে এসে অনিমেষ কেঁদে ফেলল। এই প্রথম, নিজেকে প্রচণ্ড নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল।

মণ্টুর কল্যাণে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে চমৎকার জায়গা পেয়ে গেল ওরা। আসাম থেকে আসা একটা ট্রেন দেরি করায় কাঞ্চনজঙ্ঘা সময়ে ছাড়েনি। বিশেষ ঋতু ছাড়া এই ট্রেনে তেমন ভিড় হয় না। কিন্তু ওভারব্রিজ পেরিয়ে টিকিট কিনে আনা, রিজার্ভেশন পাওয়ার জন্যে যা ঝামেলা তা মণ্টুই করে দিয়ে জানলার পাশে ওদের জায়গা করে দিয়ে বলল, 'এবার আমি চলি।'

মাধবীলতা বলল, 'আপনি অনেক করলেন!'

'আরে এ সব তো নস্যি। আপনি জানেন না অনিমেষ আর আমি ছেলেবেলায় কি-রকম বন্ধু ছিলাম। এখন তো আপনি জলপাইগুড়ির বউ হয়েছেন, নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে।'

লোকটার চেহারা এবং ব্যবহারের চাপল্যের সঙ্গে আসল লোকটাকে ঠিক মেলানো যায় না। মাধবীলতা নিঃশ্বাস ফেলল, অনিমেষের মুখে মণ্টু সম্পর্কিত অনেক ঘটনা সে শুনেছে। বেপরোয়া দুঃসাহসী ছেলে। কিন্তু এখন সে এমন ভঙ্গী করে ছিল যেন মণ্টু নামটা প্রথম শুনছে। একমাত্র মানুষই পারে নিজের দুটো চেহারাকে আলাদা রাখতে।

রোদ মাথায় নিয়ে ট্রেনটা ছাড়ল। অর্ক জানলার পাশে। ছেলে যে সকাল থেকেই অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলছে না সেটা লক্ষ্য করেছিল মাধবীলতা। তার নিজেরও কথা বলতে একটুও ইচ্ছে করছে না। সে চোখ বন্ধ করে সিটে হেলান দিল। কি হল, এই জীবনটায় কিছুই হল না। কেন এত কষ্ট করা, কেন নিজেকে নিংড়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা? কোন মানে হয় না। এ দেশে মেয়েদের উচিত যা স্বাভাবিক সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া। এখানে ব্যতিক্রম হওয়ার চেষ্টা মানে পরিণামে নিঃসঙ্গতা, বুকভরা নিঃস্বতা। মাধবীলতার সমস্ত শরীরে কাঁপুনি এল। যেন একটা ঢেউ এসে তাকে শূন্যে তুলে দূরে ছুঁড়ে দিচ্ছে এবং পরক্ষণেই আর একটা ঢেউ সেখান থেকে তুলে আরও দূরে ছুঁড়ে দিচ্ছে। আর সে ঠিক একটা জড়পদার্থের মত সেই ঢেউ-এর কাছে আত্মসমর্পণ করে চলেছে। নিজের শরীরের কিংবা মনের এই অস্থিরতার বিরুদ্ধে সে জোর করে শক্ত হতে চাইল। পরিণতি নেতিবাচক হলেই কাজটা ভুল হয়ে যাবে? না, কোন ভুল করেনি সে। সারা জীবনে যা করেছে নিজে জেনে শুনে করেছে। একটা জীবন আর কত বড়? যাকে সে ভালবেসেছিল তাকে তো দশ বছর নিবিড় করে পেয়েছে। তাই বা ক'জন পায়? এটাই তার জয় নয়? গত রাত্রে তো সে নিজে মরেও যেতে পারত!

www.MurchOna.com

ঢেউটা যেন সামান্য জোর হারালো কিন্তু মাধবীলতা বুঝতে পারছিল এটা স্তোকমাত্র। তার শরীর ভারী হয়ে আসছিল এবং মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। কাল রাত্রে সে কি খুব সামান্য কারণে পাগল হয়ে গিয়েছিল ? যেটাকে তখন অপমান বলে মনে হয়েছিল সেটা কি সত্যি অপমান ? এতটা ক্রোধ প্রকাশ না করলেও কি চলতো ? অনিমেষ তাকে কোনরকমে কটু কথা শোনায়নি। বারংবার আত্মসমর্পণ করার চেষ্টা করেছে। দৃশ্যটা মনে পড়া মাত্র ওর শরীরে জ্বলুনি ফিরে এল। একটা পুরুষ মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েও যদি আত্মসমর্পণ করে তাহলে—। বরং তখন যদি অনিমেষ বলতো সে ঠিক কাজ করেছে, যা করেছে ভাল মনে করে করেছে এবং মাধবীলতাকে তাই মেনে নিতে হবে তাহলে হয়তে সে নিজে আত্মসমর্পণ করত। সে কি মনে মনে চাইছিল না অনিমেষ সত্যিকারের পুরুষ মানুষ হয়ে উঠুক ? যাক, যা হবার তা হয়েছে। এখন সে কি করবে ? কলকাতায় সে আর অর্ক। তার সারা দিন রাত কাটাবে কি করে ? মাধবীলতা হেসে ফেলল নিজের মনে যদিও তার কোন ছায়া ঠোঁটে পড়ল না। অনিমেষ থাকতে তার কিভাবে দিন কাটতো ? সারা বছরে কদিন ভালবাসার কথা বলতো তারা ? কদিন সুন্দর জিনিস দেখতে বের হতো দু'জনে ? মাধবীলতা মাথা নাড়ল। একটা মেয়ের জন্য শুধু একটি পুরুষের কাছে নতজানু হবার জন্যে এ কখনই হতে পারে না। এখন সে যা স্বাভাবিক তাই করবে। একমাত্র অর্ক ছাড়া কারো কাছে দায়বদ্ধ নয় সে। মাধবীলতার চোখের কোল ভিজছিল। অনেক কষ্টে সে নিজেকে সংযত করল। এতসব ভাবনা চিন্তা তাকে অনেকটা ঢেউ-এর বিরুদ্ধে হেঁটে আসতে সাহায্য করলেও হঠাৎ আর একটা চোরা স্রোত আচমকা পায়ের তলার বালি সরাল। এতদিনের সব পরিশ্রম এবং মন সে নিজের হাতেই নিঃশেষ করে এল ? এক ঝটকায় মাধবীলতা সোজা হয়ে বসল। না, সে ঠিক করেছে। অনিমেষ ছাড়া তার জীবনে অন্য কোন পুরুষের অস্তিত্ব নেই, তাই বলে সে অনিমেষের ক্রীতদাস হয়ে থাকতে পারে না।

'খানা চাহিয়ে ?'

প্রশ্নটা শুনে অর্ক মুখ ফেরাল। মাধবীলতা তখন চোখ খুলেছে। কিন্তু খুব শক্ত এবং কিঞ্চিত ফোলা লাগছে মুখ। অর্ক লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি খাবার ?'

'ফিস চিকেন আউর আণ্ডা রাইস।'

'কত দাম ?'

লোকটা উত্তর দেবার আগে মাধবীলতা বলল, 'একটা মাছভাত আর, তোমরা নিরামিষ দাও না ?'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, ভেজ মিলেগা।'

'তাহলে আমাকে নিরামিষ দিও।'

একটা কাগজে অর্ডার লিখে নিয়ে লোকটা চলে যেতে অর্ক জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নিরামিষ খাচ্ছ কেন ?'

মাধবীলতা মাথাটা আবার হেলিয়ে দিল, 'ট্রেনে মাছ মাংস খেতে ভাল লাগে না।'

অর্ক মুখ ফিরিয়ে নিল। মায়ের কাছে কত টাকা আছে তা তার জানা নেই। স্টেশনে অনেককে পুরি তরকারি খেতে দেখেছে সে, তাই খেয়ে নিলে হত। মাছ-ভাতের দাম কত কে জানে! সে বাইরে তাকাল। প্রখর রোদের মধ্যে মাঠ ঘাট জঙ্গল পিছনে ছুটে ছুটে যাচ্ছে। আকাশে একটুকরো সাদা মেঘ পর্যন্ত নেই। এ-রকম ঝলসানো রোদে তাকিয়ে সুখ নেই। ওদের ঠিক উল্টো দিকে একটি মহিলা শিশুকোলে বসে ছিলেন। তার পাশে বেশ বয়স্ক পুরুষ। বাচ্চাটা নিঃশব্দে পড়ে রয়েছে। এরা কি মা বাবা আর ছেলে ? লোকটাকে বউটার স্বামী বলে মনে হয় না কিন্তু কথাবার্তায় অন্যকিছু কল্পনা করা যায় না। সে ট্রেনের অন্য যাত্রীদের দিকে তাকাল। এই ট্রেনে শোওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। মাঝখান দিয়ে প্যাসেজ রয়েছে এ কামরা ও কামরায় যাওয়ার। তাই যাত্রীদের হাঁটাচলার বিরাম নেই। অর্ক আবার মায়ের দিকে তাকাল। পাথরের মত মুখ, চোখ বন্ধ এবং কি ভীষণ সাদা দেখাচ্ছে। এই চেহারায় সে কোনদিন মাকে দ্যাখেনি। মা নিরামিষ খেতে চাইল। কেন ? মা কি নিজেকে বিধবা ভাবছে ? শব্দটা মনে আসতেই সে ঠোঁট কামড়াল। তোমার বাবার নাম কি ? না, আর সে অনিমেষ মিত্র বলতে পারবে না। এই পৃথিবীতে তার কোন আইনসম্মত বাবা নেই। চমৎকার! এতদিন ধরে যাকে সে বাবা বলে ভেবেছিল এবং জেনেছিল আজ বলা হল তিনি তার জন্মদাতা মাত্র, বাবা নন। আর এ ব্যাপারে তার কিছু করার নেই। যদি বলা হত তিনি তার জন্মদাতাও নন তাহলেও তার করার কিছু ছিল না। কিন্তু মায়ের অস্তিত্ব তো অস্বীকার করা যাবে না। এইটেই পরম সত্যি। তার জন্মাবার পর কয়েক বছর মা দু'দিক আগলে ছিল। এই কয় বছর একজন

www.MurchOna.com

বাবার ভূমিকা নিয়ে ছিলেন এখন আর নেই। অন্তত আইনের চোখে নেই। শুধু আইনের চোখে, তার নিজের কাছে ? আজ যদি সে ঝুমকির সঙ্গে বাস করে এবং সন্তান হয় তাহলে তাদের সবাই মেনে নেবে ?

আবার ক্ষরণ শুরু হল অর্কর। এই সময় সামনের বউটা নাকিসুরে কিছু বলে উঠতেই লোকটা চাপা গলায় ধমকালো, 'চোপ! কথা বলবে না একদম।'

অর্ক লোকটার দিকে তাকাল। রোগা পটকা শরীর কিন্তু তেজ খুব। বাচ্চাটা যদি ওর হয় তাহলে সে জানল না তার মাকে ধমক খেতে হচ্ছে। সে হঠাৎ মাধবীলতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোমার মন খুব খারাপ, না ?'

মাধবীলতা যেন সামান্য চমকালো। তার পর চোখ না খুলে বলল, 'কই, না তো।'

'তোমাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।'

'কাল রাত্রে ঘুম হয়নি তাই হয়তো।'

'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?'

মাধবীলতা সামান্য সময় নিল, 'বল।'

'তোমরা বিয়ে করোনি কেন ?'

মাধবীলতার চিবুক বুকের ওপর নেমে আসছিল কিন্তু সে কোনক্রমে সোজা হল, 'সে অনেক কথা, তুই ঠিক বুঝবি না।'

'তুমি আমাকে ছেলেমানুষ ভেবো না।'

এবার মাধবীলতা অর্কর দিকে তাকাল। এবং অত্যন্ত দ্রুত সে মন ঠিক করে নিল। না, আর লুকোছাপা করে কোন লাভ নেই। অর্ক সত্যিই বড় হয়ে গিয়েছে। বাকি জীবনটা যদি একসঙ্গে থাকতে হয় তাহলে আর ওর সঙ্গে আড়াল রাখার কোন মানে হয় না। সে যেন নিজের সঙ্গে কথা বলল, 'তখন ওর রাজনীতি আমাদের বিয়ে করার সময় দেয়নি। যখন সময় হল তখন তুই এসে গেছিস। মা হওয়ার পর, তোকে নিয়ে অত কষ্ট করার পর নতুন করে বিয়ে করতে চাইনি আমি।'

'কেন ?'

'আমি ভেবেছিলাম দু'জন মানুষের মনের বন্ধন বিয়ের চেয়ে বড়।'

'সেটা কি ভুল ?'

'জানি না।'

'কিন্তু তোমরা বিবাহিত হলে আমি জানতাম উনি আমার বাবা। এখন তুমি বলছ বলে আমি জানছি। তাই না ?'

'কি বলতে চাইছিস তুই ?' মাধবীলতার গলার স্বরে ধার এল।

'কাল রাত্রে তোমরা আমাকে বাস্টার্ড বলেছিলে!'

মাধবীলতা চট করে অর্কর হাত ধরল, 'খোকা!'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'না মা, তার জন্যে আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। মোক্ষবুড়ি দুনিয়াসুদ্ধ লোককে বেজন্মা বলে গালাগাল দিত। তাতে কার কি এসে যায়। তবে কি জানো, এক পুরুষের ভুলের দায় পরের পুরুষের ওপর চেপে বসে। বাস্টার্ড মানে তো বেজন্মা ?'

মাধবীলতা দিশেহারা হয়ে পড়ছিল। ও বুঝতে পারছিল এ ছেলে ভীষণ পাল্টে গিয়েছে। এমন ভঙ্গীতে এত ভারী কথা তার চেনা অর্ক কখনও বলত না। কিন্তু সে প্রাণপণে চাইছিল পরিস্থিতির সামাল দিতে। এখনই যদি অর্ককে না ফেরানো যায় তাহলে পরে আর কিছুই করার থাকবে না। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তুই আমার ছেলে।'

অর্ক দেখল সামনের লোকটা মাধবীলতার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু তারা যে গলায় কথা বলছে তাতে ওর কানে নিশ্চয়ই পৌঁছাচ্ছে না। ট্রেনের চাকার শব্দ অনেকটা আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, 'কিন্তু আমার বাবা— ।'

মাধবীলতা যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল, 'বেজন্মা মানে যাদের কোন শেকড় নেই, কারো কাছে কোন দায় নেই। কোনরকম ন্যায় নীতি বা মূল্যবোধ ছাড়া মানুষকে বেজন্মা বলে। তারা খুব ভীষণ, তুই কি তাই ?'

অর্ক চমকে উঠে মাধবীলতার দিকে তাকাল। যাদের বাবা মায়ের ঠিক নেই তাদের তো কারো কাছে দায় থাকে না। বাপ মায়ের স্নেহ যে পায়নি তার মনে কারো প্রতি টান আসার কথা নয়।

www.MurchOna.com

শেকড়হীন হয়ে সে বেঁচে থাকে। নীতিবোধ কিংবা মূল্যবোধ তার কাছে ফালতু। মা যে সংজ্ঞা বলল সেই সংজ্ঞার সত্যতা তার কাছে স্পষ্ট হল।

আর তখনই গাদা গাদা মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। খুরকি কিলা, কোয়া বিলু থেকে শুরু করে শ্মশানের সেই মাস্তানটা। কিংবা ন্যাড়া। কারো কোন দায় নেই কারো কাছে। শুধু এরা? নুকু ঘোষ কিংবা বিলাস সোম? তাদের কি দায় আছে সমাজের কাছে? কোন নীতিবোধে তারা বিশ্বাস করে? কিলা খুরকি যেমন নিজের লাভটুকু গোছাবার জন্যে খুর চালায় পেটো ছোঁড়ে ওরাও তেমন নিজের পজিশন রাখার ধান্দায় ঘুরে বেড়ায়। এমন কি সতীশদা, সতীশদাও যখন প্রতিবাদ করে ধমক খায় তখন মুখ বুজে সহ্য করে। তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুর লেনের মানুষগুলো আজ সমস্ত কলকাতায় ছড়িয়ে গেছে। এই জলপাইগুড়ি শহরটাও তার ছোঁওয়া থেকে বাঁচতে পারেনি। নুকু ঘোষ, সতীশদা আর বিলাস সোমরা তাদের ব্যবহার করছে স্বার্থ নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে সেই ছেলেটার মুখ ভাসল যে ট্রামে ঊর্মিমালাকে বেইজ্জত করতে চেয়েছিল। অর্ক মাথা নাড়ল, 'ঠিক বলেছ মা, ঠিক।' তার পর মুখ তুলে কামরার লোকগুলোকে দেখল। ওর নিজের বয়সী ছেলেগুলোর চুল, পোশাক, চাহনি যেন সব একরকম। মায়ের সংজ্ঞায় বাস্টার্ডরা যেমন হয়।

॥ তেতাল্লিশ ॥

দুপুর থেকেই আকাশটা পিচ-কালো, একটুও হাওয়া নেই। দূরের জিনিস দেখার মত আলো নেই পৃথিবীতে। থম ধরে আছে চারধার। অনিমেষ এই বিশাল বাড়িটায় ছটফট করছিল। আজ দুপুরে নিরামিষ খাওয়া হয়েছে। সে ব্যাপারে তার কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু তারপরেই দমবন্ধ করা নির্জনতা। সামান্য শব্দ হলেই বাড়ির ভেতরে সেটা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ফিরে আসে। ঘরের মধ্যে বসে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছিল বলে সে বাড়ির পেছন দিকটায় এসে দাঁড়াল। এদিকের দরজাটা বড় একটা খোলা হয় না। বিরাট আম গাছের নিচে এখন হাঁটু সমান আগাছা। অন্ধকারমাখা ছায়া দিনদুপুরে সেখানে নেতিয়ে। সেদিকে তাকিয়ে অনিমেষের বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। মনে হচ্ছিল পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই। অন্তহীন অন্ধকারে সে একা। এই গাছপালা এই মেঘ এই ছায়ামাখা দিন, এগুলোরও জড়িয়ে মিশিয়ে যে অস্তিত্ব এবং মুহূর্তরচনার ভূমিকা আছে সেটা তার নেই। ব্যাপারটা নিয়ে অনিমেষ আর ভাবতেই পারছিল না। তার মস্তিষ্ক অসাড় এবং শরীর স্থির হয়ে ছিল। এখন চোখ বন্ধ করলেই সে মাধবীলতার মুখ দেখতে পায়। অথচ আশ্চর্য, অর্ক তাকে টানছে না। ক'দিনে অর্কর মুখ তার তেমন মনে আসেনি। যতবারই নিজের কথা ভেবেছে ততবার মাধবীলতা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অনিমেষ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না কেন মাধবীলতা এরকম ব্যবহার করেছে। যে কারণ দেখিয়ে সব ছেড়ে ছুড়ে চলে গেল সেটা কি আদৌ কোন কারণ? অনিমেষের স্বভাবচরিত্র তো তার চেয়ে আর কেউ ভাল জানে না। হয়তো সে বোঝার মত তার কাঁধে চেপেছিল কিন্তু ওই কারণে সেই বোঝা ছুঁড়ে ফেলার কি যুক্তি থাকতে পারে? তার কেবলই মনে হচ্ছিল, অন্য কোন কারণ আছে যা সে জানে না।

মাধবীলতা চলে যাওয়ার পর কটা দিন বেশ কেটে গেল। সে তো দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারল ভয়ে বসে! খুব প্রয়োজন ছাড়া ছোটমা তার সঙ্গে কথা বলেন না। কি দ্রুত নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন এবং এখন নিজেকে নিয়েই থাকেন। হেমলতা ঠাকুরঘর এবং রান্নাঘর করে যে সময়টুকু কোনক্রমে পান সেটুকু অনিমেষের কাছে এসে খরচ করেন। প্রায় ধরা বাঁধা সেই কথাগুলো। প্রথমে কিছুক্ষণ সরিৎশেখরের বিরুদ্ধে নালিশ। তিনি যেসব অবিবেচক সিদ্ধান্ত নিয়ে মারা গিয়েছেন তার বিরুদ্ধে জেহাদ। তারপর ঈশ্বরকে কোতল করেন তিনি। রাজ্যের অভিযোগ জড়ো করে বলেন ভগবানকে পেলে তিনি দেখিয়ে দিতেন মজা এই যন্ত্রণা দেবার জন্যে। তারপরেই ওঁর সুর পাল্টে যায়। মাধবীলতার প্রশংসায় চলে আসেন তিনি। অমন ভাল মেয়ে নাকি হয় না। কি সুন্দর বউ। এই এক কথা শুনতে শুনতে অনিমেষ ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অথচ মুখে কিছু বলার উপায় নেই। যাওয়ার আগের রাত্রে মাধবীলতার সঙ্গে তার যেসব কথা হয়েছে তা চিরকাল এঁদের কাছে লুকিয়ে রাখতে হবে।

দরজা বন্ধ করে অনিমেষ আবার বাড়ির ভেতরে ফিরে এল। তারপর জামা পাল্টে ভেতরের বারান্দায় গিয়ে ডাকল, 'পিসীমা, পিসীমা।'

www.MurchOna.com

হেমলতা সাড়া দিলেন না। এটাও ওঁর একটা অভ্যেস। ইদানীং মাঝে মাঝে তিনি নীরব হয়ে থাকেন। যেন বোবামানুষ। তখন দশটা প্রশ্ন করলেও সাড়া পাওয়া যায় না। আবার কথা বলতে শুরু করলে থামতে চান না। তৃতীয়বার ডাকার পর ছোটমা বেরিয়ে এলেন। ছোটমা এখন পুরোনো বাড়িটায় আছেন। বোধহয় পিসীমার কাছাকাছি থাকার প্রয়াস। এই নতুন বড় বাড়িটায় অনিমেষ একা।

অনিমেষ ছোটমার মুখের দিকে তাকিয়ে থিতিয়ে গেল। খুব সাদা এবং রোগা দেখাচ্ছে মুখ। কাপড়ে সামান্য রঙ নেই। এত সাদা সহ্য করা যায় না। ছোটমাকে কদিন থেকেই তো দেখছে, কিন্তু এমন নিঃসঙ্গ এবং সিরসিরে অনুভূতি আর কখনও হয়নি। শরীরে মেদ নেই তো বটেই যেন মাংসও ঝরে গেছে।

'কিছু বলছ?'

'হ্যাঁ। আমি একটু বেরুচ্ছি। দরজাটা বন্ধ করে দিতে হবে।'

ছোটমা আকাশের দিকে তাকালেন, 'এইসময় কেউ বের হয়?'

'ঠিক আছে।' অনিমেষ যেন আর আলোচনায় যেতে চাইল না।

'ছাতাটা নিয়ে যাও।'

'ছাতা ধরার জন্যে আমার কোন হাত নেই।' অনিমেষ হাসল। তারপর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল। গেট খুলে গলিতে পা দিয়ে তার মনে হল এখন কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। নেহাতই বাড়িতে ভাল লাগছিল না বলেই সে বেরিয়েছে। জুলিয়েন দিন দুয়েক আগে মালবাজারে গিয়েছে। ক'দিন থেকে নাকি শহরে একটা চাপা উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। জুলিয়েনদের ভেরাটার ওপর নাকি পুলিসের নজর পড়েছে। সোনার দোকানে ডাকাতির ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করেই এই উত্তেজনা। শহরের মানুষের বিশ্বাস এরকম দিনদুপুরে ডাকাতি নাকি সাধারণ ডাকাতদের কর্ম নয়। খবরের কাগজে যেসব নকশালদের কথা পাওয়া যায় এ তাদেরই কীর্তি। জুলিয়েন বলেছিল, 'দেখুন আমরা কিরকম নাম কিনেছি, কেউ কোন গুণ্ডামি ডাকাতি করলেই দোষটা আমাদের ওপর সরাসরি চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। নকশাল মানেই যেন ডাকাত।' সাবধানের মার নেই তাই জুলিয়েনের ছেলেরা ওই কাঠের বাড়িতে বা নদীর চরে এখন থাকছে না। এ ব্যাপারে অনিমেষ অবশ্য জুলিয়েনকে সতর্ক করেছিল। দিন তিনেক আগে থানা থেকে লোক এসেছিল এখানে অনেক পুলিস দেখেছে অনিমেষ, কিন্তু এরকম নিরীহ এবং ভদ্র পুলিস কখনও চোখে পড়েনি। মাস ছয়েক বাকি আছে ভদ্রলোকের অবসর নেবার। ধুতি পাঞ্জাবি পরে টাক মাথার মানুষটি সেদিন বিকেলে বাড়িতে এসে বললেন, 'এই বাড়িতে মাধবীলতা মিত্র থাকেন?'

অনিমেষ বারান্দার চেয়ারে বসেছিল। মাধবীলতার নাম শুনে চমকে উঠেছিল। তখনও পৌঁছানোর সংবাদ আসার সময় হয়নি। সে একটু দুর্বল গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি?'

'আমি? আমি মশাই পুলিসে চাকরি করি। অবনী রায়।'

পুলিসের লোকের মাধবীলতাকে কি দরকার ভাবতে গিয়েই ওই ডাকাতির কথাটা মনে পড়ল। মাধবীলতা বলেছিল পুলিস হয়তো ওর খোঁজে এখানে আসতে পারে। তা এতদিনে কেউ যখন কোন খোঁজ খবর করেনি তখন ধরে নেওয়া গিয়েছিল ওটা চাপা পড়ে গিয়েছে। মফস্বলে ডাকাতির তদন্ত কতটা করা হয় তাতে সন্দেহ আছে। অনিমেষ নিশ্চিন্ত ছিল মাধবীলতার তেমন কিছুই হারায়নি। আংটিটা ফেরত এসেছে এবং ছোটমার গয়নার জন্যে ন্যায্যমূল্যের বেশী টাকা পাওয়া গিয়েছে। অতএব এই ডাকাতি নিয়ে কোন চিন্তা মাথায় ঠাঁই পায়নি। মাধবীলতারা চলে যাওয়ার পর সে চমকে উঠেছিল। জামার পকেটে একটা ভারী সোনার হার অনিমেষ আবিষ্কার করেছিল। এই হার তার মায়ের, মহীতোষ নতুন বউ এর মুখ দেখেছিলেন সেদিন ওই হার দিয়ে। মাধবীলতা যাওয়ার আগে সেটা তার পকেটে রেখে দিয়ে গেছে নিঃশব্দে। অনিমেষ অবাক হয়নি। এটাই মাধবীলতার স্বভাব। কিন্তু হারখানার কথা এ'বাড়ির দুই মহিলাকে বলতে পারেনি অনিমেষ। সেইসময় তার মনে হয়েছিল আর একটা কথা। গয়না বন্ধক রাখবার সময় মাধবীলতা ওই দামী হারটা নিয়ে যায়নি। মহীতোষের আশীর্বাদী গয়না কিংবা অনিমেষের মায়ের স্মৃতিটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল। একবারও মুখে পর্যন্ত ওই গয়নার কথা তোলেনি। যাওয়ার সময় সেটাই সে রেখে গেল অনিমেষের পকেটে। আগের রাত্রে যে সম্পর্কটাকে নিষ্ঠুর হাতে ছিন্ন করল পরের সকালে সে বিরাট অনাসক্তি দেখাল। সারাটা দিন অনিমেষ মুহ্যমান ছিল। শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, অন্য কোন মেয়ে হলে এটা ভাবার এবং সমীহ করার বিষয় হত, কিন্তু মাধবীলতা যা তাই করেছে।

www.MurchOna.com

পুলিসের লোক, যার নাম অবনী রায়, দাঁড়িয়েছিলেন। অনিমেষ উঠল না। দুটো হাত জড়ো করে বলল, 'বসুন।'

অবনী রায় বসলেন। তারপর চারপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা তো সরিৎশেখরবাবুর বাড়ি। খুব একরোখা মানুষ ছিলেন। মাধবীলতা মিত্র তাঁর কে হন?'

'আমার স্ত্রী। আমি ওঁর নাতি।'

'আপনি? আপনি সরিৎবাবুর নাতি? নকশাল?'

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি পেল অনিমেষের। সে বলল, 'ভয় পাচ্ছেন কেন? আমার দুটো পা তো আপনারা নিয়ে নিয়েছেন।'

'অ্যাঁ।' অবনী অনিমেষের পায়ের দিকে তাকাল, 'কি করে হল?'

'কি করে হল আপনারা জানেন না। নকশাল আমলে আপনি নিজে কটা মানুষ খুন করেছেন হিসাব রেখেছেন?'

'আমি? খুন? নেভার। পুলিসে চাকরি করি তাই বলে খুনী হব কেন?'

'ভদ্রলোকে এ চাকরি করে না মশাই, কি করে যে এতকাল ম্যানেজ করে এসেছি তা ঈশ্বরই জানেন। আর কটা মাস, তারপর—। কিন্তু রিটায়ার্ড হলে আর এক জ্বালা। দুই মেয়ের এখনও বিয়ে হয়নি।'

'কেন, পয়সা জমাননি? প্রচুর ঘুষ পেতেন তো!'

'ওই তো! ঘুষ নিতে পারিনি। চাকরিতে ঢোকার সময় মা বলেছিলেন অসৎ হবি না। সেটাই মেনে এসেছি। আরে তাই আমার প্রমোশন হল না। আমার বস বলতেন, অবনী একটু রাগতে শেখ। পুরুষমানুষ না রাগলে বীর্যবান হয় না। যাক, এসব ব্যক্তিগত কথাবার্তা। আপনার স্ত্রীকে ডাকুন।'

অবনী তার হাতের ফাইলটা খুললেন।

'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'ওই গয়নার দোকানে ডাকাতির ব্যাপারে ওঁকে থানায় যেতে হবে।'

'কেন?'

'বাঃ, এনকুয়ারি হবে না? কত টাকার ইন্‌সুরেন্স ছিল জানেন?'

'তার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক?'

'উনি ডাকাতির সময় ওই স্পটে ছিলেন। পুলিস ওঁর কাছে একটা স্টেটমেন্ট নিয়েছে। উনি নাকি একটা কানপাশা খুইয়েছেন। সেইসব ব্যাপার আর কি?' অবনী রায় হাসতে গিয়ে গম্ভীর হলেন, 'আচ্ছা, সেসময় ওঁর সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল সে কে?'

'আমাদের ছেলে, অর্ক।'

'অর্ক! পার্টি করে?'

'দূর! ও তো শিশু। পনের ষোল বছর বয়স।'

'না মশাই, কারেক্ট এজটা আপনি জানেন না।'

'বাঃ, চমৎকার আমি বাবা হয়ে জানব না?'

'বাবাদের হিসাবে ভুল থাকে। এই তো, আমি আমার বড় মেয়ের বয়স অ্যাদ্দিন জানতাম বত্রিশ। পঁচিশে বিয়ে করেছিলাম, ছাব্বিশে হয়েছিল। গত সপ্তাহে স্ত্রী কোত্থেকে কুষ্ঠী করিয়ে আনলেন ছাব্বিশ। আমার হিসাব নাকি ভুল। খবরদার কাউকে যেন এসব না বলে বেড়াই। আপনি জানেন আপনার ছেলে একা তিনটে মাস্তানকে ঠেঙিয়েছে?'

'কি বললেন?'

'ওই তো। কিছুই জানেন না। আপনার দোষ নেই, আমিও জানি না। আমার মেয়েরা কোথায় কি করছে সব খবর রাখতে পারলে তো অ্যাদ্দিনে প্রমোশন পেতাম গোটা চারেক। কিন্তু মজার ব্যাপার দেখুন, ওই ছেলের সম্পর্কে আমার ফাইলে এইসব খবর আছে কিন্তু ও যে বিখ্যাত নকশাল নেতা অনিমেষ মিত্রের ছেলে সেটা কোথাও বলা নেই। মিসেস মিত্রকে ডাকুন অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'ওরা এখানে নেই। কলকাতায় চলে গিয়েছে।'

'সে কি মশাই। তদন্ত চলাকালীন সাক্ষী স্থানত্যাগ করে কি করে? শাস্তি হয়ে যাবে। কবে গেল?' অবনী রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'আপনারা কি ওদের এখানে থাকতে বলেছিলেন?'

'নিশ্চয়ই বলা হয়েছিল।'

www.MurchOna.com

'আমার মনে হয় বলা হয়নি।'

'কি মুশকিল! ওঁদের কলকাতার ঠিকানাটা কি?'

'কি ব্যাপার বলুন তো? ওদের খুব প্রয়োজন?'

'দেখুন এসব কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ডাকাতিটা স্বাভাবিক ডাকাতি বলে পুলিস মনে করছে না। নকশাল বলে একটা গুজব উঠেছে। আপনার ছেলের যেরকম চেহারা আর বয়স তাতে ওর পক্ষে নকশাল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তারপর যখন জানা যাবে যে অর্ক নকশালের ছেলে তখন বিশ্বাসটা আরও শক্ত হবে। তখন যে এরকম ধারণা হবে না, অর্ক ওই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল, তা কে বলতে পারে!'

'কিন্তু আমার স্ত্রী ওদের বাধা দিয়েছিল।'

'তাই নাকি? সেটা তো এই রিপোর্টে লেখা নেই, শেষ ডাকাত বের হবার সময় মাধবীলতা বাধা দিয়েছিল বলেই ওরা অনেক গয়না আর টাকা নিয়ে যেতে পারেনি। অর্ক যদি ওদের দলের লোক হবে তবে সে কেন ডাকাতের হাত ধরতে যাবে!'

অনিমেষের কথা শুনে অবনী রায় হাঁ হয়ে গেলেন। তারপর রিপোর্টটা আদ্যোপান্ত পড়ে বললেন, 'যাচ্চলে, এসব ঘটনার কথা কিস্সু লেখা নেই। দাঁড়ান, আপনি আগাগোড়া সব বলে যান তো আর একবার, আমি লিখে নিই।'

অনিমেষের বলা শেষ হলে অবনী রায় কলম বন্ধ করলেন, 'ঠিক আছে, আমি রিপোর্টটা দিচ্ছি। কিন্তু ওঁকে পেলে ভাল হত। উনি জলপাইগুড়িতে আছেন জানলে সন্দেহটা কমত। কলকাতার ঠিকানাটা কি?'

'তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুর লেন। অবশ্য কথা আছে বাড়ি বদলাবার তবু ওই ঠিকানায় মনে হয় কদিন থাকবে।'

'আপনি গেলেন না কেন?'

'আমি।' অনিমেষ সোজা হয়ে বসল, 'গেলাম না!'

অবনী রায় কি বুঝলেন তিনিই জানেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সত্যি কথা বলুন তো, আপনারা এই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত কি না!'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'পাগল!'

অবনী রায় মাথা নাড়লেন, 'ঠিক আছে। আপনার স্টেটমেন্টটা আমি ভেরিফাই করছি। যদি সত্যি হয় তাহলে আমি আপনার পক্ষে আছি।'

অনিমেষ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার পক্ষে?'

'হ্যাঁ! চাকরি তো শেষ হয়ে এল। বাকি দিনগুলো সৎ থাকি।' তারপর বারান্দা থেকে নেমে গেটের কাছে পৌঁছে বললেন, 'আমি আপনাদের পাড়াতেই উঠে এসেছি। দেখা হবে।'

'কোথায়?' অনিমেষ ক্রাচদুটো টেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'করলা নদীর ধারে, ব্রিজটার ডান হাতে যে একতলা বাড়ি সেটাই এখন আমার আস্তানা। নমস্কার।'

সেদিন অনিমেষ অনেকক্ষণ আবিষ্ট হয়েছিল। অবনী রায়ের চেহারা এবং ব্যবহার পরিচিত পুলিসদের মত নয়। তারপরেই তার মনে হয়েছিল সমস্ত ঘটনাটা মাধবীলতাকে লিখে দেওয়া দরকার। জলপাইগুড়িতে সে নিশ্চয়ই ফিরতে চাইবে না। কিন্তু আইন তাকে বাধ্য করতে পারে ফিরে আসতে। কিন্তু এভাবে সে ফিরে আসুক অনিমেষ কখনই চায় না। যদি অবনী রায়ের কোন হাত থাকে তাহলে তাঁকে অনুরোধ করলে নিশ্চয়ই রাখবেন। অনিমেষের ধারণা ছিল না অবনী রায় কিভাবে তার স্টেটমেন্ট যাচাই করবেন। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল মাধবীলতা কোন চিঠি না দেওয়া পর্যন্ত সে যেচে কিছু লিখবে না। কে জানে, হয়তো মাধবীলতা ভাববে অনিমেষ তাকে অকারণ ভয় দেখাচ্ছে।

আজ এই মেঘের দুপুরে টাউন ক্লাব মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে অনিমেষের মনে হল অবনী রায় সেই যে গেছেন আর এ মুখো হননি। হাতে যখন কোন কাজ নেই, কারো সঙ্গে দেখা করার কথা মনে পড়ছে না তখন একবার গিয়ে অবনী রায়ের খোঁজ করলে কেমন হয়! করলা নদীর ধার পর্যন্ত হেঁটে যেতে তার কোন অসুবিধে হবে না। অবনীবাবুকে যদি বুঝিয়ে বলা যায়—! অনিমেষের মনে হল মাধবীলতাকে কোন ব্যাপারে না জড়াতে দেওয়া তার কর্তব্য।

www.MurchOna.com

করলা নদীর দুপাশে যে ঘরবাড়ি অনিমেষ কৈশোরে দেখে গিয়েছিল এখন তার তেমন পরিবর্তন হয়নি। ছবিটা একই আছে শুধু এদিকটায় কিছু নতুন বাড়ি তৈরি হলেও সেগুলোর চেহারা এখন পুরোনোদের মতন। হয়ত প্রতি বছর নদীর জল ওদের ধুয়ে দিয়ে যায়। অনিমেষ অবনী রায়ের বাড়িটাকে অনুমান করতে পারল। রাস্তায় একটাও মানুষ নেই। মেঘগুলো যেন আরও নিচে নেমে এসেছে। ছায়া আরও ঘন এবং তাতে অন্ধকার মিশেছে। বন্ধ বাড়ির দরজার কড়া নাড়ল অনিমেষ।

এরকম নির্জন দুপুরে এরা সবাই দরজা জানলা বন্ধ করে আছে সেটাই খুব অবাক হওয়ার মত ঘটনা। একটা পচা গন্ধ আসছে পাশের নদীর শরীর থেকে। অনিমেষ দ্বিতীয়বার কড়া নাড়তে দরজাটা খুলল। ঘরের ভেতরটা বেশ অন্ধকার তবু অনিমেষের অনুমান করতে অসুবিধা হল না মহিলা যুবতী। গলাটা বেশ কর্কশ, 'কি চাই ? কাকে চাই ?'

'অবনী রায়ের বাড়ি এটা ?'

'হ্যাঁ। আপনি কে ?'

বিন্দুমাত্র ভদ্রতাবোধ নেই, একদম চাঁচাছোলা প্রশ্ন কোন যুবতী করতে পারে তা অনিমেষের ধারণায় ছিল না। সে নিরীহ গলায় বলল, 'আমার নাম অনিমেষ।'

'বাবার সঙ্গে কি দরকার ?'

অনিমেষ সামান্য ইতস্তত করে বলল, 'উনি জানেন।'

'তাহলে ঘরে আসুন।' দরজাটা প্রায় বন্ধ হচ্ছিল।

অনিমেষ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'উনি বাড়িতে নেই ?'

'আছে। একঘন্টার আগে দেখা হবে না। স্নানটান করছে।'

'ও।' অনিমেষ দ্বিধায় পড়ল। এই মেঘ মাথায় নিয়ে সে কোথায় যাবে! তাহলে আবার পরে কখনো আসতে হয়। এইসময় ভেতর থেকে দ্বিতয়ি নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'দিদি, জেনে নে কি দরকার!'

'করলাম তো, বলল বাবা জানে। আচ্ছা, আপনি বসতে পারেন। ল্যাংড়া মানুষ আবার কোথায় ঘুরবেন। সুস্থ মানুষ হলে বসতে দিতাম না।' দরজাটা হাট করে খুলে গেল। অনিমেষের অস্বস্তি আরও বাড়ল। এ গলায় এমনভাবে কোন মেয়ে কথা বলতে পারে ? কিন্তু মেয়েটি এমন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে যে চলে যেতে সঙ্কোচ হল। অনিমেষ ভিতরে ঢুকল। সাধারণ সাজানো ঘর। চেয়ারে বসে সে আবার মেয়েটিকে দেখল। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবতী, মুখটা মেদবহুল, যৌবন একটু বাড়াবাড়ি রকমের। ওপাশে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে সে ঠিক এর বিপরীত। রোগা, বড্ড রোগা কিন্তু মুখটি মিষ্টি।

'বলুন কি দরকার ?' জেরা করার মত প্রশ্নের ধরন। পুলিসের মেয়ে হিসেবে একে চমৎকার মানায়। অনিমেষের রোখ চেপে গেল। সে কিছুতেই একে আসার কারণটা বলবে না। তার বদলে জিজ্ঞাসা করল, 'সুস্থ মানুষদের অপছন্দ করেন ?'

'হ্যাঁ। জোয়ান সুস্থ মানুষ বজ্জাত হয়।'

অনিমেষ ঢোক গিলল। এ কি রকম কথাবার্তা। দ্বিতীয় মেয়েটি বলল, 'এই দিদি! এসব বলিস না।'

'চুপ কর তুই। যা সত্যি তা বলতে মায়া রায়ের জিভ কাঁপে না।'

অনিমেষ সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গীতে বলল, 'সবাই কি একরকম ?'

'সব্বাই। মেয়েদের কাছে এক ধান্দায় আসে, সেটা ফুরিয়ে গেলেই হাওয়া হয়ে যায়। পাঁচ পাঁচবার এই অভিজ্ঞতা আমার। আপনি খোঁড়া না হলে কিছুতেই ঘরে ঢুকতে দিতাম না। ব্যাটাছেলে দেখলেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়।'

অনিমেষ মুখ নিচু করল। তারপর বলল, 'এটা ঠিক নয়। সবাই কি একরকম হয় ? আপনার বাবাকে ডেকে দিন।'

'বললাম তো বাবার কলে লাগবে আধঘন্টা, খেতে আধঘন্টা। এইজন্যেই তো বাবার প্রমোশন হল না। মা বলে, তুমি যা নিড়বিড়ে তোমার কিছু হবে না।' মায়া নাম্নী মেয়েটি শেষ করা মাত্র ছোটটি দরজা থেকে বলল, 'এই দিদি তোকে মা ডাকছে।'

'ডাকুক। কি জন্যে ডাকছে জানি। সত্যি কথা সব সময় বলব!' মেয়েটি এক রোখা ভঙ্গীতে একটা চেয়ারে বসতেই ভেতরের দরজায় অবনী রায় এসে দাঁড়ালেন, 'আরে আপনি! কি সৌভাগ্য! আমার এই পাগল মেয়েটা কি বলছে ?'

www.MurchOna.com

মায়া সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'কি ? আমি পাগল ? তা তো বলবেই। গলায় কাঁটা হয়ে আছি তো। দেব একদিন ওই করলায় ঝাঁপ তখন বুঝবে।'

অনিমেষ সোজা হয়ে বসল, 'আপনাকে বিব্রত করতে এলাম।'

'না না কিছুমাত্র না। আমিই আজ আপনার কাছে যেতাম। একটা সুখবর আছে। আপনার স্ত্রী এবং ছেলেকে এই কেস থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদের আর দরকার হবে না।' অবনী রায় হাসতে লাগলেন।

'কি রকম ?'

'ওই আপনার স্টেটমেন্টটাই হেল্প করল। দোকানের কর্মচারী সুনীতকে বলতে সে স্বীকার করল ঘটনাটা সত্যি। তার মালিক গয়না আর টাকার কথা স্রেফ চেপে গিয়েছে। আপনারা সত্যি কথা বলে দিতে পারেন সাক্ষী হলে এটা জানার পর মালিক তদ্বির করে সাক্ষী হিসেবে আপনাদের নাম কাটিয়ে দিল। ডাকাত তো ধরা পড়বে না মনে হচ্ছে, আপনারা আর জড়ালেন না। অবশ্য আমাকে একটু ভয় দেখাতে হয়েছিল।' অবনী রায় হাসলেন।

অনিমেষ নমস্কার করল, 'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'কিছু না। মানুষ যদি মানুষের মত আচরণ না করে তবে কেন আর জন্মানো! কই মা, একটু চা করো, উনি প্রথম এলেন।'

অনিমেষ কিছু বলার আগেই মনে হল বাজ পড়ল। টিনের ছাদে ঝমঝম শব্দ শুরু হল। আকাশটা যেন মুহূর্তেই ধসে পড়ল মাটিতে। এত শব্দ অনিমেষ কোনদিন শোনেনি। মায়া উঠল, 'এই বৃষ্টিতে যেতে পারবে না বলে চা করছি।' তারপর অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানেন, আজ বন্যা হবে। সব ব্যাটাছেলেগুলো যদি বন্যায় ডুবে মরত।' তারপর মুখ ফিরিয়ে ভেতরে চলে গেল।

অবনী রায় এবার কাঁচুমাচু হলেন, 'আপনি কিছু মনে করবেন না।'

অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'না, না, ঠিক আছে।' সে দেখল দ্বিতীয় মেয়েটিও ভেতরে চলে গিয়েছে। অবনী রায় চেয়ারটা টেনে আনলেন অনিমেষের কাছে, 'এই হল আমার মেয়ে। বড় মেয়ে। মাথাটা ঠিক নেই।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'কিন্তু বিয়ে দিতে পারছি না। কবে কোন ছেলে এসে কি করে গেছে আর মেয়ে তাই ধরে বসে আছে। পাত্রপক্ষ এলে এইসব কথা বলে। এরপর আর কেউ বিয়ে করতে চায়!'

অবনী রায়ের মুখ দুমড়ে গেল।

অনিমেষ কি বলবে বুঝতে পারল না। হঠাৎ অবনী রায় বলল, 'আপনি কি ভগবানে বিশ্বাস করেন ?

'একথা কেন ?'

'নকশালরা তো ওসব মানে না।'

'কি জানি। বলুন।'

'আমি বিশ্বাস করি। জীবনে কখনও কোন অন্যায় করিনি। আমার ভাগ্যে এমন হবে কেন ? হতে পারে না। এই মেয়ে ভাল হয়ে যাবে। যাবে না, বলুন ?'

'নিশ্চয় যাবে।'

অবনী রায় ইতস্তত করলেন, 'আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।'

অনিমেষ বলল, 'বৃষ্টি না ধরলে—।'

'আরে ঠিক আছে। আমি দুটো খেয়ে নিই—'

অবনী রায় চলে গেলে চুপচাপ বসেছিল অনিমেষ। মেয়েটির ওপর তার একটুও রাগ হয়নি। রং কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে। আজ মাধবীলতা কি তার সম্পর্কে একই কথা বলতে পারে ? সে প্রয়োজনে ওকে ব্যবহার করেছে এখন প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলে—। অনিমেষ দুহাতে মুখ ঢাকল। এই মেয়েটির যা যন্ত্রণা তা তো মাধবীলতারও হতে পারে। হঠাৎ অনিমেষের নিজেকে নতুন করে অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। যেন এই মেয়েটির এমন আচরণের জন্যে সে-ও দায়ী।

'আপনার চা।'

অনিমেষ হাত সরিয়ে দেখল ছোট মেয়েটি চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। অনিমেষ কাপটা নিতেই মেয়েটি বলল, 'মা বলেছে আপনি যেন কিছু মনে না করেন। দিদিটা ওইরকম।'

'না না ঠিক আছে। তোমার দিদি কোথায় ?'

www.MurchOna.com

'জল দেখছে।'

'তুমি দাঁড়াও।' অনিমেষ দু'চুমুকে চা-টা খেয়ে নিল। তারপর ক্রাচ নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আমাকে ওখানে নিয়ে চল।'

'আপনি যাবেন?' মেয়েটি অবাক হল।'

'তোমাদের অসুবিধা হবে?'

'না, না। আসুন।'

ভেতরের বারান্দায় পৌঁছে অনিমেষ নদীটাকে দেখতে পেল। বড় বড় জলের ফোঁটা পড়ছে নদীর ওপরে। সাদা হয়ে আছে পৃথিবীটা। মেয়েটি তাকে বারান্দার কোণে নিয়ে যেতে সে মায়াকে দেখতে পেল। অবনী রায় বোধহয় পাশের রান্নাঘরে। তাঁর স্ত্রী বোধহয় পরিবেশন করতে করতে মুখ বাড়িয়ে অনিমেষকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

বারান্দাটা এল-প্যাটার্নের। অনিমেষ মায়ার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটা উবু হয়ে বসে জলের দিকে তাকিয়ে। শব্দ শুনে সে মুখ ফেরালো। অনিমেষ হাসল, 'ভাই, আমি যাচ্ছি।'

'আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? ও, চা দিলাম বলে?'

'না, অত বকেছ তাই।'

'আমাকে তুমি বলছেন কেন?'

'বাঃ, তুমি আমার বোন। তোমাকে তুমি বলব না?'

মায়া মুখ ফেরাল। তারপর অদ্ভুত গলায় বলল, 'জল বাড়ছে। ঠিক বন্যা হবে। আমি জানি।'

'এই বন্যার জলে তোমার দাদা ভেসে যাক তুমি চাও?'

'আমি আপনার কথা বলিনি।'

'ও তাই বল। তাহলে যাই।'

'আপনার মাথা খারাপ? এই বৃষ্টিতে যাবেন কি করে?'

'খোঁড়া মানুষ, জল বাড়লে ডুবে যাব।'

'মোটেই না। এখন যাওয়া চলবে না। কি ভাবেন আপনারা? মেয়েদের আপনারা কি ভাবেন অ্যাঁ? চলুন, আপনাকে বসতে হবে।' মায়া উঠে দাঁড়াল। অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'তাহলে রাগটাকে কমাতে হবে। ঠিক আছে?'

॥ চুয়াল্লিশ ॥

খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে অর্ক ছাদের দিকে তাকিয়েছিল। টালিগুলোর মাঝখানে এক ফুটি কাঁচ যার ভেতর দিয়ে ঘরে আলো আসছে। কাঁচটা খোলা, বাইরের কিছুই দেখা যায় না কিন্তু আলো আসে। জন্মাবধি এই ঘরে বাস করে সে অনেকবার ওপরের দিকে তাকিয়েছে কিন্তু কাঁটাকে নতুনভাবে চোখে পড়ল আজ। এই বস্তি যারা বানিয়েছিল তারাও চেয়েছিল এখানে একটু আলো আসুক।

জলপাইগুড়ি থেকে আসার পর কলকাতাকে তার খুব খারাপ লাগছে। এত চিৎকার, শব্দ আর চারপাশের চেহারা বিকট মনে হচ্ছে। ওখানে তো কিছুই করার ছিল না কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই সেই ঘুঘুর ডাক, গাছপালা আর চুপচাপ বাড়িটাকে অনুভব করতে পারে সে। সঙ্গে সঙ্গে মন খারাপ হয়ে যায়, কিছুই ভাল লাগে না।

অথচ তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুর লেন একই রকম রয়েছে। সেই চিৎকার, চেঁচামেচি, হল্লা খিস্তির ফোয়ারার একটুও কমতি নেই। এসে অবধি নেহাত প্রয়োজন ছাড়া ঘর ছেড়ে বের হয় না অর্ক। মোটামুটি স্থির হয়েছে সে এক্সটার্নাল হিসেবে পরীক্ষা দেবে। পড়ার বইগুলোকে তার এখন খুব একটা খারাপ লাগছে না। যে বিষয়গুলো এতদিন অবোধ্য মনে হত সেগুলো ফিরে আসার পর বেশ সরল সরল বলে মনে হচ্ছে। ফিরে আসার পর মাকে একদম অচেনা মনে হচ্ছে তার। সারাদিন গুম হয়ে থাকে, কথা বললে তবে উত্তর পাওয়া যায়। হঠাৎ যেন অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে গেছে মা। চেহারাটা দিনকে দিন ভেঙ্গে পড়ছে। চোখ গর্তে বসেছে। মাঝ রাত্রে মা বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে। অর্ক ঘুম ভেঙ্গে কাঠ হয়ে শুনেছে সেই কান্না। অনেকবার মনে হয়েছে উঠে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তখনি বুঝতে পারে সেটা অনুচিত কাজ হবে। মা জানে সে ঘুমিয়ে আছে। এই কান্নাটা বাবার জন্যে কিংবা মায়ের নিজের জন্যেও হতে পারে। সে যে জেনেছে তা জানালে মায়ের লজ্জা বাড়বে ছাড়া কমবে না। অতএব চুপচাপ প্রতিরাত্রে অর্ককে সেটা সহ্য করে যেতে হচ্ছে।

www.MurchOna.com

অর্ক বোঝে বাবা মাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অথচ চলে আসার আগের রাত্রে মা স্পষ্ট জানিয়ে এসেছিল যে তাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক নেই। সেই সময় মায়ের গলা ছিল তীব্র, কথা বলার ভঙ্গীতে ছিল জেদ। আর এখন যে মা রাত্রে একা একা কাঁদে সেই মা অত্যন্ত অসহায়, ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাওয়া মানুষ। অথচ সকালে উঠেই যেন একটা পাথরের মূর্তি স্কুলে চলে যায়। দুপুরে বাড়ি ফিরে আসে মড়ার মত। এ সবের কারণ বাবা। অর্ক অনেকবার ভেবেছে আর বাবা বলবে না। কিন্তু অভ্যেস এমন যে না চাইলেও বাবা শব্দ মনে চলে আসছে। এতগুলো বছর যে মানুষটা এই ঘরে ছিলে, ফিরে আসার পর সে আর নেই, নিশ্চয়ই খুব ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। কিন্তু অর্ক নিজে আর কোন টান বোধ করে না। মানুষটা না থাকায় সে কোন অভাব অনুভব করছে না। কিন্তু মা করছে। এই রহস্য অর্ক বুঝতে পারে না। যার সঙ্গে মা নিজে উদ্যোগী হয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করে এল তার জন্যেই কেঁদে মরবে কেন ?

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় অর্ক লাফিয়ে উঠল। বিকেলে পড়াতে যাওয়ার আগে মা বলে গিয়েছিল, 'পরমহংসকাকুকে যদি পারিস একটা খবর দিস।' প্রায় ফুরিয়ে আসছে বিকেল। পরমহংসকাকুর কথা মনে হতেই আর একটা মুখ মনে এল। কতদিন দেখা হয়নি। কে জানে, ঊর্মিমালার মনে হয় কি না! কিন্তু এখন এই বিকেলে ওই মুখ মনে পড়া মাত্র অর্কর অন্য রকম অনুভূতি হল। ঊর্মিমালার সঙ্গে জলপাইগুড়ির শান্ত নির্জন বাড়িটার অদ্ভুত মিল আছে।

আজকাল দরজায় দুটো তালা দেওয়া হয়। দুটো তালা পরস্পরকে আঁকড়ে থাকে, দুটো চাবি দুজনের কাছে। অর্ক সেজেগুজে গলিতে পা দিল। ন্যাড়াদের ঘরের সামনে এসে সে অবাক হয়ে অনুপমাকে দেখল। নতুন বউ-এর মত সেজে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অনুপমা। ওকে দেখে ফিক করে হাসল, 'তোরা দেশে গিয়েছিলি না ?'

অর্ক মাথা নাড়ল। অনুপমা বলল, 'এসে অবধি দেখছি ঘরে বসে আছিস। তোর বাবা আসেনি ?'

অর্ক মাথা নাড়ল আবার। অনুপমাকে একদম অন্যরকম লাগছে। খলবল করে কথা বলছে, একটুও আড়ষ্টতা নেই। বেশ মোটা হয়েছে, চামড়ায় চাকচিক্য এসেছে। অনুপমা বুকের শাড়ি টানল, 'আমি দুদিনের জন্যে এসেছি। হাজার হোক বাবা ভাই বোন, কিন্তু ও ছাড়তেই চায় না।' চোখমুখ ঘুরিয়ে কথাগুলো বলতেই অর্ক পা বাড়াল। অনুপমার এত সাজগোজ ওই ঘরে যে মানাচ্ছে না এটা বোধ হয় ও জানে না। অর্কর মনে হল অনুপমা মেয়েটা ভাল নইলে এই অভাবের ঘরে আবার ফিরে আসবে কেন ?

গলির মুখে এসে দাঁড়াল সে। এক কোনায় মালের বস্তার মত পড়ে আছে মোক্ষবুড়ি। যেদিন তারা জলপাইগুড়ি থেকে এল সেদিনও চোখে পড়েছিল। মোক্ষবুড়ি আজকাল মুখ তুলে দ্যাখে না। দুই হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে দিনরাত চোখ বন্ধ করে থাকে। কে এল কে গেল জানার যেন দরকার নেই আর। কারও প্রতি টান নেই, কোন দায় নেই, সংজ্ঞাটা মনে পড়তেই অর্ক কেঁপে উঠল। বেজন্মা! মোক্ষবুড়ি রেগে গেলেই বীভৎস স্বরে ওই শব্দটা উচ্চারণ করত। এখন মোক্ষবুড়ির কি সেই অবস্থা ? সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা নাড়ল। মোক্ষবুড়ি এখন সন্ন্যাসীদের মত, একমাত্র ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ। মুখ ফিরিয়ে সে আবার মোক্ষবুড়িকে দেখল। কোনরকম সুখ দুঃখের বাইরে, কিছুই যেন আর স্পর্শ করে না।

ঈশ্বরপুকুর লেন জমজমাট। নিমুর চায়ের দোকানের সামনে বেশ ভিড়। তারস্বরে রেডিও বাজছে। শিবমন্দিরের রকের দিকে তাকাতেই অর্ক বিলুকে দেখতে পেল। একা একা উবু হয়ে বসে সিগারেট খাচ্ছে। ওকে দেখেই সে লাফিয়ে উঠল, 'আরে তুমি ? আও আও।'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'এখন না, একটু কাজ আছে।'

'আরে ইয়ার, কাজ তো জিন্দেগীভর থাকবে। দুমিনিট বসে যাও। কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম। তুমি যে ফিরে এসেছ তা আমি জানিই না।'

অনুরোধ এড়াতে পারল না অর্ক। ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে রকে বসল। পকেটে দুটো আঙুল ঢুকিয়ে সন্তর্পণে একটা সিগারেট বের করে বিলু সামনে ধরল, 'নাও গুরু।'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'না। ভাল লাগছে না।'

'কি ব্যাপার ? মনে হচ্ছে খুব পাল্টে গিয়েছ। দেশে কোন নটঘট করে এসেছ নাকি ? এইস্যা দেওয়ানা বন গিয়া ?'

www.MurchOna.com

অর্ক হেসে ফেলল। বিলু বেশ হিন্দী ডায়লগ দিচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'পাড়ার খবর কি ? সব ঠিকঠাক আছে ?'

হাত নাড়ল বিলু, 'পাড়ার খবর আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। এসব ধান্দায় আমি নেই। আমি তো পাড়ায় থাকা ছেড়ে দিয়েছি বলতে গেলে। এর জন্যে কিছুটা দায়ী তুমি!'

'আমি ?'

'হ্যাঁ। খুরকি কিলা মারা যাওয়ার পর কত করে বললাম তোমাকে এক নম্বর হয়ে যেতে তখন শুনলে না। শালা সেদিনের ফড়িং আজকে বাজ হয়ে হোক্কড় মারছে। কি রোয়াব! খুরকি কিলা থাকতে যে শালাকে খুঁজে পাওয়া যেত না সেই শালা আজ পাড়ার টপ রংবাজ।' মুখ বিকৃত করল বিলু।

'কে ? কার কথা বলছিস ?'

'ওই যে! নিমুর চায়ের দোকান থেকে নামছে।'

অর্ক দেখল কোয়াকে। কোয়া তাহলে ঈশ্বরপুকুর কন্ট্রোল করছে। এই কদিনে কোয়ার জামাকাপড় পাল্টে গিয়েছে। সাফারি স্যুট পরেছে কোয়া, পায়ে নথস্টার। হাঁটার ভঙ্গীটাও অন্য রকম। দুজন চামচে রয়েছে পেছনে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছিল কোয়া এমন সময় একটা ট্যাক্সি ওদের পেছনে এসে হর্ন দিল। কোয়ার একটা চামচে হাত বাড়িয়ে ইশারা করল পাশ কাটিয়ে যেতে। ড্রাইভারটা কোন প্রতিবাদ করল না, গাড়ি সামান্য পিছিয়ে নিয়ে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। কোয়ারা মাঝরাস্তা থেকে এক চুলও নড়ল না। বিলু বলল, 'দেখলে গুরু কাণ্ডটা। এইসব করছে আর পাবলিকের কাছে ইমেজ বেড়ে যাচ্ছে। কেউ ওর মুখের ওপর কথা বলতে সাহস পায় না আজকাল। এই জন্যেই পাড়ায় আসি না।'

এই সময় কোয়া শিবমন্দিরের দিকে তাকাল। সঙ্গে তার সিগারেটটা ঠোঁটের বাঁ কোণ থেকে ডান কোণে চলে এল। তারপর হেলতে দুলতে এগিয়ে এল সামনে, 'আরে বিলু, কেমন আছিস ?'

'চলছে।' বিলু গম্ভীর মুখে জবাব দিল।

'আরে এ অক্ক না ? ছিপারুস্তম! শুনলাম তোরা কোঠা বাড়িতে উঠে যাচ্ছিস! সেই আবার বস্তিতেই ফিরে আসতে হল ?' হ্যা হ্যাঁ করে হাসল কোয়া।

অর্কর মেজাজ গরম হয়ে যাচ্ছিল। সে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করল। এর সঙ্গে ঝামেলা বাধিয়ে কি লাভ। কোয়া মুখের সামনে হাত নাড়ল, 'কিরে, বোবা হয়ে গেলি নাকি ?'

অর্ক কোয়ার দিকে তাকাল, 'কোয়া, ভদ্রলোকের মত কথা বল।'

'ভদ্দরলোক ? শালা, কোই হারামি বলতে পারে কে ভদ্রলোক ? ভদ্রলোক শেখাতে এসেছে আমাকে ? আর একবার বল তোর বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব।' উত্তেজনায় কোয়া জামার আস্তিন গোটাতে চাইল কিন্তু মোটা কাপড়ের স্যুটে ভাঁজ পড়ল না।

অর্ক কোয়ার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। সেই চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে কোয়া বলল, 'তুই আমাকে একদিন পৌঁছিয়েছিলি মনে আছে। আমি সেকথা জিন্দেগীতে ভুলব না। শোন, এ পাড়ায় থাকতে হলে তোকে আমার আণ্ডারে থাকতে হবে। নইলে কোন বাবা তোকে বাঁচাতে পারবে না। এই সব চামচিকে নিয়ে দল গড়লে কোন লাভ হবে না বলে দিলাম।' হাত বাড়িয়ে বিলুকে দেখিয়ে দিল কোয়া।

অর্ক উঠে দাঁড়াল। 'তুই আমাকে চিনিস কোয়া। আমি নিজে থেকে কোন ঝামেলায় যেতে চাই না। তুই যদি নিজের ভাল চাস তাহলে আমাকে ঘাঁটাবি না। আর আবার বলছি, যদি আমার সঙ্গে ভবিষ্যতে কথা বলতে চাস তাহলে ভদ্রভাবে কথা বলবি।'

কোয়া কি বুঝল সে-ই জানে। অর্কর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল দুবার। তারপর চামচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লেখা হয়ে গেল। এ শালা ভোগে যাচ্ছে।' তারপর আবার দলবল নিয়ে ফিরে গেল নিমুর চায়ের দোকানে। ও চলে যাওয়া মাত্র বিলু বলল, 'শালা এখন থেকেই মাল খাবে। আজকাল নিমুর দোকানে বসেই বাংলু টানে কোয়া।'

'যাঃ, নিমুর চায়ের দোকানে মদ বিক্রি হয় ?'

'হয় না খায়। আটটায় দোকান বন্ধ হয়ে গেলে একদিন গিয়ে দেখো।'

অর্ক অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'আশ্চর্য! কেউ কোন প্রতিবাদ করে না।'

'প্রতিবাদ ? কোন শালার ঘাড়ে কটা মাথা আছে! তবে তুমি গুরু ওকে অঙ্কে ছেড়ে দিলে। যদি টাইট দিতে চাও তাহলে আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

www.MurchOna.com

অর্ক কিছু না বলে রক থেকে নেমে দাঁড়াল, 'চলি রে, কাজ আছে।' বিলুকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সে সোজা হাঁটতে লাগল। এরমধ্যেই সন্ধ্যে নেমেছে। রাস্তায় আলো জ্বলছে। অর্ক ট্রামে চেপে সোজা শোভাবাজারে চলে এল। স্টপেজে পা দিয়েই ওর খেয়াল হল সেই ছেলেগুলোর কথা। আশ্চর্য; আজকে আর বিন্দুমাত্র ভয় করছে না। হয়তো পরমহংস আলাপ করিয়ে দেবার জন্যেই কিংবা এতদিন পার হয়ে যাওয়ার জন্যে সেই বোধটা আর ধারালো নেই। পরমহংসের ঠিকানা খুঁজে পেতে সময় লাগল না। বাড়িটা যে একান্নবর্তী এবং পুরোনো তা সামনে দাঁড়ালেই বোঝা যায়। প্রচুর লোক গুলতানি করছে। একজন প্রৌঢ়কে অর্ক জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এখানে পরমহংসবাবু থাকেন?'

'হ্যাঁ। এখন নেই। অফিসে গিয়েছে।' চটপট জবাব দিয়ে লোকটা সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল, 'যাই বল না কেন ডন ইজ ডন। তোমাদের গাওস্করের সঙ্গে মূর্খ ছাড়া কেউ তাঁর তুলনা করবেন না। সে খেলা এই ছোকরা পাবে কোথায়!'

সঙ্গীটি বলল, 'আপনি ডনের খেলা দেখেছেন?'

'নিশ্চয়ই না দেখলে আর ক্রিকেট ছেড়ে দিই?'

'তার মানে?'

'এটাও বুঝলে না! নস্যি দাও। হ্যাঁ, তোমাকে যদি কেউ রাবড়ি খাওয়ায় তারপর আর বাতাসা খেতে চাইবে? এ-ও অনেকটা ওই রকম। ডনের খেলা দেখার পর অন্যের খেলা দেখতে গেলে ওই রকম মনে হবে। আর বল করতো লারউড। এইসব মার্শাল ফার্শাল তো তার কাছে শিশু। তাও তো কত কায়দা হয়েছে। মাথায় হেলমেট পরো, হাতে বুকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধো, মুখ আড়াল করে খোকাবাবু ব্যাট ধরলেন। ডনের সময় খালি একটা ব্যাট নিয়ে দেড়শ মাইল স্পীডের বল ফেস করতে হতো। গাওস্কর পারবে? ক্যালেণ্ডার হয়ে যেত অ্যাদ্দিনে।' দু'আঙুলের নস্যিটাকে সশব্দে নাকে চালান করে দিলেন ভদ্রলোক। অর্ক দাঁড়িয়েছিল। ভদ্রলোক যে গতিতে কথা বলে যাচ্ছিলেন তাতে সে সুযোগ পাচ্ছিল না কিছু বলার। নস্যি নেওয়ার ফাঁকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'উনি কখন ফিরবেন?'

ভদ্রলোকের যেন সংবিৎ এল, 'কে?'

'পরমহংসবাবু।'

'ও, ডু য়ু নো হু ইজ হি? জানো না? আমার ছোট ভাই। দাদা হয়ে তার ওপর খবরদারি করব আমাদের বংশে সে রেওয়াজ নেই। তার ইচ্ছেমতন সে আসবে ইচ্ছেমতন যাবে। আমি জানতে যাব কেন?' হ্যাঁ করে একটু বাতাস নিলেন ভদ্রলোক, বোধ হয় নস্যিতে নাকের ফুটো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অর্ক বলল, 'বেশ। তাহলে বলবেন বেলগাছিয়া থেকে অর্ক এসেছিলো।'

'মনে থাকলে বলব।' ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন, 'হ্যাঁ যা বলছিলাম। মহম্মদ নিসারের নাম শুনেছ? বিরাট।'

অর্ক আর দাঁড়াল না। লোকটার ওপর খুব চটে যাচ্ছিল সে। সমানে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর মানুষের ওপর অথচ নিজের ভাই-এর খোঁজখবর রাখে না। এখন পরমহংস কাকু ফিরে এলে এই খবর পেলে হয়। লোকটার গলা শুনলে মনে হয় ঠিক ভুলে যাবে। ট্রামরাস্তার কাছে এসে অর্কর মনে হল ভুল হয়ে গেছে। পরমহংসকাকার বাড়ির কোন মহিলাকে বলে এলে ভাল হত। কিন্তু এখন আর ফিরে যাওয়া যায় না।

অর্ক ঠিক করল ওখানেই সে অপেক্ষা করবে। বাড়িতে যাওয়ার পথ যখন এটাই তখন পরমহংসকাকুর দেখা সে এখানেই পাবে।

ট্রামগুলো আসছে আর চলে যাচ্ছে। বেশ ভিড় এখন ফুটপাথে। এক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত পা ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল অর্কর। মাস্তানগুলোর কাউকেই এখন নজরে পড়ছে না। অর্ক একবার ভাবল সামনের দোকানটায় ঢুকে চা খেলে কেমন হয়? তার পকেটে যে পয়সা আছে ফেরার ট্রাম ভাড়া দিয়েও তিরিশটা বেঁচে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল জলপাইগুড়িতে খাওয়াদাওয়ার বেশ আরাম ছিল! মত পাল্টালো সে, সামনের সিগারেটের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে ধরালো। নিয়মিত অভ্যেস না থাকায় অস্বস্তি হচ্ছিল, ধোঁয়াটাকে গিলছিল না তাই। হঠাৎ তার মনে এল এটা বেকার। ফালতু পয়সা নষ্ট হল। মায়ের পয়সায় সিগারেট খাওয়ার কোন অধিকার তার নেই। ফেলে দিতে গিয়েও সামলে নিল সে। এখন এটা ফেলে দিলেও পয়সাটা ফেরত আসবে না।

www.MurchOna.com

আর এই সময় জুলিয়েনের কথা মনে পড়ল অর্কর। খুব সুন্দর কথা বলে মানুষটা। শুধু অপচয় হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেশটা। কংগ্রেস সি পি এম কেউ এই দেশের রোগ সারাতে পারবে না যদি দেশের মানুষ না সজাগ হয়। জুলিয়েনের সব কথা অর্ক সেদিন বুঝতে পারেনি। কিন্তু একটা কথা তার মনে লেগে আছে। আমরা তো কখনো আমাদের পাশের মানুষটার সমস্যা বুঝতে চাই না।

চিৎপুরে দাঁড়িয়ে অর্ক মাথা নাড়ল। কথাটা সত্যি। আমরা সব সময় নিজেদের কথাই ভাবি। কেউ অন্য কারো সমস্যার কথা চিন্তা করি না। কংগ্রেস যদি কোন ভাল কাজ করতে যায় তাহলে সি পি এম এসে তার পাশে দাঁড়াবে ? কক্ষনো না। আবার সি পি এম-এর বেলাতেও তাই। এত মানুষ সামনে দিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকের কত রকম সমস্যা আছে। অথচ কেউ সে খবর জানে না, জানতে চায় না। জুলিয়েন বলেছিল, অর্ক এখন থেকেই সচেতন হও। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা কর, দেখবে চোখ খুলে যাবে। এই দেশে তোমাদের থাকতে হবে, তাই দেশটাকে নিজের হাতে গড়ে নাও।

হাতে সিগারেটের আগুনের ছাঁকা লাগতেই অর্ক সেটাকে ছুঁড়ে ফেলল। না, এখনও পরমহংসকাকার দেখা নেই। এমনও তো হতে পারে পরমহংসকাকা আজ রাত্রে বাড়িই ফিরল না, সে খামোকা আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। অর্ক হাঁটতে লাগল। তার মনে হল সিগারেট কিনতে গিয়ে সে পয়সাটা বাজে খরচ করেছে। অতএব তার হেঁটে বাড়ি ফিরে ট্রামের ভাড়াটা বাঁচানো উচিত। কতদূর আর হবে, বড় জোর দেড়-দু মাইল।

রাজবল্লভপাড়ার কাছে এসে অর্ক ভাবল গলি দিয়ে চলে যাবে। পাতাল রেল-এর জন্যে বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটা মুশকিল। গলিতে ঢুকতেই ওর বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। নিজের চোখকে যেন সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। উল্টো দিক দিয়ে ঊর্মিমালা আসছে। পরনে শালোয়ার পাঞ্জাবি, একটা বই বুকের কাছে ভাঁজ করা হাতে, হাসতে হাসতে কথা বলছে। ওর পাশে ছিপছিপে লম্বা একটা ছেলে, চশমা পরা। বছর কুড়ি বয়স হবে তার। ছেলেটিও হাসছে সামনে। ওদের দেখামাত্র অর্কর বুক আনটান করতে লাগল। এত রাত্রে ঊর্মিমালা এখানে কি করছে ওই ছেলেটার সঙ্গে ? কে ছেলেটা ? ঊর্মিমালার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক! যত দেখছে তত এক রকম তেতো স্বাদ মনে ছড়িয়ে পড়ছে। অর্কর মনে হল এখনি তার সামনে থেকে সরে পড়া উচিত। ঊর্মিমালার মুখোমুখি না হওয়াই ভাল। কিন্তু এখানে কোন আড়াল নেই। আচমকা পিছু ফিরলে ওর নজরে পড়ে যাবে সে। অতএব যা হবার সামনাসামনি হোক। যদি পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায় ঊর্মিমালা তো যাক। রাস্তার দিকে মুখ করে অর্ক হাঁটছিল। এবং তখনই সে ঊর্মিমালার গলা শুনতে পেল। মিষ্টি সুরেলা গলা, 'আরে, আপনি এখানে ?'

অর্ক মুখ তুলল। ঊর্মিমালা সুন্দর চোখে তাকে দেখছে, ঠোঁটে আন্তরিক হাসি। ওর পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেটি একটু অবাক চোখে তাকিয়ে। অর্ক কথা বলতে গিয়ে দেখল নিজের গলার স্বর অচেনা লাগছে, 'এই এদিকে একটু এসেছিলাম। ভাল ?'

'এদিকে মানে ? আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন ?'

'না না।' অর্ক থেমে গেল। ও বুঝতে পারছিল না কি ভাবে কথা বলবে।

'বাঃ, আমি মাকে বলছি। আপনি এদিকে এসেও আমাদের বাড়িতে যাননি।'

'গেলে তো দেখা পেতাম না।'

'না গেলে জানতেন কি করে ?' আজকে আমাদের একটা ফাংশন ছিল তাই বেরিয়েছিলাম। এই যে এসো তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এর নাম অর্ক মিত্র আর এ হল সুমন দত্ত। আমার বন্ধু।'

শেষ শব্দটা শোনা মাত্র অর্ক শক্ত হল। বন্ধু! বন্ধু মানে প্রেমিক ? তাহলে ঊর্মিমালার প্রেমিক আছে ? ও দেখল সুমন দুই হাত জড়ো করে তাকে নমস্কার করছে। অর্ক সেটা ফিরিয়ে দিল। সুমন বলল, 'আমি আপনার কথা শুনেছি। মাসীমা আপনার কথা খুব বলেন।'

'মাসীমা ?'

'আমার মা।' ঊর্মিমালা হাসলো।

রাগে শরীর জ্বলে গেল হাসিটা দেখে। শালার তাহলে নিয়মিত ওই বাড়িতে যাতায়াত আছে। এই সময় ঊর্মিমালা বলল, 'আপনাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে। কি হয়েছে ?'

'কিচ্ছু না। আমি যাই।'

www.MurchOna.com

সুমন বলে উঠল, 'সে কি ? আপনার সঙ্গে বাই চান্স আলাপ হয়ে গেল এখনই যাবেন কি ? চলুন কোথাও বসে চা খাই।'

অর্ক আবার ঊর্মিমালার দিকে তাকাল, 'আমি চা খাই না।'

ঊর্মিমালা বলল, 'তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। হেঁটে না গিয়ে ট্রামে ফিরে যাবেন।'

'না, আমার হাঁটতে ভাল লাগে।'

এই সময় সুমন পকেট হাতড়ালো। তারপর বলল, 'তোমরা ফয়সালা করে নাও, আমি সিগারেট কিনে আনি।'

সুমন চলে গেলে ঊর্মিমালা বলল, 'কি ব্যাপার বলুন তো ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কি রাগ করেছেন ?'

সত্যি কথাটা বলতে গিয়েও চেপে গেল অর্ক, 'বাঃ রাগ করব কেন ? বন্ধুর সঙ্গে বেশ তো বেড়ানো হচ্ছে।'

'বেড়াচ্ছি না, বাড়ি ফিরছি। আপনিও তো আমার বন্ধু, তাহলে এমন করে বলছেন কেন ?' ঊর্মিমালার মুখে অন্ধকার এল।

'একটা মেয়ের কতগুলো বন্ধু হয় ?'

'মানে ?'

'মেয়েদের একজনের বেশী বন্ধু থাকা উচিত নয়।'

'ওমা, কে বলল ?'

'আমার তাই মনে হয়।'

'ভুল মনে হয়। সুমনকে আমি ক্লাশ ওয়ান থেকে চিনি। ও আমার চেয়ে বয়সে বড় হলেও বন্ধু। আমার বাবাও আমার বন্ধু। আপনি ঠিক ভাবছেন না।'

হঠাৎ অর্ক প্রশ্নটা করে ফেলল, 'সুমনকে তুমি ভালবাস ?'

'হ্যাঁ। বন্ধুকে না ভালবাসলে বন্ধু হয় কি করে!'

'না, না। তারও বেশী ?'

এবার ঠোঁট কামড়াল ঊর্মিমালা। এবং তখনই সুমন সিগারেট নিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে, 'কি হল ? বসা হবে কোথাও ?'

ঊর্মিমালা তাকে বলল, 'না, থাক, আজ আমার বেশ দেরি হয়ে গেছে।'

সুমন বলল, 'যাচ্চলে! এতক্ষণে মনে পড়ল! ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে পরে আড্ডা মারা যাবে, কেমন, চলি।'

ওরা যাওয়ার জন্যে পথ বাড়াতেই ঊর্মিমালা মুখ ফেরাল, 'মাসীমাকে আমার কথা বলবেন। আপনারা আমাদের পাড়ায় কবে উঠে আসছেন ?'

'জানি না।'

ঊর্মিমালা হাসল, 'আপনি আমাকে শেষ যে প্রশ্নটা করেছিলেন তার উত্তর একটাই, না। এলাম।'

ওদের চলে যেতে দেখল অর্ক। বাঁক ঘোরার আগে একবারও ঊর্মিমালা মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল না। হঠাৎ নিজের ওপর তার খুব রাগ হয়ে গেল। ঊর্মিমালা তাকে হারিয়ে গেল, আর একবার।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

দরজাটা ভেজানোই ছিল। এখন রাত বেশী নয়। অন্যমনস্ক অর্ক দরজা ঠেলতে দেখল ঘরের আলো নেভানো। সে একটু অবাক হয়ে ডাকল, 'মা।'

'আলো জ্বাল।' মাধবীলতা যেন নিঃশ্বাস চেপে উচ্চারণ করল। গলার স্বরটা অস্বাভাবিক ঠেকতেই অর্ক দ্রুত ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললো। মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে আছে মাধবীলতা। মুখ লাল, ঠোঁট ফ্যাকাশে। আলো জ্বলতেই চোখ বন্ধ করল সে। একটা হাত পেট খামচে ধরেছে। দৌড়ে এল অর্ক, 'কি হয়েছে মা ?'

'কিছু না। আজ আমি রান্না করতে পারছি না। ওখানে টাকা আছে, তুই কিছু কিনে খেয়ে নে।' মাধবীলতার মুখ দেখে অর্ক বুঝতে পারল মা যন্ত্রণা চাপছে। সে মাথার পাশে বসে কপালে হাত

www.MurchOna.com

রাখতেই চমকে উঠল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সে বিহ্বল গলায় বলল, 'তোমার জ্বর এসেছে?'

মাধবীলতা মাথা নাড়ল, 'ও কিছু নয়, আমাকে একটু শুয়ে থাকতে দে।'

'তোমার পেটে কিছু হয়েছে?'

'ব্যথা করছে। শুয়ে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে।' তারপর একটা হাত বাড়িয়ে অর্ককে আঁকড়ে ধরল মাধবীলতা। অর্ক দেখল তার বাজুতে মায়ের আঙ্গুলগুলো চেপে বসেছে। শক্ত হয়ে যেন ব্যথাটাকে সামলাতে চাইছে মা। সঙ্গে সঙ্গে অর্ক অসহায়ের মত চারপাশে তাকাল। জ্ঞান হবার পর থেকেই সে মাকে একরকম দেখে আসছে। কোন বড় অসুখে কখনও পড়েনি মাধবীলতা। এইভাবে যন্ত্রণায় কাতর হতে মাকে সে কখনো দ্যাখেনি। মাথার ভেতরটা ঘুরে গেল অর্কর। মা ছাড়া পৃথিবীতে তার কেউ নেই। হাতটা ছাড়িয়ে লাফিয়ে উঠল সে। তারপর দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'তুমি শুয়ে থাকো, আমি এখনই আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছিস?' মাধবীলতা কোনক্রমে জিজ্ঞাসা করল।

'ডাক্তার ডাকতে।'

'না।' চিৎকার করে উঠল মাধবীলতা, 'আমার কিছুই হয়নি। ডাক্তার ডাকতে হবে না।' শেষ কথাটা বলতে বলতে মুখ বিকৃত হয়ে গেল তার।

'এখন কোন কথা বলবে না। আমি যা বলব তাই তোমাকে শুনতে হবে।'

মাধবীলতা চোখ মেলে তাকাতেই অর্ক আড়ষ্ট হল। দুফোঁটা জল চিক চিক করছে চোখের কোণে। অর্ক আড় দাঁড়াল না। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গলিতে পা দিতেই মনে হল মাকে একা রেখে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। কিছু ভাবতে না পেরে সে অনুপমাদের ভেজানো দরজায় হাত দিতেই দেখলে মেঝেতে অনুপমা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। অনুপমার পায়ের কাপড় হাঁটুর ওপর ওঠা। দৃশ্যটা চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই আর দাঁড়াল না অর্ক। এক দৌড়ে ঈশ্বরপুকুর লেনে চলে এল সে।

ডাক্তারের চেম্বারে বেজায় ভিড়। কিন্তু ডাক্তার নেই। তিনি কোথায় গিয়েছেন কেউ বলতে পারছে না। কম্পাউণ্ডার জানাল, কলে গিয়েছেন। ছটফট করতে লাগল অর্ক। এপাড়ায় আর একজন ডাক্তার আছেন। তিনি বসেন ট্রাম লাইনের ধারে। যত দেরি হচ্ছিল তত অধীর হচ্ছিল অর্ক। মায়ের যেন কিছু না হয়ে যায় ভগবান। ট্রাম লাইনের ধারেই যাবে ঠিক করল সে।

কিন্তু রাস্তায় নামতেই সে ডাক্তারবাবুকে দেখতে পেল। হন হন করে হেঁটে আসছেন। পেছনে ঝুমকি। অনেক ফর্সা অনেক ঝকঝকে চেহারা হয়েছে ঝুমকির কিন্তু সেদিকে তাকানোর সময় ছিল না অর্কর। ও এগিয়ে গিয়ে রাস্তা আটকে দাঁড়াল, 'ডাক্তারবাবু, আপনাকে এখনই আমাদের বাড়িতে যেতে হবে। আমার মার ভীষণ অসুখ।'

ডাক্তার যেন অসহায় হয়ে মাথা নাড়লেন, 'কোন বাড়ি? ওহো, তোমাদের বাড়িতে তো আমি গিয়েছি। কিন্তু এখন তো হবে না, রাত্রে ফেরার সময় যাব।'

অর্ক বলল, 'না, মা খুব কষ্ট পাচ্ছে, আপনি একবার চলুন।'

'কি হয়েছেটা কি?'

'খুব জ্বর আর পেটে ব্যথা।'

এই সময় ঝুমকি কথা বলল, 'ডাক্তারবাবু—।'

'হ্যাঁ। তোমার বাবার ওষুধ-টা তুমি কম্পাউণ্ডারবাবুকে আমার নাম করে বলো, তিনি দিয়ে দেবেন। আমি এক্ষুনি এর বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি। চলো।' ডাক্তারবাবু আবার পেছন ফিরতে অর্ক ঝুমকির দিকে তাকাতেই সে হেসে বলল, 'ভালো?'

অর্ক উত্তর না দিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গ নিল। শুনছে মায়ের অসুখ, ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছে তবু জিজ্ঞাসা করছে ভালো? হাঁটতে হাঁটতে অর্কর মনে হল ঝুমকি এখনও পাকাপাকি মিস ডি হয়নি। মিস ডি হলে তো আর এই বস্তিতে থাকার কথা নয়। তবে চেহারা পাল্টে গিয়েছে। এখন মহিলা মহিলা মনে হয় ওকে।

দরজা ঠেলে অর্ক বলল, 'আসুন।'

ঘরে আলোটা জ্বলছিল। মাধবীলতা হাতের কনুইতে চোখ আড়াল করে শুয়েছিল। শব্দ হতে চোখ মেলে ডাক্তারবাবুকে দেখে বলল, 'কি অন্যায় বলুন তো, মিছিমিছি আপনাকে ডেকে আনল।'

ডাক্তারবাবু ব্যাগটাকে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

'পেট ব্যথা করছিল। বললাম শুয়ে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে—।'

www.MurchOna.com

কথা শেষ করতে না দিয়ে কপালে হাত দিলেন ডাক্তারবাবু, 'চমৎকার জ্বর বাধিয়েছেন। কদ্দিন থেকে হচ্ছে?'

মাধবীলতা এবার জবাব দিল না। ডাক্তারবাবু এবার পেটে হাত দিলেন। বিশেষ জায়গায় স্পর্শমাত্র আর্তনাদ করে উঠল মাধবীলতা। অর্ক লক্ষ্য করল ডাক্তারের মুখ কালো হয়ে গেল। মিনিট দশেক ধরে নানান পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রথম কবে পেইন অনুভব করেছেন?'

মাধবীলতা একটু ইতস্তত করছিল, ডাক্তারবাবু আবার বললেন, 'লুকিয়ে কোন লাভ হবে না। এ জিনিস একদিনে হয়নি। আপনারা যে কেন চেপে থাকেন তা আমি আজো বুঝতে পারি না। সেই শেষ পর্যন্ত তো জানতে দিতেই হয়। পেটেরটা তো বুঝলাম, বুকেরটা কি করে ঘটালেন?'

'বুকের?'

'নিঃশ্বাস নিতে গেলে খচ্ করে লাগছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন। আমি ওষুধ দেব, ভাল ঘুম আসবে।' ডাক্তারবাবু ব্যাগ তুলে নিয়ে অর্ককে ডাকলেন, 'এসো।'

বাইরে বেরিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোমার বাবাকে ডাকো, ওঁর সঙ্গে কথা আছে।'

অর্কর চোয়াল শক্ত হল, 'উনি এখন এখানে নেই।'

'আঃ! এখন ওঁকে ভীষণ দরকার।'

'আপনি আমাকে বলুন।'

ডাক্তারবাবু অর্কর দিকে তাকালেন, 'শোন, তোমার মায়ের অসুখটা খুব সামান্য নয়। এক্সরে না করিয়ে আমার কিছু বলা উচিত নয়। আমি তোমাকে সাজেস্ট করব ইমিডিয়েটলি হসপিটালে নিয়ে যেতে।'

'হসপিটাল?' হতভম্ব হয়ে গেল অর্ক।

'হ্যাঁ। ওর লিভার আর ফুসফুস, দুটোই একসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আর এটা অনেকদিন ধরেই হচ্ছে, উনি তোমাদের জানাননি। তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমি ওষুধ দিচ্ছি, রাত্রে ঘুমুবে, ব্যথাটাও কমবে। কিন্তু এটা নেহাতই টেম্পোরারি রিলিফ। তুমি আমার চিঠি নিয়ে হসপিটালে যেও কোন অসুবিধে হবে না।' কথা শেষ করে ডাক্তার হাঁটতে শুরু করলেন। অর্কর ভেতর তখন তোলপাড় হচ্ছিল। মায়ের যে খুব বড় একটা অসুখ হয়েছে এটা স্পষ্ট। সে কাতর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তারবাবু, মা ভাল হয়ে যাবে তো?'

'ভাল হবেন না কেন? অসুখ আছে আবার তার ওষুধও আছে। বাড়িতে যে সেবাযত্ন করা দরকার, যে ওষুধপথ্য প্রয়োজন তা তোমার একার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই আমি ওঁকে হসপিটালে নিয়ে যেতে বলছি। তবে এসব কথা যেন ওঁকে বলো না।'

'কিন্তু হসপিটালে তো চিকিৎসা হয় না।'

'কে বলল?' ডাক্তারবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন।

'সবাই বলে। আমার মাকে আপনি বাঁচিয়ে দিন ডাক্তারবাবু।'

'সবাই বলে স্কুলে পড়াশুনা হয় না। তবু শিশুদের আমরা সেখানে পাঠাই। তাদের অনেকেই ভাল রেজাল্ট করে বের হয়। অতএব অন্য লোক কি বলল সেকথায় কান দিয়ে লাভ নেই। তোমার মাকে বাঁচাতে হলে হসপিটালে নিয়ে যাবে।'

ঈশ্বরপুকুরে পা দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোমার মায়ের যে প্রায়ই জ্বর আসতো, পেট ব্যথা করত, তোমরা জানতে না?'

'না। জলপাইগুড়িতে আমরা বেশ কিছুদিন ছিলাম। তখন যদি—।'

'না না এ অন্তত মাস কয়েক ধরে চলছে।'

চেম্বারের ভিড় যেন ডাক্তারবাবুকে দেখে স্বস্তি পেল। চেয়ারে বসে একটা কাগজে তিনটে ওষুধের নাম লিখে কম্পাউণ্ডারকে বললেন, 'ওকে এখনি দিয়ে দাও। কেসটা ভাল নয়।' তারপর আর একটা চিঠি লিখে বললেন, 'এটা নিয়ে কাল সকালেই চলে যাবে। মাকে ভর্তি না করে অন্য কাজ নয়। ওই ওষুধগুলো এখনই খাইয়ে দাও। সারা রাতে আর বিরক্ত করার দরকার নেই।'

অর্কর মনে পড়ল ডাক্তারবাবুকে ফি দেওয়া হয়নি। মায়ের কাছে টাকা চাইতে হবে। সে বলল, 'ডাক্তারবাবু আপনার টাকাটা নিয়ে আসি—।'

www.MurchOna.com

চোখ তুলে দেখলেন ভদ্রলোক, 'হ্যাঁ দিতে তো হবেই। তবে কাল দিলেই হবে। হসপিটাল থেকে ফিরে এসে দেখা করবে আমার সঙ্গে।'

ডাক্তারবাবু এবার অন্য রোগীদের দেখতে আরম্ভ করলে অর্ক সরে আসতেই ঝুমকি বলল, 'কার কি হয়েছে?'

'আমার মায়ের, জ্বর আর পেটে ব্যথা।'

'হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলল?'

'হ্যাঁ।' ঝুমকির সঙ্গে কথা বলতে একটুও ইচ্ছে করছিল না অর্কর। কিন্তু কেউ যদি গায়ে পড়ে প্রশ্ন করে জবাব না দিয়েও থাকা যায় না।

'খুব জ্বর?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বাবা তো এখানে নেই!'

'কে বলল?' অবাক হল অর্ক।

'আমি জানি।'

এই সময় কম্পাউণ্ডার এসে ঝুমকিকে ওষুধ দিতে সে বলল, 'বাবার খুব টান বেড়েছে। চলি।' অর্ক লক্ষ্য করল ঝুমকির উপস্থিতি অন্য সবার নজর কেড়েছে। সবাই টেরিয়ে টেরিয়ে ওকে দেখছিল। বছর খানেক আগেও বোধহয় এরকম হতো না। এই সময় কম্পাউণ্ডার ডাকতেই অর্ক এগিয়ে গেল।

ওষুধ নিয়ে রাস্তায় নামতেই অর্কর শীতবোধ হল। সমস্ত শরীর সিরসির করছে। মাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। মা যদি আর ফিরে না আসে? না, অসম্ভব, সে প্রায় দৌড়েই গলিতে ঢুকল।

দরজা ঠেলতেই অর্ক অবাক হয়ে গেল। মাধবীলতা স্টোভ জ্বালিয়েছে। অর্ক আঁতকে উঠল, 'তুমি কি করছ?'

সাদা মুখে মাধবীলতা হাসল, 'খেতে হবে তো।'

'তুমি ওঠো।'

'কি আশ্চর্য! আমার এখন ভাল লাগছে। আমি তোকে ডিমটা করে দিচ্ছি।'

'তোমার ভাল লাগছে?'

'হ্যাঁ। দ্যাখ, মনে হচ্ছে জ্বরটাও কম। তুই মিছিমিছি ডাক্তার ডাকতে গেলি। ডাক্তারকে টাকা দিয়েছিস?' কথা বলতে বলতে মাধবীলতা চোখ বন্ধ করল।

অর্ক দ্রুত পায়ে মায়ের কাছে চলে গেল। তারপর দু-হাতে মাধবীলতাকে জোর করে দাঁড় করাল, 'আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না, তোমাকে এখন শুয়ে থাকতে হবে। তুমি এই শরীর নিয়ে রান্না করছ?'

মাধবীলতা বাধা দিতে চেষ্টা করেও পারল না। ছেলের শরীরের শক্তির কাছে সে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ল। আর অর্ক অবাক হয়ে দেখল মায়ের শরীর কি হালকা, একরত্তি ওজন নেই যেন। সে মাধবীলতাকে খাটের কাছে নিয়ে এসে বলল, 'তুমি ওপরে শোও।'

দ্রুত মাথা নাড়ল মাধবীলতা, 'না!'

শুধু অসম্মতি নয়, অর্কর মনে হল শব্দটা উচ্চারণের সময় মা যেন আরও বেশি কিছু বলতে চাইল। সে জোর করল না। মেঝেতে আবার শুয়ে পড়ল মাধবীলতা। শুয়ে বলল, 'শরীরটা বড় দুর্বল হয়ে গেছে রে।'

অর্ক পকেট থেকে ওষুধগুলো বের করে এক গ্লাস জল বাড়িয়ে ধরল, 'এগুলো খেয়ে নাও। তারপর চুপটি করে শুয়ে থাকো।'

মাধবীলতা হাসল, 'বাবাঃ, তুই এমন ভঙ্গীতে কথা বলছিস যেন আমাকেই পেটে ধরেছিস। আমাকে এই ট্যাবলেট খেতে হবে?'

'হ্যাঁ। অ্যাদ্দিন তো নিজে না খেয়ে শুধু আমাদের খাইয়ে এসেছ এখন আমি যা বলব তাই তোমাকে শুনতে হবে।'

'এসব তোকে কে বলল?'

'ডাক্তারবাবু।'

www.MurchOna.com

'বাজে কথা। আমি তোদের সঙ্গে দু'বেলা খেতাম না ?' মাধবীলতা ওষুধ খেলে অর্ক তার বিছানাটা ঠিক করে দিল। তারপর মাধবীলতার মাথার পাশে বসে কপালে হাত রাখল। জ্বর আছে তবে সামান্য কম। মায়ের শরীরের স্পর্শ পাওয়া মাত্র আবার কেঁপে উঠল অর্ক। কাল সকালে মাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবেই। নাহলে নাকি বাঁচানো যাবে না। অর্ক মাধবীলতার শরীরের দিকে তাকাল। মাকে বাঁচাতেই হবে, যে করেই হোক।

কিন্তু এই মুহূর্তে, যখন মাধবীলতা চোখ বন্ধ করে রয়েছে, তখন তাকে হাসপাতালের কথা বলতে গিয়েও সামলে নিল অর্ক। মা নিশ্চয়ই হাসপাতালে যেতে চাইবে না। অথচ ডাক্তারবাবু বলেছেন হাসপাতালে না নিয়ে গেলে মা বাঁচবে না। যা করার কাল সকালেই করা যাবে। এখন মা ঘুমুক।

এই সময় অর্কর চোখ খাটের দিকে গেল। এবং তখনই পরিষ্কার হয়ে গেল কেন মাধবীলতা ওখানে শুতে চায়নি। খাটটা ছিল বাবার দখলে। সঙ্গে সঙ্গে অর্কর মনে হল মায়ের এইসব অসুখের জন্য দায়ী একটি মানুষ। কিন্তু আশ্চর্য, সেই মানুষটার জন্যে মা কষ্ট পেয়ে যাচ্ছে। সে নিচু গলায় বলল, 'মা, তোমার শরীর তো ঠিক নেই, জলপাইগুড়িতে চিঠি দেব ?'

মাধবীলতা কোন কথা বলল না। শুধু নিঃশব্দে তার মাথাটা না বলল।

অর্ক দেখল মায়ের বন্ধ দুই চোখের কোণে আচমকা জল ফুটে উঠল। সে সেই জলটার দিকে স্থির হয়ে চেয়ে রইল। এক ফোঁটা টলটলে জল শরীর ছেঁকে বেরিয়ে এসেছে। কেটে গেলে রক্ত পড়ে, পুড়ে গেলে ফোস্কা হয়, কিন্তু কষ্ট হলে চোখে জল আসে কেন ? তাহলে মনের সঙ্গে শরীরের অবশ্যই যোগাযোগ আছে। মন খারাপ হলে শরীরও খারাপ হবে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে মায়ের শরীরের এইসব কষ্ট বাবারই দেওয়া।

হঠাৎ অর্কর খেয়াল হল মাধবীলতা জেগে নেই। ঠোঁটদুটো সামান্য ফাঁক হয়ে থাকায় দাঁতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বুক নামছে নিঃশ্বাসের তালে তালে, নামছে উঠছে। সমস্ত শরীর থেকে একটা চাপা উত্তাপ বের হচ্ছে। পরম মায়ায় অর্ক মায়ের গালে কপালে চিবুকে হাত বোলালো। বুকের ভেতর একটা ভয় এখন তির তির করে বাড়ছে। অর্ক চোখের কোণদুটো আঙুলে মুছিয়ে দিতে গিয়ে থমকে গেল। তারপর ধীরে ধীরে নিচু হয়ে নিজের ঠোঁটদুটো মায়ের দুই চোখের কোণে আলতো করে ছুঁইয়ে জলকণা মুছিয়ে দিল। মাধবীলতা তার কিছুই টের পেল না। ওষুধের কল্যাণে বেঘোরে ঘুমুচ্ছে সে।

কতক্ষণ ওভাবে বসেছিল অর্ক জানে না। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমশ যেন একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। দরজায় শব্দ হতে সে চেতনায় ফিরল। খুব সন্তর্পণে কেউ দরজাটা খুলছে, কিন্তু আওয়াজটা এড়াতে পারছে না। অর্ক সোজা হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে ?'

এই সময় মুখটা দেখতে পেল সে, 'কেমন আছে এখন ?'

অর্ক যতটা অবাক তার চেয়ে বেশি গম্ভীর হয়ে গেল, 'ভাল।'

ঝুমকিকে সে এখানে কিছুতেই আশা করেনি। অথচ ঝুমকি এখন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণে সে মাধবীলতার শায়িত শরীরটাকে দেখতে পেয়েছে। এক পা এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'ঘুমুচ্ছেন ?'

অর্ক মাথা নাড়ল। সে বুঝতে পারছিল না কি করবে! ঝুমকিকে এই ঘরে দেখলে নিশ্চয়ই মা খুশি হবে না। তাছাড়া ঝুমকি যে জীবনযাপন করে সেটা শুনলে—! ঝুমকি জিজ্ঞাসা করল, 'জ্বর, কত ?'

'জানি না।'

'থার্মোমিটার নেই ?'

'না।'

ঝুমকি মাধবীলতার পাশে বসে মাথায় আলতো করে হাত রেখে বলল, 'উঃ, বেশ জ্বর। মাথায় জলপটি দিতে হবে। আমাকে একটা কাপড় জলে ভিজিয়ে দাও।'

অর্ক মাধবীলতার জ্বরতপ্ত ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাল। সে বুঝতে পারছিল ঝুমকি আসায় তার অসহায় ভাবটা ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। একা মাকে কিভাবে সেবা করা যায় তা সে বুঝে উঠতে পারছিল না। তবু সঙ্কোচে বলল, 'থাক, আমি দিচ্ছি।'

'সরো তো! এসব ছেলেদের কাজ নয়।'

'তোমার বাবার তো অসুখ!'

www.MurchOna.com

'এখন টান কমেছে, ঘুমুচ্ছে। কাল সকালের আগে উঠবে না। এরকম মাঝে মাঝেই হয়। তুমি একটা বাটিতে জল আর ছোট কাপড় এনে দাও। হাতপাখা আছে?' ঝুমকি ঘরের চারপাশে তাকাল। তার পরে উঠে খাটের ওপর থেকে পাখা নিয়ে এসে অর্ককে সরে যেতে ইঙ্গিত করল।

একটা বাটিতে জল আর ছেঁড়া পরিষ্কার ন্যাকড়া এনে দিল অর্ক। ঝুমকি পরিপাটি করে কপালে জলপটি দিয়ে নরম হাওয়া করতে লাগল। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে অর্কর সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল। মিস ডি ক্যাবারের পোশাকে নাচছে। এখন এই ঝুমকিকে দেখে সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না, মেলানো যায় না।

ঝুমকির মুখ ঝুঁকে পড়েছে মাধবীলতার ওপর, এক হাতে পাখা চালাচ্ছে, অন্য হাতে কাপড়টা পাল্টে দিচ্ছে।

শেষপর্যন্ত একসময় অর্ক বলল, 'এবার আমাকে দাও।'

ঝুমকি মাথা তুলল, 'খেয়েছ?'

অর্ক হাসল, 'সময় পাইনি।'

'বাড়িতে রান্না হয়নি?'

'না।'

'তাহলে বাইরে থেকে খেয়ে এসো, ততক্ষণ আমি এখানে আছি।'

অর্কর এই মুহূর্তে একটুও খিদে পাচ্ছিল না। তাছাড়া ঝুমকিকে একা রেখে তার যাওয়াটাও ভাল দেখায় না। যে কোন মুহূর্তে মায়ের ঘুম ভেঙে যেতে পারে। সেসময় সে না থাকলে—! তাছাড়া আর একটা ব্যাপার সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ ঝুমকি কেন এল তাদের ঘরে? শুধু মায়ের অসুখের খবর পেয়ে তার এখানে আসার কি এমন গরজ পড়ল! শেষ যখন দেখা হয়েছিল তখন ঝুমকির সঙ্গে এমন কিছু ভাল সম্পর্ক ছিল না, তাহলে? ওর মনে হচ্ছিল ঝুমকির এই আসার পেছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। তাছাড়া এসময় ওর পাড়ায় থাকার কথা নয়। না হয় আজ বাবার অসুখ তাই বের হয়নি কিন্তু তাহলে তো বাবার কাছেই থাকা উচিত ছিল। অর্ক কোল কুল পাচ্ছিল না।

এই সময় ঝুমকি বলল, 'ডাক্তার তোমার মাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছে, না?'

অর্ক বলল, 'কি জানি!'

'নিশ্চয়ই দিয়েছে। এটা স্বাভাবিক ঘুম না। তাড়াতাড়ি খেয়ে এসো, আমি এখানে সারা রাত থাকব নাকি?' প্রশ্নটা করে ঝুমকি ঠোঁট টিপে হাসল।

এইবার অর্কর মনে হল ঝুমকি এই ঘরে আছে জানলে মা হয়তো রাগ করবে কিন্তু বস্তির অন্য মানুষের জিভ টসটসে হয়ে উঠবে। অতএব যত তাড়াতাড়ি ওকে এখান থেকে সরানো যায় ততই ভাল। সে বলল, 'তুমি যাও, আমি বসছি।'

ঝুমকি মাথা নাড়ল, 'উঁহু, না খেয়ে এলে আমি এখান থেকে উঠবই না।'

অর্ক অসহায় ভঙ্গীতে বলল, 'কি আশ্চর্য!'

'কিছুই আশ্চর্যের নয়। আমাদের বাড়িতেও সন্ধ্যেবেলায় রান্না হয়নি। তুমি খেয়ে আসবার সময় আমার জন্যে একটা হাফ পাউণ্ড রুটি নিয়ে এস। মা-মেয়েতে হয়ে যাবে। পয়সা নাও।' ব্লাউজের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে একটা ব্যাগ বের করে বারো আনা পয়সা দিল ঝুমকি।

অর্কর আর কোন উপায় রইল না। সে পয়সাটা তুলে নিয়ে আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আজকাল সন্ধ্যেবেলায় বের হও না?'

ঝুমকি মুখ তুলে তাকাল। ওর মুখে যে ছায়া খেলে গেল সেটা অর্কর নজরে পড়ল। তারপর স্পষ্ট গলায় বলল, 'যাই। তবে আমার আর নাচা হবে না।'

'কেন?'

'আমি পারলাম না।'

অর্ক আর দাঁড়াল না। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল। এখন যে এত রাত হয়ে গেছে তা সে টের পায়নি। এমনকি তিন নম্বর পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। নিমুর দোকান বন্ধ। শুধু একটা পানের দোকান ছাড়া কিছুই খোলা নেই। হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম রাস্তায় চলে এল অর্ক। তারপর দুটো হাফ পাউণ্ড রুটি কিনে আবার ফিরে আসছিল তিন নম্বরে। আর এই সময় সে কোয়াকে দেখতে পেল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোয়া চিৎকার করছে। ওর দুটো পা মাটিতে সমানভাবে স্থির থাকছে না, শরীরটা বারংবার হেলে পড়ছে সামনে। কোয়ার সামনে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধা। বারংবার

www.MurchOna.com

তিনি কোয়াকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু কোয়া তাঁকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। এবং সেইসঙ্গে চলছে অশ্রাব্য গালাগালি। বৃদ্ধা যে কোয়ার মা তা বুঝতে দেরি হল না এবং সেই মাকেই কোয়া একনাগাড়ে খিস্তি করে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখার জন্যে এত রাত্রেও বেশ কিছু লোক জমে গিয়েছে। যাওয়ার সময় এদের এখানে দ্যাখেনি সে। এর মধ্যেই এত কাণ্ড ঘটে গেছে। অর্ককে দেখতে পাওয়া মাত্র কোয়া সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, 'এই যে ভদ্দরনোক, শালা ভদ্দরনোকের বাচ্চা! শালা তোর মাকে—।'

সঙ্গে সঙ্গে অর্কর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। রুটি দুটোকে পাশের রকে রেখে সে ছুটে গেল কোয়ার দিকে। তারপর পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। মিনিট দেড়েক বেধড়ক পেটালো সে কোয়াকে। ততক্ষণে আরও লোক জমেছে কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়েছিল কোয়া। অর্ক এবার বৃদ্ধার দিকে তাকাল, 'আমি আপনার ছেলেকে মেরে ফেলতাম। ও আমার মাকে অপমান করেছে আপনি নিজের কানে শুনেছেন।'

বৃদ্ধা পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছেলের মার খাওয়া দেখছিলেন। এবার বললেন, 'তুমি ঠিক করেছ বাবা।'

অর্কর মাথায় আগুন জ্বলছিল। সে কোয়াকে আবার টেনে তুলল, 'অনেক সহ্য করেছি। এই ঈশ্বরপুকুরে যে শালা মাল খেয়ে মাতলামি করবে আর খিস্তি দেবে তাকে আমরা পুঁতে ফেলব। তোর মনে থাকবে? তুই মাস্তান হচ্ছিস হয়ে যা, কিন্তু মাতলামি আর খিস্তি করা চলবে না।'

সেই অবস্থায় কোয়া জিজ্ঞাসা করল, 'কেউ মাতলামি করবে না?'

'না। কাউকে আমি মাতলামি করতে দেব না।'

'ঠিক হ্যায়। আমি তোর সঙ্গে আছি। মালের ঠেকগুলো সব আমাকে কলা দেখাচ্ছে। সবকটাকে তুলে দিতে হবে।' কোয়া টলছিল।

অর্ক বলল, 'আমি কালকে তোর সঙ্গে কথা বলব।' তারপর রুটিদুটো তুলে নিয়ে পা বাড়াল বাড়ির দিকে। তার শরীর ঘিন ঘিন করছিল। সে হাঁটতে হাঁটতে ঠিক করল একটা দল গড়বে। এই ঈশ্বরপুকুর থেকে মাল খেয়ে মাতলামি করা বন্ধ করতেই হবে। তারপরেই খেয়াল হল কোয়া নাকি এখন খুব বড় মাস্তান। অথচ অমন মার খেয়েও সে প্রতিবাদ করল না। কি ব্যাপার?

ঘরে ঢুকে অর্ক দেখল ঝুমকি ঢুলছে। তার হাত থেকে পাখা পড়ে গিয়েছে, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। মাধবীলতা এখনও অসাড়ে ঘুমুচ্ছে। অর্ক ডাকল, 'এই ঝুমকি, বাড়ি যা।'

ধরফড়িয়ে উঠে পড়ল ঝুমকি। তারপর লজ্জিত ভঙ্গীতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অর্ক তার পিছু ডাকল, 'তোর রুটি।'

॥ ছেচল্লিশ ॥

তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুর লেনের একটা বিশেষ সুবিধে, আপদে বিপদে গাড়ি পেতে অসুবিধে হয় না। বিশেষ করে সকালের দিকটায়। ভোরে এখানে গাড়ি ধোওয়া হয় লাইন দিয়ে। প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভাররা নিমুর দোকানে চা খেতে খেতে সে কাজ তদারকি করে। পরিষ্কার গাড়ি নিয়ে তারা ডিউটি করতে যায় বাবুদের বাড়িতে। অতএব সাতসকালে নির্মলের গাড়িটা পেয়ে গেল অর্ক। তিন নম্বরের কেউ অসুস্থ, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু গাড়ি পাওয়া যাবে না, এ হয় না।

সারা রাত ঠায় জেগে কাটিয়েছে অর্ক। মাধবীলতার মুখে মাঝে মাঝে যন্ত্রণার ছাপ ফুটেছে, শরীর বেঁকেছে, আবার ঘুমে তলিয়ে গেছে। কিন্তু ভোরের দিকে আবার চেতনায় ফিরে এল সে। এবং তখন থেকেই একটা গোঙানি বেরিয়ে আসছে ওর সমস্ত শরীর ছেঁচে। দুহাতে পেট খামচে ধরে সমানে ককিয়ে যাচ্ছে মাধবীলতা। অর্ক ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মা, খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার? মা!'

মাধবীলতা একবার চোখ মেলে ছেলের দিকে তাকিয়েছিল। ঘোলাটে চোখ। দাঁতে দাঁত। কথা বলতে পারেনি সে। আবার চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বোঝা যায় প্রাণপণে সে যন্ত্রণাটাকে দমাতে চাইছে। লড়াই করার শক্তিটাকে তখনও জিইয়ে রেখেছে। মায়ের শরীরটা যেন ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। অর্ক আর অপেক্ষা করেনি। এক ছুটে সে বেরিয়ে এসেছিল নিমুর দোকানের সামনে। তখনও ভাল করে সকাল হয়নি কিন্তু রাতও নেই। নিমুকে ঘটনাটা বলতে নির্মল এগিয়ে এল চায়ের গ্লাস হাতে, 'কোন হাসপাতালে যাবে? আর জি কর?'

www.MurchOna.com

অর্ক ঘাড় নাড়তেই সে বলল, 'নিয়ে এস।' তারপর চিৎকার করে যে গাড়ি ধুচ্ছিল তাকে সে নির্দেশ দিল, 'এখন জল ঢালিস না। হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে ওসব হবে।'

নির্মলকে এর আগে দেখেছে অর্ক। তিন নম্বরের পেছন দিকটায় থাকে। কথা হয়নি কখনও। নির্মল বলল, 'তোমার মা হেঁটে আসতে পারবে?'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'কোলে করে নিয়ে আসতে হবে।'

'চল।' চায়ের গ্লাস নামিয়ে রেখে নির্মল অর্কর সঙ্গী হল, 'কদিন থেকে হচ্ছে?' গলিতে পা দিতেই অর্কর নজরে পড়ল মোক্ষবুড়ি প্রায় হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে গলির মুখে। সে নিচু গলায় জবাব দিল, 'কাল থেকে। ডাক্তারবাবু বললেন আজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে।'

'লিখে দিয়েছে সে কথা?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ভাল। নইলে আজকাল ভর্তির ব্যাপারে নানান ফ্যাচাঙ।' নির্মল বলল।

মায়ের শরীর এত হালকা তা আগে আন্দাজ ছিল না। পাঁজা কোলা করে অর্ক সহজেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারল, নির্মলের সাহায্য দরকার হল না। দরজায় তালা দিয়ে দিল নির্মল। বস্তির দু-একজন মানুষ তখন সবে জেগেছে। মাধবীলতা বাইরে বেরিয়ে আসতেই চোখ খুলল। তারপর কোনমতে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায়?'

অর্ক হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'চুপ করে থাকো।'

গাড়ির কাছে পৌঁছাতেই কিন্তু ভিড়টা জমে গেল। দু-একজনের বদলে ততক্ষণে দশ বারো জন ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। নির্মল গাড়ির দরজাটা খুলে দিয়ে হাত লাগল। সবাই ঝুঁকে পড়ে মাধবীলতাকে দেখছে। নিমুর দোকানে যারা চা খাচ্ছিল তারাও নেমে এসেছে। কিন্তু কারো মুখে কোন শব্দ নেই। মায়ের মাথাটা কোলে নিয়ে অর্ক পেছনে বসতেই নির্মল দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারের আসনে বসতে গেল। আর তখনি মোক্ষবুড়ির ভাঙা গলা ছিটকে এল, 'কৈ গেল?'

সবকটা মানুষ অবাক হয়ে পেছন ফিরে তাকাল। মায়ের মাথা কোলে নিয়ে অর্ক জানলা দিয়ে দেখল মোক্ষবুড়ি উবু হয়ে বসে অন্ধচোখে দেখতে চেষ্টা করছে শূন্যে হাত নেড়ে, 'কে গেল, কাকে নিয়ে গেল? বল না তোমরা?'

কেউ পাশ দিয়ে গেলে মোক্ষবুড়ি বলত, কে যায়? কিন্তু এখন এই মুহূর্তে 'কে গেল' প্রশ্নটা যে মানে বোঝাল তাতে শিউরে উঠল অর্ক। কেউ একজন জবাব দিল, 'অর্কর মা হাসপাতালে যাচ্ছে, অসুখ।'

'অ হাসপাতালে! কার মা?'

'অর্কর।'

'অ্যাঁ! মাস্টারনি? মাস্টারনিও হাসপাতালে চলল।' বলতে বলতে বুড়ি ডুকরে উঠল, 'আমাকে ছোঁবে না রে। এই গুখেগোর ব্যাটা, অ্যাই ঢ্যামনা, সবাইকে নিচ্ছিস আমাকে নিবি না কেন? ও মাস্টারনি তুমি গেলে আমাকে খেতে দেবে কে? এই যে অ্যাদ্দিন ছিলে না কেউ কি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে আমি কি খেয়ে আছি!'

শুরু করে কান্না ধরতেই নির্মল গাড়ি ছেড়ে বলল, 'যত অযাত্রা। শালা বুড়িটা মরেও না।'

অর্ক পাথরের মত বসেছিল। ওর চোখের ওপর চট করে হেমলতার মুখ ভেসে উঠল। মহীতোষ মারা যাওয়ার সময় হেমলতা ঠিক এই গলায় ভগবানের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ভাষাটা আলাদা কিন্তু ভাবটা একই। সে দুহাতে মাধবীলতাকে জড়িয়ে ধরতেই শুনতে পেল, 'কি হল?'

মাধবীলতা চোখ মেলেছে, যেন চেতনা পরিষ্কার হচ্ছে, জিজ্ঞাসা করল, 'তুই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিস?'

অর্ক কান্না চাপতে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। কথা বলতে গেলে কি হবে সে যেন অনুমান করতে পারছিল। মাধবীলতার হাত ছেলের কনুই স্পর্শ করল, 'তুই অমন করছিস কেন? হাসপাতালে তো মানুষ রোগ সারাতেই যায়!'

কথাগুলো এখন অনেক স্পষ্ট।

গাড়িটা খুব জোরে চালাচ্ছে না নির্মল। কিন্তু বাইরের পৃথিবীটা যেন ছায়ার মত চোখের অগোচরে থেকে যাচ্ছিল অর্কর। কোনরকমে কান্নাটাকে গিলে সে অভিযোগ করল, 'অসুখটা তুমি ইচ্ছে করে বাধিয়েছ!'

www.MurchOna.com

'ইচ্ছে করে ?' মাধবীলতা হাসবার চেষ্টা করল, 'না বাধালে তোর এত সেবা পেতাম ? তুই আমার কত ভাল ছেলে।' বলতে বলতে তার চোখ বন্ধ হল আবার। অর্ক বুঝল মায়ের যন্ত্রণাটা ফিরে আসছে ঢেউ-এর মত। সমস্ত শরীর কুঁকড়ে উঠছে। দুটো হাত দিয়ে পেট খিমচে ধরেছে মাধবীলতা। অর্ক এবার হু হু করে কেঁদে ফেলল, নিঃশব্দে।

গাড়িটা থামিয়ে ঘুরে এল নির্মল, 'অ্যাই, তুমি ছেলে মানুষ নাকি ? ওঁকে নামাতে হবে। দাঁড়াও, আমি একটা স্ট্রেচার নিয়ে আসি।'

অর্ক চোখ মুছল। আবার গোঙানি আরম্ভ হয়েছে মাধবীলতার। অর্কর কোলে মাথাটা এপাশ ওপাশ করছে। হাসপাতালের চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। এইসময় নির্মল দুজন লোককে নিয়ে ফিরে এল। লোকগুলো পেশাদার হাতে মাধবীলতাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে ভেতরে নিয়ে যেতে নির্মল বলল, 'চল ভর্তির কাজগুলো সেরে নিই।'

নির্মলের যে এই হাসপাতালে কিঞ্চিৎ জানাশোনা আছে সেটা বোঝা গেল। ডাক্তারবাবুর চিঠিতে যতটা না কাজ হতো নির্মলের তদ্বিরে তার চেয়ে অনেক দ্রুত হল। আর জি কর হাসপাতালে একটা বিছানা পেয়ে গেল মাধবীলতা। নির্মলকে ডিউটিতে যেতে হবে বলে সে কিছুক্ষণ বাদেই গাড়ি নিয়ে ফিরে গেল। অর্ক দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। ডাক্তারবাবু দেখেশুনে বলবেন কোন ওষুধপত্র লাগবে কিনা।

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় অর্ক যা টাকা সামনে পেয়েছিল তাই তুলে নিয়ে এসেছিল। ওষুধ কেনার জন্যে কত টাকা লাগবে তা সে অনুমান করতে পারছে না। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখছিল। এর আগে বিলাস সোমের সময়ে যে অবস্থায় সে হাসপাতালটাকে দেখে গিয়েছে এখনও সেই অবস্থায় রয়েছে। ন'টার আগে ডাক্তারবাবু রাউণ্ডে বের হবেন না। ততক্ষণ কিছুই করার নেই। সে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল। এবং তখনই তার মনে হল এই পৃথিবীতে সে একা। আজ দিনে কিংবা রাত্রে তাকে শাসন অথবা ভালবাসার মত মানুষ কেউ ধারে কাছে নেই। কারো সঙ্গে পরামর্শ কিংবা কারো কাছে একটু সাহায্য আশা করা যাবে না। এইসময় তার মনে পড়ল পরমহংসকে। কাল সন্ধ্যায় খবর দিয়ে এসেছিল, সে খবর পেয়েছে কিনা কে জানে। কিন্তু এই মানুষটির ওপর আর কতটা নির্ভর করা যায় ? শেষ পর্যন্ত একটা একরোখা ভাব জোর করে টেনে আনল অর্ক। যা হবার তা হবে, সে তো আর বাচ্চা ছেলে নয়। মাকে যেমন করেই হোক সারিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এবং তখনই সে জলপাইগুড়ি প্রসঙ্গটি মন থেকে সরাসরি বাদ দিয়ে দিল। যে মানুষটার জন্যে মায়ের এই অবস্থা তাকে খবর দেওয়ার কোন কারণ নেই।

হাসপাতালের এক কোণে ছোটখাটো ভিড়। সেখানে চা বিক্রি হচ্ছে। কাল রাত্রে পাঁউরুটিটা খাওয়া হয়নি। খিদেটা হঠাৎই টের পেয়ে অর্ক এগিয়ে গেল। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে সে একটা সিগারেট কিনল। তারপর পাশের একটা বারান্দায় আরাম করে বসল।

সিগারেট খেতে তার এমনিতে ভাল লাগে না কিন্তু এখন বেশ লাগল। দেখতে দেখতে অতবড় সিগারেটটা শেষ হয়ে যাচ্ছিল। খুব সাবধানে টান দিচ্ছিল অর্ক যাতে ছাইটা না ভাঙ্গে। আগুনটা যত নেমে আসছে তত সিগারেটের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। হালকা ছাইটা লম্বা হয়ে একটু বেঁকে আছে। দুই আঙ্গুলে সেটাকে ধরে রেখেছিল অর্ক। শেষের দিকে আর টান দিতে সে ভরসা পাচ্ছিল না। এখন একটু নড়াচড়া হলে ছাইটা নির্ঘাৎ পড়ে যাবে। অথচ এখন ধোঁয়া টানতেও ইচ্ছে করছে। অর্ক সাবধানে ওটাকে ঠোঁটের কাছে নিয়ে আসতেই ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ল এতক্ষণের বাঁচানো ছাই। নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে সে ছুঁড়ে ফেলল সিগারেটটা, আর টানল না।

'পারলে না ভাই ?'

অর্ক মুখ ফিরিয়ে দেখল একটু পাকা দাড়ি শুড্যা ওর দিকে তাকিয়ে কুতকুতে হাসছে। এবার এগিয়ে এল লোকটা, 'হয় না, দুকূল রাখা যায় না। ছাইটা হল গিয়ে তোমার স্মৃতি আর আগুনটা হল বর্তমান। তা কি উদ্দেশ্যে আগমন তব, বলে ফেল।'

অর্ক দেখল খুবই সাধারণ জামাকাপড় লোকটার পরনে। কথাবার্তায় কেমন যেন রহস্য, একটু যাত্রা যাত্রা ধরন আছে। সে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে ?'

লোকটা হাসল। সামান্য হাত বোলানো দাড়িতে। তারপর বলল, 'মুশকিল আসান। সব মুশকিলের আসান করি আমি। শুধু এই হাসপাতালের মুশকিলগুলো কিন্তু। আছে তোমার কোন মুশকিল, বলে ফেল, আসান করে দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, যদি বল কারো প্রাণ ফিরিয়ে দিতে হবে, পারব না। যদি বল কাউকে মারত হবে, পারব। কিছু বুঝলে ? কি বুঝলে ?'

www.MurchOna.com

'আমি কিছুই বুঝলাম না।'

লোকটা বলল, 'একটা সিগারেট দাও বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'আমার কাছে সিগরেট নেই।'

ছোট চোখে লোকটা যেন অর্ককে জরিপ করল। তারপর বলল, 'সাবাস। আমার ব্যবসাক্ষেত্র হল এই হাসপাতাল। মানুষ এখানে রোজ আসছে বিপদে পড়ে। কিন্তু এলেই তো আর কাজ হয় না, আমি সেই কাজগুলো করিয়ে দিয়ে দুটো পয়সা পকেটে পুরি। তোমার কি কেস ? কাউকে ভর্তি করতে হবে ? কেবিন চাই ? এক্সরে করাতে হবে ? পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এক্ষুনি দরকার। সব এই শর্মার হাতে। পনের বছর ধরে লাইন ঠিক রেখে চলছি ভাই। শুধু ওষুধ পাচারটা করি না কিন্তু দুনম্বর ওষুধের ব্যবস্থাটা করে দিই।'

'দু নম্বর ওষুধ ?'

'বুঝলে না ? ধরো তোমাকে ওরা একটা প্রেসক্রিপশন ধরিয়ে দিল। একশ টাকার ওষুধ বাইরে থেকে কিনে আনতে হবে। তুমি আমাকে ষাট টাকা দাও, ওগুলো এই হাসপাতালেই পাওয়া যাবে। এবার বুঝলে ? না, চা সিগারেট ছাড়া এত কথা হয় না।' লোকটা পাকা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে পাশ ফিরছিল কিন্তু অর্ক তাকে ডাকল। সে বুঝতে পারছিল লোকটা একটা দালাল, হয়তো চারশো বিশ কিন্তু ওর বলার ধরনটা তার ভাল লাগছিল। একটা সিগারেট কিনে এনে লোকটার হাতে দিয়ে বলল, 'আমার কাছে দেশলাই নেই।'

'আমিও রাখি না।' বলে দড়ি থেকে ধরিয়ে বলল, 'এই হাসপাতালের গেট পেরিয়ে এলে আমি আর নিজের পয়সায় কিছু খাই না। তা সমস্যাটা কি ?'

অর্ক ইতস্তত করে বলে ফেলল, 'আমার মায়ের খুব অসুখ। পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। এইমাত্র এখানে ভর্তি করেছি।'

'বেড পেয়েছে ?'

'মনে হয় পেয়েছে। ভেতরে নিয়ে গেল ওরা।'

'নিয়ে গেলেই যে পাবে তার কোন মানে নেই। মেঝেতে ফেলে রাখতে পারে। নটার ডাক্তার আসার আগে টেঁসে যেতে পারে। আহা, ওভাবে তাকিও না। বাড়িতে তোমার মা কিন্তু এখানে তো পেশেন্ট। কেসটা নেব ?'

অর্ক কি বলবে বুঝতে পারছিল না। নির্মল যেভাবে ব্যবস্থা করে গেল তাতে মনে হচ্ছিল এখন আর কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু এই লোকটার কথা শুনে সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সে অসহায় গলায় বলল, 'দেখুন, আমার কাছে বেশী পয়সা নেই। আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করুন।'

'পেশেন্টের নাম কি ?'

'মাধবীলতা।' নামটা বলে অর্ক আবার উচ্চারণ করল, 'মাধবীলতা দেবী।'

'এখানে দাঁড়াও, আমি ঘুরে আসছি।' সিগারেট খেতে খেতে লোকটা বারান্দায় উঠে গেল। অর্ক দেখল সেখানে দাঁড়িয়ে গাঁজা টানার ভঙ্গীতে দুই টানে পুরো সিগারেট শেষ করে সে ভেতরে ঢুকে গেল স্বচ্ছন্দে। অথচ এখন ভিজিটার্সদের ভেতরে যেতে দেওয়া হয় না। লোকটাকে কেউ আটকাল না।

বেলা যত বাড়ছে হাসপাতালে মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে লোকটাকে দেখতে পেল সে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইশারা করে তাকে ডাকলে। কাছে যেতেই তাকে বলল, 'মাটিতে ফেলে রেখেছিল, ফ্রি বেড নেই। পেয়িং বেড নেবে তো ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

অর্ক ঘাড় নাড়ল। সে জানে না পেয়িং বেডে কত টাকা লাগে, কিন্তু মা মাটিতে পড়ে আছে এটা সে ভাবতে পারছিল না। ঘণ্টাখানেক বাদে লোকটা আবার ফিরে এল, 'যাক, ব্যবস্থা হয়েছে। কেস মনে হচ্ছে ভাল না। সন্ধ্যের আগে চিন্তা করার কোন মানে হয় না। তার আগে তোমাকে আর দরকার হবে না। এখন আমার সঙ্গে অফিসে এসো, বাবু ডাকছে।'

এগারটা নাগাদ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল অর্ক। মাধবীলতা পেয়িং বেডে ভর্তি হয়েছে। ডাক্তার তাকে দেখেছেন। কিন্তু দেখে তিনি কি বুঝেছেন তা সে জানতে পারেনি। লোকটা তাকে বলেছিল, 'তুমি গরীব মানুষ, তোমার কাছে বেশী নেবো না। তবে এ লাইনে বিনিপয়সায় কোন কাজ করতে নেই। তুমি তাই আমাকে পাঁচটা টাকা দাও, আমি তোমার মায়ের ওপর নজর রাখব।' হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল লোকটা। অর্ক না দিয়ে পারেনি। এতক্ষণে তার বিশ্বাস হচ্ছিল মায়ের জন্য লোকটা অনেক করেছে।

www.MurchOna.com

হাঁটতে হাঁটতে অর্কর মন তেতো হয়ে উঠল। শালা এই হল হাসপাতাল ? একটা লোক অসুস্থ হয়ে এলে তার যত্ন হবে না যদি না সে বড় লোক হয় কিংবা তার কোন দালাল না থাকে ? এটা নাকি গণতান্ত্রিক দেশ! সকলের সমান অধিকার আছে ? বিলাস সোম যে আরামে এখানে থাকতো তার মা সেই আরাম পাবে না কেন ? কেন ওরা ভিখিরির মত মেঝেতে ফেলে রেখেছিল ? অর্কর মনে হচ্ছিল তার হাতে যদি ক্ষমতা আসতো তাহলে এরকমটা হতে দিত না। যারা পার্টি করে তারা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না কেন ?

বাসস্ট্যাণ্ডে এসে অর্ক অসহায় চোখে তাকাল। এত ভিড় যে দরজা পর্যন্ত খোলা যাচ্ছে না। অফিসে ছুটছে মানুষেরা মানুষ্যত্ব হারিয়ে ছাগলরাও বোধ হয় এর চেয়ে আরামে যায়। এরকম দৃশ্য দেখতে অর্ক অভ্যস্ত, কিন্তু আজ যেন নতুন করে এটা চোখে পড়ল। এই যে জন্তুর মত যাওয়া আসা তাতে কারো কোন ক্ষোভ নেই। সবাই এটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। অর্কর ইচ্ছে করছিল বাসটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সবাইকে বলে ওভাবে যাবেন না। প্রতিবাদ করুন। সবাই মিলে প্রতিবাদ করলে ওরা আমাদের মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিবেই। কিন্তু অর্ক কিছুই করতে পারল না। ঝুলন্ত মানষগুলোকে প্রায় উড়ে যেতে দেখল সে। আর তখনই তার মনে হল 'ওরা' বলতে সে কাদের কথা ভাবছে ? যারা সরকার চালায় ? তাদের তো সাধারণ মানুষই ভোট দিয়ে পাঠায় ? খারাপ কাজ করলে সাধারণ মানুষই তাদের বাতিল করে অন্য দলকে সমর্থন করে। তবু অবস্থার হেরফের হয় না কেন ? তাহলে কি সাধারণ মানুষ যদ্দিন সরকার তৈরি করছে তদ্দিন এরকম কষ্ট আর অবিচার চলবে ?

ঠিক সেই সময় চোখের ওপর কাণ্ডটা ঘটল। খালপাড় থেকে একটা মালবোঝাই লরি আসছিল। পুলের কাছে যে ট্রাফিক পুলিসটা দাঁড়িয়েছিল সে লরিটাকে আটকালো। প্রচণ্ড তর্কাতর্কি হচ্ছে ড্রাইভার আর পুলিসটার মধ্যে। দুপাশের গাড়িঘোড়া রাস্তা বন্ধ থাকায় দাঁড়িয়ে গেছে। অফিসযাত্রীরা বেশ অসহিষ্ণু গলায় চেঁচাচ্ছে। পুলিসটা হাত বাড়িয়েই আছে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। শেষ পর্যন্ত ড্রাইভার একটা আধুলি ছুঁড়ে দিতে পুলিস লরি ছেড়ে দিল। আধুলিটা পিচের রাস্তায় গড়িয়ে এদিকে চলে আসছিল। পুলিস দৌড়ে আসছে ওটাকে দরবার জন্য। বাসযাত্রীরা এবার হো হো করে হাসল, 'শালা মাল নেবার জন্য জ্যাম করালো।

চকিতে অর্ক এগিয়ে গেল। আধুলিটা মুটোয় নিয়ে সে পুলিসটার দিকে কটমটে চোখে তাকাল। পুলিস সেটা একদম লক্ষ্য না করে নিঃশব্দে হাত বাড়াল তার দিকে। অর্ক জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই ?'

'হামারা পয়সা।'

'ওটা তোমার পয়সা ?'

'হ্যাঁ। হামলোককা মিলতা হ্যায়।'

হঠাৎ অর্কর মাথা গরম হয়ে উঠল, 'মারব শালা এক থাপ্পড়। সবার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুষ নিচ্ছে আবার বলছে মিলতা হ্যায়।'

পুলিসটা যেন থতমত হয়ে গেল। একবার হলদে দাঁত বের করে হাসবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হন হন করে ফিরে গেল ডানলপের বাক্সের ওপর। তারপরে সদর্পে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল সে। কিন্তু অর্ক দেখল লোকটা তাকে আড়চোখে লক্ষ্য করছে। ওকে দেখিয়ে অর্ক একটা ভিখিরি বুড়িকে ডেকে আধুলিটা তুলে দিল তার হাতে। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে এল শ্যামবাজারের মোড়ে।

এতক্ষণে তার উত্তেজনা কমে এসেছিল। ভীষণ অবসাদ লাগছিল এখন। পেটের ভেতরটা কনকন করছে কিন্তু খিদে বোধটুকু পর্যন্ত হচ্ছে না। অর্ক ভেবে পাচ্ছিল না কোথায় যাওয়া যায়! তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুর লেনে ফিরে যেতে একটুও ইচ্ছে করছিল না তার। একা ওই ঘরে থাকা অসম্ভব।

মায়ের চিকিৎসার জন্য টাকা দরকার। ওর কাছে এখন গোটা পঞ্চাশেক পড়ে আছে। ভোরে মাকে নিয়ে আসার সময় এটাই এনেছিল সে। ঘরে মায়ের জমানো টাকা কিছু আছে কিনা জানা নেই। অবশ্য জলপাইগুড়ি থেকে ঘুরে আসার পর মায়ের হাতে টাকা না থাকাই স্বাভাবিক। কোথায় টাকার জন্য যাওয়া যায় ? প্রথমেই মনে পড়ল তার মাধবীলতার স্কুলের কথা। সেখানে গিয়ে মায়ের অসুস্থতার খবর দেওয়া দরকার। দিলে নিশ্চয়ই কিছু টাকার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল খবর দেওয়া এক কথা আর টাকা চাওয়া—সেটা সম্মানের হবে কি ? ওরা ভাবতে পারে যে এমন ছেলে যে মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না। অবশ্য মায়ের যদি চিকিৎসা বাবদ কোন টাকা

sumanahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

স্কুল থেকে পাওনা হয় তাহলে আলাদা কথা। এই ব্যাপারটা সে কিছুই জানে না। তবে খবরটা দিতে হবে।

এছাড়া আর কোত্থেকে টাকা পাওয়া যাবে ? পরমহংসের মুখ মনে পড়ল তার। মায়ের অসুখের খবর পেলে পরমহংসকাকু নিশ্চয়ই কিছু সাহায্য করবে। এছাড়া ? হঠাৎ তার মনে বিলাস সোমের মুখটা ভেসে এল। লোকটা বড়লোক। গিয়ে দাঁড়ালে কি ফিরিয়ে দেবে ? তাছাড়া সে লোকটার দুর্বলতা জানে। ধ্যুৎ, ওটা একদম চারশো বিশি কারবার হবে। নিজের মনে মাথা নাড়ল সে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে অর্ক কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইল। মাকে যে এঁরা এতটা ভালবাসেন তা সে অনুমান করতে পারেনি। হেডমিসট্রেসকে খবরটা দেওয়ামাত্র হইচই পড়ে গেল যেন। অন্য টিচাররা ছুটে এলেন। এতক্ষণ ধরে অর্ককে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছেন ওঁরা মাধবীলতা কেমন আছে। কি হয়েছে তা স্পষ্ট করে না বলতে পারলেও উপসর্গ জেনে এক একজন এক একটা রোগের নাম করেছে। বিকেলে কখন গেলে দেখতে পাওয়া যাবে জেনে নিল সবাই। সৌদামিনী বললেন, 'তোমার বাবা তো অশক্ত মানুষ, তাঁর পক্ষে ছুটোছুটি করা বোধহয় সম্ভব হবে না। তুমি দেখবে যেন তোমার মায়ের কোন অযত্ন না হয়। আমরা আছি যখন যা দরকার হবে বলবে। জেনে রেখো, পৃথিবীতে মায়ের সেবা করার চেয়ে পুণ্য আর কিছুতেই নেই।' তারপর কিছু মনে পড়ায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের কাছে টাকা পয়সা আছে তো!'

আর একজন টিচার তখন বললেন, 'এ ব্যাপারে মিস্টার মিত্রের সঙ্গে আলোচনা করাই ভাল।'

সৌদামিনী ঘাড় নাড়লেন, 'ঠিক। তোমার বাবার সঙ্গে কিভাবে দেখা হবে ? উনি কি বিকেলে হাসপাতালে আসবেন ?'

অর্ক একটু ইতস্তত করল। মা কি বলেছে এঁদের তা সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু সত্যি কথাটা লুকিয়ে কোন লাভ নেই। এঁরাই একমাত্র মায়ের প্রকৃত বন্ধু। সে নিচু গলায় বলল, 'উনি এখন জলপাইগুড়িতে!'

সৌদামিনীর কপালে ভাঁজ পড়ল, 'তাই নাকি ? তাঁকে খবরটা জানিয়েছ ? জানাওনি! ইমিডিয়েটলি একটা টেলিগ্রাম করে দাও। ঠিক আছে, বিকেলে আমি গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে যা করার করব।'

স্কুল থেকে বেরিয়ে আচ্ছন্নভাবটা কেটে গেলে অর্কর একটু হালকা লাগল। যাক, মায়ের চিকিৎসার কোন ত্রুটি হবে না। কিন্তু তাই বলে সে কিছুতেই জলপাইগুড়িতে টেলিগ্রাম করতে পারবে না। মা নিজেও চায়নি তার অসুসস্থতার কথা অন্য কেউ জানুক।

শরীরটায় কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। স্নানটান করে একটু শুলে হয়তো ভাল লাগবে ভেবে অর্ক ঈশ্বর পুকুরে ফিরে এল। এখন ভর দুপুর। নির্জন গলি দিয়ে অর্ক বাড়িতে ঢুকল। অনুদের দরজায় তালা ঝুলছে। দরজা খুলে সে খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তেই গা গুলিয়ে উঠল। মুখ তেতো হয়ে যাচ্ছে। এখন তার আর খিদে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ শোওয়ার পর তার আর উঠতে ইচ্ছে করছিল না। অবসাদ থেকে কখন যে ঘুম এসে যাচ্ছে তা সে টের পেল না।

হঠাৎ কপালে একটা শীতল নরম স্পর্শ পেতেই চমকে উঠে বসল অর্ক। ঝুমকি জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ?'

'তুমি কখন এলে ?' অর্ক বিস্মিত হয়ে ভেজানো দরজার দিকে তাকাল।

'এই তো। মা কেমন আছ ?'

'ভাল। তুমি যাও।'

'যাবই তো। আমি কি থাকতে এসেছি ? ভাত খাবে ?'

'না আমি কিস্যু খাব না। তুমি চটপট চলে যাও নইলে বস্তির লোকে নানান কথা বলবে।'

'বলুক। তুমি ভাত খেলে আমি রেঁধে দিতে পারি।'

'তুমি রাঁধতে যাবে কেন ?'

এবার যেন লজ্জা পেল ঝুমকি। তারপর নিচু গলায় মুখ নামিয়ে বলল, 'আমি খুব খারাপ মেয়ে তাই বলে আমার কিছু ইচ্ছে করতে নেই ?'

অর্ক হতভম্ব হয়ে বলল, 'যাচ্চলে!'

www.MurchOna.com

॥ সাতচল্লিশ ॥

বিকেলে হাসপাতালে মাধবীলতার স্কুলে টিচার্সরা এসেছিলেন। তাঁরা দেখলেন মাধবীলতা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। নার্স কথা বলতে নিষেধ করেছিল। মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে। এবং তখনই অস্ফুটে কিছু যন্ত্রণার শব্দ উচ্চারণ। হঠাৎ যদিও বা চোখ খুলেছে কিন্তু দৃষ্টিতে কাউকে ধরতে পারেনি। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা অসহায় চোখে দেখা ছাড়া কিছুই করতে পারেননি।

অর্ক এসেছিল চারটের সময়। মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল টিচার্সরা না আসা পর্যন্ত। নার্স তাকে জানিয়েছে যে ডাক্তারবাবু ওর খোঁজ করেছেন এবং আজই ভিজিটিং আওয়ার্সের পর যেন সে দেখা করে। নার্স আরও জানিয়েছে, পেশেন্টের অবস্থা ভাল নয়। কিন্তু কি হয়েছে তার বিশদে গেলেন না মহিলা। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল খুব বেশী কথা কোনকালেই বলেন না।

শেষ পর্যন্ত হেডমিস্ট্রেস সৌদামিনী সেনগুপ্তা ইঙ্গিত করে সবাইকে বাইরে নিয়ে এলেন। অর্কর ইচ্ছে করছিল না মায়ের পাশ থেকে উঠে যেতে। এই কয়েক ঘণ্টায় মাধবীলতাকে যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে। ভীষণ ফ্যাকাশে এবং বয়সের তুলনায় যেন অনেক ছেলেমানুষ। শরীরটাকে গুটিয়ে ছোট করে এমনভাবে শুয়ে আছে যে সেই মাধবীলতা বলে চেনা মুশকিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল অর্কর। তার ইচ্ছে করছিল মাকে একবার ডাকে, ডেকে জিজ্ঞাসা করে কি প্রয়োজন! এইসময় নীপা মিত্র এসে দাঁড়াল তার পাশে, 'তোমাকে বড়দি ডাকছেন।'

অর্ক খানিকটা অবাক হল। সে ওইভাবে তাকাতে নীপা বলল, 'তুমি আমাকে চেন না। তোমার মা আমাকে খুব ভালবাসে। আমায় নীপা,' বলে একটু ইতস্তত করল নীপা। সম্পর্কে তাকে মাসী বলতে বলা উচিত। কিন্তু এতবড় ছেলের মাসী তার ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। সে কথাটা শেষ করল, 'আমায় নীপাদি বলো।'

নীপার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখল টিচার্সরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছেন। সৌদামিনী তাকে দেখে এগিয়ে এলেন, 'কোন ডাক্তার দেখছে?'

'ডাক্তার এস কে দত্তগুপ্ত।'

'দত্তগুপ্ত। এস কে, এস কে মানে সুধীর?' সৌদামিনীর চোখ দুটো ছোট হল।

'জানি না।'

'এসো তো আমার সঙ্গে। অফিসটা কোথায়?' হন হন করে সৌদামিনী চললো অফিসরুমে। বাধ্য হয়ে অর্ককে সঙ্গী হতে হল। সৌদামিনীর হাঁটার ভঙ্গীতেই বোঝা যায় তিনি কাউকে বড় একটা কেয়ার করেন না। জেরা করে সৌদামিনী আবিষ্কার করলেন তাঁর ধারণাই ঠিক। এস কে দত্তগুপ্ত তাঁর পরিচিত সুধীর। হেসে বললেন, 'বদ্যি ডাক্তারকে বদ্যি হয়ে চিনবো না! যাক সুধীর যখন দেখছে তখন আর কোন চিন্তা নেই। আমি তাকে বলে দিচ্ছি। সে কোথায়?'

জানা গেল ডাক্তার তখন শ্যামবাজারের এক নার্সিং হোমে অপারেশন করছেন। নার্সিং হোমের নাম্বার নিয়ে সৌদামিনী পাবলিক টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন, ডাক্তারকে যেন খবর দেওয়া হয় তিনি হাসপাতালে অপেক্ষা করছেন। রিসিভার নামিয়ে রেখে তিনি টিচার্সদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, 'বুঝতেই পারছ কেস ভাল নয়। তবে ভরসা এই যে একজন চেনা ডাক্তারের হাতে ও আছে। তা তোমরা আর এখানে দাঁড়িয়ে কি করবে! সংসার টংসার আছে, তোমরা বাড়ি চলে যাও।'

নীপা মিত্র হাসল, 'ওসব বালাই তো আমার নেই বড়দি, আমি থেকে যাই।' সৌদামিনী সেটা অনুমোদন করতে অন্য টিচার্সরা সুপ্রিয়া করের গাড়িতে ফিরে গেলেন। এবার সৌদামিনী অর্কর দিকে তাকালেন, 'তোমার মায়ের এই ব্যাপারটা প্রায়ই হত, না?'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'আমি বুঝতে পারিনি কখনও।'

'চমৎকার ছেলে তো। দ্যাখো নীপা, মা অসুস্থ কিনা তা ছেলে খোঁজ রাখা দরকার বলে মনে করে না।' সৌদামিনী ঠোঁট ওল্টালেন।

নীপা বলল, 'ওভাবে বলছেন কেন? ওর মা যদি চেপে থাকে তাহলে ও জানবে কি করে। চিরকাল তো মুখ বুজে সহ্য করে গেল।'

'রাবিশ! সব শরৎচন্দ্রের নায়িকা হয়ে জন্মেছে। ওই লোকটা এইদিকে তাকিয়ে অমন করছে কেন?' সৌদামিনীর গলায় সন্দেহ।

অর্ক দেখল সকালের সেই লোকটা দূরে দাঁড়িয়ে তাকে ইশারা করছে। সে বলল, 'এই

www.MurchOna.com

লোকটার খুব ক্ষমতা আছে। সকালে মাকে ভরতি করতে সাহায্য করেছিল। কোন দরকার হলেই বলতে বলেছে।'

নীপা মিত্র জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কাজ করে?'

'না। এই ওর পেশা।'

'দালাল।' সৌদামিনী মাথা নাড়লেন, 'এদের থেকে দূরে থাকতে হয়। দালালদের কখনও প্রশ্রয় দেবে না। হ্যাঁ, মাধবীলতা কি বাড়িতে টাকা পয়সা রেখেছে?'

'খুব বেশী নেই, মানে আমি পঞ্চাশ টাকা পেয়েছি।'

'মাত্তর! ঠিক আছে, ওর খরচ আমি দিচ্ছি আপাতত। পরে হিসাব করা যাবে। একটা বসার জায়গা দ্যাখো তো, এভাবে বকের মত দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না।'

সন্ধ্যে হব হব এই সময় ডাক্তার সুধীর দত্তগুপ্ত এলেন। সৌদামিনীর তাঁকে কব্জা করতে বেশী সময় লাগল না। সুধীর বললেন, 'আপনি? কি ব্যাপার? আমি তো খবর পেয়ে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'

'আপনাদের হাতে তো মহাপাপ না করলে কেউ পড়ে না! শুনুন। আমার স্কুলের একটি টিচার খুব অসুস্থ হয়ে আজ ভর্তি হয়েছে। শুনলাম আপনার হাতে রয়েছে। আমি চাই ও সেরে উঠে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরুক।'

সৌদামিনী সুস্পষ্ট হুকুম জারি করলেন।

'কি নাম বলুন তো? কি কেস? আজ ভর্তি হয়েছে?'

'মাধবীলতা মিত্র।' সৌদামিনী জানালেন।

অর্ক শুনছিল। উপাধিটা শোনা মাত্র সে ভাবল প্রতিবাদ করবে। এইসময় ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। দাঁড়ান দেখছি।'

অর্ক বলল, 'আপনি আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন। নার্স তাই বলল, আমার মায়ের কথা উনি বলছেন। আজ সকালে ভর্তি হয়েছেন। পেটে খুব যন্ত্রণা—।'

এবার সুধীর ডাক্তার চিনতে পারলেন, 'ওহো!' তারপর গম্ভীর মুখে সৌদামিনীকে বললেন, 'আপনার স্কুলে পড়ান মহিলা! মাইনেপত্র দেন না নাকি?'

'মানে?'

'ভদ্রমহিলা একদম রক্তশূন্য। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করেননি। পেটে কিছু একটা বাধিয়েছেন। আজ দুপুরে এক্সরে করা হয়েছে। রিপোর্টটা দেখে আমাকে ঠিক করতে হবে অপারেশন করতে হবে কিনা। কিন্তু লক্ষণ তাই বলছে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি হাতের কাজগুলো শেষ করে কথা বলছি।'

এক ঘণ্টা পরে জানা গেল মাধবীলতার পেপটিক আলসার হয়েছে। অবস্থা খুবই খারাপের দিকে এবং অবিলম্বে অপারেশন করা দরকার। কিন্তু এরকম অ্যানিমিয়া পেশেন্টকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে বেশ ঝুঁকি রয়েছে। সুধীর দত্তগুপ্ত বললেন, 'এটাকে আত্মহত্যার কেস ছাড়া আর কি বলব। জেনে শুনে নিজেকে শেষ করা হয়েছে। ওঁকে বাঁচাতে গেলে ঝুঁকি নিতেই হবে।'

নীপা মিত্র বলল, 'আপনি অপারেশন করুন। যা দরকার আমরা করব।'

ডাক্তার বললেন, 'মিস্টার মিত্র কোথায়?'

এঁরা কিছু বলার আগেই অর্ক জানাল, 'উনি বাইরে আছেন। যা বলার আমাকে বলুন। আমিই এখন ওর সব।'

কথাটা বলতে পেরে অর্কর মন হঠাৎ খুশিতে ভরে গেল। ডাক্তার একবার ওর দিকে তাকালে, 'ঠিক আছে।'

অপারেশন হবে ছত্রিশ ঘন্টা পরে। এ বাবদ যা যা লাগবে সব জেনে নিলেন সৌদামিনী। এদিন আর কিছুই করার ছিল না। ওরা যখন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসছে তখন অর্কর চোখে পড়ল পরমহংস হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছে। ওকে দেখেই প্রায় ছুটে এল সে, 'কি হয়েছে?'

'মায়ের খুব অসুখ। অপারেশন করতে হবে।'

'সেকি! কি হয়েছে?' পরমহংস হতভম্ব।

'পেপটিক আলসার। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'কি আশ্চর্য! এসব কবে হল? আমি তো কিছুই জানি না।'

www.MurchOna.com

'আমিও জানতাম টানতাম, না। কালই ধরা পড়ল।'

'অনিমেষ কোথায়? সে আসেনি?'

'না।'

'কেন?'

'দাদু মারা গেছেন। তাই সেখানেই থেকে যেতে হয়েছে।'

দাদু শব্দটা উচ্চারণ করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না অর্কর। কিন্তু এখানে সবার সামনে অন্য কিছু বলার কথা মাথায় আসল না। পরমহংস বলল, 'কি আশ্চর্য! আমি তো কিছুই জানি না। তুমি যে কাল গিয়েছিলে সে খবর আজ সকালে পেলাম। অফিস থেকে ছুটে আসছি। তোমার পাশের ঘরের একটা মেয়ে বলল যে তোমরা হাসপাতালে এসেছ। অনিমেষকে খবর দেওয়া হয়েছে?'

অর্ক কথা না বলে মাথা নাড়ল।

সৌদামিনী এতক্ষণ একটাও কথা বলেননি। কিন্তু পরমহংসকে একটু বিস্ময়ের চোখেই দেখছিলেন। বেঁটে মোটা শরীর নিয়ে পরমহংস ছটফট করছে। অর্ক এবার পরিচয় করিয়ে দিল, 'পরমহংস কাকু, এঁরা আমার মায়ের স্কুলের টিচার আর ইনিও।' বলতে হল না অর্ককে, পরমহংস হাতজোড় করে শেষ করে দিল, 'ওর মা এবং বিশেষ করে বাবার সহপাঠী, বন্ধু। কি অবস্থা মাধবীলতার?'

সৌদামিনী বললেন, 'অপারেশন হবে। এখন অবশ্য দেখা করে কোন লাভ নেই। ঘুমের ওষুধ দিয়ে রেখেছে।'

শেষের কথাটার ইঙ্গিত পরমহংস যেন ধরতেই পারল না, 'না, না। আমি দেখা করতে যাচ্ছিও না। কিন্তু অপারেশন যাতে যত্ন নিয়ে করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের এক ডাক্তার বন্ধু বোধহয় এই হাসপাতালেই—'

সৌদামিনী হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন, 'ওসব দরকার হবে না। আমার পরিচিতি ডাক্তারের কাছেই ও পড়েছে। চিকিৎসার জন্যে যা লাগবে তা আপাতত আমরা দিচ্ছি। আপনারা একটু হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। নীপা, চল, শ্যামবাজার পর্যন্ত একসঙ্গে যাই। ও হ্যাঁ, কাল যদি কোন প্রয়োজন হয় তাহলে স্কুলে দেখা করো। আমি বিকেলে আসব।'

নীপা মাথা নাড়ল। সৌদামিনী এগিয়ে গিয়েছিলেন। নীপা অর্ককে বলল, 'ভয় পেয়ো না, মা সেরে উঠবেই। কিন্তু তুমি এখন একা থাকবে কি করে?'

অর্ক হাসল, 'কেন? আমি কি ছেলেমানুষ?'

নীপা অর্কর মুখের দিকে তাকাল। তারপর চলে যাওয়ার আগে বলল, 'যদি কখনও কোন প্রয়োজন হয় তাহলে আমার কাছে চলে এস। বাইশের এক মুকুন্দ দাস লেনে আমি থাকি। চলি।'

পরমহংস ওঁদের চলে যাওয়া দেখছিল। এবার বলল, 'অপারেশন ছত্রিশ ঘণ্টা পরে হবে কেন?'

'জানি না।'

'ডাক্তারের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে ভাল হত। তুমি যাবে একবার আমার সঙ্গে!'

'আমরা তো এইমাত্র কথা বললাম। উনি পরশু অপারেশন করবেন বলে দিয়েছেন।'

'কেস কিরকম, কিছু বলল?' প্রশ্নটা করার সময় পরমহংসর গলা নেমে এল।

'ভাল নয়।' অর্ক মুখ নামাল।

পরমহংস অর্কর সঙ্গে বেরিয়ে এল ট্রাম রাস্তায়। কতগুলো জিনিসের কথা অর্কর একদম খেয়ালে ছিল না। ভোরে যখন সে মাধবীলতাকে ভর্তি করতে এসেছিল তখন প্রায় খালি হাতেই এসেছিল। বিকেলে হাসপাতালে গিয়ে একটা তোয়ালে সাবান ইত্যাদি দেখতে পেয়েছে। সৌদামিনী একজন পরিচারিকার ব্যবস্থা করেছেন। এসব তার মাথায় ছিল না। পরমহংস ট্রাম রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই তার খেয়াল হল, সৌদামিনীরাই এসব করেছেন।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা শ্যামবাজারের মোড়ে চলে এল। পরমহংস জিজ্ঞাসা করল, 'খিদে পেয়েছে তোমার?'

অর্ক বলল, 'না, থাক।' সত্যি ওর খিদে বোধটুকুই হচ্ছিল না।

'থাকবে কেন? এস।' প্রায় জোর করে ওকে নিয়ে পাঞ্জাবীর কষা মাংসের দোকানে ঢুকল পরমহংস। প্রচণ্ড ভিড় দোকানটায়। তার মধ্যে জায়গা করে নিয়ে বসে খাবারের অর্ডার দিয়ে পরমহংস জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মায়ের সেন্স আছে তো?'

'বুঝতে পারছি না। এখন বোধহয় ওরা ওষুধ দিয়েছে।'

www.MurchOna.com

'এরকম একটা অসুখ হচ্ছে তোমরা কেউ টের পাওনি ?'

'না।'

পরমহংস মাথা নাড়ল, 'জলপাইগুড়ির খবর বল।'

অর্ক পরমহংসর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি খবর ?'

পরমহংস কি বুঝল সেই জানে! এই সময় খাবারের প্লেট দিয়ে যেতে সে এগিয়ে দিল, 'খেয়ে নাও।'

অনেককাল আগে চাঁদার পয়সায় এই দোকানে অর্ক আর বিলু কষা মাংস আর রুটি খেয়েছিল। আজকের মেনু অবিকল তাই। কিন্তু এখন খেতে একদম ভাল লাগছে না। অথচ মুখে দেওয়ার পর সে বুঝল তার খিদে আছে। বয়দের চিৎকার, চারপাশে খাওয়ার শব্দ, মাংসের তীব্র গন্ধ এবং পরমহংসর উপস্থিতি সব মিলিয়ে খিদে সত্ত্বেও অর্ককে নিস্পৃহ করে দিচ্ছিল। কোনরকমে খাওয়া শেষ করে সে বাইরে আসতেই বিলুকে দেখতে পেল। পরমহংস তখন বেসিনে হাত ধুচ্ছিল। বিলু খুব সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচমাথার মোড়ে। চোখাচোখি হতেই বিলু মুখ ফিরিয়ে নিল। অর্ক এক পা এগিয়ে থেমে গেল। বিলু যেন তাকে দেখেও দেখছে না। তার মানে এখন চিনতে চাইছে না বিলু। অর্ক অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিল। মানুষজনের ক্রমাগত যাওয়া আসায় বিলুকে নজরে রাখা মুশকিল। এই সময় পরমহংস টুথপিক ঠোঁটে চেপে বেরিয়ে এল, 'শোন, তোমাকে আজ আর বেলগাছিয়ায় ফিরতে হবে না। আমার ওখানে চল।'

'কেন ?'

পরমহংস থতমত হয়ে গেল, 'কেন মানে ? তুমি একা থাকবে কি করে ?'

'থাকতে পারব।'

'বোকামি করো না, চল।'

'আমি বোকামি করছি না।' বলতে বলতে অর্কর খেয়ালে এসে গেল, 'হাসপাতালে মায়ের ঠিকানা দেওয়া আছে। যদি কোন দরকার হয় তাহলে ওরা ওখানেই খবর দেবে। আমি না থাকলে জানতেও পারব না।'

যুক্তি অস্বীকার করতে পারল না পরমহংস। যদিও তার ইচ্ছে ছিল না অর্ক একা থাকুক। সে বলল, 'তাহলে বাড়ি চলে যাও। আমি কাল সকাল দশটায় হাসপাতালে যাব। তখন দেখা হবে। তোমার কছে টাকা আছে ?'

অর্ক মাথা নাড়ল, আছে।

পরমহংস এবার অর্কর কাঁধে হাত রাখল, 'ভয় পেয়েছো ? তোমার মা ভাল হয়ে উঠবেই। চলি।' পরমহংসর শরীর ভূপেন বোস অ্যাভিন্যুর দিকে মিলিয়ে যেতে অর্ক হেসে ফেলল। সমান সমান অথবা দৈর্ঘ্যে বড় মানুষ কাঁধে হাত রাখলে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গী হয়, হয়তো পাওয়াও যায় কিন্তু অত খাটো মানুষ যদি উঁচিয়ে হাত রাখে তাহলে—! সে এবার চট করে বিলুর দিকে তাকাল। বিলু ফুটপাথ ঘেঁষে আরও একটু সরে গেছে।

অর্ক এগিয়ে গেল। বিলু তাকে লুকোতে চাইছে অথচ জায়গাটা ছেড়ে যেতে পারছে না। কারণটা জানতেই হবে। সে বিলুর সামনে এসে দাঁড়াতেই বিলু মাথা নাড়ল, 'সরে যাও কথা বলো না।'

'কেন ?' বিলুর মুখভঙ্গী দেখে অর্কর হাসি পাচ্ছিল।

'একজন আসবে।'

'কে ?'

'তুমি চিনবে না গুরু। অনেক টাকার ধাক্কা। পরে কথা বলব। এখন সরে যাও।' বলতে বলতে বিলু দু'পা এগিয়ে গেল, যেন অর্ককে এড়াতে চাইল। আর তখনি একটা ট্যাক্সি উল্টো ফুটপাথে এসে দাঁড়াতেই বিলু ছুটে গেল সেদিকে। অর্ক দেখল ট্যাক্সিতে বসে থাকা আরও দুজন লোকের সঙ্গে বিলু চলে গেল শিয়ালদার দিকে। বিলুর হাবভাব, ট্যাক্সিটার নিঃশব্দে আসা এবং দ্রুত চলে যাওয়া, অর্কর বিশ্বাস হল বিলু খুব বড় অপরাধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। অনেক টাকার ব্যাপার যখন তখন দায়টা কম নয় নিশ্চয়ই। বিলুর জন্যে খারাপ লাগছিল অর্কর। ও যে একটা অপরাধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এবং এই অপরাধের ধরন পাড়ার মাস্তানির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের তাতে সন্দেহ নেই।

www.MurchOna.com

অর্কর কিছুই ভাল লাগছিল না। সন্ধ্যেটা পেরিয়ে গেছে। সে মোহনলাল স্ট্রীট দিয়ে এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে দেশবন্ধু পার্কে এসে গেল। গেটের মুখটায় বেশ জমজমাট। বিশাল মাঠটা অন্ধকার আলোয় মাখামাখি। অর্ক মাঠটা পেরিয়ে একধারে বসল। ঘাসের ওপর অজস্র বাদামের খোলা আর মাথার ওপর অগুনতি তারা। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ শরীরে কাঁপুনি এল তার। এই পৃথিবীতে যদি সে একা হয়ে যায়? মা এখন হাসপাতালে, অপারেশনের পর যদি আর না বাঁচে? যাকে এতকাল বাবা বলে জানতো তাকে আর এখন বাবা বলে সে ভাবতেই পারছে না কেন? এতকালের সম্পর্ক, কাছে থাকা, সব এক রাত্রে ভেঙ্গে যেতে পারে? জলপাইগুড়ি থেকে আসার সময় সে মায়ের নির্দেশে সবাইকে প্রণাম করেছিল শুধু বাবাকে ছাড়া। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই মা লক্ষ্য করেছে কিন্তু কিছু বলেনি। মা কি বাবাকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছে? অর্ক ভাবতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল মায়ের যেমন সে এবং বাবা ছাড়া পৃথিবীতে কেউ নেই তেমনি মা এবং সে ছাড়া বাবারও কোন আপন মানুষ নেই। তাহলে?

একটা কাঠি কুড়িয়ে অন্যমনস্ক অর্ক মাটি খুঁড়ছিল। এইসময় তার খেয়াল হল সে একা নেই। খানিক দূরে অনেকেই জোড়ায় জোড়ায় সে ছিল কিন্তু আরও দুজন খুব কাছেই কখন বসেছে। অন্ধকারে তাদের মুখ চোখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মেয়েটির উচ্ছ্বসিত হাসি তাকে চমকে দিল। আর তারপরেই কাণ্ডটা ঘটল। তিনটে মানুষ অন্ধকার ফুঁড়ে সেখানে উদয় হল। তাদের একজনের হাতে টর্চ। একজন টিটকিরি দিয়ে বলে উঠল, 'বাঃ, চমৎকার, ব্লাউজের বোতাম এর মধ্যেই খুলে ফেলেছেন? একেবারে প্রদর্শনী! উঠুন বুক ঢাকুন। থানায় যেতে হবে আপনাদের।'

ছেলেটি কুঁকড়ে উঠল, 'কেন? আমরা কি করেছি?'

'কি করেছ? প্রকাশ্যে অশ্লীলতা করার অপরাধে তোমাদের থানায় যেতে হবে।'

ছেলেটি কাকুতি মিনতি করছিল। অর্ক লক্ষ্য করল মেয়েটি কোন কথা বলছে না। হঠাৎ সে সোজা হয়ে বসল। মেয়েটি অনু না? অনুপমা! বিস্ময় বাড়াল ছেলেটিকে দেখে। সেই হকার ছেলেটি যাকে অনু বিয়ে করেছে। ওরা তো স্বামী স্ত্রী, কিন্তু এখানে কেন? অর্ক এক লাফে উঠে দাঁড়াতেই টর্চ হাতে লোকটা ছেলেটিকে খিঁচিয়ে উঠল, 'ফুর্তি মারার আগে খেয়াল ছিল না, পরের বউকে ভাগিয়ে নিয়ে এসে মজা লুটছ?'

ছেলেটির গলায় প্রতিবাদ করার চেষ্টা, 'এ পরের বউ না!'

'ফের মিথ্যে কথা, চল।' ছেলেটির হাত খাপ করে ধরল টর্চওয়ালা।

অর্ক এর মধ্য ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিসগুলো ওকে দেখে দাঁত বের করে হাসল, 'সব বৃন্দাবন করে ছেড়েছে!'

'ওদের ছেড়ে দিন।' অর্ক পুলিসদের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'ছেড়ে দেব, কেন?'

'ওরা স্বামী-স্ত্রী।'

'আপনি এদের চেনেন?'

'চিনি।'

এই সময় একটা পুলিস বলে উঠল, 'এ শালা নিশ্চয়ই সাকরেদ।'

অর্ক আবার হাসল, 'ওসব বলে কোন লাভ হবে না। আপনারা ওদের থানায় নিয়ে যেতে চান, চলুন, আমিও যাচ্ছি। এঁরা যে স্বামী-স্ত্রী তা প্রমাণ করতে কোন অসুবিধে হবে না। আপনারা কেস চান তো অন্য জায়গায় দেখুন।'

'আপনি থানায় যাবেন?'

'হ্যাঁ। ডি সি নর্থ আমার মেসোমশাই।'

এবার পুলিসগুলোর মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। একজন বলল, 'যাঃ শালা। এদের ধরতে অন্য কেস হাতছাড়া হয়ে গেল। ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন এরা স্বামী স্ত্রী তখন—, তবে যা করছিলেন তা কিন্তু বেআইনী।'

অর্ক দেখল দূরের একটা ঝোপ লক্ষ্য করে ছুটে যাচ্ছে পুলিসগুলো। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি অর্কর হাত চেপে ধরল, 'আপনি আমাদের চেনেন?'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'চিনি। কিন্তু ডি সি নর্থ আমার কেউ হন না, মিথ্যে বলেছি। না বললে ওরা আপনাদের নিয়ে ঝামেলা করত।' কথাগুলো বলতে বলতে অর্ক অনুপমার দিকে তাকাচ্ছিল। অনুপমা যে তাকে চিনেছে বোঝা যাচ্ছে কারণ তার মুখ মাটির দিকে নামানো।

www.MurchOna.com

ছেলেটি অবাক হয়ে বলল, 'কি করে চিনলেন ?'

'আমি ওর পাশের ঘরে থাকি। কিন্তু এখানে আর আপনাদের দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। চলে যান।'

ছেলেটি অনুপমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আপনিও চলুন না, ওই গেটটা পর্যন্ত গেলেই চলবে।'

মিথ্যে কথাটা বলার পর থেকেই অর্কর অস্বস্তি হচ্ছিল। কোন কিছু চিন্তা না করে ও তখন পুলিসগুলোকে ভোলাতে মিথ্যে বলেছে। খুব বড় ওপরওয়ালার নাম শুনলে ওরা দমে যায় সেটা হাতে হাতে প্রমাণ হল। বিলু ঠিকই বলেছিল। কিন্তু হঠাৎ যদি পুলিসগুলো ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করে মেসোমশাই-এর নাম কি তাহলে সে বলতে পারবে না। অর্কর অস্বস্তির সঙ্গে ভয় মিশল। সে ছেলেটির সঙ্গে গেটের দিকে পা বাড়াল। পেছনে চুপচাপ অনুপমা।

হাঁটতে হাঁটতে অর্কর মন খিঁচিয়ে উঠল। এরা আর জায়গা পেল না ওসব করার। বিয়ে করেছে তবু মাঠের অন্ধকারে এসে পুলিসকে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে। এদের সমর্থনে এগিয়ে যাওয়াই ভুল হয়েছে। তখন পুলিসগুলো এমন গলায় ধমকাচ্ছিল আর অনুপমার মুখের চেহারা যেভাবে চুপসে গিয়েছিল যে সে চুপচাপ বসে থাকতে পারেনি। এখন মনে হচ্ছে সে একটা অন্যায়কে সমর্থন করেছে। প্রকাশ্যে ওসব করা নিশ্চয়ই জঘন্য ব্যাপার নোংরামি। এসব নিয়ে যত ভাবছিল তত উত্তেজিত হচ্ছিল। এই সময় ছেলেটি বলল, 'সিগারেট খাবেন ?'

কথাটা অর্ককে আরও উস্কে দিল। সে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুস দিচ্ছেন ?'

'ঘুস ? মানে ?'

'বোঝেন না ? ন্যাকা! না ?'

'বিশ্বাস করুন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এখানে কি করতে এসেছিলেন ? এই মাঠের অন্ধকারে ?'

ছেলেটা এবার যেন দমে গেল। সে পলকে অনুপমাকে দেখে নিল। অনুপমার মুখ পাথর, অন্যদিকে ফেরানো। ছেলেটি বলল, 'আমরা গল্প করছিলাম। আসলে কোন রেস্টুরেন্টে বেশীক্ষণ বসা যায় না, পয়সা খরচ হয়, তাই মাঠে বসেছিলাম।'

'শুধু বসেছিলেন ? তাহলে পুলিসগুলো আপনাদের কাছে গেল কেন ?'

ছেলেটি এবার উত্তেজিত হল, 'ওরা যা বলেছে তার সবটা সত্যি কথা নয়। ওরা বাড়িয়ে বলেছে।'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'আপনারা স্বামী-স্ত্রী। এখানে এসে—।'

এবার ছেলেটি যেন চট করে নিবে গেল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন অনু ওর বাবার কাছে আছে।'

'জানি। কদিনের জন্যে—।'

'কদিনের জন্যে নয়, আমরা একটাই ঘরে পাঁচজনের থাকি। বউ নিয়ে আলাদা শোওয়া তো দূরের কথা একটু গল্প করার সুযোগ পর্যন্ত আমাদের নেই। বাবার কাছে এলেও ওই একই অবস্থা। আলাদা যে ঘর নেব তাও ম্যানেজ করে উঠতে পারছি না। বিশ্বাস করুন, বিয়ে করেও আমরা ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মত নেই।'

কথাটা শুনে অর্ক এবার অনুপমার মুখের দিকে তাকাল। অনুপমা এতক্ষণে স্পষ্ট চোখে তাকে দেখছে। একটুও সঙ্কোচ কিংবা লজ্জা অথবা অপরাধবোধ নেই।

অর্ক আর দাঁড়াল না। একটা কথা না বলে সে গেট পেরিয়ে একা একা হন হন করে হাঁটতে লাগল। এই প্রথম তার মনে হল পুলিসটার কাছে মিথ্যে কথা বলে সে অন্যায় করেনি। কিন্তু কি অবস্থা, স্বামী-স্ত্রীকে ঘরের ভিড় থেকে বেরিয়ে আসতে হয় মাঠের নির্জনে। এদের জন্যে একটা কষ্ট বুকে মুখ তুলতেই সে দাঁড়িয়ে গেল আচমকা। বাবা এবং মাকে জ্ঞান হবার পর থেকে সে কোনদিন কাছাকাছি দ্যাখেনি। তাদের ওই ছোট্ট একটা ঘরে সে একাই কি ভিড় হয়ে ব্যবধান তৈরি করেছিল ?

॥ আটচল্লিশ ॥

বেলগাছিয়ার ট্রাম ডিপোর কাছে পৌঁছেই অর্ক বুঝতে পারল হাওয়া খারাপ। মোড়ের দোকানপাট বন্ধ। ঈশ্বরপুকুর লেন অন্ধকারে ঢাকা। চারপাশে একটা থমথমে ভাব। শুধু জনা পাঁচেক

www.MurchOna.com

মানুষ ফুটপাথের একপাশে জড় হয়ে মৃদু গলায় কথা বলছে। লোকগুলোর চেহারা দেখেই বোঝা যায় সারাদিন খেটেখুটে বাড়ি ফিরছে। ঝামেলার মুখোমুখি হয়ে বিপর্যস্ত। এরা এখন ঘরে ঢুকে পেটে কিছু দিয়ে শুয়ে পড়তে পারলে বেঁচে যায়। কিন্তু গলিতে পা দেওয়ার সামর্থ্য কারো নেই। খাঁচায় পোরা জন্তুর মত শুধু পিটপিটিয়ে তাকাচ্ছে।

ঠিক সেইসময় যেন দেওয়ালি শুরু হয়ে গেল, ঈশ্বরপুকুর লেনে বোম পড়ছে। একটার শব্দ না মেলাতেই আর একটা। সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাথের লোকগুলো সরে গেল খানিকটা তফাতে। অর্ক ভেবে পাচ্ছিল না আজকের গোলমালটা কি নিয়ে। খুরকি কিলা চলে যাওয়ার পর ঈশ্বরপুকুরে মাস্তান বলতে একমাত্র কোয়া। তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের কথা সেদিন কোয়া বলছিল বটে কিন্তু তারা তো ঠিক মাস্তান নয়। অর্ক অন্ধকার গলিটার দিকে তাকাল। ওখানে ঢুকলে অজান্তেই আক্রান্ত হতে হবে। যারা ছুঁড়ছে তারাও জানবে না কাকে ছুঁড়ল। খোঁজ নেওয়া দরকার। এইসময় অর্ক রিকশাঅলাটাকে দেখতে পেল। জ্ঞান হওয়া ইস্তক একে ঈশ্বরপুকুরে রিকশা চালাতে দেখেছে। বুড়ো লোকটা রিকশা তুলে দিয়ে একটা বন্ধ দোকানের খাঁজে উবু হয়ে বসেছিল। দ্রুত পা চালিয়ে তার কাছে পৌঁছতেই লোকটা ভীতুচোখে তাকাল। অর্ক জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ভেতরে?'

'ঈশ্বরপুকুরকে শ্মশান করে দেবে বলেছে ওরা।'

'কারা?'

লোকটা অর্কর মুখের দিকে তাকিয়ে নীরব হল। অর্ক আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কারা?'

'কয়লা।'

চমকে উঠল অর্ক। কয়লা নিজেকে বলে শেরকে শো। তার আধিপত্য রেল লাইন এলাকায়। সমস্ত ওয়াগন ব্রেকার ওর চামচে। সাধারণত কোন পাড়ার দখল নেবার চেষ্টা করেনি কয়লা। দুটো রিভলভার কোমরে গুঁজে হাঁটে কয়লা। সঙ্গে বডি গার্ডও থাকে। প্রচণ্ড ক্ষমতাবান মাস্তান কয়লা ওপর মহলেও খুব খাতির আছে। কিন্তু এই লোকটিকে কখনও চোখে দ্যাখেনি অর্ক। নানারকম গল্প শুনেছে। ঈশ্বরপুকুর লেন কয়লার আওতায় নয় যদিও রেললাইন খুব কাছে। তবে এটুকু জানে খুরকির সঙ্গে ওয়াগনের ব্যাপারে কয়লার যোগাযোগ ছিল। সেই সুবাদেই খুরকির রোয়াবি বেড়ে গিয়েছিল অত। সেই কয়লা ঈশ্বরপুকুরে এসেছে শ্মশান করতে। কেন? অর্ক রিকশাঅলাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কতজন আছে ওরা।'

'অনেক। একটা গাড়িও আছে।'

এইসময় গলির মধ্যে হৈ হৈ উঠল। রিকশাঅলাটা দোকানের খাঁজে যেন আরো সেঁধিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বসে পড়ো।' অর্ক দেখল যে লোকগুলো গলিতে ঢুকবে বলে দাঁড়িয়েছিল তারা দৌড়ে যাচ্ছে পাকপাড়ার দিকে। নিশ্চয়ই কয়লারা ফিরে আসছে এবং এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক কাজ হবে না। অর্ক চট করে দোকানের পেছনে চলে এল। এবং তখনই ঈশ্বরপুকুর থেকে বেরিয়ে এল জনা বারো ছেলে। দু'তিনজনের হাতে খোলা সোর্ড, পেটোর ঝোলা, দুটো রিভলভারও চোখে পড়ল। উত্তেজিত ছেলেগুলো মুখে বিকট শব্দ করতে করতে রেললাইনের দিকে চলে যাওয়ার পর অর্ক আবার সামনে ফিরে এল। চিৎকার মিলিয়ে যাওয়ার পর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চারধার। যে ঈশ্বর পুকুর রাত দুটোর আগে ঘুমোয় না দশটায় তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ছুটে যাওয়া দলটার মধ্যে কয়লাকে আলাদা করতে পারেনি অর্ক। সে রিকশাঅলাকে জিজ্ঞসা করল, 'কয়লা কোনটা?'

রিকশাঅলা দমবন্ধ করে পড়ে ছিল। এবার যেন খানিকটা সাহস পেল, 'কেউ না।'

'কেউ না মানে?' অর্ক অবাক হল, 'এই তো বললে কয়লা এসেছে।'

'এসেছে কিন্তু যায়নি। কয়লা খোলা গাড়িতে করে গিয়েছিল। গাড়িটা তো আসেনি।'

অর্ক মাথা নাড়ল। সত্যি তো, কোন গাড়ি তো দলটার সঙ্গে বেরিয়ে আসেনি। কিন্তু দল চলে গেলে কয়লা একা থাকবে ঈশ্বরপুকুরে? এত সাহস? অর্ক দেখল বেশ দূরে সেই লোকগুলো আবার ফিরে এসে উঁকি দিচ্ছে এদিকে। সে হাত উঁচু করে তাদের ডাকলো। লোকগুলো যেন তাকেই সন্দেহের চোখে দেখছে। সে এবার গলা তুলে চেঁচাল, 'কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবেন? চলে আসুন, একসঙ্গে পাড়ায় ঢোকা যাক।'

এ সত্ত্বেও কোন প্রতিক্রিয়া হল বলে অর্কর মনে হল না। এক পা এগোনো দূরের কথা কেউ কোন শব্দ পর্যন্ত করছে না অর্ক বুঝতে পারছিল বেশ কিছু মানুষ একসঙ্গে গেলে খানিকটা সুবিধে

www.MurchOna.com

হবে। সে নির্জন রাস্তায় এগিয়ে গেল। লোকগুলো ওকে পুরোপুরি সন্দেহ করছে না কারণ সে যখন প্রথম এল কেউ কেউ তাকে দেখেছে। কাছাকাছি হয়ে অর্ক বলল, 'চলুন, আমরা একসঙ্গে যাই।'

ইতস্তত করে একজন বলল, 'না ভাই, আমরা পাবলিক। ঝামেলার মধ্যে আমরা নেই।'

'ওরা সবাই চলে গেছে। এখন আর ঝামেলা নেই। আমি তিন নম্বরে থাকি। আমাকে আপনাদের কেউ চেনেন?' অর্কর প্রশ্নের উত্তরে দুজন মাথা নাড়ল। একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'যাবেন?' দ্বিতীয়জন উত্তর দিল, 'ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি ভাই, মরে গেলে ওরা সবাই পথে বসবে। তার চেয়ে গলিটা স্বাভাবিক হোক তখন না হয় ধীরেসুস্থে যাওয়া যাবে, কি বলেন?'

কথাটা প্রত্যেকের বেশ মনের মত বুঝতে পেরে অর্ক বলল, 'কিন্তু ওরা পাড়ায় হামলা করেছে। সেটা তো আপনার বাড়িতেও হতে পারে। তাছাড়া যে কোন মুহূর্তে ওরা ফিরে আসতে পারে। তখন বাঁচতে পারবেন? তার চেয়ে নিজের পাড়ায় যাওয়াটা তো নিরাপদ। আমরা অনেকে একসঙ্গে গেলে কেউ ঝামেলা করতে সাহস পাবে না।' অর্ক কথাগুলো বলে বুঝল এটা খুব কাজের হল না। এই সময় একটা গাড়ির আওয়াজ হতেই লোকগুলো দৌড় শুরু করল। অর্ক লক্ষ্য করল, গাড়িটা গলি থেকে নয় উল্টোদিক থেকে আসছে। ওটা যে পুলিসের ভ্যান সেটা বুঝে অর্ক রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াল। ছুটন্ত লোকগুলো দেখে ভ্যানটা মুখ ঘুরিয়ে তাদের দিকে ধাওয়া করল। লোকগুলো প্রাণভয়ে ছুটছে। ফাঁকা রাস্তায় দৃশ্যটা সিনেমার মত দেখতে পাচ্ছিল অর্ক। ভ্যান থেকে লাফিয়ে নামল জনা আটেক পুলিস। লাঠি হাতে তারা ছুটে গেল লোকগুলোর দিকে। ওই দুর্বল নিরস্ত্র মানুষগুলোকে ধরতে সামান্য সময় লাগল না। একই সঙ্গে হাঁউমাউ শব্দ আর চিৎকার শুনল অর্ক। 'আমাদের ধরছেন কেন? আমরা কিছু করিনি। আমরা পাবলিক।'

একটা পুলিস বাজখাঁই গলায় চেঁচালো, 'শালা পাবলিকের — করি।' অশ্লীল শব্দটা রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেঙে খিকখিক করতে লাগল। লোকগুলোকে টেনে হিঁচড়ে ভ্যান তোলা হয়ে যাওয়ার পর সেটা আবার ফিরে গেল। অর্ক অবাক হতে গিয়ে হেসে ফেলল। যাচ্চলে! ওরা কাদের ধরে নিয়ে গেল? লোকগুলোর অবস্থা দেখে হাসি পাচ্ছিল তার। পাবলিক কেন ঝামেলায় থাকবে? ভালই হল, রাতটায় ওদের কোন ঝুঁকির মধ্যে যেতে হচ্ছে না অবশ্য পুলিসরা যদি না পাঁদায়।

আবার চারধার চুপচাপ। হঠাৎ অর্কর মনে হল সে নিজে কি করছে? গলিতে ঢোকার সাহস না থাকায় সে কতগুলো ভীতু মানুষকে নিয়ে দল গড়তে চেয়েছিল। বিপদ এলে সেটা অন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেবার কৌশল করেছিল। তার মানে, নিজের পাড়ার চেনা চৌহদ্দির মধ্যে পা বাড়ানোর ক্ষমতা তার লোপ পেয়েছে। অর্ক মাথা নাড়ল। তারপর একরোখা ভঙ্গীতে হাঁটতে লাগল ঈশ্বর পুকুরের দিকে। গলির মুখে দাঁড়িয়ে সে অন্ধকারে সামান্য আলো দেখতে পেল না। গলিতে ঢুকে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। এবং তাতেই অন্ধকার ক্রমশ হালকা হয়ে গেল চোখের সামনে। গলিতে এখনও বারুদের গন্ধ আছে। অর্ক সতর্ক হয়ে হাঁটছিল রাস্তার ধার ঘেঁষে। অন্যদিন এই সময় ধার ঘেঁষে প্রচুর লোক পড়ে থাকে, আজ কেউ নেই। নিঃশব্দে সে হেঁটে এল তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুরের সামনে। এবং তখনই সে মানুষের অস্তিত্ব টের পেল। তিন নম্বরের সবক'টা দোকানপাট বন্ধ। নিমুর চায়ের দোকানের সামনে ছোটখাটো ভিড়। কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। এবং এখানেই বারুদের গন্ধ বেশি।

অর্ককে আসতে দেখে ভিড়টা পাতলা হতে হতে আবার রয়ে গেল। ভিড়টার দিকে এগিয়ে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল অর্ক। গলির মুখে চিৎ হয়ে পড়ে আছে মোক্ষবুড়ি। দুটো হাত মুঠো করে দুপাশে লোটানো। ময়লা কাপড়ের স্তূপ রক্তাক্ত। আধো অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে ওর মুখের কিছুটা অংশ উড়ে গেছে। কঙ্কালের মত শরীরটা এলিয়ে আছে মাটিতে। ভিড়টা ওকে ঘিরেই।

কোন প্রশ্ন করার দরকার হল না। মোক্ষবুড়ির প্রাণহীন শরীরটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল অর্ক। কিন্তু ভিড়টা বাড়ছে অথচ কোন কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মোক্ষবুড়ির জন্যে কেউ কাঁদবার নেই। অর্ককে দেখে ন্যাড়া কাছে এল, 'মোক্ষবুড়ি ভোগে চলে গেল।' হাসল ন্যাড়া, 'কোয়াদা খুব জোর বেঁচে গিয়েছে।'

'কি হয়েছিল?' অর্ক শীতল গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'তুমি জানো না?'

'না। আমি এইমাত্র এসেছি।'

www.MurchOna.com

'বিলুদাকে খুঁজতে এসেছিল কয়লা। না পেয়ে পাড়া জ্বালিয়ে দেবে বলেছিল। কোয়াদা তখন মাল খেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে কয়লার একটা ছেলেকে খিস্তি করতে সে পেটো ছুঁড়েছিল। কোয়াদার গায়ে লাগেনি কিন্তু মোক্ষবুড়ি ভোগে গেল।' ন্যাড়া আবার হাসল।

'কোয়া কোথায় ?'

'হাওয়া হয়ে গিয়েছে।' তিন নম্বরের পেছনের দিকটায় ইঙ্গিত করল ন্যাড়া।

'বিলুকে খুঁজছিল কেন ওরা ?'

'বিলুদা নাকি দারোগাবাবু হয়েছে।'

'দারোগাবাবু ?'

'হাঁস ডিম দেয় আর দারোগাবাবু সেই ডিম খায়।' তারপর নিচু গলায় বলল, 'কয়লা এখনও পাড়ায় আছে।'

'কোথায় ?'

'নুকু ঘোষের বাড়িতে। বডি গার্ড নিয়ে। ওর চামচেরা চলে গিয়েছে।'

এইসময় দুটো হেডলাইট ঈশ্বরপুকুরকে আলোকিত করল। ইঞ্জিনের শব্দ হওয়ামাত্র মানুষগুলো গলির মধ্যে পিলপিল করে ঢুকে যাচ্ছিল। অর্কর হাত ধরে টানল ন্যাড়া, 'কেটে পড়, পুলিস আসছে।'

'কি করে বুঝলি ?' জিজ্ঞাসা করতেই পুলিসের ভ্যানটা এসে দাঁড়াল তিন নম্বরের সামনে। টপাটপ লাফিয়ে নামল কিছু পুলিস লাঠি এবং বন্দুক হাতে। দুজন অফিসার খোলা রিভলভার নিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কি হয়েছে ?'

এবার তিন নম্বরের লোকগুলো থিতিয়ে গেল। তারপর একটু একটু সাহসী হয়ে এগিয়ে এল তারা। হাঁউমাউ করে সকলে মিলে কয়লার অত্যাচারের কথা বলতে লাগল। সেটা স্পষ্ট না হওয়ায় কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। জনতা আঙুল দিয়ে মোক্ষবুড়ির মৃতদেহ দেখাচ্ছিল পুলিসদের। একজন অফিসার টর্চের আলো ফেলল মোক্ষবুড়ির ওপর, 'এটা কে ?'

জনতা চেঁচালো একসেঙ্গ, 'মোক্ষবুড়ি।'

'এ কি করে ইনভলভড হল ? বুড়ি মেয়েছেলেরাও অ্যাকশন করে নাকি ?'

'ও এখানে বসেছিল স্যার, কোয়াকে যে পেটো ছুঁড়েছিল সেটা ওর গায়ে লেগেছে।'

'আই সি! হোয়ার ইজ কোয়া! তাকে আমার চাই। বলুন, বলুন কোথায় কোয়া ?'

'জানি না স্যার। কোয়া পালিয়ে গেছে।'

অফিসার জনতার দিকে তাকালেন তারপর দুজন কনস্টেবলকে বললেন মোক্ষবুড়ির শরীরটাকে ভ্যানে তুলে নিতে। এইসময় ঈশ্বরপুকুরের আলো জ্বলে উঠল। অর্ক দেখল উল্টোদিকের দোতলা বাড়িগুলোর জানলা ঈষৎ ফাঁক করে ভদ্রলোকেরা এই দৃশ্য দেখছেন নিজেদের অস্তিত্ব না জানিয়ে। অফিসারটি আবার রিভলভার উঁচিয়ে চিৎকার করলেন, 'কোয়াকে আমাদের হাতে তুলে দিন। ওর জন্যেই এই বুড়ি মরেছে। নইলে এই বস্তির কাউকে আমি ছাড়ব না।' জনতা নীরবে এই হুমকি শুনল। অর্ক বুঝতে পারছিল না কোয়ার কি দোষ, কেন তাকে পুলিস অফিসার চাইছে।

কিন্তু সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল অফিসারটির কাছে, 'কোয়াকে কি দরকার ?'

অফিসার অর্কর দিকে অবাক চোখে তাকালেন, 'তুমি কে ?'

'আমি এখানে থাকি। কোয়া তো আজ কোন অন্যায় করেনি। যারা গুণ্ডামি করতে এসেছিল সে তাদের গালাগাল দিয়েছিল। ওরাই বোমা ছুঁড়েছে বলে মোক্ষবুড়ি মারা গিয়েছে। এতে কোয়ার অন্যায় কোথায় ?' সরাসরি প্রশ্ন করল অর্ক।

'ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞান তোমার কাছে নেব না। ওর নামে অনেক অ্যালিগেশন আছে।'

'কিন্তু যারা অন্যায় করেছে তাদের আপনারা ধরছেন না কেন ?'

'কারা অন্যায় করেছে খোকা ?' ব্যঙ্গ ঝরল অফিসারের গলায়।

'কয়লা দলবল নিয়ে পাড়া জ্বালাতে এসেছিল। ওরাই মোক্ষবুড়িকে খুন করেছে।'

'কে কয়লা ?'

অর্ক অবাক হয়ে গেল। পুলিস অফিসার কয়লার নাম শোনেনি ? সে তাকিয়ে দেখল বস্তির সমস্ত মানুষ তার দিকে বেশ সম্ভ্রমের চোখে তাকিয়ে আছে। অর্কর উত্তেজনা বাড়ল, 'কে কয়লা তা আপনি জানেন না ?'

www.MurchOna.com

পুলিস অফিসার কাঁধ ঝাঁকালেন। তারপর হাতের রিভলভারটা নাচিয়ে বললেন, 'এই ছোকরা, নিজের কাজ কর গিয়ে। যা, ভাগ্।'

অর্ক গলা তুলল, 'চমৎকার। একঘণ্টা ধরে এখানে হামলা হল, মানুষ মরল আর আপনারা চুপ করে বসেছিলেন, আসার দরকার মনে করেননি। এখন যখন সব থেমে গিয়েছে তখন উল্টে চোখ রাঙাচ্ছেন। কোথায় ছিলেন আপনারা এতক্ষণ?'

'মেরে বদনা পাল্টে দেব হারামজাদা। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? আমার কাজের কৈফিয়ৎ তোমাকে দেব বাঞ্জোত?' তারপর জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি কোন কথা শুনতে চাই না। কোয়াকে আমার চাই।'

অফিসারকে ভ্যানের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে অর্ক কাছে গেল, 'আপনি কয়লাকে অ্যারেস্ট করবেন না? সে এখানে এসে দলবল নিয়ে হামলা করে গেল সেটা দেখবেন না?'

'কয়লা? কয়লা কোথায়?'

'ওদিকে, নুকু ঘোষের বাড়িতে।'

হঠাৎ মুখ চোখ পাল্টে গেল অফিসারের, 'অ্যাই, তোর নাম কি রে?'

'তোর বলছেন কেন? ভালভাবে কথা বলতে শেখেননি?'

এরকম প্রশ্ন যেন স্বপ্নেও ভাবেননি অফিসার। তাঁর হুঁশ ফেরার আগেই অর্ক জবাব দিল, 'অর্ক মিত্র।'

'নেতা হবার সাধ হয়েছে না? জন্মেরমত সাধ ঘুচিয়ে দেব বদমাশ।' এক লাফে যেন জায়গাটা অতিক্রম করতে চাইলেন অফিসার। বিপদ বুঝতে পারল অর্ক। কিন্তু একটা জেদ এবং ক্রোধ তাকে খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখল। এইসময় একটি লোক ছুটে এল অফিসারের দিকে, 'প্লিজ, ওকে মারবেন না। শান্ত হোন।'

অর্ক অবাক হয়ে দেখল সতীশদা অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে। অফিসার যেন সতীশদাকে চিনতে পারলেন, 'ও আমাকে অপমান করেছে। এইটুকুনি ছেলে কিন্তু কি ব্যবহার? নো নো, আমাকে বাধা দেবেন না। সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার সময় আপনারা ইন্টা ফেয়ার করবেন না। আই উইল টিচ হিম এ গুড লেশন।'

দুপাশে দু'হাত বাড়িয়ে সতীশদা বললেন, 'আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি আপনি শান্ত হোন। ছেলেটি মোটেই সমাজবিরোধ নয়। তাছাড়াও যেসব অভিযোগ করেছে সেগুলো সাধারণ মানুষের মনের কথা।'

'আপনি এসব বোঝাবেন না সতীশবাবু। আমি ওকে অ্যারেস্ট করছি।'

'অ্যারেস্ট করবেন? ওর অপরাধ?'

'আমাকে অপমান করেছে, কর্তব্য করতে বাধা দিয়েছে।'

'আপনি বাজে কথা বলছেন?'

'আচ্ছা! নিশ্চয়ই আপনার স্বার্থ আছে! কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে এত কথা বলছিই বা কেন? যদি প্রয়োজন মনে করেন থানায় আসবেন।'

সতীশদা একবার অর্কর দিকে তাকালেন। তারপর অফিসারকে নিচুগলায় বললেন, 'ওকে অ্যারেস্ট করলে আপনার অসুবিধে হবে অফিসার।'

'তার মানে?'

'কিছুদিন আগে মিনিস্টার এসেছিলেন এখানে। ওর বাবা মিনিস্টারের বন্ধু। আমাকে খোঁজ খবর নিতে বলেছিলেন। আপনি গায়ের জোরে অ্যারেস্ট করলে আমি এখনি তা মিনিস্টারকে জানাবো।'

সতীশদাকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

সতীশদার চোখে চোখ রেখে অফিসার যেন কিছু পড়তে পারলেন, 'কিন্তু ওকে সাবধান করে দেবেন। একজন সরকারী অফিসারের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় সেটা শেখা উচিত।'

কথা শেষ করেই অফিসার ভ্যানের ফিরে গেলেন। ওদের চোখের সামনে ভ্যানটা পিছু ফিরে মুখ পাল্টে ঈশ্বরপুকুর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার সতীশদা অর্কর দিকে তাকালেন, 'তোমার সাহস আছে। কিন্তু সাহসী হলেই সবসময় কাজ হয় না। সময় এবং পরিস্থিতি বুঝে এগোতে হয়।'

এতক্ষণ অর্ক চুপচাপ সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিল। সতীশদা যে অফিসারকে মন্ত্রীর ভয় দেখিয়ে থামালো সেটাও কান এড়ায়নি। তার মনে পড়ল আজ সন্ধ্যায় সে একজন সাধারণ পুলিসকে ডিসি

www.MurchOna.com

নর্থের নাম করে ভয় পাইয়েছিল। সেটা যে এত দ্রুত তার ক্ষেত্রেও ফিরে আসবে—! সতীশদা কথা শেষ করতেই অর্ক বলল, 'লোকটা বদমাশ।'

'হতে পারে। কিন্তু ওইভাবে বলা ঠিক হয়নি।'

'কেন ?'

'তোমাকে ও অ্যারেস্ট করতে পারত, প্রচণ্ড মারত। তুমি কিছুই করতে পারতে না।'

'কিন্তু আপনি এসব সমর্থন করছেন ? ওরা কোয়াকে বোমা মারতে গিয়ে মোক্ষবুড়িকে মেরে ফেলল। খুন করল ওরা আর পুলিস কোয়াকে ধরতে চাইছে। কোয়ার কি দোষ ?'

সতীশদা মাথা নাড়লেন, 'কিন্তু কোয়া তো ধোওয়া তুলসীপাতা নয়।'

'তা হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে তো কোন অন্যায় করেনি। তাছাড়া কয়লারা ঈশ্বরপুকুরে ঢুকে একটা খুন করল, অত্যাচার করল, অনেক পরে পুলিস এসে আমাদের ছেলেকেই প্রেপ্তার করতে চাইল অথচ আপনি কিছু বলছেন না!' অর্ককে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। এবং এইসব কথাবার্তার মধ্যে তিন নম্বরের সাধারণ মানুষ যে উপচে পড়েছে তা সে লক্ষ্য করেনি।

সতীশদা বললেন, 'কিছু বলব না তাই বা জানলে কি করে ? আমরা পার্টি থেকে অ্যাকশন নেব। পুলিসের কাছে কৈফিয়ৎ চাইব।'

অর্ক বলল, 'আর তার মধ্যে কয়লাদের মত গুণ্ডারা এসে একটার পর একটা খুন করে যাক আর আপনারা চেয়ে চেয়ে তাই দেখবেন।'

এবার সতীশদার কণ্ঠে উত্তেজনা এল, 'তুমি কি বলছ তা জানো না!'

'জানি সতীশদা। আমি রাজনীতি বুঝি না কিন্তু আপনাকে আমার ভাল লাগে। করলারা মোক্ষবুড়িকে খুন করেছে আর পুলিস কিছু বলছে না এটা মেনে নিতে পারি না। আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা সবাই মিলে প্রতিবাদ করি।' অর্কর কথা শেষ হওয়ামাত্র তিন নম্বরের সমস্ত মানুষের গলা থেকে সমর্থনসূচক শব্দ বেরিয়ে এল। সতীশদা এবার অস্বস্তিতে পড়লেন। তারপর অর্কর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। দলের নির্দেশ নিতে হবে।'

'আপনি এর মধ্যে দলকে টানছেন কেন ?'

'কারণ আমি চব্বিশ ঘণ্টার রাজনীতি করি। আমি মনে করি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও আনুগত্য ছাড়া একটা মানুষ পূর্ণতা পায় না। যাহোক, এ ব্যাপারে তোমরা একটা কাজ করতে পারো। এ পাড়ার নাগরিক কমিটির মিটিং যাতে তাড়াতাড়ি ডাকা হয় সে ব্যবস্থা করতে পারি। সেখানে তোমরা বক্তব্য রাখতে পারো। নাগরিক কমিটি পল্লীর শৃঙ্খলা রাখতে অরাজনৈতিকভাবে কাজ করতে পারে।'

কিন্তু সতীশদার কথা শেষ হওয়ায় মাত্র একজন চিৎকার করে উঠল, 'ওখানে তো মাথাভারী লোক গিয়েছেন, তাঁরা কোনদিন আসেন না। পাড়ার কটা লোক নাগরিক কমিটির খবর রাখে বলুন ?'

সতীশদা বললেন, 'আপনাদের কমিটি আপনারা যদি খবর না রাখেন—!'

'না আমাদের কমিটি নয়। আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন এত বছর, নাগরিক কমিটি তৈরি হয়েছে কিন্তু সেই কমিটি কোন কাজ করে না, নামেই রয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের খবর জানেই না।' ছেলেটি এসব বলেই জুড়ে দিল, 'একথা বলছি বলে ভাববেন না আমি কংগ্রেস করি। সমালোচনা করলেই তো চক্রান্তের গন্ধ পান।'

সতীশদা মাথা নাড়লেন, 'তুমি প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রের ভাষায় কথা বলছ সুবল। তোমাকে আমি অনেকবার বলেছি দলের ভেতরে এসে এসব কথা বল। শরীরে আঁচ না লাগিয়ে যারা ফলভোগ করে তাদের সুবিধেবাদী বলা হয়।'

অর্ক দেখছিল বিষয় থেকে সরে যাচ্ছে তারা। সে বলল, 'ওসব আমি বুঝি না সতীশদা। তিন নম্বরে আমরা পশুদের মত আছি। এখানে দিনদুপুরে মাস্তানি হয়, অশ্রাব্য খিস্তির বন্যা বয়ে যায়, মাতলামি চলে দিন রাত আর আপনাদের নাগরিক কমিটি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়। কি, ঠিক বলছি ?'

সতীশদা মাথা নাড়লেন, 'অনেকটাই ঠিক।'

'কেন এমন হবে ? কেন আপনারা রাজনীতি করেন সাধারণ মানুষের কাছে না গিয়ে! সতীশদা, শুধু বড় বড় শব্দ দিয়ে কদ্দিন মানুষকে বোঝানো যায় ? না, সতীশদা, আমি এসব বুঝতে পারি না। কয়লা অন্যায় করে শাস্তি পাবে না কেন ?' অর্ক কথাগুলো বলা মাত্র সমস্ত মানুষ হৈ চৈ করতে শুরু করল। সবাই উত্তেজিত।

www.MurchOna.com

সতীশদা চিৎকার করলেন, 'তোমরা কি করতে চাও ?'

'আমরা কয়লার শাস্তি চাই।'

সতীশদা চিৎকার করলেন, 'কিন্তু শাস্তি দেবে আদালত। আমরা আইন হাতে নিতে পারি না। অর্ক, তুমি এদের উত্তেজিত করছ। ভুল করছ। এতে এদেরই ক্ষতি হবে।'

কেউ একজন চেঁচালো, 'কয়লা নুকু ঘোষের বাড়িতে বসে মাল খাচ্ছে। নুকুর বাড়ি জ্বালিয়ে দাও।' হঠাৎই মানুষগুলো পাল্টে গেল। যারা এতক্ষণ বোমের ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল ঘরে তারা উত্তেজনার রাস্তায় ছোটছুটি করতে লাগল। সতীশদা কিংবা অর্ক চেষ্টা করেও সামলাতে পারল না তাদের। সবার লক্ষ্য নুকু ঘোষের বাড়ি।

বাড়িটার সামনে একটা জিপ দাঁড়িয়ে। তিন নম্বরের মানুষের টানে আশেপাশের একটা বিরাট জনতা এই মাঝরাতে নেমে এসেছে পথে। অর্ককে নিয়ে সতীশদা কোনরকমে ভিড়ের সামনে চলে এলেন। সতীশদা চিৎকার করলেন, 'আপনারা এমন কিছু করবেন না যাতে আইন বিঘ্নিত হয়।'

কিন্তু অর্ক সতীশকে বলল, 'সতীশদা, আপনি আড়ালে চলে যান। নইলে নুকু ঘোষ বলবে আপনার পার্টি ওর বাড়ি ঘেরাও করেছে। আপনি সাধারণ নাগরিক হিসেবে পিছনে থাকুন।'

'কিন্তু পাড়ায় কোন গোলমাল হলে আমাকে জবাবদিহি দিতে হবে।'

'সে নাহয় দেবেন। এখন সামনে থাকবেন না।'

সুবল বলল, 'ঠিক কথা। এটা আমাদের ননপলিটিক্যাল মুভমেণ্ট।'

মানুষেরা চিৎকার করছে কয়লার নাম ধরে, নুকু ঘোষের পিণ্ডি চটকে। দু-একটা ঢিল ছিটকে গেছে বাড়ির দিকে। এইসময় দরজা খুলে গেল। নুকু ঘোষ বেরিয়ে এল টালমাটাল পায়ে, 'কি ব্যাপার ? এখানে কি হচ্ছে ?' জনতা দেখে লোকটার মুখ চুপসে গেলেও সামলে নিল।

'কয়লাকে চাই। বের করে দিন কয়লাকে।' জনতা একসঙ্গে বলে উঠল।

'কয়লা! কেন তাকে কি দরকার ?' নুকু ঘোষের গলার স্বর জড়ানো।

সুবল উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে, 'কয়লা তিন নম্বরে হামলা করে একজনকে খুন করেছে। আপনি তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। ওকে বের করে দিন আমাদের হাতে।'

নুকু ঘোষ চিৎকার করল, 'বের করে দিন! যেন বাবার সম্পত্তি! কে তোদের লেলিয়েছে ? অ্যাঁ, কে লেলিয়েছে ?'

সঙ্গে সঙ্গে জনতা ফুঁসে উঠল। উন্মত্ত ঢেউ আছড়ে পড়ল নুকু ঘোষের ওপর। নুকুর লোকেরা তাকে টেনে নিয়ে গেল ভেতরে। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল। ততক্ষণে কয়লার গাড়িতে আগুন জ্বলেছে। জনতা এবার নুকুর বাড়িতে সে আগুন ছড়াতে চাইল। অর্ক এক লাফে বারান্দায় উঠল। তারপর দু'হাতে ওপরে তুলে চিৎকার করল, 'আপনারা শুনুন। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। আমরা কয়লাকে চাই। নুকু ঘোষের বাড়ি ঘিরে রাখুন কিন্তু কেউ ভেতরে ঢুকবেন না। যতক্ষণ নুকু কয়লাকে বের না করে দেয় ততক্ষণ আমরা এখান থেকে নড়ব না।'

সুবল বলল, 'ঠিক কথা। আজ সারা রাত আমরা ঘেরাও করে থাকব। আপনারা সবাই বসে পড়ুন। গুণ্ডাটাকে চাই-ই চাই।'

জনতা তখনও অশান্ত ঘোড়ার মত ছটফট করছিল।

॥ ঊনপঞ্চাশ ॥

শেষ পর্যন্ত পুলিসের ভ্যান ফিরে এল। অর্ক দেখল সেই অফিসারটি দলে নেই। ভ্যানের আগে একটি জিপও রয়েছে। তাতে জাঁদরেল চেহারার কিছু অফিসার। ভ্যান থেকে নেমে সাধারণ চেহারার পুলিসগুলো যখন লাইন দিয়ে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে তখন জিপে আসা অফিসারদের একজন জনতার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে ? এখানে এত ভিড় কেন ?'

অর্ক খুব অবাক হয়ে গেল। যেন এঁরা কিছুই জানেন না। এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলেন, হঠাৎ আকাশ থেকে টুপ করে কেউ এঁদের এখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে। ঈশ্বরপুকুরে সন্ধ্যে থেকে এত কাণ্ড ঘটে গেল, একটি নিরপরাধ মানুষ খুন হল অথচ এঁর মুখ দেখলে মনে হবে ইনি কিছুই জানেন না। তাছাড়া ঈশ্বরপুকুরের এত ভেতরে কেউ খবর না পেয়ে বেড়াতে আসবে না!

সেই সঙ্গে আর একটি জিনিস অর্কর চোখে পড়ল। এতক্ষণ অন্যায় অপরাধের বিরুদ্ধে ঈশ্বর পুকুরের জনতা ফুঁসছিল। নুকু ঘোষের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে কয়লাকে ছিঁড়ে ফেলার জন্যে মরিয়া হয়ে

www.MurchOna.com

উঠেছিল। অনেক কষ্টে তাদের সামলে রাখতে হচ্ছিল। সেই মানুষগুলোর চেহারা এখন পাল্টে গিয়েছে। পুলিসদের দেখামাত্রই প্রত্যেকে যেন একটা করে মুখোশ পরে ফেলেছে এবং সব মুখোশের আদল এক। এই মিইয়ে যাওয়া ভীতু মানুষদের দেখলে কল্পনাই করা যায় না খানিক আগে এরাই তড়পাচ্ছিল। শুধু সাদা পোশাকেই ওদের এমন পাল্টে দিল ? এইসব পুলিস তো সাধারণ মানুষের ভাই দাদা কিংবা বাবা। অথচ সাধারণ মানুষ এদের দেখলেই ভয় পায়। কেন ?

অফিসার আবার বললেন, 'আমার কথা কানে যাচ্ছে না ?'

অর্ক সুবলের দিকে তাকাল। তারপর বারান্দা থেকে দ্রুত নেমে এল জিপের সামনে। জনতাই তাকে পথ করে দিল। অফিসার কপালে ভাঁজ ফেলে তাকালেন। অর্ক বলল, 'আমার নাম অর্ক মিত্র। তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুরে থাকি। আপনি জানেন না এখানে কি হয়েছে, কেন এত ভিড় ?'

অফিসার নির্বোধের মত মাথা নাড়লেন। কিন্তু বোঝা গেল ওটা ওঁর ভান। প্রকৃত বুদ্ধিমান ছাড়া নির্বোধের অভিনয় করা বেশ শক্ত। অর্ক বুঝল কিছু করার উপায় নেই। সে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বলল, 'আমরা দোষীর শাস্তি চাই তাই এই বাড়ি ঘেরাও করে আছি।'

'বেশ কথা। তাই বলে নিশ্চয়ই আইন নিজের হাতে নিতে চাও না!'

'না। তাহলে তো এতক্ষণে অন্যরকম হয়ে যেত।'

'কোন্ পার্টি এটা অর্গানাইজ করছে ?'

'পার্টি ? এই বিক্ষোভের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই।'

'তাই নাকি ? সোনার পাথরবাটিও হয় তাহলে।' হঠাৎ অফিসারের গলায় স্বর পাল্টে গেল, 'প্যাক আপ! চলে যান, যে যার বাড়িতে চলে যান। রাস্তা পরিষ্কার করে দিন।'

জনতা নড়বড়ে হল। কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন চেঁচাল, 'মোক্ষবুড়ির খুনী কে ? কয়লা কয়লা।' ব্যস সঙ্গে সঙ্গে জনতার চরিত্র পাল্টে গেল। হঠাৎ মুখোশগুলো অন্য চেহারা নিয়ে নিল। সমস্বরে চিৎকার উঠল, 'খুনী কয়লার বিচার চাই।'

পুলিস অফিসার তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কয়লা খুন করেছে তার প্রমাণ আছে ?'

হাজারটা গলায় এক জবাব এল, 'কয়লা খুন করেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে পুলিস অফিসার বললেন, 'ব্যস, তাহলে তো মিটেই গেল। আমি কয়লাকে গ্রেফতার করছি। আপনারা শান্ত হয়ে আমাদের কর্তব্য করতে দিন।'

অফিসারের হুকুম হওয়ামাত্র পুলিসগুলো নুকু ঘোষের বাড়ির দরজা পর্যন্ত লাইন দিয়ে দাঁড়াল। জনতাকে সামান্য দূরে সরিয়ে দিল তারা। ভ্যান এবং জিপটাকে ঘুরিয়ে নেওয়ার পর অফিসার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দরজায় আঘাত করলেন, 'দরজা খুলুন।'

তিনবার ধাক্কা দেওয়ার পর একটি চাকর গোছের লোককে নিয়ে নুকু ঘোষ দরজা খুলে এসে দাঁড়ালেন, 'কি চাই ?'

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি নুকু ঘোষ ?'

'তাই তো জানি।'

'এটা আপনার বাড়ি ?'

'অন্য কারও কিনা তা জানি না।'

'আপনার বাড়িতে কয়লা এসেছে, তাকে বের করে দিন।'

'কয়লা ? ও নামের কাউকে আমি চিনি না।'

'কয়লা আপনার বাড়িতে আসেনি ?'

নুকু ঘোষ সবেগে মাথা নাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে দূরে দাঁড়ানো জনতা চিৎকার করে উঠল, 'এসেছে, কয়লা এসেছে।'

অফিসার আবার বললেন, 'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন নুকুবাবু।'

'মোটেই না। কয়লা বলে কাউকে আমি চিনি না। আমার বাড়িতে একজন অতিথি এসেছেন, তার নাম শ্রীনবকুমার দত্ত।'

'তাকেই নিয়ে আসুন।'

'তাই বলুন। এতক্ষণ কি কয়লা কয়লা করে ধমকাচ্ছিলেন ? এই যা, নববাবুকে আসতে বলল। পুলিস সাহেব এসেছেন। দিন এমন চিরকাল যাবে না। বদল দিন আসবেই। শালা আমার বাড়িতে হামলা, গাড়িটাও পোড়ানো হয়েছে। বেশ বেশ। সব তোলা থাকছে। কিন্তু অর্গানাইজ করল কে ?

www.MurchOna.com

কোন শালা—।' চাকরটাকে হুকুম দিয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করছিল নুকু ঘোষ। এইসময় দরজায় কয়লা তার দুজন অনুচর নিয়ে এসে দাঁড়াল। নুকু ঘোষ বলল, 'এই যে ভাই নব, জনতা চাইছে তোমাকে গ্রেপ্তার, এরা তাই এসেছেন। জনতার সেবক!' মুখ বেঁকালেন নুকু ঘোষ। কয়লা অফিসারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওয়ারেন্ট আছে?'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শুরু হল। ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ কেউ ঢিল ছুঁড়ল এদিকে। হঠাৎ অফিসার কয়লার হাত ধরে টানল, 'কথা বাড়াবেন না। চলে আসুন।'

পুলিস দিয়ে ঘিরে কয়লা এবং তার দুই সঙ্গীকে ভ্যানে তোলা হল। অর্ক এই প্রথম কয়লাতে দেখল। পরনে ছাই-রঙা সাফারি। গায়ের রঙ মোটেই কয়লার মত নয়। চেহারাতে কোন আহামরি বৈশিষ্ট্য নেই। তবু এই লোকটার ভয়ে বেলগাছিয়া থেকে লেকটাউন আর শ্যামবাজার কাঁপে। অনেকদিন আগে বিলু তাকে বলেছিল, 'কোলকাতা শহরটা গোটা পাঁচেক মাস্তান ভাগ করে নিয়েছে। তারা শের কা শের। পুলিস বলো আর পার্টি বল কেউ ওদের গায়ে হাত দিতে পারে না।' কয়লা হল সেরকম একজন।

কয়লাকে যখন ভ্যানে তোলা হচ্ছিল তখন আর একটা জিনিস অর্কর চোখ এড়ায়নি। সেটা হল, কয়লা ভয় পেয়েছে। ওর চোখে বিস্ময় এবং ভয় একসঙ্গে ফুটে উঠেছিল। যেন ভ্যানের ভেতরে উঠে নিশ্চিন্ত হল সে।

পুলিস ভ্যানের পেছন পেছন জনতা ঈশ্বরপুকুর ধরে ট্রাম রাস্তা অবধি বেরিয়ে এল। অর্ক মানুষগুলোকে দেখছিল। কয়লা ধরা পড়েছে দেখে এমন আহ্লাদে আটখানা। ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের বাইরে ছিল। কয়লার মত মাস্তানকে পুলিসের ভ্যানে মুখ লুকিয়ে যেতে হচ্ছে, এইটুকুই যেন বিরাট পাওয়া।

সতীশদা দাঁড়িয়ে ছিল তিন নম্বরের সামনে। অর্ককে দেখে বলল, 'আশা করি কিছুদিন পাড়া ঠাণ্ডা থাকবে। তবে তোমরা যে এভাবে অর্গানাইজ করতে পারবে ভাবিনি।'

অর্ক বলল, 'অর্গানাইজ কে করেছে? সবাই তো রেগে গিয়ে জড়ো হল। কিন্তু তাতে কি লাভ হয়েছে জানি না।'

সতীশ হাসল, 'একথা তোমার কেন মনে হচ্ছে?'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'সব যেন কেমন সাজানো বানানো। প্রথমে যে পুলিস এসেছিল সে কোয়াকে খোঁজ করল কিন্তু কয়লার কথা শুনতেই চাইল না। পরের দলটা যেন ওই ঘটনা জানেই না। আমার মনে হচ্ছে নুকু ঘোষরাই টেলিফোন করে পুলিস আনিয়েছে যাতে কয়লা ভালভাবে গলি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে ভ্যানে চেপে। অথচ পাবলিক এসব বুঝল না।'

সতীশদা অর্ককে দেখল। আশেপাশে কেউ নেই যার কানে কথাগুলো যেতে পারে। ছেলেটার বুদ্ধি তাকে চমৎকৃত করেছে বোঝা যাচ্ছিল। তার মনে পড়ল এই ছেলেকে বলা সত্ত্বেও পার্টি অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। অথচ একে পেলে দলের উপকার হত। সতীশদা বলল, 'অর্ক, কাল বিকেলে একবার অফিসে এসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

কাল বিকেল? সঙ্গে সঙ্গে অর্ক বাস্তবে ফিরে এল। সে মাথা নাড়ল, 'না সতীশদা, কাল বিকেলে আমার সময় হবে না।'

সতীশের কপালে ভাঁজ পড়ল। ছেলেটার ওপর ওর বাবার প্রভাব মনে হচ্ছে প্রচণ্ড। তবু সে সরল মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'আমার মা খুব অসুস্থ। হাসপাতালে আছে। কাল অপারেশন হতে পারে।'

'সেকি! কি হয়েছে ওঁর?'

'আলসার। অবস্থা ভাল নয়।'

'কোন হাসপাতাল?'

'আর জি কর।'

'ও।' সতীশদা দু'মুহূর্ত চিন্তা করল, 'বেশ, কোন প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলো। এখন তুমি বাড়ি ফিরে যাও। বিশ্রাম নাও।'

অর্ক হাসবার চেষ্টা করল, 'আচ্ছা সতীশদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'বল।'

'আপনারা সি পি এম করেন, সরকার আপনাদের হাতে, মানুষের উপকার করার কথা বলেন। আপনারা ইচ্ছে করলে এসব বন্ধ করতে পারেন না?'

www.MurchOna.com

'কি সব ?' সতীশদা অবাক হয়ে তাকাল।

'এই গুন্ডাবাজি। আমাদের ঈশ্বরপুকুরে চোলাই মদ বিক্রি হয় তিন-চার জায়গায়, সেগুলো খেয়ে প্রকাশ্যে মাতলামি চলে খিস্তিখেউড় হয়। পাঁচ-ছয়জন ছেলে শুধু মুখের জোরে আর ছুরি দেখিয়ে মাস্তানি করে যায়। এদের আপনারা একদিনেই থামিয়ে দিতে পারেন না ?'

'পারি।'

'তাহলে থামাচ্ছেন না কেন ?'

'এই উত্তরটা আমার জানা নেই! কিংবা বলতে পারো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ যদি এদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয় তাহলে তাদের আমরা সমর্থন করব। আবার এমনও হতে পারে, আমরা এত বড় বড় ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত যে এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না।' যেন নিজেকেই প্রবোধ দিচ্ছে সতীশদা এমন মনে হচ্ছিল। এবং এর মধ্যে যে বিরাট ফাঁকি রয়ে গেছে তা বুঝতে অসুবিধে হল না অর্কর। সতীশদা অর্কর কাঁধে হাত রাখল, 'আমি নিজেও সন্তুষ্ট নই অর্ক। কিছু কিছু ব্যাপারে প্রতিবাদ করেছি বলে দলের নেতারা আমাকে খুব ভাল চোখে দেখছেন না। কিন্তু একটা কথা কি জানো, তুমি একা এই দেশে কিছুই করতে পারবে না। দেশ কেন বলছি, এই পাড়াতে কোন ভাল জিনিস তোমার একার পক্ষে করা অসম্ভব। তোমার পেছনে একটা দল চাই, একটা সংঘঠিত রাজনৈতিক শক্তি চাই। সি পি এমের কিছু কিছু ত্রুটি আছে। আমরা আমাদের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা সহ্য করতে পারি না। মানছি। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরাই হলাম একমাত্র দল যারা একটা নির্দিষ্ট আদর্শে বিশ্বাস করি। সাধারণ মানুষের বাঁচার লড়াইটাকে জোরদার করতে বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচীমত এগোতে চাই। সুতরাং কিছু করতে হলে এই দলে তোমাকে আসতেই হবে। নদীতে তোমার একটা নৌকো দরকার হবে। ফুটো বা পলকা নৌকো চেয়ে মজবুত নৌকোতেই চড়া বাস্তবসম্মত কাজ। আর নৌকো ছাড়া নদী পার হতে গেলে তোমাকে একা সাঁতরে যেতে হবে। সেটা কতদিন সম্ভব ? চারধারে অজস্র হাঙর।'

রাত্রে একদম ঘুমুতে পারল না অর্ক। আজ বিকেল এবং রাত্রের উত্তেজনা তাকে মাধবীলতার কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এখন একা হতেই সেই সব ভাবনা আবার ফিরে এল। বস্তির এই ছোট্ট ঘরে আজ মা নেই। মা যদি আর ফিরে না আসে ? মোক্ষবুড়ি বলত হাসপাতালে গেলে আর ফিরবে না। ফালতু কথা, কোন যুক্তি নেই। কিন্তু এখন যেন সেটাই বুকের মধ্যে সিরসির করতে লাগল। জলপাইগুড়িতে একটা খবর দেবে ? নিজের মনেই মাথা নাড়ল অর্ক। না। মা চায়নি। মা যা চায়নি তা সে করবে না।

অর্ক বিছানা থেকে উঠল। তারপর বাক্সগুলো হাতড়াতে লাগল। মা যেখানে যেখানে টাকা রাখে সেগুলোয় খোঁজ নেবার পর তার হাতে দুশো কুড়ি টাকা জমা হল। এই হল তার সম্পত্তি। এই টাকায় মাকে সারাতে হবে। অবশ্য মায়ের স্কুলের টিচার্সরা বলেছেন তাঁরা খরচ দেবেন। কিন্তু সে কি করবে ? অর্কর মনে হচ্ছিল সে যদি আরও দশটা বছর আগে জন্মাতো, যদি—। সে মাথা নাড়ল। কি হতো তাতে ? কিছুই হতো না। বি এ এম এ পাশ করে দেড় হাজার টাকা মাইনের চাকরি করত। দুবেলা পেট ভরে খেত। বিয়ে করত। সুখী সুখী ভান করে জীবনটা কাটিয়ে দিত। কিংবা সতীশদার মত এমন রাজনীতি করত যেটা না করলে তার কোন উপায় থাকত না। চারপাশের মানুষেরা সকালে ঘুম থেকে ওঠে আবার রাত্তিরে ঘুমুতে যায়। এর মধ্যে যা যা করে তার একদিনের সঙ্গে আর একদিনের কোন পার্থক্য নেই। রোজ বাজার করে, রোজ ভিড় ঠেলে অফিসে যায়, রোজ অফিস ফেল করে। এর মধ্যে একটার পর একটা দিন কখন ফুরিয়ে যায় খেয়ালও করে না। তারপর বুড়ো হয়, মরেও যায়। এইভাবে বেঁচে থাকার কি মানে ? মাকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিল সে একদিন। আশ্চর্য; মা-ও জবাব দেয়নি। আবার ওইভাবে যারা বেঁচে আছে, এই বি এ এম এ পাশ করে চাকরি পেয়ে বিয়ে-থা করে তাদেরও সামর্থ্য অনুযায়ী ইচ্ছে করতে হয়। প্রত্যেকের নিজস্ব চৌহদ্দি তৈরি হয়ে যায় আর তার মধ্যে মুখ বুজে থাকে। আবার যারা ওসব পাশফাস করে না, রকবাজি গুণ্ডামিতে যৌবনের শুরু করে তারা মাঝেমধ্যে এদের চেয়ে ভাল থাকে আবার খারাপও। কিন্তু ওই নিয়মবদ্ধ লোকগুলো এদের ভয় পায়। এই যেমন কয়লাকে দেখলে জিভ শুকিয়ে যায় তিন-চারটে এম এ পাশ ভদ্রলোকের। মুখ নামিয়ে চলে যাবে তারা। আড়ালে যতই গালাগালি করুক সামনে স্বর বের হবে না।

মা যদি চলে যায় তাহলে সে কি পরিচয় নিয়ে থাকবে ? অর্ক আলো নেবালো। মা বলেছিল ভালবাসা থেকে যে বিশ্বাস তা বিয়ের নিয়মের থেকে অনেক বড়। শুধু সেই বিশ্বাসকে অপমান না

www.MurchOna.com

করার জন্যে মা পরে বিয়ে করেনি। কিন্তু যখন মা সম্পর্ক ভেঙ্গে এল তখন সেই বিশ্বাসটায় অবশ্যই চিড় ধরেছিল। তাই যদি হয় তার জন্ম ভাঁওতা থেকে, বিশ্বাস থেকে নয়। আইন নেই, বিশ্বাস নেই, পৃথিবীতে তার আসাটাই যখন ক্ষণিকের উন্মাদনায় তখন আগামীকালের অস্তিত্বের জন্যে সে কেন এত ভাবছে? মা তো ভাবেনি অর্কর কি হবে? অর্ক কি করবে? তাহলে তার ভাষার কি আছে। বরং একটা দিক থেকে সুবিধেই হল, তার কোন সামাজিক বন্ধন নেই। কোন লৌকিক চক্ষু লজ্জা নেই। সে যেমন ইচ্ছে তেমনভাবে পৃথিবীতে চলে ফিরে বেড়াবে। মা না থাকলে কোন নিয়মের পরোয়া করবে না।

অর্ক ঘুমুতে পারল না। তার মাথার ভেতরটা ভীষণ হালকা লাগছিল অথচ ঘুম আসছে না। ওর মনে হল মাকে একবার দেখলে হত। একবার যদি মায়ের মুখ দেখতে পারত তাহলে হয়তো আরাম হতো। যতদিন মা বেঁচে আছে ততদিন অনেক কিছু না থাকলেও একটা ছোট্ট আরাম বেঁচে থাকে। সেই আরামটার জন্যে সে লালায়িত হল। এখন মাঝ রাত পার হতে চলেছে। এই সময় হাসপাতালের দরজা নিশ্চয়ই বন্ধ। কিন্তু তার মন মানছিল না। হেঁটে গেলে মিনিট পনের মধ্যে হাসপাতালের দরজায় পৌঁছে যাওয়া যায়। অর্ক ছটফট করল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এল বেরিয়ে এল বাইরে। কোথাও কোন শব্দ নেই তখন নম্বর ঈশ্বরপুকুর লেন এখন ভীষণ শান্ত। দরজায় তালা দিয়ে সে গলিতে পা রাখতেই চমকে উঠল। বুকের ভেতর এমনভাবে হৃৎপিন্ড কেঁপে উঠেছিল যে সহজ হতে সময় লাগল। না, ওটা শুধুই একটা বস্তা। উনুনের কারখানার সামনে ছায়ায় মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু অভ্যস্ত দৃশ্যের মত সে প্রথমে ওটাকেই মোক্ষবুড়ি বলে ভেবেছিল। মোক্ষবুড়ি এখন কোথায়! কি সুন্দর বেঁচে গেল শেষ পর্যন্ত। ওর এই মরে যাওয়াতে আর একটুও খারাপ লাগছে না। এইভাবে পড়ে থাকা, ঘষটে ঘষটে সেঁটে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া বেশ আরামের।

গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। ঠিক মুখে নয় নিমুর দোকানের আড়াল ঘেঁষে দুজন মানুষকে অনভ্যস্ত চোখে দেখল সে। তার উপস্থিতি ওরা টের পায়নি। নিমুর দোকানের পাশে একটা ছোট্ট রক অনেকটা আড়াল নিয়ে রয়ে গেছে। ওখানে নিমু জলের ড্রাম রাখে দিনের বেলায়। রাত্রে সেটা তুলে রাখে দোকানে। এখন নিমুর ঝাঁপ বন্ধ। ঈশ্বরপুকুরে একটি প্রাণীও হাঁটছে না। কিন্তু দুটো মানুষ যে পরস্পরের কাছাকাছি এসেই ছিটকে সরে যাচ্ছে সেটা স্পষ্ট। যে সরছে সে মেয়ে। অর্ক আধা-অন্ধকারে তাদের ঠাওর করছে পারছিল না। তবে এমন প্রকাশ্যে এসব কাজ করার জন্যে ওরা এত সুন্দর সময় বেছে নিয়েছে যে অন্যদিকে তাকানোর ব্যাপারে পুরুষটি নিস্পৃহ ছিল। মেয়েটি কিন্তু তাকে সজাগ করছে আবার কাছেও এগিয়ে যাচ্ছে। পুরুষটি তখন বেশ উন্মুক্ত। ওই ছোট্ট রকে সে মেয়েটিকে শুইয়ে দিতে চাইছে। মেয়েটির ব্যবহারে বোঝা যাচ্ছিল চূড়ান্ত কিছুতে সে নারাজ।

অর্ক যে ঠিক গলির মুখে দাঁড়িয়েছে সেদিকে ওদের লক্ষ্য নেই। এবং এক পা এগোতেই অর্ক এদের চিনতে পারল। পেরে চমকে উঠল। লোকটার বয়স পঞ্চাশ তো হবেই। বিড়ি বাঁধে দিনরাত ঝুঁকে ঝুঁকে। সংসার নেই। তিন নম্বরের একটা চিলতে ঘরে থাকে। আর মেয়ে বলে যাকে ডাকছিল তার বয়স কমসে কম পঁয়তাল্লিশ কিন্তু দেখলে আরও বেশী মনে হয়। রোগা, শরীরে সামান্য মাংস নেই, গাল ভাঙা, কিন্তু মুখ-চোখে খুব ঢঙ আছে। অনেকগুলো বাচ্চা আছে বউটার। বউটার স্বামী মাতাল, কর্পোরেশনে কাজ করে।

রেগে যেতে গিয়েও অর্ক হেসে ফেলল। এই মানুষ দুটোর জন্যে পৃথিবীতে কোন ভাল জিনিস অপেক্ষা করে নেই। সারা দিনরাত শুয়ে হতাশ আর একই অভাবের মধ্যে দম বন্ধ করে বেঁচে থাকা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। হিসেব মতন এদের যৌবন গিয়েছে। অথচ এখন দেখলে মনে হবে দুটো সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত বিশ্বচরাচর ভুলে পরস্পরের সান্নিধ্য পেতে ব্যগ্র। তার মানে সমস্ত এক ঘেয়েমির মধ্যে মানুষ কখনও কখনও একটু সুখ খুঁজে নিতে পারে। সেটা বৈধ হোক কিংবা অবৈধ।

অর্ক চোখ ফিরিয়ে নিল। বউটি বোধহয় নিজের কাছে হেরে যাচ্ছে। কারণ লোকটি তাকে কোলের ওপর বসিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। ছোট্ট রকের ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়ায় ওরা এখন চোখের আড়ালে চলে গেছে অনেকটা। অর্ক স্বস্তি পেল। এতক্ষণ সে পা বাড়াতে পারছিল না। রাস্তায় নামলেই ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল। ওকে দেখলে ওদের যতটা না লজ্জা তার চেয়ে ওর নিজের যেন বেশী অস্বস্তি। কয়েক পা হাঁটতে না হাঁটতেই একটা গলা শুনতে পেল সে।

লোকটা আসছে। দুটো হাত দুদিকে বাড়ানো। অকথ্য শব্দ ছিটকে ছিটকে উঠছে মুখ থেকে। পরনে একটা ময়লা ধুতি আর শার্ট। বেঁটেখাটো, লিকলিক চেহারা, যতটা না বয়স তার চেয়ে

www.MurchOna.com

অনেক বুড়ো দেখাচ্ছে। এতটা রাস্তা যে কিভাবে হেঁটে এল সেটাই বিস্ময়কর। আকণ্ঠ মদ্যপান করে এখন বিশ্বচরাচরের উদ্দেশ্যে যে শব্দ ব্যবহার করছে তা সঞ্চয় করা সহজসাধ্য নয়। রাত্রির এই নির্জনে সেই সব জড়ানো শব্দগুলো ঈশ্বরপুকুরের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে কিন্তু কেউ কোন প্রতিবাদ করছে না।

অর্কর শরীরে জ্বলুনি শুরু হল। একে মাতাল তার ওপর খিস্তি তার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল। এদের কাছ থেকেই অনুপ্রাণিত হয় অল্পবয়সী মাস্তানরা। সে এগিয়ে যাওয়ার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। তীরের মত ছুটে এল বউটা। এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। 'সারাদিন খাইনি, ঘরে একফোঁটা দানা নেই আর তুমি রাত শেষ করে মদ গিলে ফিরলে! আঃ, মরণও হয় না আমার! হেই ভগবান, গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নাও না কেন? ছি ছি ছি।'

আক্রান্ত হওয়ামাত্র লোকটার চেহারা পাল্টে গেল। টান টান হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে সে বউটাকে দেখল, 'অ্যাই, এখানে কি করছিলি? ঘরে বউ রাস্তায় কেন অ্যাঁ?'

সঙ্গে সঙ্গে বউটা চেঁচালো, 'মুখ খসে যাবে সন্দেহ করলে। ঝ্যাঁটা মার ঝ্যাঁটা মার অমন পুরুষের মুখে। বউ বাচ্চাকে দ্যাখে না আবার তেজ কি! ওরে, আমি রোজ না দাঁড়িয়ে থাকলে পথ দেখিয়ে ঘরে নিয়ে যেত কে?'

অর্ক বউটার দিকে তাকাতে পারছিল না। হাড়জিরজিরে শরীরটা এখন বীভৎস হয়ে উঠেছে। মুখের চেহারা আহত শেয়ালের মত। চোয়াল দুটো বারংবার ওঠানামা করছে। এই মুখ এবং আচরণের সঙ্গে একটু আগে দেখা দৃশ্যের কোন মিল নেই। কল্পনাতেও কাছাকাছি আসে না। এই বউটা ওই শরীর এবং বয়সে অত প্রেম পায় কোত্থেকে? এবং এত দ্রুত সেটা মিলিয়ে দিতেও পারে কোন ক্ষমতায়? কিন্তু অর্কর জন্যে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। লোকটি আর একটি অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করে হাত চালাতে বউটি ছিটকে পড়ল ফুটপাথে। লোকটা তখন চেঁচাচ্ছে, 'কি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? আমি মাল খাই বেশ করি। তোর বাপের পয়সায় খাই! তুই এখানে এত রাত্রে কি করিস আমি জানি না? আমার সঙ্গে শুতে গেলে তোর গেন্না করে অ্যাঁ? আমারও করে। শুনে রাখ।'

অর্কর মাথার পোকাটা নড়ে উঠল। সে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মারলেন কেন?'

'কে শালা তুমি? নদের চাঁদ! মায়ের বয়সী বউ-এর সঙ্গে পেরেম করছ?' হাত ঘুরিয়ে লোকটা কথা বলতেই অর্ক নিজেকে সামলাতে পারল না। বেধড়ক মারতেই লোকটা ককিয়ে উঠল। তারপর হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। এইবার বউটা ফুটপাথে উঠে বসে চিৎকার শুরু করল, 'ওরে বাবা রে, মেরে ফেলল রে।'

অর্ক চেঁচালো, 'চুপ করুন। একটু আগে যা করেছেন আমি দেখেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে বউটা মুখ বন্ধ করে সুড়সুড় করে গলির ভেতরে ঢুকে গেল। আর লোকটা কান্না থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দেখেছ, তুমি দেখেছ?'

অর্ক ওর জামার কলার ধরে টেনে তুলল, 'আপনি মাল খেয়ে আসেন কেন রোজ? কেন এভাবে খিস্তি করেন?'

'তোমার বাবার কি? আমি বেশ করি।'

সঙ্গে সঙ্গে চড় মারল অর্ক, 'এবার মাল খেয়ে এলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব। নিজের বউ বাচ্চা খেতে পায় না, বউ অন্যের সঙ্গে প্রেম করছে আর আপনি মাল খেয়ে পাড়াটাকে নরক করে মাঝরাত্রে ফিরছেন। আপনাদের কাছ থেকে আমরা এইসব শিখব না?'

'জ্ঞান মারিও না জ্ঞান মারিও না। মাল না খেলে আমার কোন উপায় নেই। আমি মরে যাব। স্রেফ মরে যাব।'

'এটা কিভাবে বেঁচে আছেন?'

'আছি। যা মাইনে পাই আমি মাল না খেলে তাতে কুড়ি দিন চলে দশ দিন উপোস। মাল খেলে দশ দিন যাবে কুড়ি দিন উপোস। আমি তাই মাল খাই। দশ দিন যারা উপোস করতে পারে তারা কুড়ি দিন পারবে।'

'কত টাকা মাইনে পান আপনি?'

'কেটেকুটে দুশো টাকা।'

'এ তো অনেক টাকা।'

www.MurchOna.com

'অনেক টাকা ? হ্যাঁ হ্যাঁ। কি নাম বাবা তোমার ? ঠিক আছে দিয়ে দেব তোমার হাতে দুশো টাকা, সারামাস ওদের ভাত খাওয়াতে পারবে ? যদি পার তাহলে আমি মদ খাওয়ার ছেড়ে দেব। দেব দেব দেব। তিন সত্যি করলাম। অনেক টাকা! তাহলে হিজড়েও মা হয়ে যাবে।' দুহাতে আকাশ ধরে লোকটা গলিতে ঢুকে গেল পাখির মত।

॥ পঞ্চাশ ॥

সারাটা রাত হাসপাতালের বারান্দায় কেটেছে এবং কি আশ্চর্য, ভোরের দিকে বসেই বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল অর্ক। হঠাৎ সংবিৎ ফিরতেই সে উঠে দাঁড়াল। কাল রাত্তিরে অনেক চেষ্টা করেও সে মায়ের কাছে পৌঁছতে পারেনি। কড়া নিয়মকানুনগুলোকে সে মানতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তিন নম্বরের ঘরে বসে যা হয়নি এখানে এসে তা হয়েছিল। মনের ছটফটানিটা কমেছিল। এই বিশাল বাড়ির একটা ঘরের বিছানায় মাধবীলতা শুয়ে আছে আর সে তারই কাছাকাছি বারান্দায়—এটাই যেন অনেকটা আরামের মনে হয়েছিল। মা এখন হাতের মধ্যেই, এই বোধ তাকে নিশ্চিত করেছিল। একটা মানুষের জন্যে আর একটা মানুষের বুকের মধ্যে এই যে একধরনের আঁচড়কাটা শুরু হয় এবং তার একটা মানানসই সান্ত্বনায় না আসা অবধি যে উপশম হয় না তাকে কি বলে ? অর্ক যেন এসবই বুঝতে পারছে ! এইভাবে সে ভাবতে পারত না আগে, বড্ড তাড়াতাড়ি সে অন্য মানুষের চেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে। আর কি আশ্চর্য, নিজেকে বড় ভাবতে ভাল লাগছে তার।

ভাঁড়ের চা হাতে নিয়ে সে হাসপাতালটাকে দেখছিল। চারধারে কেমন ঢিলে ঢিলে ভাব। অথচ এর মধ্যেই কিছু মানুষ আউটডোরের সামনে জড় হয়েছে। সেই লোকটা কোথায় ? সে সব মুশকিল আসান করে দেয় এই হাসপাতালে! অর্ক তাকে দেখতে পেল না।

শরীর থেকে বিচ্ছিরি গন্ধ বের হচ্ছে। জামাকাপড় বেশ ময়লা। আজকাল ঠিকঠাক কাচাকুচি হয় না। নিজের দিকে তাকিয়ে শরীর গুলিয়ে উঠল। এত ময়লা পোশাকে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে ? অর্ক বসার জায়গা—পাচ্ছিল না। এখন স্বচ্ছন্দে বারান্দা বসতে পারল। অনেক লোক এখানে বসে আছে এবং তাদের পোশাক ও চেহারা দেখলে বোঝা যায় যে কোনরকম মানসিক খুঁতখুঁতুনি নেই। যে-কোন পরিবেশেই এরা হাঁটু গেড়ে বসে ভবিষ্যতের জন্যে অপেক্ষ করতে পারে।

সকালবেলায় হাসপাতালের ভেতরটা অন্যরকম দেখায়। টাটকা ওষুধের গন্ধ এবং একটা অগোছালো ঘরোয়া ভাব বেশ টের পাওয়া যায় ভেতরে ঢুকলে। এমনকি রুগীদের চেহারাও স্বাভাবিক দেখায়। অর্ক মাধবীলতার কাছে যাওয়ার অনুমতি যখন পেল তখন রুগীদের ছিমছাম করে দেওয়া হয়েছে। মায়ের বিছানার সামনে গিয়ে অর্কর হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে উঠল। মাধবীলতা বালিশে পিঠ দিয়ে আধো-শোওয়া হয়ে আছে। ওকে দেখামাত্রই মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। অর্ক মুগ্ধ চোখে মায়ের দিকে তাকিয়েছিল। মুখের চামড়া সাদা, সমস্ত দেহে ক্লান্তি এঁটে বসেছে অথচ মুখখানায় একটু হাসি প্রতিমার মত সৌন্দর্য এনেছে। ছেলে দাঁড়িয়ে আছে দেখে মাধবীলতা চোখ ছোট করল, 'কি হল, আয়!'

অর্ক পায়ে শক্তি পাচ্ছিল না। মাকে দেখা মাত্র তার সব দুশ্চিন্তা যেন মুহূর্তেই উধাও হয়ে গিয়েছে কিন্তু অদ্ভুত একটা অবসাদ তাকে গ্রাস করল। তার মা যদি এত ভাল তাহলে সে বাস্টার্ড হয় কি করে ? কেন তার কোন মূল্যবোধ থাকবে না ? সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে কেউ প্রতিবাদ করল, কে বলেছে তা নেই ? না থাকলে মাকে দেখামাত্র বুকের ভেতরটা এমন টনটন করবে কেন ? এমন আনন্দিত হবে কেন ? হঠাৎ সে আবিষ্কার করল কেউ বাস্টার্ড হয়ে জন্মায় না, জন্মাবার পর তার আচরণ তাকে বাস্টার্ড করে তোলে।

মাধবীলতার বিস্ময় বাড়ছিল। সে আবার ডাকল, 'কি রে ?'

এবার অর্ক কাছে এল। এবং কাছে আসবার সময় সে আবেগের শিকার হল। তার গলার স্বর কেঁপে উঠল, 'কেমন আছ ?'

'আমি ভাল আছি। দ্যাখ না আমার কোন ব্যথা নেই। সকাল থেকে নার্সকে দু'বার বললাম আমায় ছেড়ে দিতে কিন্তু শুনতেই চাইছে না। কি জ্বালা!' মাধবীলতা হাসল এবং তারপরেই গম্ভীর হল, 'কিন্তু তোর কি হয়েছে ?'

অর্ক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার আবার কি হবে ?'

'আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিস এর মধ্যে ? ছি ছি।' মাধবীলতা ঠোঁট কামড়াল।

www.MurchOna.com

অর্ক হতভম্ব হয়ে নিজের দিকে তাকাল তাকে দেখতে এসে যে আক্রান্ত হতে হবে তা কল্পনা করেনি সে। লজ্জিত ভঙ্গীতে অর্ক বলল, 'জামাপ্যান্টের কথা বলছ ? ময়লা হয়ে গেছে, না ?'

'ময়লা ? ওগুলো কোন ভদ্রলোক গায়ে দিতে পারে ? কাল সারা দিন স্নান করিসনি ? চুল আঁচড়াসনি ? ইস, কি চেহারা হয়েছে তোর ?' মাধবীলতা ছেলের কাঁধে হাত দিল। বিছানার পাশের টুলটায় ততক্ষণে বসেছে অর্ক।

'ছেড়ে দাও তো আমার কথা!' অর্ক মাথা নাড়ল।

'কেন, ছাড়ব কেন ? দুদিন আমি না থাকলে যদি তোমার এই অবস্থা হয় তাহলে লোকে বলবে কি ? মায়ের আদরে ছেলে এতকাল খোকা হয়ে ছিল!'

'বেশ ছিলাম তো ছিলাম।'

'কাল কোথায় খেয়েছিলি ?'

অর্ক এবার হেসে ফেলল, 'আমি কি এখনও ছেলেমানুষ আছি যে এসব প্রশ্ন করছ ? ঠিক আছে, বিকেলে যখন আসব তখন দেখবে কি ফিটফাট।'

মাধবীলতা ছেলের গালে হাত রাখল। অর্কর মুখে এখন লাল-কালোয় মেশানো লোম যা আর কিছু দিনের মধ্যেই দাঁড়িয়ে চেহারা নেবে। যদিও এখন তা খুবই নরম এবং সুন্দর দেখায় তবু আঙ্গুলের ডগা মাধবীলতাকে মনে করিয়ে দিল ছেলে বড় হয়েছে।

মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল, 'কাল রাত্রে ঘুমিয়েছিলি ?'

'বা রে, ঘুমাবো না কেন ?'

'আমাকে এখান থেকে কবে ছাড়বে খোঁজ নে তো! আর ভাল লাগছে না। শরীরে যখন কোন অসুবিধে নেই তখন এখানে খামোকা পড়ে থাকব কেন ? আর কিইবা এমন হয়েছিল যে সাততাড়াতাড়ি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে এলি ?'

'তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে।'

'ও কিছু নয়, অম্বল টম্বল থেকে এসব হয়।'

'তোমাকে এরা কিছু বলেনি ?'

'না তো।'

অর্ক অস্বস্তিতে পড়ল। মাকে সব কথা খুলে বলা ঠিক হবে কিনা কে জানে। অসুস্থ মানুষকে নাকি অসুখের বিবরণ জানাতে নেই। মাধবীলতা ছেলের হাত ধরল, 'কি হয়েছে আমার ? কি বলেছে এরা ?'

'তুমি এতকাল খুব অনিয়ম করেছ, খাওয়া দাওয়া করোনি। তোমার পেটে বেশ বড় ঘা হয়েছে। আজকালের মধ্যে অপারেশন করবে। অপারেশন না করলে তুমি বাঁচবে না। কিন্তু তোমার শরীরে রক্ত এত কম যে—।' অর্ক চুপ করে গেল।

মাধবীলতা অর্কর হাতটা মুঠোয় ধরেছিল। এবার সেটাকে ছেড়ে হাসল, 'তুই ওরকম মুখ করে কথা বলছিস কেন ? আমি কি মরে গেছি ?'

অর্ক বলল, 'তুমি সত্যিই অদ্ভুত। আমাদের খাইয়েছ আর নিজে খাওনি ? শরীরের রক্ত কমে গেছে সেকথা তুমি জানতে না ?'

মাধবীলতা চোখ বন্ধ করল, 'বাংলাদেশের কটা মেয়ের শরীরে ঠিকঠাক রক্ত আছে!' তারপর চোখ খুলে বলল, 'যাক এসব কথা। কিন্তু তুই একা এসব ঝামেলা সামলাবি কি করে ? তার চেয়ে হোমিওপ্যাথি করালে ভাল হত।'

শক্ত মুখে অর্ক বলল, 'কি করলে ভাল হত তা তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আর আমি একা হব কেন ? তোমার স্কুলের টিচার্সরা এসেছিলেন, পরমহংসকাকু আছে। দেখো কোন অসুবিধে হবে না।'

'টিচার্সরা এসেছিল ? কে কে ?'

অর্ক বিশদ ব্যাখ্যা করল। সৌদামিনীর পরিচিত ডাক্তার অতএব কোন ভয় নেই। টাকা পয়সা যা লাগে তা ওঁরাই দেবেন। মাধবীলতার এসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে হবে না। মাধবীলতা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি যখন এখানে পড়ে থাকব তখন তোর চলবে কি করে ? তুই কার কাছে থাকবি ? কি খাবি ?'

'আমি আমার কাছেই থাকব। আর কোলকাতায় সব খাবার পাওয়া যায় ?'

www.MurchOna.com

মাধবীলতা ঠোঁট দাঁতে চাপল, 'আমার সুটকেসটা খুলে দেখবি বাঁ দিকের কোনায় কিছু টাকা আছে। দুশো টাকার মত। ওটা নিয়ে সাবধানে খরচ করবি। বাড়িতে স্টোবে ফুটিয়ে নিতে যদি পারিস তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। হোটেলের রান্না তোর সহ্য হবে না। আর খুব সাবধানে থাকবি। পাড়ার কোন ঝামেলার মধ্যে যাবি না।'

'আচ্ছা।' অর্ক মাথা নাড়ল।

'আর হ্যাঁ, পড়াশুনা কর। এখন তো কোন ঝামেলা রইল না। সকাল বিকেল আমাকে দেখতে আসা ছাড়া অফুরন্ত সময় পাচ্ছিস। মন দিয়ে পড়াশুনা কর যাতে আমি সবাইকে বলতে পারি স্কুলে না গিয়েও আমার ছেলে ভালভাবে পাশ করেছে। আমি তোর পরীক্ষা দেবার সব ব্যবস্থা করে এসেছি।'

'তুমি বলছ যখন তখন আমি পড়ব, পরীক্ষা দেব।'

'তুই নিজের ভেতর থেকে কোন তাগিদ পাস না, না?'

'না মা। টাকা রোজগার করার জন্যে যদি পড়াশুনা করতে হয় তাহলে সেটা না করেও উপার্জন করা যায়। হ্যাঁ, বড় চাকরি পাওয়া যায় না একথা ঠিক কিন্তু চাকরি যারা করে তারা আর কত রোজগার করে?'

'চাকরি ছাড়া আর কি করে উপার্জন করবি? ব্যবসা করে? তার জন্যে টাকার দরকার। এছাড়া আছে গুণ্ডামি আর ডাকাতি? নিশ্চয়ই শেষদুটো করবি বলছিস না?'

'কি করব আমি জানি না। তবে তুমি নিশ্চিন্ত হও এবার আমি পরীক্ষা দেব। আমি এমন কাজ করব না যাতে তুমি দুঃখ পাও।'

'সত্যি?' মাধবীলতা উদ্ভাসিত হল।

'হ্যাঁ। কিন্তু মা, তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো। তোমাকে ছাড়া আমার একটুও ভাল লাগে না। আমার কোন বন্ধু নেই, কোন আত্মীয় নেই—।' অর্কর জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেল। মাধবীলতার দুচোখের কোলে টলটলে জল, চোখের পাতা বন্ধ হতেই গাল ভিজিয়ে গড়িয়ে পড়ল নিচে।

আর তখনই গম্ভীর গলা শুনতে পেল অর্ক, 'কি ব্যাপার কান্নাকাটি কেন?'

মুখ ফিরিয়ে সে পরমহংসকে দেখল, দেখে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পরমহংসর উপস্থিতি মাধবীলতাকেও সচেতন করেছিল। কারণ সে চট করে চোখের জল মুছে ফেলে হাসবার চেষ্টা করল, 'কেমন আছো?'

পরমহংস হাঁ হয়ে গেল, 'যাঃ বাবা। হাসপাতালের বিছানায় নিজে শুয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেমন আছি? চমৎকার। তা ম্যাডাম, এই রোগটা তো পাকামি না করলে হয় না। খুব স্যাক্রিফাইস করেছ না? এখন বোঝ ঠ্যালা। সব রিপোর্ট এসে গিয়েছে?' শেষ প্রশ্নটা অর্কর উদ্দেশ্যে।

অর্কর গলা ধরেছিল, 'আমি জানি না।'

তার দিকে তাকিয়ে পরমহংস জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তার খোঁজ নিতে আসেনি?'

এবার মাধবীলতা জবাব দিল, 'সব দেখাশোনা হয়েছে। নার্স বলেছে তোমাদের অফিসে খোঁজ খবর নিতে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু ভাঙ্গতে চাইল না।'

পরমহংস চিন্তিত হল, 'সকালে ডাক্তার বসে নাকি! তুমি বসো অর্ক, আমি দেখে আসি।'

মাধবীলতা বলল, 'ঠিক আছে, ওসব পরে হবে। তোমরা এমন করছ যেন আমি মরতে বসেছি। আমি তো এখন ভাল আছি। কোন অসুবিধে নেই। খোকা, তুই কিন্তু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করবি আমাকে আজ ছেড়ে দেবে কিনা। এখানে আর মোটেই ভাল লাগছে না।'

ঠিক এইসময় ওরা সৌদামিনীকে দেখতে পেল। অর্ক একটু অবাক হল, সকালবেলায় সৌদামিনীর আসার কথা ছিল না। তাঁর ভারী শরীর নিয়ে তিনি দ্রুত পায়ে কাছে হেঁটে এসে বললেন, 'বাঃ, বেশ তো উঠে বসেছ। তা তলে তলে এরকম একটা রোগ বাধিয়ে বসে আছ টের পাওনি?'

'কি রোগ?' মাধবীলতা হাসবার চেষ্টা করল। ওকে এখন সঙ্কুচিত দেখাচ্ছিল।

'ন্যাকা, জানো না কি রোগ? শোন, আজ সকালে ডাক্তারের সঙ্গে কথা হল। অপারেশন ছাড়া কোন উপায় নেই। এসব ব্যাপার নিয়ে একটুও চিন্তা করো না, সুধীরের হাত খুব ভাল।' কথা বলতে বলতে ঝোলা থেকে একটা ছোট তোয়ালে চিরুনি পাউডারের কৌটো আর সাবান বের করলেন সৌদামিনী। ওগুলোকে পাশের ছোট আলমারিতে রেখে বললেন, 'শুধু আমাদের ভরসায় থাকলে তো চলবে না, স্বামীকে খবর দিয়েছ?'

www.MurchOna.com

অর্ক চট করে মায়ের মুখ দেখল। চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে মাধবীলতার। তারপরেই ঠোঁটের কোণে ভাঁজ পড়ল তার, একটু যেন হাসল, 'আমার তাহলে অপারেশন হচ্ছে।'

'হ্যাঁ হচ্ছে। এইটে মাথার নিচে রাখবে। না, মাথার নিচে থাকলে তো চলবে না। আমি আবার লালসুতো আনতে ভুলে গেলাম। আচ্ছা এখন জামার মধ্যে রাখো তো। ধরো, মাথায় ছুঁইয়ে নাও।' ছোট্ট বেলপাতায় মোড়া একটা ফুল সন্তর্পণে এগিয়ে দিলেন সৌদামিনী মাধবীলতার হাতে।

মাধবীলতা সেটাকে ধরে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি ?'

'ইয়ার্কি মেরো না। বাঙালির মেয়ে হয়ে চিনতে পারছ না, না ? খুব জাগ্রত কালী, সঙ্গে থাকলে কোন অমঙ্গল হবে না। সুধীরের হাত যদিও ভাল তবু সাবধানের মার নেই। অপারেশনের সময় ওটাকে সঙ্গে রাখবে। আমি চলি।'

মাধবীলতা যেন সাপ দেখছে। সৌদামিনীর চরিত্র এবং চেহারা যেন হঠাৎ বদলে গেছে তার কাছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এসব আপনি বিশ্বাস করেন ?'

'যা বলছি তাই করো। আমি কি করি না করি তাতে তোমার কি দরকার ? হ্যাঁ, আপনার নাম কি যেন ?'

'পরমহংস।'

'এরকম নাম কারো হয় নাকি ? পরমহংস, মানে—।'

'বক। চুপচাপ একপায়ে জলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে।' হাসল পরমহংস।

'উস্। রসবোধ আছে দেখছি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। অফিসে গিয়ে খোঁজখবর নিই। রক্ত লাগবে বলল সুধীর। আসুন।'

সৌদামিনী হাঁটা শুরু করতেই পরমহংস মাধবীলতার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো। আমরা আছি, কোন চিন্তা নেই। আর হ্যাঁ, কাল রাত্রে আমি অনিমেষকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।'

ওরা চলে গেলে অর্ক চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। শেষ কথাটা শোনার পর মায়ের মুখের চেহারা হঠাৎ পাল্টে গেল। রক্তশূন্য, সাদা কাগজের মত দেখাচ্ছে এখন। কেমন নিথর হয়ে শুয়ে রয়েছে। দুটো চোখ বন্ধ। এমন কি সে যে পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেটাও খেয়ালে নেই। অর্ক টুলটা টেনে নিয়ে বসল। তারপর খুব নিচু গলায় ডাকল, 'মা!'

মাধবীলতা চোখ খুলল না, 'খোকা, আমি যদি আর ফিরে না যাই তোর খুব কষ্ট হবে, না ? কি করি বল তো ?'

অর্কর সারা শরীর কাঁপুনি এল। সে কোন কথা বলতে পারল না।

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ। শেষপর্যন্ত মাধবীলতাই বলল, 'না, আমি মরব না। মেয়েরা এত সহজে মরে না। মরলে তো সব ফুরিয়ে গেল। তুই ভাবিস না খোকা।'

এইসময় দুজন নার্সকে নিয়ে একজন হাউস সার্জেন এগিয়ে আসতেই অর্ক উঠে দাঁড়াল। হাউস সার্জেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খবর, কেমন আছেন ? আরে, আবার কান্নাকাটি কেন ? ব্যথা লাগছে ?'

মাধবীলতা নীরবে মাথা নাড়ল কিন্তু চোখের জল মোছার চেষ্টা করল না।

অর্ক দেখল একজন নার্স তাকে ইশারা করছে চলে যাওয়ার জন্যে। মায়ের কাছ থেকে উঠে যেতে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে করছিল না। এইসময় মাধবীলতা বলল, 'খোকা, একটা কাজ করতে পারবি ?'

'বল!' অর্ক ঠোঁট টিপল।

'একটা টেলিগ্রাম করে দে এখনই, ব্যস্ত হয়ে আসার দরকার নেই, আমি ভাল আছি।'

মাধবীলতার গলার স্বরে ডাক্তারও চমকে তাকালেন। অর্কর খুব ইচ্ছে করছিল মাকে জড়িয়ে ধরতে। ওর মনে হচ্ছিল এই শেষবার মাকে সে সুস্থ মানুষের মত দেখতে পাচ্ছে। আজ যদি অপারেশন হয় এবং—। ও আর কিছু ভাবতে পারছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য, ও বেশ সহজেই মায়ের কাছ থেকে একটু একটু করে দূরে সরে এল। লম্বা বারান্দা দিয়ে আচ্ছন্নের মত হাঁটতে লাগল অর্ক। প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মাধবীলতার সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে তার।

যা করবার সব পরমহংসই করল। সৌদামিনী হুকুম দিয়ে স্কুলে চলে গিয়েছিলেন। বারোটা নাগাদ হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে পরমহংস জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবে ?'

'স্নান করব।' অর্ক জবাব দিল, 'আমার কিছুই ভাল লাগছে না।'

www.MurchOna.com

পরমহংস ওর কাঁধে হাত দিল। তারপর খুব সান্ত্বনা দেবার গলায় বলল, 'মন শক্ত করো। তোমার মা ভাল হয়ে যাবে।'

অর্ক কোন কথা বলল না। পরমহংস রাস্তাটা দেখল, 'সকাল থেকেই তো এখানে বসে আছ, খাওয়া দাওয়া করেছ?'

'আমার খেতে ভাল লাগছে না।'

'কি পাগলামি করছ! তুমি আমার ওখানে চল। স্নান করে খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে একসঙ্গে ফিরব।' পরমহংস প্রায় হুকুমের গলায় বলল।

অর্ক মাথা নাড়ল, 'না, এই জামাপ্যান্ট খুব ময়লা হয়ে গিয়েছে। আপনি চিন্তা করবেন না। আমি বাড়িতে যাচ্ছি।'

পরমহংস ওর দিকে তাকাল। সত্যি খুব নোংরা দেখাচ্ছে অর্কর পোশাক। সে জিজ্ঞাসা করল, 'খাবে কোথায়?'

অর্ক হেসে ফেলল, 'আমি দোকানে খেয়ে নেব। চলি।' তারপর ব্রিজের দিকে হাঁটতে লাগল। কয়েক পা গিয়ে অর্কর কথাটা মনে পড়তেই ঘুরে দাঁড়াল। সে দেখল পরমহংস তখনও সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তার যাওয়া দেখছে। সে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সত্যি কাল টেলিগ্রাম করেছিলেন?'

'টেলিগ্রাম, ও হ্যাঁ। কাল রাত্রে করেছি। মনে হয় আজ সকালেই পেয়ে গেছে। কেন?'

'মা বলেছেন আর একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ওঁকে আসতে নিষেধ করতে।'

পরমহংস খুব অবাক হয়ে গেল, 'সে কি! কেন? এইসময় তো অনিমেষের আসা উচিত।'

'আমি জানি না।' কথাটা বলে অর্ক আর অপেক্ষা করল না। হন হন করে ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। ওর মনে হচ্ছিল একটা দায়িত্ব মাথার ওপর থেকে নেমে গেল। মায়ের অনুরোধ রাখতে তাকে টেলিগ্রাম করতেই হত।

মা ভাল আছে এই মিথ্যে কথাটা সে লিখতে পারত না। অতএব যে প্রথম টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছিল তার ওপর দায়িত্বটা দিয়ে সে হালকা হয়ে গেল।

বেলগাছিয়ার মুখটায় আসতেই অর্কর জিভে একটা তেতো স্বাদ উঠে এল। পিত্তি পড়ে গেলে এমনটা হয় নাকি? ঠিক তখনই তিনটে ছেলে রাস্তার উল্টোদিক থেকে পায়ে পায়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। তিনজনের চেহারা এবং মুখভঙ্গী দেখে অর্কর বুঝতে বাকি রইল না এরা কোন জাতের। কিন্তু অর্ক বিস্মিত হচ্ছিল এই ভেবে যে তার ওপর এদের রাগ কেন?

'তোর নাম কি বে? অক্ক?'

অর্ক সতর্ক চোখে দেখল একজনের হাত গেঞ্জির মধ্যে ঢোকানো। সেখানে যে-কোন যন্তর থাকতে পারে। সে বুঝতে পারছিল রাস্তার দুধার থেকে লোকজন সরে যাচ্ছে নিঃশব্দে। এই তিনটেই যে পেশাদারী খুনী তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কি করা যায় ভেবে পাচ্ছিল না অর্ক। তবে এদের সঙ্গে লড়াই করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কেন অর্ককে কি দরকার?'

ছেলেটার মুখ বেঁকে গেল, 'কিমা বানাবো। শালা কয়লাদার—।' এইটুকু বলেই সামলে নিল ছেলেটা। তারপর মুখে বিকট চিৎকার করে ছুটে এল অর্কর দিকে। অর্ক শুধু ওর নড়াচড়ার আরম্ভটুকু দেখতে পেয়েই দৌড় শুরু করেছিল। ওদের তিনজনের ফাঁক দিয়ে যে অর্ক দৌড়াবে এটা বোধহয় মাথায় আসেনি কারণ তিনটে ছেলেই একটু থিতিয়ে গিয়ে ওর পিছু নিল। তিনজনেই উৎকট শব্দ করছে ছোটার সময়। যেন একটা মুরগির পিছু নিয়েছে তিনটে খ্যাঁকশেয়াল এরকম ভঙ্গী তিনজনের। অর্ক ঈশ্বরপুকুরের মুখে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। মৃত্যুভয় মানুষের গতি বাড়িয়ে দেয়। অর্ক মরিয়া হয়ে ছুটছিল বলে ব্যবধান বাড়ছিল। এইসময় ছেলেটা অদ্ভুত কায়দায় শূন্যে হাত ঘোরালো ছুটতে ছুটতে। আর তীব্রগতিতে রোদ চলকে যেটা ভেসে গেল সামনে সেটা বিদ্ধ হল অর্কর বাঁ কনুইয়ের সামান্য ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে অর্ক স্থির হয়ে প্রচণ্ড ব্যথা এবং সেইসঙ্গে বেরিয়ে আসা রক্ত তার চিন্তাশক্তিকে অবশ করে দিলেও সে আবার দৌড় শুরু করল ওই অবস্থায়।

রক্ত বোধহয় মানুষের চেতনাকে খুব জলদি জাগিয়ে দেয়। একটা ছেলেকে তিনজনে মিলে ধাওয়া করে ছুরি মেরেছে এই দৃশ্য চোখের ওপর দেখে কিছু মানুষ চিৎকার করে উঠল। সেই চিৎকার অনুসরণকারীদের পায়ের জোর কমাল। অর্ক তখন ঈশ্বরপুকুরে পৌঁছে গেছে। গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা ছেলে অর্ককে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই ওরা থেমে

www.MurchOna.com

গেল। একজন চিৎকার করে উঠল, 'যা শালা, খুব বেঁচে গেলি। কয়লাদার গায়ে হাত ? সাবধান করে দিচ্ছি, তিনদিনে ঈশ্বরপুকুর জ্বালিয়ে শ্মশান করে দেব।'

কথাটা শেষ হওয়ামাত্রই একটা অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হল। বিস্মিত এবং স্থবির জনতা যেন হঠাৎই জেগে উঠে তেড়ে গেল ছেলে তিনটের দিকে। তিনজন এরকমটা হবে আশা করেনি। ওরা পালাবার চেষ্টা করল। দুজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে সীমানা ছাড়ালেও একজন শেষপর্যন্ত ধরা পড়ল।

এর মধ্যে ঈশ্বরপুকুরে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। অর্ককে কয়লার লোক ছুরি মেরেছে শুধু এই খবরটাই তিন নম্বরের মানুষগুলোকে উত্তেজিত করল। ধরাপড়া ছেলেটিকে প্রায় আধমরা করে তিন নম্বরের সামনে ফেলে রাখা হয়েছে। তাকে ঘিরে উৎসুক মানুষের ভিড়। চারধারে উত্তেজিত আলোচনা।

ছুরিটা অর্কর বাঁ হাতের মাংসে বিদ্ধ হয়েছিল। হাড়ে লাগেনি। ঈশ্বরপুকুরের ডাক্তারবাবু সেটাকে বের করে বললেন, 'হাসপাতালে নিয়ে গেলে ভাল হত। আমি ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি আপাতত। কিন্তু হাসপাতালে দেখিয়ে নেওয়া দরকার।'

কিন্তু ঈশ্বরপুকুরে উত্তেজনা বেড়ে চলল। কেউ কেউ চাইছে অর্ধমৃত ছেলেটিকে শেষ করে দিতে। সতীশদা আর সুবল জনতাকে সামলে রাখার চেষ্টা করছে। অর্কর খুব দুর্বল লাগছিল। তার হাত খুব ব্যথা করছে, পেটে কেমন যেন অস্বস্তি। কিন্তু তার একটুও রাগ হচ্ছিল না। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেরিয়ে এসে কেমন যেন ফাঁকা লাগছিল।

সুবল জিজ্ঞাসা করল, 'কি করা যায় বলুন তো!'

অর্ক বলল, 'আমরা প্রতিবাদ করব।'

'কিভাবে ?'

'আমাদের এলাকা থেকে সমস্ত সমাজবিরোধীদের বের করে দিয়ে।'

'কিন্তু তা কি সম্ভব ? এপাড়া থেকে বেরিয়ে পাশের পাড়ায় তারা আশ্রয় নেবে।'

'পাশের পাড়ার মানুষ যদি তাদের বের করে দেয় তাহলে তারা কোথায় যাবে ? সতীশদা, আপনি শুধু বলুন কোনরকম দলবাজি ছাড়া আমরা এই কাজটা করতে পারি কিনা।' অর্ক সতীশদাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল।

সতীশ একমুহূর্ত ভাবল। তারপর মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। তবে মনে রাখা দরকার সি পি এম যেমন নয়, কংগ্রেস বা অন্য কোন দলের আন্দোলন নয়, এ এলাকার শান্তিপূর্ণ মানুষের আন্দোলন। এতে আমি অন্যায় কিছু দেখছি না।'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠল, 'সমাজ বিরোধী কালো হাত ভেঙ্গে দাও। কয়লা গুণ্ডা নিপাত যাক।'

অর্ক বলল, 'কিন্তু সতীশদা, এভাবে হবে না। আপনারা একটা শান্তিকমিটি তৈরি করুন এলাকার সমস্ত মানুষকে নিয়ে। শান্তিকমিটি যা বলবে আমরা তাই শুনব।'

এই সময় খবর এল দুটো পুলিসের ভ্যান ঈশ্বরপুকুরের মুখে এগিয়ে এসেছে।

॥ একান্ন ॥

কাঁধ টনটন করছে, ছুরিটা যদিও বেশী ঢোকেনি কিন্তু রক্ত বেরিয়েছে অনেকটা। ইনজেকশন এবং ওষুধের দৌলতে তাকে আর হাসপাতালে যেতে হবে না ধরে নিয়েছে অর্ক। তখন রক্ত দেখে ডাক্তারবাবু হাসপাতালের কথা বললেও অর্কর মনে হয়েছে ক্ষতটা তেমন মারাত্মক নয়। যদিও ব্যথা আছে, জায়গাটা আড়ষ্ট হয়ে আছে কিন্তু নিজের অসুবিধে তো বোঝা যায়।

আজ ঈশ্বরপুকুর উত্তাল। কয়েক'শ মানুষ পুলিসের ভ্যান ঘেরাও করে রেখেছিল। সমাজবিরোধীদের এলাকা থেকে দূর করতেই হবে। পুলিসকে কথা দিতে হবে যাতে তারা সমাজবিরোধীদের মদত না দেয়। ছোট অফিসারদের কথায় কাজ হয়নি, লালবাজার থেকে বড় অফিসাররা এসে সেইরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাওয়ার পর ওই অর্ধমৃত ছেলেটিকে ওদের হাতে তুলে দেওয়া হল। এর মধ্যে একটা শান্তি কমিটি ঠিক হয়ে গেছে। যারাই সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে তারাই শান্তি কমিটির সদস্য। এলাকার শিক্ষিত বিশিষ্ট ভদ্রজন যাঁরা এতকাল গোলমাল হলেই জানলা বন্ধ করে দিতেন তাঁরাও নেমে এসেছেন পথে।

পুলিস চলে যাওয়ার পর একটা বিরাট দল নিয়ে গেল অর্ককে থানায়। ডায়েরি করতে হবে। প্রকাশ্যে হত্যার ষড়যন্ত্র। আজকে থানার চেহারা অন্যরকম। এত মানুষকে দেখে অফিসারদের সেই

www.MurchOna.com

গা-ছাড়া ঔদাসীন্য নেই। অভিযোগে লেখা হল, সম্প্রতি ঈশ্বরপুকুর এলাকায় সমাজবিরোধীদের কাজকর্ম বেড়ে গিয়েছিল। কয়লা ওই এলাকায় সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল এক শ্রেণীর পুলিসের সাহায্য। গতরাত্রে কয়লা দলবল নিয়ে ঈশ্বরপুকুরের হামলা করে। তার প্রতিবাদ করায় কয়লার অনুচররা অর্ককে ছুরি মেরেছে। এই আঘাত প্রাণহানি ঘটাতে পারত।

থানার অফিসার একটু ইতস্তত করেছিলে। তাঁর বক্তব্য ছিল অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে কোন আপত্তি নেই, শুধু পুলিসের কথা উল্লেখ না করলেই হয়। কিন্তু সুবলরা কিছুতেই অন্য কথা বলতে না চাওয়ায় ওই ভাবেই ডায়েরি করা হল।

অর্কর শরীর ভাল লাগছিল না। কাঁধের ব্যথা এবং ক্লান্তি তার খিদেটাকেও চাপা দিয়েছিল। এবং আশ্চর্য, একটি ছুরির আঘাত তাকে রাতারাতি নায়ক তৈরি করে ফেলেছে যেটা তার পছন্দ হচ্ছে না : সে একটু বিশ্রাম চাইছিল। থানা থেকে বেরিয়ে অর্ক সোজা ঈশ্বরপুকুরে চলে এল।

কিন্তু ব্যাপারটা ওখানেই থেমে থাকল না। ঈশ্বরপুকুরের মানুষের সঙ্গে বেলগাছিয়ার সাধারণ মানুষ মিলিত হয়ে গেল। তারপর সেই ক্ষুব্ধ মিছিল গিয়ে আছড়ে পড়ল পাশের পল্লীতে। কয়লার দোতলা বাড়িটি মুহূর্তেই লুণ্ঠিত হয়ে গেল। এতদিনের আক্রোশ মিটিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে জনতা পাগল হয়ে গেল। কয়লার স্ত্রী এবং বাবা মাকে করুণা করে বলা হল অবিলম্বে পাড়া ছেড়ে যেতে। তারপর জনতা খুঁজতে লাগল কয়লার চামচেদের। যারা এতকাল ওয়াগন লুঠ করার সঙ্গী ছিল, যারা তোলা তুলত কয়লার হয়ে, ছুরি এবং বোমার ভয়ে যাদের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দ করার সাহস করত না এখন তাদের খুঁজে বের করার জন্যে সবাই মরিয়া হয়ে গেল। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে ঈশ্বরপুকুর এবং তার আশে পাশের এলাকা থেকে সমাজবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত মানুষগুলো হয় পালিয়ে গেল দত্তবাগান কিংবা শ্যামবাজার এলাকায়।

অর্ক এসব জানতো না। ঘন্টা দেড়েক নিঃঝুম পড়ে থেকে [illegible] হল মাথাটা পরিষ্কার হয়েছে। ঘরটা এখন নোংরা, অগোছালো অর্ক চারপাশে তাকাল। একটুও ইচ্ছে করছে না উঠে পরিষ্কার করতে। আর তখনই খিদেটা ফিরে এল। এখন দুপুর শেষ হতে চলেছে। ঘরে কোন খাবার আছে বলে মনে পড়ছে না। মুখে একটা বিশ্রী তেতো স্বাদ।

অসহায় চোখে অর্ক তাকাচ্ছিল কিন্তু যেন কিছুই তার চোখে পড়ছিল না। কোথা থেকে কি হয়ে গেল। আজ যদি মায়ের অপারেশন হয় তাহলে তার অনেক কাজ বেড়ে যাবে। কিন্তু ঘাড় যেমন টনটন করছে সে যে কিছু করতে পারবে এমন মনে হয় না। তাছাড়া এই ব্যান্ডেজ নিয়ে মায়ের সামনে যাওয়াও যাবে না। যতই শার্টের নিচে চাপা থাক মা ঠিক বুঝতে পারবে। যে রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে গেল সেটা মায়ের জন্যে রাখতে পারল না সে। অর্কর শরীরে কাঁপুনি এল। নিজেকে ছিন্নভিন্ন নিঃস্ব মনে হচ্ছে।

রান্নার বাসন যেখানে চাপা দেওয়া থাকে সেখানে উঠে এল অর্ক। ওগুলো এখনও নোংরা, ধোয়া হয়নি সময়মত। কৌটোগুলো খুলতে খুলতে অর্কর মুখে হাসি ফুটল। নিমকিগুলো একটু কালচে হয়ে গেছে। কবে কখন মা করে রেখেছিল জলখাবারের জন্যে। একটু গন্ধ হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা তেলের চিমসে গন্ধ, কিন্তু অর্ক তৃপ্তির সঙ্গে খেতে গিয়ে আবিষ্কার করল এতে খিদেটা বেড়ে যাচ্ছে। ঘরে চাল আছে, স্টোবে তেলও আছে। এক হাতে বালতিটা ঝুলিয়ে বেরিয়ে আসতেই সে অনুপমাকে দেখতে পেল। ওদের ঘরের দরজায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে। ওকে দেখতে পেয়ে অনুপমা জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ?'

অর্ক বলল, 'ঠিক আছি।'

'বালতি নিয়ে কি করবে?'

'জল আনবো।'

'দাও, আমাকে দাও। আমি এনে দিচ্ছি।'

'কেন? আমিই পারব।'

'থাক। আর একটু হলেই তো প্রাণ যেত। দেখি বালতিটা।' প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল অনুপমা। অর্ক আকাশের দিকে তাকাল। তামাটে আকাশে দুটো চিল পাক খাচ্ছে। রোদের তেজ নরম হতে চলেছে। কটা বাজল কে জানে। নিমকি খাওয়ার পর মুখটা আরও বিশ্রী লাগছে। যে কাঁধে ছুরি লেগেছিল সেদিকটা সামান্য নাড়াতে চেষ্টা করল। না তেমন লাগছে না। লাগলে ভাল হত। একটা কষ্ট অনেক সময় আর একটা কষ্টকে ঢেকে দেয়। ব্যথাটা বাড়লে খিদেটা থাকতো না। অনুপমা জল নিয়ে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হবে জল নিয়ে?'

sumon ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

'কিছু না। এমনি।'

'খেয়েছ?'

অর্ক মাথা নাড়ল এমনভাবে যাতে দুইই বোঝায়। তারপর জলটা নিয়ে ঘরে ঢুকতে অনুপমা ফিরে গেল। স্টোভ জ্বেলে ভাত চাপিয়ে দিল অর্ক ! ঘরে আর কিছুই নেই, সামান্য আলুও চোখে পড়ল না। স্টোভের শব্দ একধরনের তৃপ্তি এনে দিল মুহূর্তেই। কিছু একটা হচ্ছে এই ঘরে এই রকম বোধ এল ওই শব্দ থেকে।

আজ স্নান করা যাবে না। অথচ স্নান জরুরী ছিল। বিশ্রী গন্ধ বের হচ্ছে শরীর থেকে। কাঁধের ব্যাণ্ডেজে জল লাগলে ক্ষতি হবে। কিন্তু ওটাকে বাঁচিয়ে যদি কিছু করা যায়। অর্ক জামা কাপড় ছাড়ল। তারপর কোনরকমে কলতলা থেকে পরিষ্কার হয়ে এল। হাতে পায়ে এবং মাথায় সামান্য জল দিলে যে পবিত্র আরাম হয় তা যেন এমন করে কোনদিন টের পায় নি অর্ক।

পরিষ্কার জামাকাপড় পরে সে চেয়ারটায় বসল। এবং তখনই তার মনে হল আবার, পৃথিবীতে সে একা। এখন থেকে যা করবার তা তাকে একা একা করতে হবে। মা যাই বলুক পড়াশুনা করে সে কোনকালে চাকরি পাবে না। অথচ মাকে দেওয়া কথা রাখতে তাকে পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু এভাবে যদি একটার পর একটা ঘটনায় সে জড়িয়ে পড়ে তাহলে পড়াশুনা করবে কখন। অপারেশনের পর তো মা অনেক দিন অসুস্থ হয়ে থাকবে। তখন তাদের চলবে কি করে। সে এই কদিনে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। আচমকা কেউ যেন তাকে টেনে বড় করে দিয়ে গেল। অতএব এখন থেকে তাকেই দায়িত্ব নিতে হবে যে। কিভাবে দায়িত্ব নেওয়া যায় তা সে জানে না। কিন্তু নিতে হবে এটা তো পরিষ্কার।

ঘরের বাতাস এখন পাল্টে গিয়েছে। চমৎকার ভেতো গন্ধ বের হচ্ছে সসপ্যান থেকে। ঢাকনাটা নড়ছে। ঠিক তখনই একটা চাপা গলায় নিজের নাম শুনতে পেল সে, 'অর্ক!'

গলাটা চিনতে অসুবিধে হল ন। সে 'আয়' বলতেই দরজা ঠেলে কোয়া যেন ছিটকে ঢুকে পড়ল। তার পেছনে বিলু। ঘরে ঢুকেই ওরা দরজা বন্ধ করে দিল।

অর্ক ওঠার সুযোগ পেল না, তার আগে কোয়া প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর পায়ের ওপর, 'গুরু আমাকে বাঁচাও। আমি সারা জিন্দেগী তোমার গোলাম হয়ে থাকব। গুরু, আমি কোন দোষ করিনি।'

অর্ক পা সরাবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। সে অস্বস্তিতে চিৎকার করল, 'কি হচ্ছে, পা ছাড়।'

'না গুরু, তুমি কথা দাও, ওরা আমাদের পেলে মেরে ফেলবে।' ককিয়ে উঠল কোয়া। অর্ক দেখল ওর মুখে মৃত্যুভয় স্পষ্ট। কিন্তু বিলু কোন কথা বলছে না। ঠোঁট কামড়ে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'কারা মারবে?'

'পাড়ার লোক আমাদের খুঁজছে আবার কয়লার পার্টিও পেলে শেষ করে দেবে।'

'পাড়ার লোক তোদের খুঁজছে কেন?'

'আমাদের সমাজবিরোধীদের লিস্টে ঢুকিয়ে দিয়েছে। গুরু, তুমি বাঁচাও।'

'পা ছাড়।'

কোয়া এবার সরে বসল। ওকে খুব ভীতু প্রাণীর মত মনে হচ্ছিল। অর্ক ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কাল থেকে কোথায় ছিলি?'

'গঙ্গার ধারে। আজকে সেখানে কয়লার ছেলেরা শেল্টার নিয়েছে তাই পালাতে হল। আমি মাইরি কসম খাচ্ছি, আর কখনও মাস্তানি করব না। আমি এই পাড়ায় ভদ্দলোকের মত থাকব। তুমি ওদের বলে দাও নাম কেটে দিতে।'

কোয়া আবার ককিয়ে উঠল।

প্রথমে অর্ক ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। কয়লাকে ভয় পাওয়ার কারণ থাকতে পারে কিন্তু পাড়ার লোকদের কোয়া এত ভয় পাচ্ছে কেন?-পাড়ার লোকদের অভিযোগ কোয়ার বিরুদ্ধে। তাকে ছুরি মারার জন্যে কয়লার ছেলেরা দায়ী।,কোয়া তো কখনই কয়লার চেলা হিসেবে পরিচিত নয়। কিন্তু কোয়া যা বলল তাতে চমৎকৃত হল অর্ক। প্রথমে আক্রোশটা ছিল কয়লা এবং তার ছেলেদের ওপর। তাদের সবাইকে পাড়া ছাড়া করার পর ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাড়ায় যারা মাস্তানি করত তাদেরও তাড়ানো হবে। যদি যেতে না চায় তাহলে গণধোলাই-এর ব্যবস্থা। সেই লিস্টে কোয়ার নাম আছে।

www.MurchOna.com

অর্ক চুপচাপ শুনল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কাল রাত্রে একজন পুলিস অফিসার তোকে খুঁজছিল কেন?'

'আমাকে খুঁজছিল? কে? দত্ত সাহেব?'

'নাম জানি না। মোক্ষবুড়িকে মারার পর তোর নাম উঠল কেন?'

'আমি জনি না গুরু। তুমি বিশ্বাস করো, একজন দত্তসাহেব আমার কাছে হিস্যা চেয়েছিল। সে শালার আমার ওপর খার আছে। কিন্তু আমি কোন বড় গোলমাল করিনি। তুমি তো আমাকে জানো, আমি তো খুরকি কিলার মত কাউকে জবাই করিনি। বল, করেছি?'

অর্ক কি করবে বুঝতে পারছিল না। সে অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'কিন্তু আমার কথা ওরা শুনতে চাইবে কেন?'

কোয়া যেন আঁতকে উঠল, 'কি যে বল গুরু! তোমার কথা শুনবে না? তুমিই তো সব। তোমাকে ওরা সেক্রেটারি করেছে।'

'সেক্রেটারি? কিসের?'

'শান্তিকমিটির। মাইরি গুরু, কি করে সবাই এক কাট্টা হয়ে গেল কে জানে?'

'শান্তি কমিটি?' অর্ক হোঁচট খেল। এর মধ্যে কখন শান্তি কমিটি গঠিত হল আর তাকে সম্পাদক করা হল তা সে নিজেই জানে না। নিশ্চয়ই সুবল নেতৃত্ব নিচ্ছে। সতীশদা কখনই সামনে আসবে না এরকম কথা একবার হয়েছিল। সতীশদা নেতৃত্বে থাকলেই আন্দোলনে রাজনীতির ছায়া পড়বে। এলাকার মানুষ কোন পার্টি! ফেস্টুন ছাড়াই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এইটে সচরাচর হয় না। আজ অবধি কোন কারণে এরকম হয়েছে কি না অর্ক জানে না। জ্ঞান হবার পর থেকে তো কখনই দ্যাখেনি কংগ্রেস এবং সি পি এমের সমর্থকরা একসঙ্গে কাজ করছে। সেটা যখন হয়েছে তখন এলাকার পক্ষে মঙ্গলজনক বলতেই হবে। কিন্তু রাজনীতি নেই বলে সতীশদাদের বাদ দিয়েও হতে পারে না।

এই সময় সসপ্যানের ঢাকনাটা খানিকটা সরে গেল আর সোঁ করে বাষ্প ছিটকে উঠল। অর্ক এগিয়ে গিয়ে সেটাকে স্টোভ থেকে নামিয়ে দেখল জল প্রায় মরে এসেছে। এখন ফ্যান গালা প্রায় অসম্ভব। ওর মনে হল, এতে ভালই হয়েছে। শুধু ভাত খাওয়ার চেয়ে এই গলা ভাত তবু সহজে পেটে পাঠানো যেতে পারে। ঢাকনাটা নামিয়ে স্টোভ নিবিয়ে অর্ক মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোরা খেয়েছিস?'

কোথা মাথা নাড়ল, 'না গুরু, তুমি খাও।'

'খেয়েছিস কিনা বল। ভাত বেশী আছে।'

'তাহলে একটু দাও। কাল রাত থেকে কিছু খাইনি।'

'কিন্তু শুধু ভাত, তরকারি টরকারি নেই।'

কোয়া হাসল, 'গরম ভাত পাচ্ছি তাই বাপের ভাগ্যি আবার তরকারি।'

অর্ক থালার দিকে হাত বাড়াতেই বিলু বলল, 'আমি খাব না।'

ঘরে ঢোকার পর বিলু এই প্রথম কথা বলল। অর্কও এতক্ষণ ইচ্ছে করেই বিলুর দিকে তাকাচ্ছিল না। সেই থেকে দরজায় হেলান দিয়ে রয়েছে।

অর্ক স্বাভাবিক গলায় বলতে চাইল, 'কেন?'

'আমার খিদে নেই।'

'মিথ্যে কথা গুরু, ও সকাল থেকে আমার সঙ্গে ঘুরছে।' কোয়া বলে উঠল।

অর্ক দেখল সসপ্যান থেকে বেশ ধোঁয়া উঠছে। এই অবস্থায় খাওয়া সম্ভব নয়। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোর সঙ্গে কয়লার কি সম্পর্ক?'

বিলুর চোখ ছোট হল, 'সম্পর্ক আছে তা কে বলল?'

'কয়লার ছেলেরা, কয়লা বলে গেছে।'

'এমন কিছু না, চিনতাম।'

'কোনদিন আমাকে বলিসনি তো।'

'বলার প্রয়োজন মনে করিনি।'

'আজ আমার কাছে এসেছিস কেন?'

'আমি আসতে চাইনি, কোয়া জোর করে নিয়ে এসেছে।'

অর্ক ঠোঁট কামড়ালো, 'তুই পাড়ায় ফিরতে চাস না?'

www.MurchOna.com

'চাইলেই পাড়ার লোক আমাকে ফিরতে দেবে ?'

'কেন দেবে না ?'

'আমার সঙ্গে কয়লার সম্পর্ক ছিল।'

বিলু এত স্পষ্ট এবং সরাসরি কথা বলছে যে অর্ক অবাক হচ্ছিল। এই সময় যে কেউ কয়লার সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করবে কিন্তু বিলু সেটা করছে না। গতকাল বিকেলে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে বিলুর হাবভাব এবং পালিয়ে যাওয়াটা এখন চেখের ওপর ভাসছে। বিলু কিছু অন্যায় করছিল সেটা তো তখনই মনে পড়েছিল।

অর্ক জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু তুই তো কয়লার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস।'

'ওটাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে না। আমি মন থেকে সায় দিতে পারিনি।'

'কি সেটা ?'

'আমি বলতে পারব না। শোন, আমি কয়লার টানা মাল যারা কিনতো তাদের কাছে যেতাম ঠিক কত টাকা দিয়েছে সেটা জানবার জন্যে। তাতে যে বিক্রি করছে সে কয়লাকে ঢপ দিতে পারত না। এছাড়া কয়লার কিছু জিনিস আমি পাচার করেছি অন্য জায়গায়।' বিলু একই রকম ভঙ্গীতে বলল।

অর্কর মনে পড়ল কাল রাত্রে বিলু সম্পর্কে ওদের অভিব্যক্তির কথা। সে বলল, 'কয়লা তোকে পেলে ছিঁড়ে খাবে।'

'আমি ভয় পাই না। জীবনে তো একবারই মরব।'

'কিন্তু তুই এইসব জঘন্য কাজ করেছিস তো লজ্জা করে না ?'

'লজ্জা ? দ্যাখো গুরু, ওসব লজ্জা ফজ্জার কথা আমার কাছে বলো না। আমার বাড়িতে পাঁচটা খাওয়ার লোক। বাবা অসুস্থ, একটাও রোজগারের মানুষ নেই। সবাই আমার মুখ চেয়ে বসে আছে। আমার যা বিদ্যে কোন শালা আমাকে চাকরি দিতে পারে না। আমাকে ওদের বাঁচাতেই হবে। যে কোন নম্বর কাজ করতে আমি তাই রাজি ছিলাম।'

'তাহলে বিশ্বাসঘাতকতা করলি কেন ?'

'না আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। একটা মেয়েকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম শুধু।'

'মেয়েকে বাঁচাতে চেয়েছিলি ? কাকে ?'

'বলতে পারব না।'

'বাঁচাবার কি দরকার ছিল ?'

'হয়তো ছিল না। আমি বাঁচালেও অন্য কেউ মারবে। তবু পারলাম না। তাই কয়লার খুব খার আমার ওপর। পালিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়েছিলাম। ওখানে কোয়ার সঙ্গে দেখা হল। কোয়া বলল তোমার কাছে আসতে। আমি আসতে চাইনি, কিন্তু ও জোর করল। বলল এখানে এলে একটা ফয়সালা হবে।'

অর্ক বুঝতে পারছিল না কি ফয়সালা সে করতে পারে। বিলুকে সমাজবিরোধী হিসেবে এলাকায় কেউ জানে না। বিলু কোয়া কিলা খুরকির মত পাড়ায় কখনও মাস্তানি করেনি। তাছাড়া কয়লা কাল রাত্রে বিলুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে গিয়েছে। সেইটেই অবশ্য কাল হতে পারে। হয়তো এর মধ্যে কেউ কয়লার সঙ্গে বিলুর সম্পর্ক আবিষ্কার করে ফেলেছে। কিন্তু তা ছাড়া সে নিজে কি করে বিলুকে বাঁচাবে। কয়লাকে যে সাহায্য করেছে সে তো পরিষ্কার সমাজবিরোধী। না বিলুকে সাহায্য করার প্রশ্নই ওঠে না। অর্ক মুখে এসব কিছুই বলল না। তিনটে থালায় থকথকে ভাত ঢেলে বলল, 'খেয়ে নে। এখানে নুন আছে।'

কোয়া যেন কথাটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। চট করে নিজেরটা তুলে বিলুর দিকে তৃতীয়টা এগিয়ে দিল। বিলু কিছুটা ইতস্তত করে থালাটা নিল। ভাত খুবই কম। তিনজনের পক্ষে অতিরিক্ত কম। কিন্তু খেতে গিয়ে অর্ক বুঝল নিমকি তার উপকার করেছে। এতক্ষণে খিদে বোধটুকুই মেরে ফেলেছে। অথচ গরম ভাতের যে মায়াময় গন্ধ সেটা চমৎকার লাগলো। এমন করে শুধু নুন দিয়ে চটচটে ভাত সে আগে কখনও খায়নি।

কোয়া বলল, 'একটা ভাজা থাকলে দারুণ জমত।'

'নিমকি আছে, খাবি ?'

'নিমকি ? তাই দাও।'

www.MurchOna.com

অর্ক অবশিষ্ট নিমকিটা বের করে দিতেই কোয়া সেটাকে বেগুন ভাজার মত ভাতের সঙ্গে চটকে খেয়ে নিল। অর্ক দুজনের দিকে তাকাল। বিলুরও যে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। এই বিলুকে কোয়া পছন্দ করত না। কোয়াকেও বিলু ঈর্ষা করত। অথচ দুজনে এখন পাশাপাশি ভাত খাচ্ছে, একই বিপদে পড়ে পালিয়ে এসেছে একসঙ্গে। এটা আগে ভাবা যেত না।

খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে অর্ক বিলুকে বলল, 'আমি তোকে কোন সাহায্য করতে পারব না বিলু। তোর সঙ্গে কয়লার সম্পর্ক ছিল, তুই থানায় যা।'

'থানায় ?' বিলু হাসল, 'এখনও পুলিস আমার সম্পর্কে জানে না। যেচে গলা বাড়িয়ে দেওয়ার পার্টি আমি নই।'

'তাহলে তোর যা ইচ্ছে তুই কর।'

বিলু পকেটে হাত দিল। তারপর পাঁচটা একশ টাকার নোট বের করে অর্কর সামনে ধরল, 'এগুলো আমার মাকে দিয়ে দিতে পারবে ?'

'তুই নিজেই দে না।'

'আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'এখানে এলি কি করে তোরা ?'

'পেছনের বস্তি দিয়ে।' টাকাগুলো হাতে নিয়ে বিলু একটু ভাবল। তারপর দরজার দিকে এগোতে অর্ক তাকে ডাকল, 'বিলু।'

বিলু মুখ ফেরাতেই অর্ক ইতস্তত করে বলল, 'আমি যদি পাড়ার লোকদের বলে রাজি করাই তাহলে তুই ওসব দু নম্বরী কাজ ছেড়ে দিবি ?'

বিলু হাসল, 'বলতে পারছি না। সত্যি কথা বলছি গুরু, আমাকে বাঁচতে হবে। আজ যারা তোমাদের সঙ্গে মাথা বাঁচাবার জন্যে আছে তাদের অনেকেই কাল আবার লাইনে ফিরে যাবে। মিথ্যে কথা বলে কি লাভ ?'

'ঠিক আছে। কিন্তু সবাই যে একটা ভাল কাজের জন্যে একসঙ্গে হয়েছে এটা কম কথা নয়। তুই কয়লার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবি না, এলাকার মানুষের ক্ষতি হোক এমন কাজ করবি না, এই কথা দিতে হবে।'

'আমি এখনও কোন মানুষের ক্ষতি করিনি। আর কয়লা তো পেলে আমাকে ছিঁড়ে খাবে, সম্পর্ক রাখার কোন কথাই ওঠে না।' বিলু মাথা নাড়ল।

এইসময় বাইরে অনেক লোকের গলা পাওয়া গেল। অর্ক দেখল কোয়ার মুখ শুকিয়ে গেছে, বিলুও খুব ভয় পেয়েছে। কেউ একজন ডাকল, 'অর্ক।'

অর্ক চাপা গলায় বলল, 'তোরা খাটে উঠে বস।' তারপর বিলুর পাশ দিয়ে এগিয়ে দরজা খুলতেই দেখল সুবল এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে। সুবল জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ ?'

অর্ক বলল, 'ভালই, মনে হচ্ছে আর কিছু হবে না।'

'তবু একবার হাসপাতালে গিয়ে দেখানো উচিত ছিল।'

'আমি তো বিকেলে হাসপাতালে যাবই, তখন না হয় দেখাবো।'

'হ্যাঁ, শুনলাম তোমার মা অসুস্থ। অপারেশন হবে ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আজ সন্ধ্যেবেলায় আসতে পারবে ?'

'কেন ?'

'আমরা একটা শান্তি কমিটি তৈরি করেছি। তোমাকে এবং আমাকে যুগ্ম সম্পাদক করা হয়েছে।'

তুমি অল্পবয়সীদের দেখবে আমি বয়স্কদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। এলাকার সমস্ত মানুষ আজ এগিয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস পুলিসের একটা অংশ এখনও সমাজবিরোধীদের সাহায্য করছে। আমরা সমাজবিরোধীদের একটা লিস্ট করছি। ঠিক কি কি করতে চাই সে ব্যাপারে আজ আলোচনা হবে।' সুবল জানালো।

অর্ক বলল, 'ঠিক আছে, যদি হাসপাতালে আমি না আটকে যাই তবে চলে আসব।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলল, 'কিন্তু একা একা পাড়ার বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না। ওরা বদলা নিতে পারে।'

www.MurchOna.com

অর্ক হাসল, 'কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে।'

সুবল বলল, 'তা হলে আমরা কয়েজন তোমার সঙ্গে যাব।'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'সেটা একবার হতে পারে কিন্তু রোজ তো সম্ভব নয়। তাছাড়া ওরা বদলা নিতে পারে এই ভয়ে পাড়ায় সবাই কদিন বসে থাকতে পারবে ? এতে তো ওদেরও জোর বেড়ে যাবে। ওরা ভয় পেয়েছে কিন্তু আমরা ভয় পাব কেন ?'

আরও কিছুক্ষণ কথার পর সুবলরা যখন ফিরে যাচ্ছে তখন অর্ক বলল, 'আর একটা কথা। একসময় যারা পাড়ায় মাস্তানি করেছে কিংবা কোন অন্যায় কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের সম্পর্কে কঠোর হওয়ার আগে চিন্তা করা দরকার তারা কতটা খারাপ, আর ভাল হতে পারে কিনা!'

'মানে ?' সুবল অবাক হল।

'কেউ কেউ তো পাল্টেও যেতে পারে।'

'সে দায়িত্ব কে নেবে ?'

'আমি যাদের নাম বলব তাদের দায়িত্ব আমার।'

সুবল একটু ভাবল, 'ঠিক আছে, সন্ধ্যেবেলায় এসো, লিস্ট ফাইন্যাল করার সময় আমরা আলোচনা করব। তবে কোন ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।'

ওরা চলে যাওয়ার পর ঘরে ঢুকতেই দেখল কোয়া একটা ছুরি টেবিলের ওপর রেখে দিল। বিলু জিজ্ঞাসা করল, 'মাসীমার কি হয়েছে ?'

'আলসার। তোরা এখানে থাকতে পারিস ইচ্ছে করলে। আমাকে এখনই হাসপাতালে যেতে হবে। বলা যায় না আজ বিকেলেই হয়তো অপারেশন হবে।'

বিলু বলল, 'চলো আমরাও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

'তোরা যাবি মানে ?'

'এখানে পাথরের মত বসে না থেকে ওখানে গেলে কোন কাজে লাগতে পারি। শালা, আমরা অবশ্য কোন কাজেই আসব না। মা ঠিকই বলতো, দুনিয়ার আবর্জনা। কিন্তু শরীরে এখনও রক্ত আছে। সেইটে তো দিতে পারি। শুনেছি অপারেশনে রক্ত লাগে। কিন্তু, মাসীমার শরীরে আমাদের রক্ত গেলে কাজ হবে ?' বিলু অর্কর মুখের দিকে তাকাল।

॥ বাহান্ন ॥

জরুরী মিটিং ছিল রাত্রে।

জলপাইগুড়িতে হঠাৎ শীত জাঁকিয়ে পড়েছে। রোদ না ওঠার আগে বিছানা ছাড়ার কোন কথাই ওঠে না। এত বছর আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচয় না থাকায় অনিমেষ আরও অলস হয়ে পড়েছিল। মাধবীলতারা যখন গেল তখন বাতাসে সবে ঠান্ডার আমেজ আর এই কয়দিনেই সেটা দাঁত নখ বের করে কামড়াতে আঁচড়াতে শুরু করেছে। অবশ্য এই বাড়িতে তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। সময় যেন আটকে আছে। কারো বাইরে কোন কাজ নেই, খাও এবং ঘুমোও। সকাল দশটার আগে এই বাড়ির উনুনে আগুন জ্বলে না। হেমলতা অবশ্য একটু তাড়াতাড়ি ওঠেন। কিন্তু খাট থেকে নামেন না। সেখানে বসেই ঘন্টাখানেক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গুরুনাম করেন। আর তারপরেই তাঁর কথা বন্ধ হয়ে যায়। শরীরে চার পাঁচটা কাপড় চাপিয়ে বাগানে ঘুরে ঘুরে ফুল তোলা হয়ে গেলে সেই যে ঠাকুর ঘরে ঢোকেন বেলা এগারটার আগে তাঁর সময় হয় না বের হবার।

ছোটমা ওঠেন দেরিতে। কিন্তু অনিমেষ মুখ ধুয়ে বারান্দার রোদে বসতে না বসেই চা পেয়ে যায়। গরম চা আর এরারুট বিস্কুট। খানিক তফাতে আর একটা চেয়ারে বসে ছোটমা কথাবার্তা বলেন যেটুকু প্রয়োজন। বাড়ির মামলার ব্যাপারে উকিলের সঙ্গে দেখা করতে হবে কিনা, সেদিন বাজারে যাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা, কথাবার্তা এই চৌহদ্দিতে ঘোরাফেরা করে। কদিন হল অনিমেষ লোক লাগিয়ে বাড়ির ভেতরের জমি অনেকটা কুপিয়েছে। এতদিন আগাছা আর বড় ঘাসে জায়গাটার চেহারা ছিল বুনো, এখন কালো মাটি বেরিয়ে পড়ায় চোখে অন্যরকম দেখাচ্ছে। ছোটমা ওই কোপানো মাটিটা নিয়ে বেশ মেতে রয়েছেন। এর মধ্যে লোক দিয়ে কপির চারা পুঁতে দেওয়া হয়েছে ছড়িয়ে। নিয়ম করে দুবেলা জল দেওয়া চলছে। অনিমেষ লক্ষ্য করেছে কচি চারাগুলো দিকে তাকিয়ে ছোটমার মুখে বেশ বাৎসল্যভাব ফুটে ওঠে।

www.MurchOna.com

আজ সকালে কপি নিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ছোটমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু মনে করো না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বলে কদিন থেকে ভাবছি।'

'বল।' অনিমেষ ঠাওর করতে পারছিল না।

'তোমার বউ গিয়ে অবধি পৌঁছ-সংবাদও দিল না কেন?'

অনিমেষ অস্বস্তিতে পড়ল, 'দিয়েছে হয়তো, যা ডাকের গোলমাল—।'

'তাই বলে চিঠি আসবে না এ কেমন কথা। বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল।'

'এসে যাবে।'

ছোটমা আর কথা তোলেননি। কিন্তু কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে ছিল অনিমেষ। যত দিন যাচ্ছে একটা জেদ তার মধ্যে তিল তিল করে মাথা তুলছে। জেল ছেড়ে বের হবার পর কতগুলো বছরে সে কিভাবে বেঁচে ছিল? একটা কেন্নোর মত, মেরুদণ্ডহীন। যা কিছু গৌরব তা ছিনিয়ে নেবার জন্যে মাধবীলতা দিন রাত পরিশ্রম করে গিয়েছে। হয়তো অর্কর চোখে তার মা অনেক বিরাট, অনেক মহান। তাকে এটা খাঁচার মধ্যে আটকে রেখে মাধবীলতা হয়তো সুখী ছিল, আত্মপ্রসাদ লাভ করত কিন্তু সে দিন দিন ক্লীব থেকে ক্লীবতর হয়ে যাচ্ছিল। আজ যদি তার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে চায় মাধবীলতা সে কেন হেদিয়ে মরবে। বরং এখানে এসে সে মানসিক দিক দিয়ে অনেক সুস্থ আছে। এখন মনে হয় অনেক কাজ করা যাবে। ঈশ্বরপুকুর লেনে থাকতে কাজ করতে চাওয়ার ইচ্ছেটাই লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

অনিমেষ অবশ্য এখন অনেক সক্রিয়। সে কাচ বগলে নিয়ে বাজারে যায়, উকিলের সঙ্গে দেখা করে, দরকার মত হেঁটে আসে চারপাশে। আর আছে জুলিয়েন। অনিমেষ এখনও নিজে সরাসরি জুলিয়েনের সঙ্গে কাজে নামেনি। কিন্তু আলোচনার সময় সে খবর পায়। ঠিকঠাক হাজির হয়, পরিকল্পনায় মতামত দেয়। দলের ছেলেরা যে তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে এটা সে বুঝতে পারে, এবং বুঝে তার ভাল লাগে। নিজেকে আর খেলো বলে মনে হয় না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অনিমেষ একটি ব্যাপারে খুব অসহায় বোধ করে। মাধবীলতার ওপর নির্ভরতা তাকে টাকা পয়সার ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা থেকে বিরত রেখেছিল। এখন যত দিন যাচ্ছে সেটা প্রবল হচ্ছে। দুবেলা ডাল-ভাত খেয়ে শুয়ে থাকলে মহীতোষের রেখে যাওয়া টাকার সুদে হয়তো কোনরকমে চলে যায় কিন্তু এই বাড়ির কাছে নিজেকে মূল্যহীন বলে মনে হয়। কথাটা একদিন সে জুলিয়েনকে বলেছিল, 'কি করা যায় বলুন তো! এভাবে বসে বসে খেতে ইচ্ছে করছে না।'

জুলিয়েন হেসেছিল, 'তাহলে মাঠে নেমে পড় ন। জীবনের আদ্দেকের বেশি তো খরচ হয়ে গেল, আমার তো আরো বেশি। কিছুই করা হল না। বাকি সময়টায় কিছু করতে হলে বাড়ি ছেড়ে চলে আসুন। গ্রামে কাজ শুরু করে দিন কিংবা চা বাগানে চলে আসুন।'

এই একটা ব্যাপারে সামান্য দ্বিধায় ছিল অনিমেষ। যে কারণে সে মাধবীলতার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যায়নি সেই কারণে চটজলদি এই বাড়ি ছেড়ে যায় কি করে? দুজন প্রায় অশক্ত মানুষ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে কিছুই করছে না তবু নাকি এরা স্বস্তিতে আছে। এখন দিন-রাতে হেমলতা হুটহাট করে বাড়ির ভেতরে মানুষ ঢুকতে দেখেন না। জলপাইগুড়ির সমস্ত চোর–ছ্যাঁচোড় বুঝি জেনে গেছে এই বাড়িতে অনিমেষ আছে। এক কথায়, এই বিশ্বাস এবং নির্ভরতাকে উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে যেতে তার বিবেকে লাগছে। অবশ্য কাছাকাছি গ্রাম কিংবা চা-বাগানে জুলিয়েনের কথামতন গেলে সে জলপাইগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। চাই কি সপ্তাহে একদিন এখানে এসে থাকতে পারে যা কলকাতায় গেলে সম্ভব ছিল না। অনিমেষ সেই কথাটা ছোটমায়ের কাছে তুলল, 'অনেকদিন তো হয়ে গেল এবার একটু নড়ে চড়ে বসি কি বল?'

ছোটমা কথাটা বুঝতে না পেরে চোখ ছোট করে তাকালেন। অনিমেষ বুঝিয়ে বলল, 'চুপচাপ বসে আছি এতে তো আরও অকর্মণ্য হয়ে যাব।'

ছোটমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি কোন কাজের খোঁজ পেয়েছ?'

'ঠিক চাকরি-বাকরি নয় তবে ওইরকম আর কি!'

'কোথায়?'

'এখনও ফাইন্যাল হয়নি। একজন আমাকে বলেছে গ্রামে কাজ করতে যেতে। আমিও ভাবছি এভাবে বাড়িতে বসে খাওয়ার কোন মানে হয় না। এই বাজারে একটা মানুষ চুপচাপ বসে থাকবে সেটাও ভাল দেখায় না।'

'তোমার কি খুব অসুবিধে হচ্ছে?'

www.MurchOna.com

'ঠিক তা নয়। আমি তোমাকে বোঝাতে পারছি না বোধহয়—।'

'বুঝেছি।'

অনিমেষ দেখল ছোটমা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তার চোখ গেটের দিকে। সেখানে একটা ল্যাজঝোলা পাখি চুপচাপ বসে রয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনিমেষ বলল, 'আমি প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন বাড়িতে আসব।'

ছোটমা মুখ না ফিরিয়েই বললেন, 'যা ভাল বোঝ তাই করো। কিন্তু তোমার শরীর এত ধকল সইতে পারবে তো?'

'এখন তো আমি অনেক ভাল আছি। সিঁড়ি ভাঙতে সামান্য অসুবিধে হয় আর উঁচু জায়গায় উঠতে পারি না। কিন্তু অনেকটা হাঁটতে পারি।'

'ভাল।'

অনিমেষ বুঝতে পারছিল ছোটমা তার প্রস্তাবটাকে ঠিক মেনে নিতে পারছেন না আবার এমন ভান করছেন যে তাঁর কোন আপত্তি নেই! সে সামান্য হেসে বলল, 'তোমার কোন অসুবিধে হবে না।'

ছোটমাও এবার হেসে ফেললেন। তারপর চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'দ্যাখো, আমি তোমাদের মত শিক্ষিত নই। কিন্তু একটা জিনিস বুঝেছি। জীবনের একটা সময় আসে যখন আর কিছুই চাইতে নেই। তখন সবই দিয়ে যাওয়ার সময়। আর, আর কেউ না জানুক আমার জীবনে এমন সময় কখনও আসেনি যখন আমি জোর গলায় চাইতে পেরেছি। এখন তো আর সে প্রশ্ন ওঠে না।'

ছোটমা চলে যাওয়ার পর অনিমেষ অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। কথাটা সত্যি ভীষণ সত্যি। আর এই সত্যি কথাগুলো মেয়েরা সহজে বোঝে এবং বোঝায়। এটা সে বারে বারে দেখেছে। আর সেইসময় নিজেদের মধ্যে অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও মেয়েরা এক হয়ে যায়। তার মনে হল, মাধবীলতা এখানে থাকলে ওই একই কথা বলত। ছেলেদের বোধহয় মনের বয়স বাড়ে না। সেই একই ভাবপ্রবণতার শিকার হয়ে তারা সারা জীবন বেঁচে থাকে। আর মেয়েরা যখন ছাড়ে তখন আমূল বদলে যায়।

দুদিন আগে মণ্টু এসেছিল। চল্লিশ পেরিয়ে গেছে অথচ ও সেই একই রকম থেকে গেছে। হৈ চৈ চিৎকার। স্থূল সামান্য ব্যাপার নিয়ে রসিকতা এবং শরীর নাচিয়ে হাসা, স্কুলের সেই মনটাকে ও এখনও লালন করছে। এই বারান্দায় বসে ও যতক্ষণ গল্প করেছে তার অনেকটাই মেয়েদের নিয়ে। বাল্যকাল থেকে মণ্টু যাদের সঙ্গে প্রেম করেছে তারা এখন কে কোথায় আছে তারই বিশদ বিবরণ দিয়ে অদ্ভুত সুখ পাচ্ছিল। সেই সব মেয়েরা তাদের যৌবন এবং সৌন্দর্য হারিয়ে এখন কি করুণ হয়ে গেছে তার বর্ণনা দিয়ে যেন তৃপ্তি পাচ্ছিল মণ্টু। তারপর হঠাৎই জিজ্ঞাসা করল, 'তোর ছেলেটা কিন্তু বুদ্ধিমান। প্রেম-ট্রেম করে?'

অনিমেষ হেসে ফেলেছিল, 'কি জানি।'

'নিশ্চয়ই করে। ওই বয়সে আমরা তিস্তার চরে মেয়েদের স্নান করা দেখতে যেতাম, তোর মনে নেই। তুই তো শালা উর্বশীর প্রেমে খাবি খাচ্ছিলি।'

'কি আজেবাজে বকছিস!'

'অবিরাম করকে তোর মনে নেই।'

'অবিরাম নয় বিরাম, বিরাম কর।'

'ওই একই হল। কলকাতায় ওদের সঙ্গে তোর দেখা হয় না?'

অনিমেষ ঘাড় নেড়েছিল, 'দেখছিস তো হাঁটা চলা করতে অসুবিধে হয়।'

মণ্টু বলল, 'এখানে একবার নাকি এসেছিল। ছোট চুল, খুব সিগারেট খায়। তোর বউটা মাইরি খুব গম্ভীর। কি করে প্রেম করলি?'

হঠাৎ অনিমেষের মনে হল মণ্টু চলে গেলে ভাল হয়। ঠিক এইরকম তরল কথাবার্তা তার সহ্য হচ্ছে না। চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও মানুষের বয়স বাড়বে না? যা কিছু ভাবনা-চিন্তা আদি রসে আবদ্ধ থাকবে? কথা ঘোরাবার জন্যে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই রোজ শিলিগুড়ি যাস?'

'হ্যাঁ। না গেলে পয়সা আসবে কোত্থেকে! ঘুষের পয়সায় বাড়িটার চেহারা পাল্টে দিয়েছি। একদিন গিয়ে দেখে আসিস।'

'ঘুষের পয়সায় নিজের চেহারাটা পাল্টাতে পারিস না?'

'মানে?' মণ্টু প্রথম অবাক হয়েছিল।

www.MurchOna.com

'এই যেমন, তুই নিজের চেহারা মেরামত করে বাইশ বছরে নিয়ে গেলি, পারিস না ?'

মন্টু হাসল, 'তা তো হয়ই। ষাট বছর বয়সে লোকে ভিয়েনায় গিয়ে চামড়া পাল্টে আসে, জানিস না ? আরে এসব করতে হলেও দু নম্বরী মাল চাই।'

অতএব মন্টু ভাল আছে। ওর সঙ্গে যারা পড়াশুনা করত তারাও যে যার মত আছে। শুধু অনিমেষ বেকার, অকর্মণ্য। মন্টু যেন ওর ব্যাপারে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। বলে গেল একটা কিছু ব্যবস্থা সে করার চেষ্টা করবে। অনিমেষের মনে হয় মন্টু আর আসবে না। যদি ও নেহাতই গবেট না হয় তাহলে বুঝতে পেরেছে যে অনিমেষ এখন আর তাকে পছন্দ করছে না। মন্টুর একটা কথা মনে পড়ছে অনিমেষের, 'দ্যাখ, আমরা হলাম পাবলিক। আমরা রাজনীতির কিছুই বুঝি না। আমাদের অফিসে যে ইউনিয়ন জেতে আমি তাদেরই সাপোর্টার। গতবার কংগ্রেসী ছিলাম এবার সি পি এম। শালা, এ না করলে বাঁচা যাবে না।'

কথাটা বোধহয় ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে খুব লাগসই।

বিকেলে বেশ মেঘ করে এল। ঠাণ্ডাটাও জমেছে খুব। জলপাইগুড়িতে ইলেকট্রিক আলো প্রদীপের চেয়েও কমজোরী। তাও দুপুর থেকে নেই। সমস্ত বাড়িটার ওপর একটা মরা ছায়া চেপে বসেছে অনেকক্ষণ। হেমলতা বিকেল তিনটেয় খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। আজকাল তাঁর রাত অনেক বড়। অনিমেষ গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল। এইসময় পিয়ন এই পথে যায়। মাধবীলতা শেষ পর্যন্ত চিঠি দিল না। কিন্তু তার মনে হত শেষপর্যন্ত একটা চিঠি না দিয়ে ও পারবে না। অর্ক যা জেনে গেছে তা ওর পক্ষে হয়তো খুবই কষ্টকর কিন্তু ছেলেটা তো পাল্টে যাচ্ছিল। অনেক কিছু সহজ চোখে দেখবার মত মন তৈরি হচ্ছিল। আকস্মিকতার আঘাত কমে গেলে ও কি নতুন করে ভাববে না ? তাহলে ওর কাছ থেকেও একটা চিঠি পাবে অনিমেষ। এইসময়ে পিয়নের বদলে পরিতোষকে দেখতে পেল অনিমেষ। আরও বৃদ্ধ হয়েছেন পরিতোষ, লাঠিতে ভর রেখে কোনরকমে এগিয়ে আসছেন। অনিমেষকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছ ?' অনিমেষ মাথা নেড়ে ভাল বলল। লোকটাকে বেশ কিছুদিন বাদে দেখছে সে। ওধারে আদালতে মামলা দায়ের করেছে এধারে মুখে হাসি ঠিক ফুটিয়ে রেখেছে।

পরিতোষ কাছে এসে বললেন, 'বড় শীত পড়েছে হে, এত সহ্য হয় না।'

যেন রোজ দেখা হচ্ছে, খুব প্রীতির সম্পর্ক ভঙ্গীটা এইরকম। অনিমেষ বলল, 'শীত যখন তখন বেরুলেন কেন ?'

'না বেরিয়ে পারলাম না হে। তুমি কি চিরকাল এখানেই থেকে যাবে ভেবেছ ?'

'দেখি।'

'তোমার ছেলে-বউ চলে গেল বলেই কথাটা বললাম কিছু মনে করো না।'

অনিমেষ বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাল, 'আপনি কেমন আছেন ?'

'ভাল নয় বাবা, মোটেই ভাল নয়। পথটা ছাড়ো, দিদির সঙ্গে দেখা করব।'

'কেন আর জ্বালাতন করতে যাচ্ছেন। উনি ভাল নেই।'

'ভাল নেই ? সে কি ? কি হয়েছে ? ছাড়ো ছাড়ো পথ।'

অনিমেষ লক্ষ্য করল পরিতোষ ওর প্রথম মন্তব্যটাকে আমলই দিলেন না। যেন কিছুই বলেনি অনিমেষ এমন ভঙ্গীতে ভেতরে ঢুকে গেলেন। এরকম মানুষের একটাই সুবিধে কেউ বেশীক্ষণ ওদের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে না। পরিতোষ ভেতরে যাওয়ার পর অনিমেষ বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। চিঠি নিয়ে পিওন আজ এই পথে এলোই না। পরিতোষকে বাড়িতে রেখে সে বেরিয়ে যেতে পারছিল না। সে দেখল ছোটমা বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন, 'অনিমেষ।'

'বল।'

'একবার ভেতরে গিয়ে দেখে এসো।'

'কি হয়েছে ?'

'যাও না একবার।'

সিঁড়ি ভাঙার ঝামেলা এড়িয়ে অনিমেষ ক্রাচ নিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। হেমলতার ঘরের পাশে একটা ছোট দরজা আছে সেইটে বিশেষ কায়দায় বাইরে থেকেও খোলা যায়। এই কয়দিনে অনিমেষ কায়দাটা জেনে গেছে। ওই পথে গেলে তাকে ওঠা নামা করতে হবে না। ভেতরে ঢুকে অনিমেষ অবাক হল। হেমলতা কাঁদছেন। গোঙানির মত তাঁর কান্নাটা একটানা বাজছে। শুধু হেমলতা নয় আর একটা গলায় কান্না বাজছে। ওটা যে পরিতোষের তা অনুমানে বুঝল

www.MurchOna.com

অনিমেষ। কিন্তু দুজনে একসঙ্গে কেন কাঁদবেন সেটাই সে ধরতে পারছিল না। এতদিন যে ভাইকে দুচোখে দেখতে পারেননি হেমলতা এখন কেন তার সামনে কাঁদবেন ? অনিমেষের মনে হল ধূর্ত পরিতোষ নিশ্চয়ই কৌশল করছে। হেমলতাকে ভেজাতে পারলে মামলা জেতা তার পক্ষে সুবিধে হয়ে যায়।

কি করা যায় বুঝতে পারছিল না অনিমেষ। শেষপর্যন্ত সে এগিয়ে গেল। দরজা খোলা, খাটের ওপর বাবু হয়ে বসে হেমলতা কেঁদে যাচ্ছেন, তার নিচে মোড়ায় বসে পরিতোষ, তার গলাতেও কান্না। ওকে দেখে হেমলতা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে অনি, দ্যাখ পরি কি কাণ্ড করেছে। আমার তো কেউ নেই। বাবা গেলেন, মহী গেল, প্রিয় কোথায় জানি না। এই আমাকে সব সম্পত্তি লিখে দিচ্ছে পরি। এ নিয়ে আমি কি করব ? ঘাটের মড়া আমি—।' কান্নাটা বাড়তেই পরিতোষের গলা তার সঙ্গে যোগ হল। কিন্তু সেই সঙ্গে উলো জড়ানো ছিল, 'আমারও কেউ নেই। পৃথিবীতে পরের মেয়ে কখনও আপন হয় না। সে যখন আমায় ছেড়ে চলে গেল তখন আমি কেন আর ছোট হই। আমি মামলা তুলে নিলাম দিদি, আমার যদি কিছু প্রাপ্য হয় সেটা তুমিই নিয়ে নাও।'

হেমলতা পরিতোষের কাঁধে হাত রাখলেন, 'না রে ভাই, আমি আর বন্ধন চাই না। এখন চোখ বন্ধ করলেই আমি বাবাকে দেখতে পাই। বাবা সবসময় আমার পাশে আছেন। ওই দ্যাখ, বাবা তোর পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছেন। বাবা, দেখুন, পরির কত পরিবর্তন হয়েছে। ও আর মামলা করবে না বলছে। পরিকে আপনি ক্ষমা করুন বাবা, ও ওর ভুল বুঝতে পেরেছে।'

হেমলতার কথা ধরন এত আন্তরিক ছিল যে পরিতোষ চমকে উঠল। যেন সত্যিই সরিৎশেখরের অশরীরী আত্মা ঘরে ঘুরছে। চোখের জল মুছতে মুছতে পরিতোষ বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। তার হাতে একটা কাগজ, 'বাবা অনিমেষ, তোমার কাছে একটা ভিক্ষে আছে। আমার ছেলে-বউ সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। তুমি আমাকে একটু থাকার জায়গা দেবে ? আমি মামলা তুলে নিলাম।'

পরিতোষের হাতে কাগজটা দুলছিল। অনিমেষ বলল, 'আমার ওপর দুজন এই বাড়িতে আছেন। তাঁরা যদি অনুমতি দেন—।'

'বউমা তো কখনই দেবে না। সে আমাকে দেখতে পারে না।'

'তাহলে আমার কিছু বলার নেই।'

অনিমেষ আর দাঁড়াল না। ব্যাপারটা তার নিজের কাছেই খুব খারাপ লাগছিল। পরিতোষ যদি সত্যি পরিত্যক্ত হন তাহলে সহানুভূতি আসেই। মামলা তুলে নিলে একটা বিরাট ঝামেলা থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু এই বাড়িতে থাকলে ওঁকে খাওয়াবার দায়িত্ব যে এসে যায়! সেটা কম কথা নয়। কিন্তু পরিতোষকে যে বিশ্বাস করা মুশকিল। আজ একা এখানে ঘাঁটি গেড়ে কাল যে স্ত্রী পুত্রদের ডেকে আনবেন না তার নিশ্চয়তা কি! অতএব এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার ভার ছোটমার ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

জলপাইগুড়িতে সন্ধ্যেটা বড্ড চটজলদি রাত হয়ে যায়। এবং শীতের রাত মানেই হু হু ধারালো দাঁত চকচক করে। রাত্রের খাওয়া শেষ করে অনিমেষ কিছুক্ষণ নিজের ঘরে বসেছিল। ছোটমা পরিতোষের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। এই নিয়ে হেমলতার সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয়েছিল। হেমলতা হঠাৎ আজ তাঁর ভাই-এর ওপর দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ছোটমার যুক্তির বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারেননি। হেমলতার যে চিন্তাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। মৃত্যু যেন ওই মানুষটির চারপাশে বৃত্ত রচনা করে চুপচাপ অপেক্ষা করছে, আজকাল ওঁর দিকে তাকালেই এমন মনে হয়। ছোটমাও শেষপর্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছিলেন, 'আমি কার জন্যে এসব করছি। এ কি আমার সম্পত্তি ? শুধু তোমার দাদু বাবার কথা ভেবে লোকের কাছে অপ্রিয় হচ্ছি। এখন থেকে যা সিদ্ধান্ত তা তোমাকেই নিতে হবে। আমার ওপর সবকিছু চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। তুমিই এ বাড়ির উত্তরাধিকারী।'

ঘরে বসে অনিমেষ উত্তরাধিকার শব্দটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, কিছু রেখে গেলে তবেই পরের পুরুষ সেটি পায়। উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত সম্পত্তি, স্থাবর কিংবা অস্থাবর, রক্ষা করাই কর্তব্য। কিন্তু আগের পুরুষ যদি কিছুই না রেখে যায়। যদি একটা বিরাট শূন্য ছাড়া অতীতের কাছ থেকে কিছুই না পাওয়া যায় তবে ? এই বাড়ি-ঘর হয়তো খুব সাধারণ জিনিস। কিন্তু সরিৎশেখরের চারিত্রিক দৃঢ়তা, একটা গোপন অনুচ্চার ভালবাসা, মহীতোষের নীরব আত্মোৎসর্গ যা তিনি তাঁর বাবার জন্যে অকাতরে করে গেছেন, ছেলের জন্যে প্রতিদান না চেয়ে নিঃশেষ হয়েছেন, সেগুলোর মূল্য এর পরের

www.MurchOna.com

পুরুষরা জানবে না : কারণ অনিমেষরা এগুলোর কিছুই ওদের দিয়ে যেতে পারছে না। অতএব অর্ক কোন অর্থেই কারো উত্তরাধিকারী নয়। এই শব্দটাই তাই স্থবির হয়ে যাবে একসময়।

দরজা ভেজিয়ে অনিমেষ বেরিয়ে এল বাইরে। ঠিক দশটায় ওদের মিলিত হবার কথা। এখন চারপাশে গভীর অন্ধকার। ঘরের বাইরে আসতেই ঠাণ্ডাটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনিমেষের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। এরকম চুপচাপ দরজা ভেজিয়ে গিয়ে সে রাতের সিনেমা দেখেছে সরিৎশেখরকে ফাঁকি দিয়ে। আজ ছোটমাকে জানিয়ে যাওয়া হল না। কারণ এত রাতে যাওয়ার জায়গাটা সম্পর্কে ছোটমার কৌতূহল হবেই।

রাস্তা ফাঁকা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড়ে কাঁপুনি আসছিল। বাঁধ পেরিয়ে বালির চরে এসে দাঁড়াতেই ওর মনে হল ওটাকে আর বালির চর বলা যায় না। রীতিমতন ঘনবসতি হয়ে গেছে।

মোট দশজন মানুষ আলোচনায় বসেছিল। অনিমেষ পৌঁছানোমাত্র আলোচনা শুরু হল। উত্তরবাংলার গ্রামের মানুষদের নিজস্ব সমস্যা আছে। সেইসব সমস্যা নিয়ে প্রথম কাজ শুরু করতে হবে। যে গ্রামগুলোকে নির্বাচন করা হয়েছে প্রাথমিক কাজ শুরু করার জন্যে সেই গ্রামগুলোয় দলের ছেলে আছে। অতএব তাদের সাহায্য নিয়ে কাজ করতে কোন অসুবিধে হবে না। মোটামুটিভাবে এই ব্যাপারে নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হল জুলিয়েনের ওপর। তারপরেই আর একটি প্রস্তাব উঠল। উত্তরবাংলার চা-বাগানগুলো আগেই করা যায়। এই চা-বাগানগুলোর অধিকাংশ মানুষ বাঙালি নয়। এই দেশের মাটিতে তাদের একশ বছর আগে রাঁচি-হাজারিবাগ থেকে ধরে আনা হয়েছিল। এরা নিজেদের পশ্চিমবঙ্গীয় মনে করে না। অথচ নিজেদের আদি গ্রামে ফিরে গেলে এদের জায়গা হবে না। কারণ এই মানুষগুলো সংখ্যায় এত বছরে কয়েকশ গুণ বেড়ে গেছে। তাছাড়া চা-শিল্প ছাড়া আর কোন কাজ এরা জানে না। এই মানুষগুলো নিজেদের নানা কারণে অবহেলিত ভাবে। এখনও এদের মধ্যে তেমনভাবে শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়নি। অতএব এই কয়েক লক্ষ মানুষকে একত্রিত করার বড় সুযোগ আছে। গ্রামে কাজ শুরু না করে তাই চা-বাগানেই আন্দোলন প্রথম ছড়ানো উচিত।

কথাটা যেন বেশ উত্তেজনা ছড়ালো। চা-বাগানগুলো যেহেত জঙ্গুলে এলাকায় এবং প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন তাই অনেক সুবিধে পাওয়া যাবে।

অনিমেষ প্রথম প্রশ্ন করল, 'কিন্তু এটাই অন্য দিক আছে। আমরা যা চাইছি তা না হয়ে যদি সাম্প্রদায়িক ব্যাপার হয়ে যায় ? আমরা নিশ্চয়ই চাইবো না একটা মদেশিয়াল্যাণ্ড করার দাবি উঠুক।'

আলোচনা যখন জোর কদমে চলছে তখন দরজায় শব্দ হল। তারপরেই একজন সন্ত্রস্ত গলায় জানালো বাঁধের ওপর অস্ত্র হাতে কিছুলোক জড়ো হয়েছে। মনে হচ্ছে তাদের লক্ষ্য এদিকেই। সঙ্গে সঙ্গে সভা ভেঙ্গে দেওয়া হল। সভ্যদের বলা হল আত্মগোপন করতে। তাড়াহুড়ো করে সবাই কাঠের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই চিৎকার শুনতে গেল। শখানেক মানুষ মশাল হাতে তিস্তার চর ঘিরে ছুটে আসছে। সদস্যরা যে যেদিকে পারল দৌড়ে গেল। জুলিয়েন অনিমেষকে বলল, 'এরা কারা বলুন তো ?'

অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'বুঝতে পারছি না।'

জুলিয়েন বলল, 'পালান।' তারপরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু এই বালির চরে অনিমেষ জানে তার পক্ষে জোরে হাঁটাও সম্ভব নয়। চারপাশে চিৎকার চেঁচামেচি চলছে। সে কিছুটা হেঁটে একটা বালি ঢিবির পাশে ক্রাচদুটো নিয়ে চুপচাপ বসে পড়ল।

চোখের ওপরে একটা নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল। আধঘণ্টার মধ্যে কয়েকটি মানুষ বেধড়ক মার খেয়ে বালির চরে চিরজীবনের মত লুটিয়ে পড়ল। উত্তেজিত মানুষগুলো যেন ডাকাত ধরার মত নৃশংস হল। অনিমেষ বুঝতে পারছিল এরা সাধারণ মানুষ, নেহাতই সাধারণ মানুষ। বালিতে বসে থাকায় অনিমেষ এদের নজর এড়িয়ে গেল।

ভোরবেলায় অনিমেষ ফিরে এল বাড়িতে। কয়েকজন ডাকাতকে পাবলিক তিস্তার চরে ধরে ফেলেছে, অন্ধকার থাকতে থাকতে শহরে খবরটা ছড়িয়ে গেল। গেট খুলে সে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এগোতেই দেখল ছোটমা দাঁড়িয়ে। ওকে দেখতে পেয়ে ছোটমা ছুটে এলেন, 'তুমি কেমন আছ ?'

'ভাল।'

'একটা টেলিগ্রাম এসেছে মাঝ রাত্রে।'

'টেলিগ্রাম ?'

'হ্যাঁ। কি হয়েছে ?' অনিমেষ আর ভাবতে পারছিল না।

www.MurchOna.com

॥ তিপ্পান্ন ॥

মাধবীলতার অপারেশন হয়ে গেল। ডাক্তার দত্তগুপ্তের ইতস্তত ভাবটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল। শরীরে যার রক্ত নেই তাকে অপারেশন করায় বড় ঝুঁকি। কিন্তু এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। দ্বিতীয়ত মাধবীলতার শরীরে যে গ্রুপের রক্ত চলাচল করে সেই গ্রুপের রক্ত হাসপাতালে পাওয়া যাচ্ছিল না। একে অস্বস্তি ছিল তার ওপর স্বাভাবিক শ্রেণীর রক্ত না হওয়ায় অন্যরকম ইঙ্গিত দিচ্ছিল। ডাক্তারদেরও মনে বোধহয় সংস্কার খুব বেশী কাজ করে। শরীরে রক্ত না থাকটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় কিন্তু সেই পেশেন্টের রক্তের শ্রেণী অসাধারণ হবে কেন?

পরমহংস, সৌদামিনী যখন শহরের সমস্ত রক্তসংরক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন তখন অর্কর সঙ্গে মুশকিল-আসান লোকটার দেখা হয়ে গেল। পাকা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে এক ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দিচ্ছিল সে, 'অল্পবয়সী স্ত্রী চলে গেছে বলে শোক করছেন। কেউ গেলে তো কষ্ট হবেই। কিন্তু ভেবে দেখুন উনি আপনার পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরে চলে গেলেন! তখন তো আরও খারাপ হত। তাই না? একটা সিগারেট দিন।'

ভদ্রলোকের অসাড় হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে মুখ তুলতেই লোকটা অর্ককে দেখতে পেল। অর্কর খেয়াল হল লোকটা বলেছিল এই হাসপাতালের যা কিছু মুশকিল ও আসান করে দিতে পারে, একমাত্র মৃতকে জীবিত করা ছাড়া। মায়ের জন্যে যে রক্ত দরকার সেটাও কি ও সংগ্রহ করে দিতে পারবে? যেখানে বড় ডাক্তারের প্রভাব কোন কাজে লাগছে না সেখানে এ কি করবে?

লোকটি সিগারেট ধরিয়ে এগিয়ে এল, 'কেমন আছে তোমার মা?'

'ভাল নয়। অপারেশন হবে।'

'কোন মুশকিল আছে?'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, মায়ের জন্য রক্ত দরকার। কিন্তু মায়ের গ্রুপের রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ সময় বেশি নেই।'

'পাওয়া যাচ্ছে না বলে কোন কথা নেই পাওয়া যায়। কেসটা কি আমাকে নিতে হবে?' লোকটা সিগারেটে জোরে জোরে টান দিতে লাগল।

'আপনি পারবেন?' অবিশ্বাসী চোখে তাকাল অর্ক।

'বলেছি তো শুধু প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারি না।' লোকটা হাসল, 'তবে যত রেয়ার গ্রুপ হবে তত দাম বাড়বে। এটা ভাই বাজারের নিয়ম।'

'আপনি আমার সঙ্গে একবার পরমহংস কাকুর কাছে চলুন।'

'কেন?'

'আমার কাছে বেশী টাকা নেই।'

'কোথায় থাকা হয়?'

'তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুর লেন।'

'তাই? সেখানে তো জোর গোলমাল চলছে। মাস্তানদের প্যাঁদাচ্ছে।'

'মাস্তানরাও মারছে।' অর্ক জামার বোতাম খুলে ব্যান্ডেজ দেখাল।

'আরে বাব্বা! তুমিই নাকি?'

'আমিই নাকি মানে?'

'শুনলাম কয়লার চেলা একটা ছেলেকে ছুরি মেরেছিল বলে পাবলিক তাদের শুইয়ে দিয়েছে। তোমাকে ছুরি মেরেছিল?' লোকটার চোখে বিস্ময়।

'হ্যাঁ, তবে বেশি লাগেনি। হাসপাতাল থেকেও তাই বলল।'

লোকটা যেন খুব বিমর্ষ হয়ে গেল। তারপর এক ঝটকা দিয়ে দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠল। বিড় বিড় করে কিছু একটা হিসেব করে নিয়ে বলল, 'ওপারের জন্যে খানিকটা মাল জমা করে নিই। তোমার কাছে আর নাফা করব না। কি গ্রুপের ব্লাড লাগবে বল?'

যে জিনিস সমস্ত শহর ঘুরেও পাওয়া যাচ্ছিল না সেটা পেতে মাত্র ঘন্টাখানেক সময় লাগল। মুশকিল-আসানের সন্ধানে বেশ কিছু মানুষ আছে। তাদের এক একজনের রক্তের শ্রেণী আলাদা। হাসপাতালের যে রেট তার থেকে বেশি এদের দিকে হয়। একমাত্র মুশকিল-আসান খবর দিলেই এরা আসে রক্ত দিতে। ব্যাঙ্কে জমা পড়লে সেটা যাতে নির্দিষ্ট পেশেন্ট পায় সেই ব্যবস্থা মুশকিল-

www.MurchOna.com

আসান করে দেয়। কিন্তু তার বদলে পেশেন্টকে সমপরিমাণ রক্ত দিতে হয়। এসব ব্যাপার করতে একটুও সময় লাগল না।

বিলু এবং কোয়া অর্কর সঙ্গে হাসপাতালে এসেছিল। পাড়ার মধ্যে দিয়ে ওদের বের করে আনার ঝুঁকি ছিল। যে পথে ওরা তিন নম্বরে ঢুকে ছিল সেই পথ এর মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অর্ক যখন বড় রাস্তা দিয়ে ওদের সঙ্গে নিয়ে এসে ট্রাম ধরল তখন অনেকের চোখে বিস্ময় ছিল। কিন্তু শুধু অর্কর জন্যে কেউ মুখে কিছু বলেনি। বিকল্প রক্ত দেওয়ার যখন প্রয়োজন হল তখন বিলু এবং কোয়া এগিয়ে এল। অর্ক ভেবেছিল ওদের নিষেধ করবে। কিন্তু ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে পারল না। যেন খুব পবিত্র কাজ করছে এরকম মুখের ভাব ছিল ওদের মুখে।

অপারেশন শেষ করতে দশটা বেজে গেল। পরমহংস এবং সৌদামিনী তখনও বসে। স্কুলের টিচাররা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে গেছেন। নীপা মিত্র বলেছেন ভোরে আবার আসবেন। বলেছেন, 'আমি দক্ষিণেশ্বরে মানত করেছি, কোনও ভয় নেই, ঠিক ভাল হয়ে যাবে।'

অর্কর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এই হাসপাতালে জীবন আর মৃত্যু এত কাছাকাছি বাস করে যে কোন আশা খুব জোর দিয়ে করা যায় না। তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল অথচ কপালে ঘাম জমছিল। এবং হঠাৎই অর্কর মনে হল মা আর বাঁচবে না। এই হাসপাতাল থেকে মা আর ফিরে যাবে না। কথাটা ভাবা মাত্র ওর শরীরে প্রবল কাঁপুনি এল। অর্ক চেষ্টা করেও নিজেকে সুস্থির রাখতে পরছিল না।

বিলু আর কোয়া তার পাশে বসে ছিল। কাঁধে হাতের স্পর্শ পাওয়ায় অর্ক মুখ তুলতেই দেখল বিলুকে, 'কি হয়েছে?'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'কিছু না।'

আর কি আশ্চর্য, কিছু না বলামাত্র তার শরীরটা স্থির হয়ে গেল। কিছু না ভাবলে কোন কিছুই গুরুত্বপূর্ণ হয় না। যে কোন সমস্যাকেই কিছু না বলে ধার কমিয়ে দেওয়া যায়।

দশটা নাগাদ খবরটা পাওয়া গেল অপারেশন হয়ে গেছে। মাধবীলতার অবস্থা বাহাত্তর ঘণ্টা না কাটলে বলা যাবে না। এখন অচেতন। ডক্টর দত্তগুপ্ত সৌদামিনীকে বললেন, 'প্রচণ্ড সহ্য শক্তি মহিলার। ওঁর যা কেস তাতে বেঁচে ফেলার চান্স থার্টি পার্সেন্ট। কিন্তু, আশা করছি এ যাত্রায় বেঁচে যাবেন। আপনাদের তো এখন কিছু করার নেই। থেকে আর কি করবেন।'

সৌদামিনী অর্কর দিকে এক পলক দেখে নিয়ে বললেন, 'একবার দেখে আসতে পারি ওকে?'

'মাথা খারাপ। এখন উনি ইনটেনসিভ কেয়ারে আছেন। প্রার্থনা করুন, ওঁর জন্যে প্রার্থনা করুন। আর কিছু বলার নেই।'

পরমহংস সৌদামিনীকে একটা ট্যাক্সিতে পৌঁছে দেবে ঠিক হল। রাত এগারটা নাগাদ অর্ক বেরিয়ে এল হাসপাতাল থেকে। কোয়া এবং বিলু তার সঙ্গ ছাড়েনি। আলোয় লেখা গেটের নিচে দাঁড়িয়ে অর্ক আবার হাসপাতালটার দিকে তাকাল। ওরই একটা ঘরে মা অজ্ঞান হয়ে শুয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোন সমস্যা কারো অস্তিত্ব ওঁর অনুভবে নেই। এমন দুশ্চিন্তামুক্ত অবস্থায় মা বোধহয় অনেককাল থাকেনি।

কোয়া বলল, 'গুরু, খাবে না?'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'নাঃ। আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।'

বিলু বলল, 'তুই মাইরি হেভি গিলে খেয়ে গেছ। ডাক্তার তো বলল কোন ভয় নেই। দরকার হলে আবার রক্ত দেব আমরা।'

অর্ক ওর মুখের দিকে তাকাল, 'শুদু রক্ত দিয়ে কি কাউকে বাঁচানো যায়?'

'তা হলে? মানে আমরা তো আর কিছুই করতে পারি না।'

'ঠিক। আমাদের কিছুই করার নেই। চল।'

বিলু কোয়ার দিকে তাকাল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আমরা যাব না।'

'কেন?'

'আমাদের আজকে পাড়ায় থাকা ঠিক হবে না। তুমি গিয়ে কথাবার্তা বল, তারপর।'

অর্ক বিলুর ইতস্তত করার কারণ বুঝতে পারল না। সে মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোরা আর কোথায় যাবি?'

কোয়া বলল, 'দেখি কোন শ্মশানে গিয়ে শুয়ে পড়ব।'

'শ্মশানে?'

www.MurchOna.com

'হ্যাঁ। ফাস্টকেলাস জায়গা। কেউ কোন পাত্তা নেবে না। আমরা কাল সকালে হাসপাতালে আসব।'

অর্ক আর কথা বাড়াল না। একটা ট্রাম গুমটিতে ঢুকবে বলে আসছিল। সেটায় সে চড়ে বসল। ওটার সময় আঘাতটার কথা খেয়াল ছিল না অর্কর, সামান্য চাড় লাগতেই টনটন করে উঠল সেটা। অর্ক চোখ বন্ধ করল। তার মনে হচ্ছিল নিশ্চয়ই ক্ষতের মুখ থেকে রক্ত বেরিয়েছে।

গলির মুখে তিনচারজন লোক দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে লাঠি। অর্ক সন্দিগ্ধ চোখে সেদিকে তাকাতেই লোকগুলো হেসে ফেলল, 'আরে আমরা! আজ থেকে নাইট গার্ড পার্টি কাজ শুরু করেছে। ওই যে পুলিস ভ্যানও দাঁড়িয়ে আছে।'

অর্ক এবার দেখতে পেল। গলির উল্টোদিকের অন্ধকারে একটা ভ্যান রয়েছে। কয়েকজন পুলিস তার পাশে অলস ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে।

তিন নম্বরের সামনে এসে অর্ক দেখল সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। শুধু নির্মল ড্রাইভার শিবমন্দিরের রকে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। ওকে দেখেই উঠে এল নির্মল, 'মা কেমন আছে?'

'অপারেশন হয়েছে। এখনও জ্ঞান ফেরেনি।'

'তাহলে ভাল হয়ে যাবে। সাধারণত অপারেশন টেবিলেই যা হবার হয়। শুনলাম ওরা নাকি তোমাকে ঝেড়েছে?'

'এমন কিছু নয়।'

'এবার শালাদের পাড়া থেকে হঠাতে হবে। পুরো পাবলিক জেগে গেছে। চল, ওরা সবাই অপেক্ষা করছে।'

'কারা?'

'সুবল, সতীশ, নিরঞ্জন।'

তৃতীয় নামটা শুনে অবাক হলেও ভাল লাগল অর্কর। নিরঞ্জন কংগ্রেস করে। তবে নুকু ঘোষের মত পুরনো কংগ্রেসী নয়। নিরঞ্জন এবং সতীশদা একই সঙ্গে বসেছে এটাই অভিনব ব্যাপার। যদিও নিরঞ্জনদের অস্তিত্ব এ পাড়ায় নেই বললেই চলে তবে গত নির্বাচনে ওরাই তো বেশী ভোট পেয়েছে।

নির্মলের সঙ্গে অর্ক হেঁটে এল কর্পোরেশন স্কুল বাড়িতে। সেখানেই শান্তি কমিটির অফিস হয়েছে। ওকে দেখা মাত্র সুবল জিজ্ঞাসা করল, 'মা কেমন আছেন?'

অর্ককে একই জবাব দিতে হল। ঘরে তখন ছয়সাতজন মানুষ। এত রাত্রেও এই এলাকার কয়েকজন বিশেষ ভদ্রলোককে রেখে অবাক হল অর্ক। এঁরা সাধারণত সাতে পাঁচে থাকেন না। নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে গা বাঁচিয়ে চলেন। অনেকক্ষণ ধরে অর্ককে ওরা সমস্ত ঘটনা বিশদভাবে জানাল। এলাকার তরুণদের সংগঠিত করার দায়িত্ব অর্কর ওপর। কোনরকম রাজনৈতিক মতামত ছাড়াই সবাই এলাকার শান্তি বজায় রাখার জন্যে কাজ করবে। এই জন্যে এলাকার সম্মানীয় মানুষদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সুবল এবং অর্ক তার যুগ্ম সম্পাদক। সুবল বলল, 'আমরা আমাদের এলাকা থেকে যে কোন রকমের সমাজবিরোধীদের সরিয়ে দিতে চাই। এ ব্যাপারে আমরা কোন নরমনীতি গ্রহণ করব না। সাধারণ মানুষ একবার যার দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে তাকেই পুলিসের হাতে তুলে দিতে হবে। অবশ্য আমরা সক্রিয় হবার পর এইসব সমাজবিরোধীরা পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। এদের আর পাড়ার ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না যতক্ষণ তারা আইনের কাছে মাথা না নোয়াচ্ছে। আমরা একটা লিস্ট করেছি। তুমি দেখতে পারো।'

অর্ক লিস্টটা হাতে নিল। এই মুহূর্তে তার নিজের বয়স অভিজ্ঞতার কথা একটুও খেয়ালে আসছে না। নিজেকে যেন আচমকা খুব দায়িত্ববান বলে মনে হচ্ছে। এই মানুষগুলো তাকে যে গুরুত্ব দিচ্ছে সে যেন তার মর্যাদা রাখতে পূর্ণ সক্ষম। লিস্টে চোখ বোলাতে বোলাতে সে কোয়ার নাম দেখতে পেল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, এলাকায় ছুরি দেখিয়ে চাঁদা তোলা, অকারণে মানুষকে হুমকি দেওয়া, মদ্যপান করে এলাকার শান্তিভঙ্গ করে অশ্লীল শব্দ বলা ইত্যাদি ইত্যাদি। যেসব দোকানদার কোয়ার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের নামও পাশে রয়েছে। মোট সমাজবিরোধীর সংখ্যা একশ ছত্রিশ জন। এবং এই লিস্টে বিলুর নাম নেই।

অর্ক এক মুহূর্ত চিন্তা করে সতীশদার দিকে তাকাল, 'আমরা যদি সত্যি এই তালিকাটাকে গুরুত্ব দিতে চাই তাহলে আর একটা নাম লেখা উচিত।'

'কার নাম?' সুবল জিজ্ঞাসা করল।

www.MurchOna.com

'বিলু।'

সতীশ চোখ বন্ধ করে ভাবল, 'বিলু, বিলু তো তোমার বন্ধু।'

'হ্যাঁ, আমি জানতাম না ও কয়লার হয়ে কাজ করছে। গতকাল যে হামলা হয় তার জন্যে বিলু কিছুটা দায়ী। কয়লার ধারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।'

'তুমি এসব জানলে কি করে?'

'বিলুরা দুপুরে আমার কাছে এসেছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে বসা একজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, সে কথা আমরা শুনেছি। আপনি ওদের পাড়া থেকে বের করে নিয়ে গেছেন। এটা অত্যন্ত অন্যায় ব্যাপার। যারা সমাজবিরোধী বলে পরিচিত তাদেরই যদি আমরা আশ্রয় দিই তাহলে এই ধরনের আন্দোলনের কোন যৌক্তিকতা থাকে না।'

অর্ক মাথা নাড়ল। 'তখন আমি ঠিক কি করা উচিত ভেবে উঠতে পারছিলাম না। তাছাড়া আমি মনে করি বিলু সাধারণ মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। সংসার চালাবার জন্যে লোভে পড়ে ও স্মাগলিং-এর ব্যবসায় ঢুকেছিল।'

সতীশদা বললেন, 'তাহলে ওর নাম লিস্টে তুললে কেন?'

'কারণ ও কয়লার সঙ্গে কাজ করেছে। তবে থানা থেকে ঘুরে এলে ওর বিরুদ্ধে যেন শান্তিকমিটি কোন অ্যাকশন না নেয়।'

সুবল বলল, 'না, আমার মনে হয় কারো বিরুদ্ধে আমরা জেদ ধরে থাকব না। এই কারো বলতে আমি সেইসব মাস্তানদের বোঝাচ্ছি যারা খুবই সাধারণ স্তরের। তবে এদের একবার থানা থেকে ঘুরে আসা উচিত। কিন্তু কয়লা এবং তার প্রধান সঙ্গীদের আমরা কিছুতেই ছেড়ে কথা বলব না।'

মোটামুটি সিদ্ধান্ত সেইরকম হল। আজ সন্ধ্যায় শান্তি কমিটির নেতৃত্বে এই এলাকার চোলাই মদের আড্ডাগুলো তুলে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার যে কটি আড্ডা ছিল তার সবগুলোই পরিচালনা করত ঘরের মেয়েরা। পরিবারের ছেলেরা কোন রোজগার করে না, মেয়েরা মদ বোতলে করে বিক্রি করে সন্ধ্যের পর তাদের ঘরের সামনেই আসর বসে যায়। এই মেয়েগুলো শরীরের ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। এদের পরিবারের ছেলেদের বলা হয়েছে আবার মদ বিক্রি করলে পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হবে।

সুবল বলল, 'মুশকিল হল পুলিসকে নিয়ে। কয়লার লোকদের উৎখাতের পর পুলিস সম্পর্কে আমরা নানান অভিযোগ পাচ্ছি। আজ সারাদিন ধরে এলাকার নিপীড়িত মানুষেরা এসে সেসব আমাদের দিয়ে গেছেন। এই এলাকা যে দুটো থানার মধ্যে পড়ে তার অফিসার এবং লালবাজারের একজন বড় অফিসারের প্রশ্রয় ছাড়া এই সমাজবিরোধী কাজকর্ম চলতে পারত না। আজকে অবশ্য পুলিস বলছে তারা আমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু একই পুলিস ওদের সাহায্য করে আমাদের পাশে দাঁড়াবে এটা বিশ্বাস করা শক্ত। কারণ ওরা তো আমাদের কাছ থেকে কোন টাকা পাচ্ছে না। নিজেদের নির্ভরযোগ্য রোজগার বন্ধ হয়ে যাক সেটা ওদের কিছুতেই কাম্য হতে পারে না।'

নিরঞ্জন এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। এবার বলল, 'কথাটা ঠিক কিন্তু বিশ্বাস করা ছাড়া আমাদের আর কি উপায় আছে। যেমন আজ দুটো থানায় বলা হয়েছে সমাজবিরোধীরা আশেপাশের পাড়ায় আশ্রয় নিয়েছে। পুলিস যদি তল্লাশি করে তাদের খুঁজে পাবে। কিন্তু থানা দুটো থেকে কোন অ্যাকশন নেওয়া হয়নি।'

আর একজন বলল, 'শুনেছি শ্যামবাজারে মোড়ের কাছে ওরা অপেক্ষা করেছে। এই এলাকার লোকজন দেখলেই মারবে।'

সতীশদা বলল, 'দেখুন, ভয় পেলে ওরা পেয়ে বসবে। কিন্তু আমরা যদি এক থাকি, ওদের কেয়ার না করি, পাড়ায় ঢুকতে না দিই তাহলে উল্টে ওরাই ভয় পাবে। কিন্তু আমার কাছে খবর আছে কয়লাকে কংগ্রেসকর্মী হিসেবে দাবি করে কংগ্রেসের নেতারা থানায় গিয়েছিলেন।'

সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জন বলল, 'বাজে কথা। নুকু ঘোষ সেই লাইনে চেষ্টা করেছিলেন। সমাজবিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই এমন রাজনৈতিক পার্টি অন্তত ভারতবর্ষে নেই। কয়লা নিজের স্বার্থে আমাদের হয়ে যদি একসময় কাজ করে থাকে তাহলে সেই কাজটায় কোন অন্যায় ছিল না। কিন্তু তাই বলে আমরা এখন কয়লাকে পলিটিক্যাল শেল্টার কিছুতেই দিতে পারি না।'

সতীশদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের নেতা থানায় যাননি?'

www.MurchOna.com

'যদি গিয়ে থাকেন অন্যায় করেছেন। তিনি নিজের দায়িত্বে গিয়েছেন দল তাঁকে পাঠায়নি। আমরা এটাকে সমর্থন করছি না। এই যে আমি শান্তি কমিটিতে আছি সেটাই তার প্রমাণ নয় কি ?' নিরঞ্জন স্পষ্ট গলায় বলল।

সতীশদা বললেন, 'এই কথাটা মনে রাখতে হবে। আমরা কোনরকম রাজনৈতিক মতামত ছাড়াই শান্তিকমিটি তৈরি করেছি। আমাদের কার্যকলাপে যেন সেই ধারা বজায় থাকে। আমরা যদি এলাকার মঙ্গল চাই তাহলে এই ঐক্য বজায় রাখতেই হবে।'

সুবল বলল, 'কিন্তু আমাদের পরবর্তী কার্যকলাপ ঠিক করতে হবে। আমার মনে হয় পুলিস কমিশনারকে অনুরোধ করা উচিত যাতে তিনি এখানে আসেন। এখানে আমরা যতটা না ক্ষতিগ্রস্থ কয়লার এলাকায় মানুষকে তার থেকে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে। শুধু ঈশ্বরপুকুর নয় এই পুরো এলাকা জুড়ে শান্তি কমিটি কাজ করবে।

অর্ক আলোচনা শুনছিল। এর অনেকটা সে টুকরো টুকরো ভাবে আগে শুনেছে। একটা লোক কিভাবে শক্তি প্রয়োগ করে একটা অঞ্চলকে ক্রীতদাস করে রেখেছিল এবং তার ইচ্ছায় সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হত তা শুনলে মাথা ঠাণ্ডা রাখা যায় না।

রাত বাড়ছিল। অর্ক উঠে পড়ল। তার কাঁধের ব্যথা শুরু হয়েছে। মুখে তেতো স্বাদ। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে এখন। সুবল বলল, 'আমরা এখনই তোমাকে সক্রিয় হতে বলছি না। তোমার মা সুস্থ হয়ে উঠুন।'

অর্ক মাথা নাড়ল তারপর নির্মলের সঙ্গে বেরিয়ে এল। নির্মল বলল, 'শালাকে সেদিনই খতম করা যেত যদি ওই পুলিস অফিসারটা না বাঁচাত।'

অর্ক নিচু গলায় বলল, 'কিন্তু কথা হল আমরা এতদিন কি করছিলাম! আমাদের দাদারা এত অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করছিল কেন ?'

'মাল্লু। মাল্লুর লোভে সব শালা চুপ করে ছিল। এখন পাবলিক খেপেছে বলে সব্বাইকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু কয়লা যখন ছাড়া পাবে তখন কি হবে তাই ভাবছি। শালা তো বদলা নেবেই। আর উত্তেজনা কমে গেলে পাবলিক ভেড় য়া হয়ে যায়। তদ্দিনে শান্তিকমিটি থাকলে হয়।' নির্মল চিন্তিত হল।

'আগেই খারাপটা ভাবছেন কেন ? কয়লাকে আমরা এই এলাকায় ঢুকতে দেব না। মানুষ যদি আবার ভুল করে তাহলে তাদেরই ঠকতে হবে।'

রাস্তা ফাঁকা। মাঝে মাঝে শান্তিকমিটির সদস্যদের লাঠির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। হঠাৎ অর্ক সচকিত হল। জড়ানো গলায় চিৎকার ভেসে আসছে সামনে থেকে। ওরা তখন তিন নম্বরের সামনে এসে পড়েছিল। সেই মাতালটি আসছে। টলতে টলতে কোনরকমে শরীরটা নিয়ে চলে আসছে তিন নম্বরে। অর্ক দেখল ওর বউ ঠিক এই ভঙ্গীতে বস্তির গলিতে দাঁড়িয়ে আছে স্বামীর অপেক্ষায়।

এরকম একটা দিনেও লোকটা মদ খেয়ে ফিরতে পারল ? অর্ক অবাক হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বেধড়ক পিটিয়ে লোকটাকে জ্ঞানে ফিরিয়ে আনার দরকার। কিন্তু তার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। লোকটির বউ অর্ককে দেখে ছুটে এল। দুহাত জড়ো করে বলল, 'তোমার পায়ে পড়ি ওকে কিছু বলো না। আমরা আজ সারাদিন খাইনি। আর পাচ্ছি না।'

বলতে বলতে বউটা কেঁদে ফেলল। অর্ক নির্মলের দিকে তাকাল। এবং ঝপ করে ওর সমস্ত উত্তেজনা থিতিয়ে গিয়ে অদ্ভুত ক্লান্তি ফিরে এল। নির্মলের কাছ থেকে ইশারায় বিদায় নিয়ে অর্ক গলিতে ঢুকে পড়ল।

আর একটা রাত অভুক্ত কাটল অর্কর। অভুক্ত এবং নির্ঘুম।

ওর কানে একটা কথাই বারংবার বাজছিল, আমরা আজ সারাদিন খাইনি। ঘুম আসছিল না তার। একটা কথা হঠাৎ তার মাথার মধ্যে চলকে উঠল। কয়লাদের পাড়া থেকে মেরে তাড়ানো হয়েছে শান্তির জন্যে। শুধু শান্তিতে কি হবে যদি মানুষ অভুক্ত থাকে ?

এই যে বউটা আর তার বাচ্চাগুলো না খেয়ে আছে তার জন্যে দায়ী কে ? ওই মাতালটা ? তাহলে মাতালটাও সমাজবিরোধী। আবার মাতালটির যে যুক্তি তাতে আর একজনকে সমাজবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। বাইরের সমাজবিরোধীদের চোখে পড়ে, ভেতরের সমাজবিরোধী তো আরও মারাত্মক, কিন্তু তাদের কথা কেউ ভাবে না কেন ?

www.MurchOna.com

॥ চুয়ান্ন ॥

সকালে একবার চোখ মেলেছিল অর্ক। ছায়া ছায়া অন্ধকার সামনে। একটা আলোর ফুলকি যেন দ্রুত এগিয়ে এসে মিলিয়ে গেল আচমকা। তারপর আর খেয়াল নেই। মাঝরাতে কখন যে তার জ্বর এসেছে জানে না।

কিন্তু সারা রাত ধরে সে মাধবীলতাকে দেখে গেছে। মাধবীলতা তার সেবা করছে। মাথা ধুইয়ে দিচ্ছে, হাত বোলাচ্ছে কপালে। মাকে সব সময় কাছাকাছি পেয়ে একধরনের আরাম ওকে পেয়ে বসেছিল। ভোরে চেতনটা স্বচ্ছ হতে হতে আবার যখন হারিয়ে গেল তখন চমৎকার এক জগতে চলে এল সে। সেখানে কোন ছায়াজড়ানো অন্ধকার নেই, কোনও আলোর ফুলকি নেই। নিরুপদ্রব একটা ঢিলে শান্তি।

দরজায় ধাক্কা বাড়তে লাগল। সেই সঙ্গে চিৎকার, নাম ধরে ডাকা। অর্ক চোখ খুলল। যেন লেপ সরিয়ে সূর্যর মুখ দেখা। মাথার ভেতরে ঢং করে কিছু একটা বাজল। কনুই-এ ভর দিয়ে সে উঠে বসতেই প্রথম টের পেল, তার জ্বর হয়েছে। এবং রাত্রে যে জ্বরটা বেশ ছিল সেটাও বোঝা যাচ্ছে। হাতের তেলো, আঙুল কেমন অসাড়, মাথার ভেতরটা ভীষণ ভারী। শূন্য ঘরে একটা চাপা আরো ছেটানো। আর কেউ নেই। এবং তখনই তার খেয়াল হল মা হাসপাতালে এবং সেখানে তার সকালেই যাওয়ার কথা ছিল। বাইরে তখনও শব্দ হচ্ছে, তার নাম ধরে ডাকছে অনেক। অর্ক চোখ বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'কি হয়েছে তোমার? দরজা খুলছ না কেন?'

অর্ক পরমহংসকাকুর গলা চিনতে পারল। পরমহংসকাকু এখানে কেন? মুহূর্তেই মাথার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেল। সে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে দেখল শরীর টলে যাচ্ছে, কোন রকমে খাটটা ধরে নিজেকে সামলালো। পরমহংস এখন আবার ডাকছে, 'কি হয়েছে অর্ক, অর্ক?'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালো সে। তারপর কোন রকমে দরজার কাছে পৌঁছে খিল নামিয়ে দিতেই মনে হল চোখ পুড়ে যাবে, বাইরে কড়া রোদ।

অন্তত আট নয়জন বাইরে দাঁড়িয়ে। পরমহংস ঘরে ঢুকে ওর দিকে তাকাল, 'কি হয়েছে তোমার? জ্বর?' কপালে হাত দিয়ে পরমহংস গম্ভীর হয়ে গেল, 'হুঁ, বেশ জ্বর আছে দেখছি। এসো, শুয়ে পড়ো, দাঁড়িয়ে থেকো না।'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'আমার তেমন কিছু হয়নি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। শোবে এসো।'

নিতান্ত অনিচ্ছায় অর্ক খাটে ফিরে এল। ওর ইচ্ছে করছিল স্বাভাবিক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে কথা বলতে। কিন্তু সেটা যে সম্ভব হচ্ছিল না। পরমহংস জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে জ্বরটা বাধালে?'

অর্ক ফ্যাকাশে হাসল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'হাসপাতালে গিয়েছিলেন?'

পরমহংস মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। তারপরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে, 'আপনাদের একজন কেউ ডাক্তার ডেকে আনতে পারবেন?'

অর্ক তাকিয়ে দেখল ন্যাড়া দরজায়। এখন চোখ সয়ে নিয়েছে অনেকটা। মাথাটাও সামান্য হালকা লাগছে। সে বলল, ডাক্তার ডাকার দরকার নেই। একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু তোমার এটা হল কি করে? একটু আগে শুনলাম কারা নাকি তোমাকে ছুরি মেরেছে?'

'হ্যাঁ।'

'মায়ের যখন এই অবস্থা তখন তুমি ঝামেলার মধ্যে যাও কেন?' পরমহংস বিরক্ত হল, 'ওই উদ্ভের জন্যে জ্বর আসেনি তো?'

অর্ক কাঁধে হাত দিল। না, তেমন ব্যথা লাগছে না। গতকাল হাসপাতালেও বলেছিল ছুরিটা বেশী দূর ঢোকেনি। এখন একটা চিনচিনে অনুভূতি ছাড়া কিছু নেই।

অর্ক বলল, 'না, তার জন্যে কিছু হয়নি।'

পরমহংস বলল, 'ঠিক আছে, তোমার কি কি অসুবিধে হচ্ছে বল আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলছি। তোমার তাড়াতাড়ি সেরে ওঠা দরকার এখন।'

'কেন?' অর্কর খেয়াল হল পরমহংস তার প্রশ্ন তখন এড়িয়ে গিয়েছে। মা কেমন আছে বলেনি।

'বাঃ তোমার মা অসুস্থ আর তুমি পড়ে থাকলে চলবে?'

www.MurchOna.com

'মা কেমন আছ ?' পরমহংসর চোখের দিকে তাকাল অর্ক।

'এ সময় কেমন থাকে নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারো। কি কি অসুবিধে বোধ করছ বল, আমি ডাক্তারখানায় যাচ্ছি।'

'আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমি ঠিক আছি।'

'অদ্ভুত ব্যাপার! কাল রাত্রে কিছু খেয়েছিলে ?'

'না।'

'চমৎকার। ঠিক আছে, তুমি বিশ্রাম নাও। আজকে তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে না। তেমন দরকার হলে আমি খবর দেব। আমি তোমার ওষুধ আর খাবার এনে দিচ্ছি। দয়া করে সেগুলো খেয়ো।'

'পরমহংসকাকু, মা কেমন আছে সত্যি করে বলুন।'

'বললাম তো, এখনও কিছু বলতে পারল না। এই সব সেন্টিমেন্টাল আদর্শবতী মেয়েরা চিরকাল পৃথিবীতে সাফার করে যাবে। ঠিক আছে, ওদিকটা আমি দেখছি। তুমি এখন শুয়ে পড়।'

খানিক বাদে পরমহংস কয়েকটা জ্বরের ট্যাবলেট আর খানিকটা খাবার কিনে দিয়ে বলে গেল বিকেলে আবার আসবে। অর্ক যেন একটুও না ভাবে এ সব ব্যাপার নিয়ে।

দরজা থেকে ভিড়টা সরে গেলেও ন্যাড়া ছিল পাশে। খাটে শুয়ে ন্যাড়ার দিকে তাকাল অর্ক। ছেলেটা খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই নিজেকে মাস্তান করে নেবার জন্যে প্রাণ পণে চেষ্টা চালাচ্ছিল। কিন্তু এখন ওকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে। একটু নিষ্প্রভ, ভেঙ্গে পড়া ভাব।

অর্ক জিজ্ঞাসা করল, 'কি খবর ?'

'পাড়াটা মাইরি পাল্টি খেয়ে গেছে।'

'মানে ?'

'কেউ আর রোয়াব নিচ্ছে না।

'তোর অসুবিধে হচ্ছে ?'

'দূর, নিজেকে কেমন ধুর মনে হচ্ছে। অঙ্কদা, তুমি আবার একটা উপকার করে দেবে ?'

'কি উপকার ?'

'আমাকে শান্তি কমিটির ভলেন্টার করে দাও।'

'কেন ?'

'তাহলে কাজ করতে পারি।'

'ওদের গিয়ে বল।'

'ওরা আমাকে নেবে না। বলছে বাচ্চাদের দরকার নেই। শালা, আমি কি বাচ্চা ? তুমিই বল ?'

অর্ক চোখ বন্ধ করল, 'আমি ভাল হই তারপরে দেখব।'

ন্যাড়া একটু ইতস্তত করে বলল, 'বিড়ি খাবে ?'

অর্ক ঘাড় নাড়ল।

ন্যাড়া আবার বলল, 'কোয়াদা হাওয়া হয়ে গিয়ে আমাকে ডুবিয়ে দিল।'

'কেন ?'

'কোয়াদাই তো পয়সা দিত আমাকে।'

অর্ক আর কিছু বলল না। ন্যাড়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার শরীর খারাপ লাগছে ?'

'কেন ?'

'খাবারগুলো খাবে ?'

'দেখি।'

'না খেলে আমাকে ডেকো।' বলে ন্যাড়া বেরিয়ে গেল।

অর্ক চুপচাপ পড়ে রইল। ওর হঠাৎ মনে হল, ভারতবর্ষে তিন শ্রেণীর মানুষ ভালভাবে বেঁচে থাকে। এক, যাদের প্রচুর টাকা আছে, যা ইচ্ছে প্রয়োজনে কিনে নিতে পারে। দুই, যারা শিক্ষিত এবং শিক্ষাটাকে বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার করে সমাজে ঠাঁই করে নিতে পেরেছে। তিন, কয়লার মত মাস্তানরা, যারা যে-কোন জায়গায় যেতে পারে, যাদের অনেকের প্রয়োজন হয়।

আজকের ন্যাড়ারা যাদের বিদ্যা নেই, অর্থ নেই তারা এই তৃতীয় পথটাকে বেছে নিতে চাইছে বেঁচে থাকার রাস্তাটা খুঁজে পাওয়ার জন্য। তাই একজন কয়লা চলে গেলে দশজন কয়লা তার

www.MurchOna.com

জায়গা নেবে। মহাভারত না রামায়ণ কোথায় যেন গল্প আছে, একটা রাক্ষসের মাথা কাটামাত্র দশটা মাথা গজিয়ে উঠত। সেই রকম সমাজবিরোধীদের দূর করা সম্ভব নয়। এরা থেকেই যাবে। হঠাৎ তার মনে হল, যদি প্রথম দলটাকে পৃথিবীর থেকে সরিয়ে দেওয়া যেত তাহলে বোধ হয় তৃতীয় দলটা আর জন্মাত না। কারণ, প্রথম দলের টাকার ওপর তৃতীয় দল এত রোয়াবি দেখিয়ে বেড়ায়।

ঘুম ভাঙতেই অর্কর মনে পড়ল তার জ্বর হয়েছিল। এখন ভরদুপুর। সকালে ন্যাড়া চলে যাওয়ার পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে জানে না। এখন প্রচন্ড খিদে এবং অবসাদ, শরীরের উত্তাপ সাধারণ। এই সময় দরজায় শব্দ হতেই ও চোখ খুলল। পাল্লা একটু একটু করে উন্মুক্ত হয়েই বন্ধ হল। দরজায় দাঁড়িয়ে ঝুমকি। ঝুমকির মুখ চোখ এবং দাঁড়াবার ভঙ্গীতে এমন একটা চোর চোর ভাব যে অর্ক বিছানায় উঠে বসল।

'তোমার জ্বর হয়েছে?' ঝুমকির গলা কাঁপছে।

'ও কিছু না। কি ব্যাপার?'

'তোমাকে দেখতে এলাম।'

'কেন?'

'বাঃ, কারো অসুখ করলে দেখতে আসব না?' ঝুমকি আবার বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল টেবিলটার দিকে, 'এ কী, এই সব খাবার পড়ে আছে কেন? খাওনি?'

অর্ক মুখ ফিরিয়ে খাবারগুলো দেখতেই ওর খিদেটা প্রবলতর হল। কিন্তু তার আগে মুখ ধোওয়া দরকার কাল দুপুরে বালতিতে জল আনা হয়েছিল। সেটা জন্যে অর্ক বিছানা থেকে নামতে যেতেই ঝুমকি হাঁ হাঁ করে ছুটে এল, 'ওমা, জ্বর গায়ে নামছ কেন?'

'জ্বর নেই এখন, মুখ ধোব।'

'দেখি কপালটা। হুম, জ্বর নেই কিন্তু ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। তোমাকে নামতে হবে না আমি জল এনে দিচ্ছি। ওই বালতিতে জল আছে, না?'

অর্ক হাত নাড়ল, 'আমি নিজেই নিতে পারব।'

কয়েক পা হাঁটতে গিয়ে মাথার ভেতরটা যেন টলমলে হয়ে গেল। বালতি থেকে এক মগ জল নিয়ে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে মুখ ধুচ্ছিল অর্ক। ওপাশ থেকে অনুপমা জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ?'

অর্ক ঘাড় নেড়ে ভাল বলল। তারপর ঘরে ফিরে আসতেই ঝুমকি ইশারা করতে লাগল দরজাটা বন্ধ করে দিতে। অর্ক অবাক হয়ে নীরবেই প্রশ্ন করল, 'কেন?' কিন্তু ঝুমকি বারংবার বলায় তার হাত পাল্লা দুটো টেনে দিল।

এবার হাসি ফুটল ঝুমকির মুখে, 'আমি তো খারাপ মেয়ে, আমি যদি তোমার ঘরে আসি তাহলে লোকে বদনাম করবে তোমার।'

অর্কর মনে পড়ল সেদিন এই রকম কথা বলেছিল সে ঝুমকিকে, আজ ও এটা ফিরিয়ে দিল। তবে কথাটা এরকম হয়েও ঠিক এ রকম ছিল না।

'তাহলে এলে কেন?'

'না এসে পারলাম না।'

'কেন?'

'তোমার অসুখ হয়েছে শুনলাম, তাই।'

'এসেছ যখন তখন এত চোরের মত এলে কেন?'

'লোকে আমাকে নিয়ে খারাপ ভাবতে ভালবাসে। তুমি তো এখন হিরো, কয়লার লোক ছুরি মেরেছে, সমাজবিরোধী তাড়াচ্ছো, আমি এলে তোমার বদনাম হবে।'

'তুমি খারাপ মেয়ে হলে তোমাকেও তো তাড়াতে হয়।'

'তার মানে?'

'সমাজবিরোধী মানে শুধু গুণ্ডা বদমাস মাস্তান নয় সমাজের যারা ক্ষতি করে তারা সবাই। তুমি যদি খারাপ মেয়ে হও তাহলে তুমি নিশ্চয়ই সমাজের ক্ষতি করছ।'

ঝুমকি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, 'যারা খারাপ মেয়েদের সঙ্গে খারাপ কাজ করতে যায়, তারা?'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'তারাও।'

www.MurchOna.com

'যারা ঘুষ নেয় ?'

ঘুষ ? সঙ্গে সঙ্গে অর্কর চোখের সামনে সেদিনের সেই পুলিসটার চেহারা ভেসে উঠল। লোকটা তো প্রকাশ্যেই হাত বাড়িয়ে ঘুষ নেয়। যারা ঘুষ নেয় তারা যদি সমাজবিরোধী হয় তাহলে সেই পুলিসও সমাজবিরোধী। সে পুলিস অফিসার কয়লাকে আড়াল করতে চেয়েছিল সে-ও সমাজবিরোধী। এ পাড়ার মিত্তিরবাবু সরকারি অফিসে কেরানির কাজ করে নাকি বেশ ঘুষ নেন। তিনিও সমাজবিরোধীদের লিস্টে উঠে যাবেন। অর্কর মাথাটা অপরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে মুখে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি তো আর ক্যাবারে নাচতে যাই না। এক মাসের ওপর তৃষ্ণাদির ফ্ল্যাটে যাই নি। তবু আমি খারাপ মেয়ে হব ?'

'এ সব বন্ধ করলে কেন ?'

'অনেক পরে বুঝলাম আমার দ্বারা ক্যাবারে হবে না।'

'কেন ?'

'সে তোমাকে বোঝাতে পারব না।'

'বাড়িতেই থাক ?'

'না।'

'তাহলে ?'

'ম্যাসেজ করি।'

'ম্যাসেজ ?'

'হ্যাঁ। বড়লোকের বউদের। মাসে চারদিন গেলে একশ টাকা পাওয়া যায়। এইটে অবশ্য তৃষ্ণাদি শিখিয়ে দিয়েছে। আর এই লাইনে কাজ খুব।'

অর্ক খাবারে প্যাকেটটা হাতে নিল, 'তুমি খাবে ?'

'না।'

'আমার খিদে পেয়েছে, খাচ্ছি!'

'নিশ্চয়ই।' ঝুমকি দরজার দিকে তাকাল, 'এবার আমি যাই।'

অর্ক হাসল, 'এলেই বা কেন আর যাচ্ছই বা কেন ?'

'থাকতে তো বলছ না।' ঝুমকি মাথা নাড়ল, 'আমাকে এখন গড়িয়ায় যেতে হবে।'

'গড়িয়া ? সে তো অনেক দূর।'

'হুঁ। সেখানে একটা বউকে ম্যাসেজ করতে হবে।'

'এসব কাজ কি ভালো ?'

'ভালো ? কারও শরীর টিপতে কি ভাল লাগে ? কিন্তু বাড়িতে অভাব হাঁ করে বসে আছে। এখন আমি না যেতে চাইলে মা জোর করে পাঠায়। আচ্ছা, আমার শরীরটা কি খুব খারাপ ?'

'মানে ?' অর্ক হতভম্ব হয়ে ঝুমকিকে দেখল। বেশ স্বাস্থ্যবতী মেয়ে।

'এই শরীর দেখেও তো কেউ বলতে পারত, এসো মন্ত্র পড়ে বিয়ে করি তোমাকে। ফুর্তি লোটা ছাড়া আমাকে দেখে কেউ কিছু ভাবতে পারে না কেন ?'

'তোমার বিয়ে করার খুব ইচ্ছে, না ?'

'আমার মত মেয়ের বাঁচার তো কোন আশা নেই, ওই ইচ্ছেটুকু সম্বল।'

কথাগুলো বলতে বলতে যেন সচেতন হল ঝুমকি। অর্কর মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কথাবার্তা আজকাল অন্যরকম হয়ে গেছে।'

'কি রকম ?'

'কেমন বয়স্ক ভদ্রলোকের মতন। বস্তির রকের ছোঁড়াদের মত কথা আর বলো না। এত জলদি কিভাবে পাল্টালে গো ?'

গো শব্দটা শুনে অর্কর কেমন অস্বস্তি হল। ঝুমকির শব্দটায় যেন কিলবিলে কিছু মেশানো ছিল। সে বলল, 'তুমি এবার যাও, আমি ঘুমুবো।'

'ঘুম পাড়িয়ে দেব ?' চোখের কোণে হাসল ঝুমকি।

'এসব ইয়ার্কি আর ভাল লাগে না।'

www.MurchOna.com

'কি কি ইয়ার্কি ভাল লাগে ?

'কি আজে বাজে বকছ। আমাকে এখন একটু একা থাকতে দাও।'

ঝুমকি মাথা নাড়ল তারপর দরজার দিকে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল, 'তুমি তো ভদ্রলোকের ছেলে, ভগবানের অভিশাপে এই বস্তিতে আছ। তোমার সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। কিন্তু তুমি আমার উপকার করেছ, তাই দেখতে আসি।'

অর্ক কোন উত্তর দিল না। ঝুমকির গলা যেন বদলে গেছে আচমকা। ঝুমকি এবার খুব নিচু স্বরে বলল, 'তুমি আমার একটা কথা রাখবে ?'

'কি কথা ?'

'বল রাখবে!'

'আশ্চর্য। কথাটা না শুনলে রাখব কিনা বলতে পারি ?'

'কোন কোন সময় অত না ভাবলেও তো চলে।'

'বেশ বল, কি কথা।'

'আমি তোমাকে আর কখনও বিরক্ত করব না। আমি জানি এভাবে এলে তোমার খুব অস্বস্তি হয়। বেশ, কথা দিচ্ছি, আমি আর আসব না।'

অর্ক বলল, 'কিন্তু আমাকে কি কথা রাখতে হবে ?'

ঝুমকি হঠাৎ চোখ বন্ধ করল। অর্কর মনে হল ওর শরীরটা কেঁপে উঠল যেন। তারপর সেই অবস্থায় মাথা নেড়ে বলল, 'না, কোন কথা রাখতে হবে না।'

ঝুমকির নীরবে চলে যাওয়া অর্ককে খুব একটা নাড়ালো না। শুধু মনে হল, মেয়েটা অদ্ভুত। ওর খেয়াল হল, ঝুমকি ঘরে এসে একবারও মায়ের খবর নেয়নি। মাধবীলতা কেমন আছে এই প্রশ্নটা যেখানে খুব সামান্য চেনা মানুষ দেখা হলে করছে সেখানে ঝুমকি এ ব্যাপারে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করল না। ও যেন সব সময় নিজেকে নিয়েই থাকে। ঝুমকির মুখ চোখ মনে করে অর্কর মনে কেমন একটা অনুভব জন্ম নিল এই মুহূর্তে। আজকে মেয়েটা হাবেভাবে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে সে ওকে ভালবাসে। বিলু যাকে বলে মহব্বত।

যাচ্চলে! মেয়েটা আর জায়গা পেল না। ও বোধহয় জানে না তার ঠিকঠাক বয়স কত। ঝুমকি নিঃসন্দেহে তার চেয়ে বয়সে বড়। আর এটা ভাবতেই ওর মনে ঊর্মিমালার মুখ ভেসে উঠল। ঊর্মিমালা যদি ঝুমকির মত ব্যবহার করত! অসম্ভব। ঊর্মিমালারা চিরকাল অন্য ছেলের সঙ্গে মাথা উঁচু করে হেঁটে যাবে।

ঊর্মিমালাকে সে চাইতে পারে নাকি আছে তার! বিদ্যে নেই, অর্থ নেই এবং জন্মটাই তো প্রহেলিকায় জড়ানো। অর্ক, তোমার বাবার নাম কি ? কে তোমার বাবা ? কার কাছে তুমি ঋণবদ্ধ ? কার উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে তুমি পৃথিবীতে এসেছ? এই জন্মে তুমি তোমার পূর্বপুরুষের কাছে পেয়েছ? কি নিয়ে এগোবে ?

কেউ তোমাকে কিছু দেয়নি। এই পৃথিবীতে তুমি না এলে কারো কোন ক্ষতি হতো না। বিন্দুমাত্র না। ঊর্মিমালারা তাই তোমাদের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে সরে যাবে। আর ওরা যত দূরে যাবে তত মিস ডি হতে চাওয়া বয়স্কা মেয়েরা এগিয়ে আসবে।

অর্ক চিৎকার করে উঠল, 'দূর শালা। কাউকে কেয়ার করি না আমি। কারো কাছে কিছু চাই না।' যেন সামনে অনেক সুখহীন মানুষ দাঁড়িয়ে।

তারপর পড়ন্ত দুপুরে বেরিয়ে পড়ল সে রাস্তায়। ওর শরীরের তাপ তখন কমে এলেও কেমন একটা জ্বলুনিতে ছটফট করছিল সে।

একটা ঘোরের মধ্যে ঈশ্বরপুকুর লেন দিয়ে বেরিয়ে এল অর্ক। ঠিক মোড়ের মাথায় আসতেই ও চমকে উঠল। একটা লোক ক্রাচ বগলে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। বাবা! বুকের মধ্যে ধক করে উঠতেই ও হেসে ফেলল। কে বাবা ? কার বাবা ? আমার কোন বাবা নেই।

লোকটা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়েই খেপে গেল, 'এই যে ভাই, হাসছ কেন ? খোঁড়া বলে খুব হাসা হচ্ছে ?'

অর্ক মাথা নাড়ল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ছেলের নাম কি ?'

'ছেলে ?' লোকটা হতভম্ব, 'আমি বিয়েই করিনি তো ছেলে আসবে কোত্থেকে!'

www.MurchOna.com

॥ পঞ্চান্ন ॥

ট্রামে উঠেই মাথা গরম হয় গেল অর্কর। চারজন লোক বসেছিল সামনে, কণ্ডাক্টর টিকিট চাইতেই তারা চোখ মটকে হাসল। কণ্ডাক্টর দ্বিতীয়বার চাইতেই একজন বলল, 'পরে দেব, বুঝতে পারছেন না?'

'কোথায় যাবেন?'

'এসপ্লানেড।'

'এক টাকা দিন। তবে চেকার উঠলে টিকিট কাটতে হবে।'

'এক টাকা কেন? ফিফটি ফিফটি করুন। আশি পয়সা। নামবার আগে দিয়ে যাব।' লোকটা দাঁত বের করে হাসতে কন্ডাক্টর সরে এল অর্কর সামনে, 'টিকিট!'

অর্ক লোকটার দিকে তাকাল। বছর তিরিশের নিরীহ চেহারা। যে চারটে লোকের কাছ থেকে ও ফিরে এল তাদের বয়স চল্লিশের মধ্যে। কণ্ডাক্টর বিরক্ত গলায় বলল, 'কোথায় যাবেন?'

অর্ক চোখে চোখ রাখল, 'ওদের কাছ থেকে টিকিট নিলেন না কেন?' কেমন থতমত হয়ে গেল কণ্ডাক্টর। প্রশ্নটা বেশ জোরে হওয়ায় ট্রামের অন্য লোকগুলো এদিকে তাকিয়েছে। সেই চারজনও অনেকটা অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে অর্ককে দেখছে। শেষ পর্যন্ত কণ্ডাক্টর বলল, 'আপনার টিকিট করুন, ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'

বেলগাছিয়া ব্রিজের ওপর দিয়ে হু হু করে ট্রাম ছুটছিল। এক্ষুনি আর জি কর এসে যাবে। অর্কর রাগ আরও বাড়ছিল, 'চমৎকার, আপনি প্রকাশ্যে পয়সা খাচ্ছেন, ট্রাম কোম্পানিকে ঠকাচ্ছেন আর কিছু বলা যাবে না?'

এবার লোকটা প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে ফেলল। অর্ক অন্য যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই লোকটিকে চিনে রাখুন। এ সমাজবিরোধী। ঘুষ নিয়ে ট্রামের লোকসান বাড়াচ্ছে। আর ওই চারজনও তাই। ভদ্রলোকের চেহারা নিয়ে হাফ টিকিটে বেড়াতে যাচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে রব উঠল, ঠিক বলেছে। এই জন্যে টিকিটের দাম বাড়ে। এদের ধরে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। আরে মশাই, কাকে বলবেন? সবখানেই তো দুনম্বরী ব্যাপার। মরালিটি শব্দটা এখন উঠে গেছে। পঁয়ত্রিশ পয়সা এগিয়ে দিতেই কণ্ডাক্টর টিকিট ছিঁড়ে দিল। ওর মুখ শুকিয়ে গেছে। আর জি কর আসতেই কণ্ডাক্টর ফিরে গেল চারজনের কাছে, 'টিকিট দিন। আপনাদের জন্যে বেইজ্জত হতে হল।'

ট্রাম থেকে নেমে পড়ল অর্ক। পাঁচটা সমাজবিরোধীকে নিয়ে এক নম্বর ট্রামটা এসপ্লানেডের দিকে চলে গেল। অর্ক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সেই ট্রাফিক পুলিসটা আজ দাঁড়িয়ে নেই। আর একটা সমাজবিরোধী। তবে তার জায়গায় যে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে অনেকটা আগের লোকটার মতনই।

এখনও বোধ হয় ভিজিটিং আওয়ার্স শুরু হয়নি। কিন্তু এর মধ্যে চত্বরে বেশ ভিড় জমেছে। পিচের পথটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অর্ক বুঝতে পারল তার শরীরটা যতটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল বলে মনে হয়েছিল ততটা হয়নি। মাথার ভেতরে দপদপানি শুরু হয়েছে, গা গোলাচ্ছে, জিভে তিক্কুটে স্বাদ।

খানিকটা এগোতেই মাথাটা এমন ঘুরে গেল যে অর্ক হাসপাতালের বারান্দায় বসে পড়ল পা ঝুলিয়ে। তার এখন জ্বর নেই কিন্তু শরীরে সামান্য শক্তি অবশিষ্ট নেই। অর্ক অলস চোখে হাসপাতাল বাড়িটার দিকে তাকাল। এটাও তো একটা দু'নম্বরের আড়ত। তোমার ন্যায্য পাওনা তুমি পাবে না। অথচ ধরার লোক আর পকেটে টাকা থাকলে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। আর এই হাসপাতালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অর্কর মনে বিলাস সোমের মুখটা ভেসে উঠল। লোকটা এক নম্বর না দুনম্বর ছিল সেটা বোঝা বড় গোলমেলে।

মিনিট দশেক বসে থাকার পর একটু আরাম হল। অর্ক খানিকটা এগোতেই কোয়া এবং বিলুকে দেখতে পেল। ওদের চেহারা একদিনেই বেশ জীর্ণ হয়েছে। দুজনে একটা সিঁড়িতে বসে ছিল। ওকে দেখেই তড়াক করে উঠে এল।

বিলু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাকি জ্বর হয়েছে খুব?'

'কে বলল?'

'ওই ন্যাটা লোকটা। তোমাদের বোধ হয় আত্মীয় হয়।'

www.MurchOna.com

পরমহংস কাকুর সঠিক পরিচয় পেয়ে হাসল অর্ক। তারপর মাথা নাড়ল, 'ওঁকে দেখেছিস তোরা?'

বিলু বলল, 'না। এ বেলায় দেখিনি। বারোটা একটা অবধি ছিল।'

'কেন?' অর্ক বুঝতে পারল না অত বেলা পর্যন্ত পরমহংসকাকু কেন থাকবে?

'তোমার মায়ের কেসটা বোধ হয় ভাল নয়।'

সঙ্গে সঙ্গে অর্কর বুকের ভেতরটা অসাড় হয়ে গেল। সে সাদা চোখে হাসপাতাল বাড়ির দিকে তাকাল। ভিজিটিং আওয়ার্স শুরু হয়েছে। লোকজন ভেতরে ঢুকছে। মাকে কি বিছানায় আনা হয়েছে? অর্ক আর দাঁড়াল না। কোয়াদের সেখানেই রেখে ও হাসপাতালের বারান্দায় উঠে এল। গেটে যে দারোয়ানটা থাকে সে এর মধ্যেই বোধ হয় অর্ককে চিনে গিয়েছে। কারণ কখনই কোন প্রতিরোধে সামনে দাঁড়াতে হয়নি অর্ককে ঢোকার সময়। ওষুধের বিটকেল গন্ধে ডুবে ডুবে অর্ক মাধবীলতার বিছানার সামনে এসে অবাক হয়ে গেল। একটি বিশাল চেহারার মহিলা বাবু হয়ে বসে ছানা খাচ্ছেন।

অর্ক অসহায় চোখে তাকাল চারপাশে। দেখতে আসা মানুষেরা যেন মেলা বসিয়েছে চারধারে। কিন্তু মাধবীলতা নেই। তার মানে অপারেশনের পর মাধবীলতাকে আর বিছানায় ফিরিয়ে আনা হয়নি।

অর্ক বাইরে বেরিয়ে এল। গেটের বাইরে তখন পরমহংস আর সৌদামিনী দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে পরমহংস এগিয়ে গেল, 'তোমার শরীর এখন কেমন আছে?'

'ভাল। মা— ?'

পরমহংস আড়চোখে সৌদামিনীর দিকে তাকাল। সৌদামিনীর মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। অর্কর বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। সে আবার প্রশ্ন করল, 'মায়ের কি কিছু হয়েছে?'

সৌদামিনী এবার কথা বললেন। ওঁর ঠোঁট সামান্য নড়লেও শব্দগুলো ঠিকঠাক বেরিয়ে এল, 'আমাদের এখন যে কোন পরিস্থিতি জন্যে তৈরি হতে হবে।'

'মানে?'

'এটা তো খুবই সরল। মেয়েটা সারাজীবনে তোমাদের জন্যে এত রক্ত দিয়েছে যে আজকে নিজের জন্যে লড়াই করার শক্তিটুকুও নেই।'

হঠাৎ অর্কর মনে হল সৌদামিনী যেন আঙুল তুলে বলছেন, 'তুমি এবং তোমরা মাধবীলতার মৃত্যুর জন্যে দায়ী হবে।'

দুহাতে মুখ ঢাকল অর্ক। ওর সমস্ত শরীর কাঁপছিল। মা না থাকলে পৃথিবীটার চেহারা যে অন্যরকম হয়ে যাবে। কাঁধে হাত রাখল পরমহংস, 'ভেঙ্গে পড়ো না। ওকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে। একবার সেন্স আসতেই অনিমেষের নাম ধরে ডেকেছিল।'

অর্ক ঠোঁট কামড়ালো। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তারবাবু কি হাসপাতালে আছেন?'

'হ্যাঁ। মিসেস সেনগুপ্তা ওঁকে বাড়ি থেকে তুলে এনেছেন। এখন ওঁর হাসপাতালে আসার কথা নয়।'

'আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করব।'

অর্ক আর দাঁড়াল না। পথে কয়েকটা বাধা পেলেও ও একরোখা ভাব দেখিয়ে ডাক্তারের মুখোমুখি হয়ে গেল। ডাক্তার তখন নিজের ছোট্ট ঘরটিতে চোখ বন্ধ করে বসে ছিলেন। ভদ্রলোককে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

অর্ক সামনে দাঁড়াতেই ডাক্তার চোখ খুললেন, 'কি চাই?'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব।'

'এখানে কে আসতে দিল?'

'কেউ দেয়নি, আমি এসেছি। ডাক্তারবাবু, আমার মা বাঁচবে না?'

'কে তোমার মা?'

'মাধবীলতা, যার অপারেশন আপনি করেছেন।'

'ও। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।' ডাক্তারবাবু অর্ককে আর একবার দেখলেন, 'আমার পক্ষে যা করা সম্ভব আমি সব করেছি। এখন ভগবানই ভরসা।'

'মায়ের কি হয়েছে?'

www.MurchOna.com

'অনেক কিছু, তুমি বুঝবে না। তবে মোটামুটি জানো, ওঁর পেটে অনেকটা ঘা হয়ে গিয়েছিল। ওপেন করে আমি হতভম্ব হয়ে গেছি। এটা অনেকদিনের ব্যাপার। জেনেশুনে আত্মহত্যা করা হচ্ছিল।'

কথাগুলো বলতে বলতে ডাক্তারবাবুর যেন খেয়াল হল, 'তোমাকে সৌদামিনী সেনগুপ্তা কিছু বলেননি?'

'না।'

ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, 'তোমার বাবা এসেছেন?'

'বাবা?'

'হ্যাঁ, শুনলাম ওঁকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে, এসেছেন?'

অর্ক কথা বলল না কিন্তু শক্ত মুখে মাথা নাড়ল। ডাক্তার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'হু ইজ অনি?'

'কেন?'

'যখনই সেন্স আসছে তখনই অনি শব্দটা ওঁর মুখে শোনা গেছে। তোমার নাম কি অনি?'

অর্ক নিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আবার মাথা নাড়ল। খানিক আগে পরমহংসকাকু যখন ওই কথা বলেছিল ও বিশ্বাস করেনি। মা এখন বাবার কথা মনে করছে? পৃথিবীতে সবচেয়ে মায়ের কে আপন তা তো জানাই হয়ে গেলে। তাহলে মা কেন চলে এল বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে? কেন তার পরিচয়ের ওপর কালি ছিটিয়ে দিল? যে মানুষটাকে খবর পাঠাতে নিষেধ করেছে বারংবার সেই মানুষের নাম ধরে ডাকছে চেতনা ফিরলেই?

মায়ের ওপর তীব্র অভিমান অর্কর মনে জন্ম নিল। মা তার কথা একবারও ভাবল না? এই সময় তো প্রিয়জনের মুখ মনে পড়ে, সে কি মায়ের প্রিয়জন নয়? অর্কর বুকের ভেতর যেন ভাঙচুর চলছিল।

এই সময় আর একজন লোক ডাক্তারের সামনে দাঁড়াতেই তিনি নরম গলায় বললেন, 'মন শক্ত করো আর ভগবানকে ডাকো। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীতে এখনও মির‍্যাক্‌ল ঘটে।'

'আমি একবার ওঁকে দেখতে পারি?'

চোখ বড় হয়ে গেল ডাক্তারের, 'ইম্পসিবল।'

'একবার দেখব, একটুখানি। মাকে একবার দেখতে দিন।'

'ভেতরে যেতে দেব না আমি। বাইরে থেকে দেখতে পারো।' একটা বেয়ারা গোছের লোককে ডেকে নির্দেশ দিতে সে অর্ককে নিয়ে গেল অনেকটা পথ হাঁটিয়ে বিশেষ ঘরের সামনে। তারপর বলল, 'ওই জানলা দিয়ে দেখুন।'

জানলাটি কাঁচের। ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ঘরের ভেতর গোটা চারেক খাটে অসুস্থ মানুষেরা শুয়ে আছে। তাদের মুখে নাকে হাতে নানারকমের নল আটকানো। কিন্তু কাউকেই আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না, প্রত্যেকটা শরীর সাদা চাদরের আড়ালে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। অসুস্থ মানুষদের চেহারা এক রকম হয়?

অর্ক চেষ্টা করেও মাধবীলতাকে খুঁজে বের করতে পারল না।

দুটো পা যেন ভীষণ ভারী, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল অর্কর। ডাক্তার তো বলেই দিলেন তাঁর আর কিছুই করার নেই, এখন ভগবানই ভরসা। বিজ্ঞান কি কখনো ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে? তাহলে এ কেমন ডাক্তার? ডাক্তার বললেন, পেট ওপেন করে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের পেটের মধ্যে কি ছিল? যদি কিছু খারাপ হয়ে তাকে সেটা কি পাল্টানো যায় না? যদি তার পেটের যন্ত্রপাতি খুলে মায়ের পেটে লাগিয়ে দেওয়া যায়? অর্ক কেঁদে ফেলল। সে বুঝতে পারছিল যখন একজন ডাক্তার ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে বলেন তখন বিজ্ঞানের করার কিছু থাকে না।

এবং তখনই তার মনে দ্বিতীয় চিন্তার উদয় হল। মা এই সময়েও অর্ক বলে ডাকেনি। মায়ের মনের কোথাও সে নেই। যাকে মানুষ প্রচণ্ড ভালবাসে একমাত্র তার কথাই এই মুহূর্তে মনে পড়ে। মায়ের সঙ্গে বাবার ঝগড়া, সম্পর্ক ত্যাগ—এসবই তাহলে বানানো। আসলে মা যাকে ভালবাসতো তাকেই ভালবেসে যাচ্ছে। কিন্তু তাকে তো মা অন্যরকম শিখিয়েছিল। না, মা তাকে বাবার বিরুদ্ধে কোনদিন কোন কথা বলেনি। তার মন বিষাক্ত করার কোন চেষ্টা করেনি। কিন্তু সে তো বাবাকে মানতে পারেনি। তার চেতনায় মা এবং বাবা সেই রাত্রে সে নোংরা জল ছুঁড়ে দিয়েছিল তা থেকে তো সারাজীবন মুক্তি নেই। এই সময় ভেবেছিল মা এবং সে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়। আজ বোঝা

www.MurchOna.com

গেল সবই ভুল। আর এই প্রথম অর্ক অনিমেষকে হিংসে করতে লাগল। এবং অকস্মাৎ একটা নির্লিপ্তি তাকে গ্রাস করল। অর্ক চোখের জল মুছল কিন্তু সবকিছু সাদা হয়ে রইল তার চারপাশে।

বারান্দায় আসতেই নীপা মিত্র তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার?'

মাথা নাড়ল অর্ক, 'হ্যাঁ।'

'আমি বিশ্বাসে করি না তোমার মা চলে যাবে।'

'কে বলেছে চলে যাবে?'

নীপা মিত্র যেন হোঁচট খেল। তারপর অন্য রকম গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, ডাক্তারবাবু তোমায় কিছু বলেনি?'

'সেরকম কিছু বলেননি। শুধু ভগবানকে ডাকতে বললেন।'

'হ্যাঁ। ভগবানকে ডাকলে সব হয়। তুমি আমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যাবে?'

'কেন?'

নীপা মিত্র হতাশ চোখে তাকাল অর্কর দিকে। অর্কর ঠোঁটে তখন হাসি, 'মা বলেছে ভগবানের কোন বাড়ি নেই। দক্ষিণেশ্বরে গেলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে না। আর মা তো ঠাকুর দেবতা—।'

ঠিক সেই সময় সৌদামিনী এগিয়ে এলেন, 'অর্ক, এখন তো ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।'

অর্ক বলল, 'হ্যাঁ, তাই উনি দক্ষিণেশ্বরের কথা বলছিলেন।'

সৌদামিনী নীপা মিত্রকে দেখলেন, 'এ ব্যাপারে আমি কারো ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করতে চাই না। আমি শুধু ঈশ্বরকে ডাকার কথাই বলতে পারি।'

পরমহংস উঠে এসেছিল কাছে। বলল, 'একবার ডক্টর চক্রবর্তীর কাছে গেলে হতো না? শুনেছি উনি নাকি ও এব্যাপারে কিছু কিছু সাফল্য পেয়েছেন।'

সৌদামিনী বললেন, 'অ্যালোপাথি থেকে হোমিওপাথিতে শিফট করতে গেলে, দাঁড়ান, আগে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলি।'

দূরে একটা রিকশা আসছিল। রিকশাকে ঘিরে বেশ ভিড় এগিয়ে আসছে আউটডোরের দিকে। রিকশার ওপরে একটি এলিয়ে পড়া মানুষকে ধরে বসে আছে নিমু চাঅলা। অর্ককে দেখামাত্র ঈশ্বরপুকুরের কয়েকজন উত্তেজিত অবস্থায় ছুটে এল। তারা জানাল, 'কয়লার ছেলেরা চোরাগোপ্তা আক্রমণ করছে। একটু আগে শ্যামবাজারের মোড়ে হরেন ড্রাইভারের ছেলেকে ধরে কুপিয়েছে। নিমু চাঅলা একজনকে নিয়ে ওই সময় শ্যামবাজারে গিয়েছিল বলে ওরা প্রাণে মারতে পারেনি। আজকে কয়লার বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে বদলা হিসেবে। এরা সবাই আজ আদালতে গিয়েছিল। সেখানে কয়লাকে বিচারকের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল। কয়লাকে দেখতে বিরাট জনতা উপচে পড়েছিল সেখানে। সবাই কয়লাকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। আজ কয়লা জামিন পায়নি। কয়লার বড় বড় সঙ্গীরা হয় ধরা পড়ছে নয় ধরা দিচ্ছে। ফেরার পথে ওরা দেখতে পায় নিমু চাঅলা আহতকে নিয়ে রিকশায় আসছে।

শুনতে শুনতে অর্কর মনে পড়ল কোয়া এবং বিলু এতক্ষণ এখানেই ছিল। গতকাল মায়ের জন্যে ওরা রক্ত দিয়েছে। প্রয়োজন হলে ওরা আজও রক্ত দেবে। কিন্তু সেই সঙ্গে ওরা জানতে এসেছিল অর্ক তাদের জন্যে কিছু করতে পেরেছে কিনা। যে সমাজবিরোধী একটু আগে ছুরি মেরেছে, যে সমাজবিরোধী ট্রামে টিকিট কাটে না বা ঘুষ নেয়, যে সমাজবিরোধী সাদা পোশাক পরে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে লরির ড্রাইভারের কাছে ঘুষ খায় বিলু এবং কোয়া সেই সমাজবিরোধীদের সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়ে না। তবু ওদের জানানো দরকার শুদ্ধির জন্যে একবার থানায় যেতে হবে। একবার থানা থেকে না ঘুরে এলে পাড়ার মানুষ ওদের গ্রহণ করতে পারবে না।

আহতকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু কোয়া এবং বিলুকে আশেপাশে কোথাও দেখতে পেল না অর্ক। এই ভিড় দেখেই বোধ হয় ওরা আড়ালে চলে গিয়েছে।

কিন্তু এসব ব্যাপারে আর উৎসাহ পাচ্ছিল না অর্ক। ভিড় সরে গেলে সৌদামিনী বললেন, 'তোমাদের পাড়াটা খুব খারাপ, কাগজে পড়লাম।'

'কাগজে লিখেছে?'

'হ্যাঁ। একজন সমাজবিরোধী নাকি দলবল নিয়ে খুব অত্যাচার করত। পাড়ার লোকরা একজোট হয়ে তাকে পুলিসের কাছে তুলে দিয়েছে।'

www.MurchOna.com

পরমহংস বলল, 'আমি পড়েছি খবরটা। এই ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অর্ক একজন নায়ক। ওর পিঠে বোধ হয় এখনও ব্যান্ডেজ আছে, ছুরির।'

সৌদামিনী বললেন, 'সে কি! তুমি এসব ঝামেলায় আছ নাকি?'

অর্ক কথা বলল না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভাল লাগছে না। সৌদামিনী আবার যোগ করলেন, 'তোমার মা এমন অসুস্থ আর তুমি ওসব করবে এটা ভাল নয়। উচিত নয়।'

'নোংরা জলে থাকব আর নোংরা গায়ে লাগলে পরিষ্কার করব না?'

কথাটা শুনে তিনজনেই যেন চমকে উঠল। সৌদামিনী বললেন, 'আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না তোমরা অমন খারাপ পরিবেশে থাকতে কি করে? একটু বেশী ভাড়া দিলে ভদ্র পাড়ায় ঘর পাওয়া যায় নিশ্চয়ই।'

'ভদ্রপাড়ায় বুঝি সমাজবিরোধী থাকে না?'

সৌদামিনীর মুখ কালো হয়ে গেল, 'মানে?'

এই সময় পরমহংস নির্জীব হাসল, 'ঠিক বলেছ। নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়?' তারপর রুমালে মুখ মুছল।

কথাটা অর্কর মনে বাজল। সত্যি তো। একটা শহরে আগুন লাগলে সব মন্দির পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কেউ সেগুলো বাঁচাতে পারবে না। কলকাতার এক অঞ্চলে সমাজবিরোধীরা মাথা চড়া দিলে অন্য পাড়ায় শান্তি থাকতে পারে না। নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়? সুন্দর কথা। এটা কি কোন কবিতার লাইন? হঠাৎ ঊর্মিমালার মুখ ভেসে এল মনে। এরকম লাইন বোধ হয় রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন। অর্ক লাইনটা মনে করে রাখল।

এই সময় ডাক্তারবাবুকে দেখতে পেয়ে পরমহংস এবং সৌদামিনী তাঁকে ধরতে এগিয়ে গেলেন। অর্ক একবার সেদিকে তাকাল কিন্তু নড়ল না। নীপা মিত্র এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তারবাবু বেরিয়েছেন, কথা বলবে না?'

'আমি তো কথা বলেছি।'

'কি বললেন উনি? ক্যান্সার হয়নি তো?'

'ক্যান্সার?' অর্কর সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে গেল। মায়ের ক্যান্সার হলে সে কি করবে? ক্যান্সার হলে মানুষ বাঁচে না। শরীরের একটা জায়গায় ক্যান্সার হলে সেটি কেটে বাদ দিতে হয়। কিন্তু তার শেকড় অন্য জায়গায় মাথা তোলে। শেষ পর্যন্ত হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে যায়। নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?

অর্ক সজোরে মাথা নাড়ল, 'না ক্যান্সারের কথা আমায় বলেনি! আপনাকে কে বলেছে মায়ের ক্যান্সার হয়েছে?'

'আমাকে কেউ বলেনি। খারাপ কথা প্রথমে মনে আসে বলে জিজ্ঞাসা করলাম।'

এই সময় সৌদামিনীর উচ্ছ্বাস শোনা গেল। ছেলেমানুষের মত তিনি অতদূর থেকেই উত্তেজিত এবং আনন্দিত গলায় বলে উঠলেন, 'নীপা, ইটস নট দ্যাট, নট দ্যাট।'

অর্ক দেখল ওঁরা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন বারান্দা ধরে। নীপা মিত্র ছুটে গেল সেদিকে। কিন্তু অর্ক নেমে এল নিচে। না, মায়ের ক্যান্সার হয়নি। নট দ্যাট নট দ্যাট। আঃ! দুটো শব্দ একটা পাথরের পাহাড় গলিয়ে দিল। নগরে যদি আগুন না লাগে তাহলে দেবালয় কেন পুড়বে?

এবং তখনই তার দুই হাত মুঠো পাকাল। শরীর কাঁপতে লাগল। প্রাণপণে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে লাগল অর্ক। কারণ কাঁধে ঝোলা নিয়ে দুটো ক্রাচে ভর দিয়ে যে মানুষ দ্রুত এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে এই আলো অন্ধকারে তাকে চিনতে একটুও ভুল হয়নি।

॥ ছাপ্পান্ন ॥

অর্ক একটুও নড়ল না, অনিমেষই দূরত্বটা অতিক্রম করল।

মুখোমুখি হতে অনিমেষকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল। তার কাঁধে একটা ঝোলা, পোশাক মলিন এবং চেহারায় শ্রান্তির চাপ স্পষ্ট। বোধ হয় কি কথা দিয়ে শুরু করবে ঠাহর করতে না পেরেই অনিমেষ বলল, 'যাক, তোকে পেয়ে বাঁচলাম। তোর মা কেমন আছে?'

হঠাৎ অর্ক আবিষ্কার করল তার এরকম উত্তেজিত হওয়ার কোন কারণ নেই। অযথা রূঢ় কথা বলে কি লাভ! এই মানুষটিকে দেখা মাত্র তার শরীর উত্তেজনা উথলে উঠেছে। মনে হয়েছে

www.MurchOna.com

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকা ওই মানুষটিকে মৃত্যুর দরজায় নিয়ে গেছে এই লোকটি। এরই জন্যে আজ মায়ের ওই দশা। কিন্তু যেই অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, তোর মা কেমন আছে অমনি অর্ক নাড়া খেল। মায়ের এই অবস্থার জন্যে সে নিজেও তো সমানভাবে দায়ী। মাকে সে চিন্তিত করেছে তার জন্যে এত বছর মা কম পরিশ্রম করেনি।

অনিমেষ ছেলেকে নিরুত্তর দেখে বোধ হয় আরও অস্বস্তিতে পড়েছিল। অসহায় গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে কথা বলছিস না কেন?'

অর্ক মুখ নামালো, 'আছে।' তারপর সরাসরি জিজ্ঞাসা করল? 'তুমি এখানে কেন এলে?'

'কি বলছিস তুই? আমি আসব না? তোর মা হসপিটালে আর সেই খবর পেয়ে আমি সেখানে চুপ করে বসে থাকব?'

'এসে কি করবে? বরং তোমাকে নিয়েই তো নানান অসুবিধে।'

অনিমেষ ছেলের দিকে তাকাল। তারপর আবেদনের গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুই এমনভাবে কথা বলছিস কেন?'

অর্ক নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। তারপর পেছন দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওখানে পরমহংস কাকুরা আছেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বল। আমি যাচ্ছি।'

'তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

'কেন?'

'আমি শ্যামবাজারের মোড়ে শুনলাম ঈশ্বরপুকুরে খুব গোলমাল হচ্ছে।'

'কে বলল?'

'উনুনের কারখানার মালিক। তার কাছেই শুনলাম ও এই হাসপাতালে আছে। গোলমাল হচ্ছে যখন তখন পাড়ায় এখন যাস না।'

অর্ক বুঝতে পারছিল না আবার কিসের গোলমাল হতে পারে ঈশ্বরপুকরে! কয়লার লোকজন নিশ্চয়ই হামলা করতে সাহস পাবে না। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য তো এখনই যেতে হয়।

সে মুখ ফিরিয়ে পরমহংস কিংবা সৌদামিনীকে বারান্দায় দেখতে পেল না। অথচ একটু আগে ওঁরা ওখানেই ছিলেন। অনেকটা ইচ্ছের বিরুদ্ধেই সে অনিমেষের পাশে হাঁটতে লাগল। ক্রাচে ভর রাখার দরুন কিংবা অন্য কারণেই হোক অর্ক অনিমেষের মাথার মাঝখানটা দেখতে পেল। পরিষ্কার হয়ে এসেছে চুল। চকচকে সাদা চামড়া দেখা যাচ্ছে। তার মানে সে লম্বা হয়ে গেছে কিংবা বাবা বেঁটে হয়েছে। মোট কথা, সে ওই মানুষটিকে ছাড়িয়ে গেছে। এরকমটা ভাবতে পারায় মন প্রফুল্ল হল অর্কর।

অনিমেষ আবার জিজ্ঞাসা করল, 'ওর কি হয়েছে?'

'অপারেশন। পেটে ঘা হয়েছিল। এখনও জ্ঞান ফেরেনি।'

'কিরকম ঘা?'

'তুমি কি খুব খারাপ কিছু ভেবেছ?'

'অর্ক।' চেঁচিয়ে উঠল অনিমেষ, 'তুই কি ভেবেছিস?'

'কিছুই না। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না। ওই যে পরমহংস কাকু আসছে। তোমরা কথা বল।'

'তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

'কাজ আছে।'

'কি কাজ?'

'সব কি তোমাকে বলতে হবে?'

'তুই কিরকম পাল্টে গিয়েছিস!'

পরমহংস অনিমেষকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল, 'কখন এসেছ?'

'এইমাত্র। ও কেমন আছে?'

'কাল সকালের আগে বলা যাবে না। তবে আমরা যা ভয় পেয়েছিলাম তা নয়। মনে হচ্ছে বিপদ কাটিয়ে উঠবে।'

'কি ভয় পেয়েছিলে?'

'ক্যাপার। কিন্তু তা নয়। বিরাট বোঝা নেমে গেল। তুমি এখন কোত্থেকে এলে? এ সময় কি ট্রেন আছে?'

sumon.ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

'আট ঘন্টা লেট করল। আন্দোলনের জন্যে।'

'চল। কোথাও গিয়ে বসি। একা একা আসতে অসুবিধে হয়েছে?' অর্কর এসব কথা ভাল লাগছিল না। সে পরমহংসকে বলল, 'আপনারা কথা বলুন, আমি চলি।'

'কোথায় যাচ্ছ?' পরমহংস জিজ্ঞাসা করল।

'পাড়ায়। ওখানে যখন গোলমাল হচ্ছে তখন বেশী রাত হলে না যাওয়াই ভাল।' শেষ কথাটা যে অনিমেষের উদ্দেশ্যে তা বুঝতে অসুবিধে হল না। পরমহংস জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার উণ্ড কেমন আছে?'

'ভাল।'

'আজ ডাক্তারকে দেখিয়েছ?'

'না।'

'কি আশ্চর্য। এটাকে নেগলেক্ট করো না।'

অনিমেষ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'কিসের উণ্ড?'

'অর্ককে সমাজবিরোধীরা ছুরি মেরেছিল।'

'সে কি। কেন?'

অর্ক হাসল, 'ওরা কেন ছুরি মারে তা জানো না?'

অনিমেষ তিক্ত গলায় বলল, 'তুই একটুও পাল্টালি না। এখনও সেই গুণ্ডামি করে যাচ্ছিস।'

অর্কর মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করল সে। তারপর মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'যে সব সমাজবিরোধী সামনাসামনি ছুরি মারে তাদের ফেস করা যায়, কিন্তু যাদের ছুরি দেখা যায় না তারা আরও মারাত্মক।'

অর্ক আর দাঁড়াল না। সে উত্তপ্ত হয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। অনিমেষকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। এই মানুষটাকে তার মা এমন ভালবাসে যে অবচেতনায় নাম ধরে ডেকে যাচ্ছে। হিংসেয় জ্বলছিল অর্ক।

সন্ধ্যে পার হয়ে গেলেই কাঁধে এক ধরনের টনটনানি শুরু হয়েছিল। ঠিক যে জায়গায় ছুরিটা বিঁধেছিল সেখানটায় যেন চিড়চিড় করছে মাঝে মাঝে। অর্কর ইচ্ছে করছিল একবার জামা খুলে ব্যান্ডেজ সরিয়ে ক্ষতটা কাউকে দেখায়। কিন্তু একটা অন্য ধরনের জেদে সে ইচ্ছেটাকে চেপে রাখছিল। তাছাড়া রাত এগারেটা পর্যন্ত আজ নিঃশ্বাস ফেলার সময় ছিল না। একটার পর একটা কাজ এবং তার উত্তেজনা শরীরের কষ্ট ভুলিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

হরেন ড্রাইভারের ছেলেকে কয়লার লোক শ্যামবাজারে খুন করার চেষ্টা করেছে এই খবর পাড়ায় আসা মাত্র মানুষ পাগল হয়ে গিয়েছিল। শান্তি কমিটি কোন ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই উত্তেজিত মানুষেরা ছুটে গিয়েছিল কয়লার বাড়িতে। গ্রেপ্তার হওয়ার পর কয়লার আত্মীয়রা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সেই বাড়িটাকে আগুনে ঠেসে দিয়েও যেন শান্তি হয়নি মানুষের। তাদের শান্ত করতে প্রচুর পরিশ্রম হয়েছে শান্তি কমিটির। তারপর শুরু হয়েছে পুলিসের সঙ্গে ঘনঘন আলোচনা। স্বয়ং পুলিস কমিশনার এসেছিলেন পাড়ায়। তিনি আবেদন করেছেন আইন নিজের হাতে না নিতে। শান্তি কমিটি ঘুরে ঘুরে তাঁকে কয়লার অত্যাচারের নিদর্শন দেখিয়েছে। যে পুলিস অফিসার কয়লার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দিয়েছে কমিশনারের কাছে। পুলিস কমিশনার আশ্বাস দিয়েছেন যে সমস্ত সমাজবিরোধী এখনও আশেপাশের পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের গ্রেপ্তার করবেন।

আগামীকাল একটা শান্তি মিছিল বের হবে। এলাকার নির্বাচিত এম এল এ এবং বিরোধীদলের নেতা সেই মিছিলে থাকবেন। এই প্রথম একটি এলাকা মানুষ অরাজনৈতিকভাবে সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়েছে, তাদের মনোবল বাড়াবার জন্যে পশ্চিমবাংলার সাহিত্যিক অভিনেতা এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছে আবেদন জানানো হবে। সমাজবিরোধীদের তালিকা শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে পুলিস কমিশনারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কোয়া এবং বিলুর নাম সেই তালিকায় রয়েছে।

দেখা গেল, একটা এলাকার মানুষকে সংগঠিত করতে প্রচুর কাজ করতে হয়। যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁদের এক ধরনের নেশা থাকে। বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে তাঁরা দলের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু যাঁরা রাজনীতি করেন না, সুবিধেবাদী মধ্যবিত্তের সাইনবোর্ড যাঁদের কপালে টাঙানো তাঁরা সাধারণত সময় নষ্ট করতে রাজি হন না, বিশেষ করে যেখানে ব্যক্তিগত কোন লাভ নেই। কিন্তু এই ধারণার ব্যতিক্রম দেখা গেল এবার। সাধারণ মানুষ এমনকি বাড়ির মেয়েরা

www.MurchOna.com

পর্যন্ত রাস্তায় নেমে এসেছেন সমাজবিরোধীদের রুখে দাঁড়াতে। তাঁদের অনেকেই এখন অফিসে যাচ্ছেন না ঝুঁকি থাকায় কিন্তু এলাকার ভেতরে যা কাজ করতে বলা হচ্ছে তা তাঁরা করছেন। এই মুহূর্তে কংগ্রেস কিংবা সি পি এম দলের কোন সক্রিয় অবস্থান নেই। রাত বারোটায় সুবলকে অর্ক বলল, 'আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে। আমাকে আপনারা যে পদ দিয়েছেন তা থেকে বাদ দিন।'

সুবল চোখ ছোট করল, 'সে কি! কেন?'

'আমি তো কিছুই করতে পারছি না। এইভাবে এটা পদ আঁকড়ে বসে না থেকে অন্য কাউকে দিলে সে আরও বেশী উৎসাহিত হবে।'

'করার দিন তো শেষ হয়ে যায়নি। তাছাড়া তুমি পদত্যাগ করেছ জানলে অনেকে ভাববে আমরা বিভক্ত হচ্ছি। ঠিক আছে, সবাইকে বলে দেখি।'

রাত এখন সাড়ে বারোটা। অর্কর শরীরে প্রবল শীতভাব এল। শান্তি কমিটির অফিস থেকে তিন নম্বরে ফিরতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল। এখন চারপাশে কোন শব্দ নেই। রকে কিংবা রাস্তায় কোন জটলা হচ্ছে না। এমন কি লাইট পোস্টের তলায় তাসের আড্ডাও জমেনি।

গলিতে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল অর্ক। অন্ধকার জমাট হয়ে রয়েছে যেখানে সেখানে মোক্ষবুড়ি বসতো। ওই রকম চুপচাপ অন্ধকারের মতন। অর্ক মাতালের মত হেঁটে এল অনুপমার ঘরের সামনে দিয়ে। তারপর পকেট থেকে চাবি বের করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। দরজার গোড়ায় কেউ বসে আছে, অন্ধকার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। অর্ক জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'আমি। এত দেরি হল তোর?'

অর্ক চমকে উঠল। অনিমেষ এতক্ষণ বন্ধ তালার নিচে অপেক্ষা করছিল। ছেলেকে দেখে এবার ক্রাচ দুটো হাতড়ে ওঠার চেষ্টা করল।

'তুমি এখানে বসে আছ?'

'দরজায় তালা থাকলে ঢুকব কি করে?'

চটপট তালা খুলল অর্ক। তারপর আলো জ্বেলে নিজে খাটের ওপর বসে পড়ল। বসে খুব আরাম লাগল তার। কিন্তু একটা অপরাধবোধ যে তাকে গ্রাস করছে তা টের পেয়ে সে মরিয়া হয়ে নিজেকে পরিষ্কার করতে চাইছিল। সে ভেবেছিল পরমহংসকাকুর সঙ্গেই অনিমেষ চলে যাবে। মাধবীলতা এখানে নেই এবং তার সঙ্গে যখন আর সম্পর্ক নেই তখন ঈশ্বরপুকুরে অনিমেষ আসতে যাবেই বা কেন? হাসপাতালে অর্ক এমনটা ভেবেছিল। তারপর এতক্ষণ শান্তি কমিটির কাজে ব্যস্ত থাকায় এইসব ভাবনা তার মাথা থেকে একদম উধাও হয়ে গিয়েছিল। অর্ক আবিষ্কার করল, অনিমেষ তো দূরের কথা, মাধবীলতার কথাও সব সময় তার মনে ছিল না। অর্ক নিজেকে বোঝালো, অনিমেষের অপেক্ষা করার জন্যে সে দায়ী নয়।

অনিমেষ ঘরে ঢুকলে সে বলল, 'তুমি আসবে বললেই পারতে।'

'আর কোথায় যাব?'

'ভেবেছিলাম পরমহংসকাকুর কাছে যাবে।'

'কেন?'

অর্ক অনিমেষের দিকে তাকাল কিন্তু কথাটাকে গিলে ফেলল। অনিমেষ এ ব্যাপারে আর কথা বলতে চাইল না। ছেলে যে তাকে পছন্দ করছে না সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। সে ঘরটার দিকে তাকাল। চারধার ছন্নছাড়া, মেঝেয় সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে। তার মানে অর্ক এখন ঘরে বসে সিগারেট খাচ্ছে। সে চেয়ারের বসতে বসতে বলল, 'ঘরের ভেতর সিগারেট ফেলেছিস কেন?'

অর্ক ঘাড় ঘুরিয়ে ওটাকে দেখতে পেল। তার মনে পড়ল কোয়া দুপুরে ওখানে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। সে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি ফেলিনি। কোয়ারা এসেছিল।'

'কোয়া? ওঃ, সেইসব রক্তবীজের দল!'

'রক্তবীজ মানে?'

'যাদের কোন পিছুটান নেই, দয়া মায়া ভালবাসা নেই। ইভিল স্পিরিট।'

'এদের তো তোমরাই জন্ম দিয়েছ।'

'আমরা?' অনিমেষের বিরক্তি উড়ে গিয়ে বিস্ময় এল।

'নিশ্চয়ই। ওরা আকাশ থেকে পড়েনি। তোমরা বোম নিয়ে পাড়ায় হামলা করতে, পুলিস মারতে। এরা সেই সব দেখেছে, দেখে শিখেছে।'

www.MurchOna.com

'ইডিয়ট। তুই কিসের সঙ্গে কার তুলনা করছিস ? আমাদের একটা আদর্শ ছিল। আমরা ভারতবর্ষে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলাম। নকশালপন্থী ছেলেদের সঙ্গে বখাটে গুণ্ডাদের তুলনা করছিস ?'

'তোমাদের তো সবাই গুণ্ডা বলেই ভাবত। সাধারণ মানুষের কি উপকার করেছ তোমরা ? আমি অত বড় বড় বিদ্যে জানি না। মাও সেতুং কার্ল মার্কসের দোহাই দিয়ে তোমরা যা করেছ তাতে দেশের কোন উপকার হয়নি।'

'হয়তো। কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছিলাম। তোদের মত গুণ্ডাবাজি করে সময় কাটাইনি। আমরা মানুষের ভাল চেয়েছিলাম।'

'তাই নাকি ? তাহলে তোমাদের কথা উঠলেই সাধারণ মানুষ এখনও আঁতকে ওঠে কেন ? কেন বলে বিভীষিকার দিন ? আজকে আমাদের এলাকায় সমস্ত সাধারণ মানুষ একজোট হয়ে সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, তোমরা তো এটুকুও করতে পারোনি।'

'হ্যাঁ, আমি শুনলাম। এটা একটা সাময়িক উত্তেজনা।'

'হয়তো। কিন্তু তা থেকে অনেক সময় বড় কাজ হয়।'

অনিমেষ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সেই অর্ক, এই সামান্য বয়সে তার দিকে তাকালে অবশ্য কেউ কুড়ির নিচে বলে ভাববে না। মুখে চোখে একটা পোড়খাওয়া ভাব এসেছে। ওই বয়সে সে যখন কলকাতায় এসেছিল পড়তে তখন অনেক সরলতা জড়ানো ছিল, মুখ দেখে বন্ধুরা বলত, অবোধ বালক! অনিমেষের মনে হল অর্ককে ছোট করে না দেখে খোলাখুলি আলোচনা করা বুদ্ধিমানের কাজ। ও কতটা বোঝে সে জানে না, খামোকা ছেলেমানুষ ভেবে এড়িয়ে যাওয়ার কোন মানে হয়না।

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এপাড়ার গুণ্ডারা শান্তি কমিটিতে নেই ?'

'গুণ্ডা বলতে তুমি কাদের বোঝাচ্ছ ?'

'লোকে যাদের গুণ্ডা ভাবে।'

'লোকে তো তোমাদেরও গুণ্ডা ভাবত।'

'অর্ক!' অনেমেষ উত্তেজিত হল, 'বারবার অনধিকার চর্চা করবি না।'

অর্কর ঠোঁটে হাসি খেলে গেল, 'তাহলে এই ঘরে ফিরে এলে কেন ?'

'মানে ?' অনিমেষ হতভম্ব। 'আমি তোর বাবা—।'

'সে কথা মা আমাকে না জানালে আমি জানতাম না। তুমি প্রমাণ করতে পার যে তুমি আমার বাবা ?'

অনিমেষ ক্রাচদুটো আঁকড়ে ধরল, 'তুই কি বলছিস!'

'ঠিকই বলছি। তুমি প্রমাণ করতে পার ?'

'কেউ করতে পারে ?'

'পারে। তার চারপাশের মানুষ আত্মীয়স্বজন এবং আরো অনেক কিছু প্রমাণ দেয় যে কে বাবা! আমার মায়ের সন্তান হয়েছিল কিন্তু তিনি বলেছেন বলেই জেনেছি তুমি আমার বাবা। তোমার কোন জোর নেই। একটু আগে অধিকারের কথা বললে না ? তোমার কাছ থেকে আমি কিছুই পাইনি, তুমি আমাকে কিছুই দাওনি। অধিকার কি করে পাবে ?' কথাগুলো বলার সময় অর্ক তার কাঁধে হাত রেখেছিল। প্রচণ্ড টনটন করছে। শরীর গরম হয়ে উঠেছে কিন্তু জ্বরটা ফিরে আসেনি।

'তোর মা কি কিছু বলেছে ?'

'তুমি নিজেকে আরও ছোট করছ এই প্রশ্ন করে। মা হাসপাতালে ঘোরের মধ্যে তোমার নাম ধরে ডাকছে আর তুমি—।' অর্ক ঠোঁট কামড়ালো।

'মা হাসপাতালে ওই রকম অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তুই আমাকে খবর দিসনি কেন ?'

'প্রথমত মা নিষেধ করেছিল আর আমারও ইচ্ছে হয়নি।'

'কেন ?'

'তোমার জন্যেই মায়ের এই অবস্থা তাই। মাকেও তুমি কিছুই দাওনি। তোমার জন্যে মা একটু একটু করে নিজেকে শেষ করে ফেলেছে। সেই তোমাকে আমি মায়ের অসুস্থতার খবর দিতে যাব কেন ?'

'তুই নিজে কি করছিস ? সে অসুস্থ হয়ে পড়ে রইল আর তুই পাড়ায় সমাজবিরোধী তাড়াচ্ছিস, তাদের ছুরি খাচ্ছিস ?'

www.MurchOna.com

'ঠিক করছি। আমি যদি একটা ভাল কাজ করি তাহলে মা খুশি হবে, মায়ের আয়ু বাড়বে তাতে।' অর্ক চোখ বন্ধ করল।

অনিমেষ মাথার চুলে আঙুল চালালো। তারপর ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমি স্বীকার করছি তোকে কিছু দিতে পারিনি। সেটা আমার অক্ষমতা। কিন্তু আমরা বিবাহিত। তুই আমাদের সন্তান।'

অর্ক চমকে মুখ তুলে তাকাল।

'কথাটা শোন। আমরা পরস্পরকে ভালবেসেছিলাম। তোর মা সেই ভালবাসার জন্যে তার সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছিল। আমার জগতে সে ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব ছিল না। পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় আর কোন আইন নেই। যেসব স্বামী স্ত্রী সই অথবা আগুন সাক্ষী রেখে বিয়ে করে তাদের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ, নব্বুইজনই পরস্পরের সঙ্গে বাধ্য হয়ে বাস করে। ভালবাসা তো দূরের কথা ঘৃণা আর অশান্তি নিয়ে দিন কাটায়। তাদের সন্তান প্রয়োজনে আসে। সেই সন্তানদের পিতৃপরিচয় কি? কি পাচ্ছে তারা বাপমায়ের কাছে। তুই বল, কোন বিয়েটা বেশী জরুরী?' কাঙালের মত তাকাল অনিমেষ।

'তাহলে তুমি মাকে অপমান করলে কেন জলপাইগুড়িতে?'

'আমি অপমান করতে চাইনি। এত সামান্য কারণে ওর অভিমান আহত হবে আমি ভাবিনি। আমি যদি তাই চাইতাম তাহলে এই শরীরে একা ছুটে আসতাম না। সে যদি আমার অস্বীকার করত তাহলে আমার নাম ধরে ডাকত না। আমার মনে যেটুকু দ্বন্দ্ব ছিল হাসপাতালে এসে তা মুছে গেছে। আমি সব কথা তোকে খুলে বললাম, এবার তোর যা বিবেচনা করবি।'

অর্ক অনিমেষের দিকে তাকাল। ওর শরীরে কাঁটা দিচ্ছিল। ব্যথাটা পাক দিয়ে উঠছে। ওর মুখের চেহারা দেখে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোর?'

'কিছু না। আমি একটু শোব।' কথাটা বলতে বলতে অর্ক উপুড় হয়ে পড়ল খাটে। আর তখনই অনিমেষ দেখল ওর পিঠে কালচে ছোপ। ক্রাচ নিয়ে সে কোন রকমে উঠে এল খাটে। তারপর নিঃশব্দে অর্কর জামা খুলে নিল সজোরে। ব্যান্ডেজটা চোখে পড়তেই চমকে উঠল। কালচে রক্তে ভিজে গেছে সেটা। অর্ককে জোর করে বসাল সে। তারপর ধীরে ধীরে ব্যাণ্ডেজটা খুলে নিতেই দেখল ক্ষতের মুখে পুঁজরক্ত জমেছে।

অনিমেষ ব্যান্ডেজের শুকনো অংশ দিয়ে সন্তর্পণে চাপ দিতে আরও কিছুটা পুঁজরক্ত বেরিয়ে এল। সেটাকে মুছিয়ে দিয়ে সে আবার অর্ককে শুইয়ে দিল, 'এবার তুই শুয়ে থাক। আমি ডাক্তারকে ডেকে আনছি।'

অর্কর মনে হচ্ছিল তার পিঠের ব্যাথাটা অনেক কমে এসেছে। বেশ আরাম লাগছে এখন।

॥ সাতান্ন ॥

তিনদিন পরে মাধবীলতাকে বিপদমুক্ত ঘোষণা করা হল। ওকে আজ দুপুরে পেয়িংবেডে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন এটাকে ঈশ্বরের দয়া বলা যেতে পারে পেশেন্টের অবস্থা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিল যেখানে শতকরা নব্বুইভাগ মানুষ বাঁচে না। এখন সময় লাগবে সুস্থ হতে। এই অবস্থায় পেশেন্টকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। অথবা অযথা ভিড় বা কোনরকম উত্তেজনা যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভিজিটার্সরা যেন পেশেন্টের সঙ্গে বেশী কথা না বলেন।

চারটের অনেক আগে থেকে ওরা ভিড় করেছিল। সৌদামিনী তার স্কুলের শিক্ষিকাদের আসতে নিষেধ করেছিলেন। এই কদিন মহিলা দুবেলা আসছেন, অনেকক্ষণ থাকছেন। ডাক্তারদের সক্রিয় রাখতে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। অনিমেষ ওঁর সামনে দাঁড়াল, 'আপনার কাছে আমরা—।'

'এই রে!' সৌদামিনী হাত নাড়ালেন, 'আপনি আবার ওসব বলবেন নাকি! কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ! ওয়ার্থলেশ ওয়ার্ডস। টেক ইট ইজি। মেয়েটা আমার সহকর্মী তাই এসেছি। আপনাদের কৃতার্থ করার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার ছিল না। এখনও ভালর দিকে তাই কাল থেকে আসব না। ও যদ্দিন না কমপ্লিট সুস্থ হচ্ছে তদ্দিন স্কুলে যেতে হবে না। আর এই হাসপাতালের খরচ আমরা দেখব। আর কিছু বলার আছে?'

www.MurchOna.com

অনিমেষ অপ্রস্তুত। সে ম্লান হেসে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

সৌদামিনী বললেন, 'আপনি মশাই খুব ফাঁকি দিয়েছেন। বউ-এর অসুখ হল, হাসপাতালে এল, আর আপনি কোথায় বসে রইলেন।'

পরমহংস কাছেই ছিল। বলল, 'এটা আকস্মিক ব্যাপার। ওর দোষ নেই।'

সৌদামিনী কাঁধ নাচালেন, 'যার শেষ ভাল তার সব ভাল। এখন ওকে একটু যত্নে রাখবেন। পরিশ্রম করতে দেবেন না। আর নিজেরা না খেয়ে মেয়েটা যাতে খায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আপনার ছেলে জানে ওর মায়ের কথা?'

'না। একটু আগেই তো আমরা জানলাম। তবে জানে আজ জানা যাবে।'

'কেমন আছে ও?'

'ভাল। ডাক্তার তো বলেছে দিন চারেক একদম শুয়ে থাকতে।'

সৌদামিনী চশমার কাঁচ মুছলেন, 'আমি আজকালকার ছেলেদের একদম বুঝতে পারলাম না। যার মা এমন অসুস্থ সে খামোকা আগ বাড়িয়ে ছুরি খেতে যাবে কেন?'

অনিমেষ কোন উত্তর দিল না। পরমহংস একটা সিগারেট ধরাল। এই ক'দিন তারও অফিস কামাই হয়েছে। আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে কাল থেকে মুক্তি। যেন একটা যুদ্ধ হচ্ছিল এতদিন। জয় ঘোষণা হয়ে যাওয়া পর আর তার কিছুই করার নেই। হার হলেও যেমন কিছু করার থাকত না।

চারটের সময় ওরা প্রবেশাধিকার পেল। অনিমেষের বুকের মধ্যে অকস্মাৎ আলোড়ন সৃষ্টি হল। তাকে দেখে মাধবীলতার কি রকম অনুভূতি হবে? যদি ও আচমকা উত্তেজিত হয়ে ওঠে? ঘোমের মধ্যে নাম ধরে ডেকেছে ঠিকই কিন্তু চেতনায় এলে যদি তার অভিমান উগ্র হয়ে ওঠে! অনিমেষ মনস্থির করতে না পেরে পরমহংসকে বলল, 'তোমরা গিয়ে দেখে এসো। আমি প্রথমে যাব না।'

পরমহংস কাঁধ ঝাঁকাল, 'ওপেন করতে ভয় পাচ্ছ? সেকেণ্ড ডাউন নামবে? নামবে? ঠিক হ্যায়, অপেক্ষা করো।'

সৌদামিনী এগিয়ে গিয়েছিলেন, 'কি হল আসুন।'

পরমহংস পা বাড়াতে সৌদামিনীর কপালে ভাঁজ পড়ল, 'কি হল, উনি আসবেন না?'

'আমরা ঘুরে এলে ও যাবে। স্বামী স্ত্রীতে একটু নিরিবিলিতে দেখা হওয়া ভাল। আর আমরা পেশেন্টকে বলব না যে তার স্বামী এসেছে। একটু সার প্রাইজ থাকা ভাল, বুঝলেন।' পরমহংস বোঝাচ্ছিল।

সৌদামিনী কি বুঝলেন তিনি জানেন, মুখে বললেন, 'যত্তসব।'

ভিজিটার্সরা লাইন দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। অনিমেষ দেখছিল। সে নিজে কেন প্রথমেই যেতে পারল না? শুধুই মাধবীলতা উত্তেজিত হবে এই ভয়ে, না তার ভেতরে কোন অপরাধবোধ কাজ করছিল? অন্তত গত কয়েকদিনে অর্কর পাশে বসে থেকে তার প্রতিক্ষণ মনে হয়েছে এই জেনারেশনটার কাছে সে হেরে গেছে। যা নেহাতই আকাশকুসুম যার সঙ্গে মাটির কোন যোগ নেই সেটা তো আকাশকুসুমই, আঁকড়ে ধরার জন্যে সে চোখ কান মন বন্ধ রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পেছনে না তাকিয়ে, যার জন্যে মাধবীলতাদের জীবন দিয়ে দাম দিতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার, অর্করা এখন অনেক বেশী বোঝে। ওই বয়সে সে নিজে এসব কথা চিন্তাও করতে পারত না। কিন্তু জীবনের রূঢ় দিকটা সম্পর্কে অর্করা যতটা জেনে ফেলেছে এবং তাই নিয়ে যেভাবে কথা বলে সেটা ওই বয়সে তার পক্ষে অকল্পনীয় ছিল।

অনিমেষ নিজের পোশাকের দিকে তাকাল। বেশ ময়লা হয়েছে। অন্তত এরকম ময়লা পোশাকে কোন রোগীর পাশে যাওয়া উচিত নয়। জলপাইগুড়ি থেকে আসার সময় পর কাচাকাচির বালাই ছিল না। এই কয়দিন খাওয়াদাওয়া সারতে হয়েছে দোকান থেকে কিনে এনে। দুদিন আগে বস্তির একটা মেয়ে এসেছিল দরজায়। অর্ক তখন ঘুমাচ্ছিল। অনিমেষের হাসপাতালে যাওয়ার সময় হয়নি। সকাল আটটা সাড়ে আটটা তখন। মেয়েটি জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেমন আছে ও?' অনিমেষ তখন জলপাইগুড়িতে একটা চিঠি লেখার কথা ভাবছিল। মুখ ফিরিয়ে মেয়েটিকে দেখে সে অবাক। মেয়েটিকে সে আগে কখনও দ্যাখেনি। কিন্তু মনে হচ্ছিল বিবরণ শুনেছে। উনুনের কারখানায় আড্ডা মারার সময় অনেক গল্প কানে আসতো। ভদ্রতা করে ঘাড় নেড়েছিল সে, 'ভাল। তুমি কে?'

'আমি এখানেই থাকি?'

'ও!' অনিমেষ মুখ ফিরিয়ে ভেবেছিল অর্কর তাহলে পরিচিতি বেশ বেড়েছে। অনেকেই খোঁজ নিতে আসছে। বস্তির লোক তো বটেই, শান্তি কমিটি থেকেও দুবেলা জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছে কিছু

www.MurchOna.com

প্রয়োজন আছে কি না। তবে কোন মেয়ে এই প্রথম এল। অনিমেষের খেয়াল হল মেয়েটি খবরটা জানার পরেও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবে?'

মেয়েটি ইতস্তত করল। তারপর নরম গলায় বলল, 'আপনাদের খাওয়া দাওয়া?'

অনিমেষ অবাক হল। তাদের খাওয়া দাওয়া নিয়ে মেয়েটি মাথা ঘামাচ্ছে কেন? সে বলল, 'বাইরে থেকে এনে খাচ্ছি। এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

'যদি বলেন আমি রেঁধে দিতে পারি।'

'কেন? তুমি রাঁধবে কেন?'

'এমনি।'

'তোমার নাম কি?'

'ঝুমকি। আপনার ছেলে আমাকে চেনে।'

'ও। না, না। রান্নার কোন দরকার নেই। তুমি যেতে পার।' অনিমেষ রূঢ় গলায় কথাগুলো বলেছিল। এরকম গায়ে পড়া ভাব তার মোটেই ভাল লাগেনি। মেয়েটি মাথা নিচু করে চলে যাওয়ার পর অনিমেষ দেখল অর্ক তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওকে চিনিস?'

নীরবে মাথা নাড়ল অর্ক, কথা বলল না।

'কে? কোন ঘরে থাকে?'

'এখানেই থাকে। ওর ইচ্ছে ছিল ক্যাবারের ড্যান্সার হবার। হতে পারেনি।'

হতভম্ব হয়ে পড়েছিল অনিমেষ, 'তুই জানলি কি করে?'

'জানি!' চোখ বন্ধ করেছিল অর্ক।

অনিমেষ আর কোন প্রশ্ন করতে পারেনি। কিন্তু সে আর একবার হেরে গেল। তার মনে পড়ল, বাল্যে কিংবা কৈশোরে সে নিজে মহীতোষ কিংবা সরিৎশেখরকে কখনই বলতে পারত না একটা ক্যাবারে ড্যান্সারের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। অথচ অর্কর গলা কাঁপল না। খুব সহজ ভঙ্গীতে খবরটা দিল। সামান্য অপরাধ বোধ নেই।

হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনিমেষ মনে মনে স্বীকার করল। আমরা যত আধুনিকতার কথা বলি, বিপ্লবের জিগির তুলি ঠিক ততটা যোগ্যতা এখনও অর্জন করিনি। এখনও মনের আড় ভাঙ্গেনি। অর্কর সহজভঙ্গীটা সে এখনও আয়ত্ত করতে পারেনি।

অর্কর ক্ষত খুব খারাপ অবস্থায় যেত যদি সেই রাত্রেই ডাক্তার ডেকে না আনা হত। বেশ কয়েকটা ইঞ্জেকশন আর ক্যাপসুল গিলতে হয়েছে তাকে। আজ সকালে দেখা গেছে ক্ষত শুকিয়ে গেছে। ব্যাণ্ডেজ খুলে নিয়ে ক্ষতর মুখ তুলো আর প্লাস্টারে চাপা দেওয়া হয়েছে। এসব করতে অনেক খরচ হয়ে গেল। এখন যে কি হবে কে জানে। অনিমেষ হেসে ফেলল। আমরা যত বড় বড় কথা বলি না কেন পকেটে টাকা না থাকলে সেসব এক সময় নিজেকেই গিলে ফেলতে হয়।

এই সময় পরমহংসর গলা শুনতে পেল অনিমেষ, 'ভাল আছে, কিন্তু ভীষণ দুর্বল। যা ঝড় গেল মেয়েটার ওপরে। তবে ভাই মাস্টারনি ওখানে গিয়েও দাবড়ে এসেছে। যাবে তো?'

ততক্ষণে সৌদামিনী এসে পড়েছে, 'যান, কি সারপ্রাইজ দেয়ার দিন। তবে এমন দেবেন না যাতে চোখ উল্টে যায়। আমি চলি। এখন তো রোজ আসার দরকার নেই। কাল বিকেলে নীপাকে পাঠিয়ে দেব। যদি কোন প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে জানাবেন। আপনি যাবেন?'

প্রশ্নটা পরমহংসকে। সে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল, 'না না। আপনি এগোন। আমি অনিমেষের সঙ্গে ফিরব।'

মহিলা চলে যেতে পরমহংস মুখ ফোলাল, 'ডেঞ্জারাস মহিলা রে। রোজ আমাকে সঙ্গে নিয়ে শ্যামবাজার পর্যন্ত যেতেন জ্ঞান দিতে দিতে।'

'কি জ্ঞান?'

'কেন পুরুষমানুষদের বিবাহ করা উচিত নয়। দে আর ওয়ার্থলেশ, একটা পুরুষ মানুষের চেয়ে ওয়ার্থলেশ জীব নাকি পৃথিবীতে জন্মায়নি।' মাথা নাড়ল পরমহংস।

একটা হিমেল বাতাস হাসপাতালের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। কলকাতায় এখনও শীত পড়েনি কিন্তু তার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। অনিমেষ ক্রাচ নিয়ে এসেছিল। পরমহংস যে নির্দেশ দিয়েছে সেই মত চিনতে অসুবিধে হচ্ছিল না। কিন্তু সিঁড়ি ভাঙ্গতে গেলে প্রাণ বেরিয়ে যায়। আরও খারাপ লাগে সেই সময় যদি কেউ সাহায্যের কথা বলে। মনে একটা জেদ কাজ করে তখন, যত কষ্ট হোক আমি নিজে ওপরে উঠব কারো সাহায্য না নিয়ে।

www.MurchOna.com

লম্বা করিডোরে নানান মানুষের ভিড়। দেখতে দেখতে অনিমেষ সেই হলঘরটার সামনে দাঁড়াতেই একটি নার্স তার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল। হয়ত তার ক্রাচদুটোর জন্যেই এই কৌতূহল। অনিমেষ তাকে বিছানায় নম্বর বলতেই মেয়েটি বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

একদম কোণের দিকে একটি খাটে যে শুয়ে আছে সে কি মাধবীলতা ? মেয়েটি মিষ্টি হেসে চলে যেতে অনিমেষ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুক অবধি সাদা চাদরে ঢাকা, কাগজের মত সাদা মুখ, চোখ বন্ধ। শরীরের আদল দেখলে মনে হবে চাদরের নিচে তেরো বছরের কিশোরী শুয়ে রয়েছে। অনিমেষের বুকের ভেতরটা যেন দুমড়ে গেল। মাধবীলতার মুখে সমস্ত সুস্থতা কেউ যেন খাবলে তুলে নিয়েছে। শুধু হাড়ের ওপর চামড়া টাঙানো। অনিমেষ ধীরে ধীরে ব্যবধান কমাল। বিছানার পাশে টুল রয়েছে ! খুব সন্তর্পণ সে টুলটায় বসে ক্রাচদুটোকে বিছানায় ঠেস দিয়ে রাখল। মাধবীলতা তখনও জানে না কেউ তার পাশে এসে বসেছে। দুচোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে শুয়ে রয়েছে সে। অনিমেষের খুব ইচ্ছে করছিল হাত বাড়িয়ে ওর চিবুক কপাল স্পর্শ করে। তার পাশের বিছানা ঘিরে অনেক মানুষের ভিড়। তারা তাদের প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলছে। অনিমেষ চুপচাপ বসে রইল। মাধবীলতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শুধু ক্ষরণ হয়ে যাচ্ছিল তার ভেতরে। অদ্ভুত এক আবেগে সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কাঁপছে।

দুটো হাত দুপাশে নেতিয়ে রয়েছে। চাদরের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে রয়েছে সামান্য। এত সাদা হাতের তেলো আগে দ্যাখেনি অনিমেষ। অত্যন্ত লোভীর মত কিংবা কাঙালের মত সে ধীরে ধীরে মাধবীলতার আঙুল স্পর্শ করল। আঙুলগুলো কেঁপে উঠল সামান্য। অনিমেষ ধীরে ধীরে হাতটা নিজের দুহাতে তুলে নিল। শীতল হাত নিজের উত্তাপের মুঠোয় পূর্ণ মায়ায় ধরে রাখতে চাইল সে। আর তখনই ধীরে ধীরে চোখ মেলল মাধবীলতা। যেন অনেক, অনেক দূর থেকে তাকাচ্ছে সে। দৃষ্টি অস্বচ্ছ। যেন স্পষ্ট চোখে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। অথচ প্রাণপণে লক্ষ্যবস্তুকে চিনতে চেষ্টা করছে। অনিমেষ বুঝতে পারল। পেরে কিছু বলতে গিয়ে আবিষ্কার করল তার গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হচ্ছে না। আচমকা গলায় স্বর আটকে গেছে। সে ঢোক গিলল। তারপর ধীরে ধীরে হাতখানা বিছানায় নামিয়ে দিতেই মাধবীলতার আঙুল তার হাত আঁকড়ে ধরল। শরীরের সমস্ত আলোড়ন মুহূর্তেই স্থির দিঘির মত, অনিমেষ চোখে চোখ রাখল।

ঈশ্বর মানুষকে যা দেন তার অনেক বেশী কেড়ে নেন। হয়তো মানুষের অতটা পাওনা ছিল না, এবং কিছুকাল বাড়তি ভোগ করায় তাকে গুণাগার দিতে হয়। স্বাস্থ্য সৌন্দর্য সাদা কাগজের মত, যে কোন মুহূর্তে ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাতে কালি ঢালা হতে পারে। কিন্তু মানুষের হাতে একটি ব্যাপারে ঈশ্বরের পরাজয় ঘটে যায়। সব কিরিয়ে নিলেও একটি জিনিসে তিনি কিছুতেই হাত বসাতে পারেন না। সেটি হল মানুষের হাসি। সব হারিয়েও কোন কোন মানুষ সেই হাসির দ্যুতিতে তার হারানো রূপ ঢেকে দিতে পারে। চট করে সে উঠে আসতে পারে স্বমহিমায়।

এই মুহূর্তে মাধবীলতা তাই পারল। তার অসুস্থ পাণ্ডুর মুখে হঠাৎ ভোরের আলো খেলে গেল। অনিমেষের মনে হল অনেকদিন পর সে স্নিগ্ধ হল। এই হাসি এক লহমায় অনিমেষের সব অপরাধবোধ মুছিয়ে দিল। সে পরম মমতায় মাধবীলতার হাত আঁকড়ে ধরল।

বালিশে এবার গালের একপাশ চাপা। রুখু চুল অগোছালো। স্থির চোখে তাকিয়ে মাধবীলতা ঠোঁট নাড়ল, 'কেমন আছ ?'

ঘাড় নেড়ে ভাল বলতে গিয়ে আড়ষ্ট হল অনিমেষ। এই প্রশ্নটা কার করা উচিত ছিল। মৃত্যুর অন্ধকার থেকে ফিরে এসে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে পৃথিবীর মানুষ কেমন আছে ? কিন্তু উত্তর দেওয়া দরকার। আমি ভাল আছি; তোমাকে অসুস্থ দেখে আমার ভাল থাকা কমেনি। কথাটা হয়তো অনেকটাই সত্যি কিন্তু এই মুহূর্তে বলা কি যায় ?

'কি হল!' মাধবীলতার গলার স্বরে দুর্বলতা মাখানো।

অনিমেষ হাসার চেষ্টা করল। এই হাসিতে যেন অনেক উত্তর দেওয়া যায়। তারপর গাঢ় গলায় বলল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে ?'

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে না বলল মাধবীলতা। তার হাত তখনও অনিমেষকে আঁকড়ে আছে। চোখ জড়িয়ে রেখেছে অনিমেষের মুখ। তারপর আবার সেই এক প্রশ্ন, 'বললে না, কেমন আছ ?'

অনিমেষ এতটা ভাবেনি। সে এবার নিচু গলায় বলল, 'বোঝ না, কেমন থাকতে পারি!' সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ হয়ে গেল। মুখের সব আলো নিবে গেল। যেন আচমকা আকাশের সব দরজা জানলা বন্ধ হয়ে গেল। অনিমেষ চোরের গলায় জিজ্ঞসা করল, 'কি হল, লতা ?'

www.MurchOna.com

ততক্ষণে দুচোখ ছাপিয়ে জল গালে নেমেছে। মাধবীলতা ভেজা গলায় বলল, 'কিন্তু দোষ আমার।'

কিসের দোষ, কি দোষ ? অনিমেষের মাথায় এল না প্রথমে। সে আর একটু ঝুঁকে বলল, 'কেঁদো না। এখন কাঁদলে শরীর খারাপ করবে।'

সাদা ঠোঁট কামড়ালো মাধবীলতা নিজেকে স্থির করতে, 'আমি তোমার কাছে বড্ড বেশী চেয়েছিলাম তাই ভগবান এমন শাস্তি দিলেন।'

'তুমি তো আমার কাছে কিছুই চাওনি লতা!'

'চেয়েছিলাম। তুমি জানো না!'

'তুমি আর কথা বলো না।'

'ঠিক আছে, কিছু হবে না। সে কোথায় ?'

অনিমেষ ইতস্তত করল, 'ওর শরীরটা খারাপ তাই আমি আসতে নিষেধ করেছি।'

'শরীর খারাপ ? কি হয়েছে ?' চোখ খুলল মাধবীলতা এবং উদ্বেগের ছাপ খোদাই হয়ে গেল সারা মুখে।

'এমন কিছু না, সামান্য জ্বরজারি।'

'ও! আমার জন্যে খুব করেছে ছেলেটা।'

'বাঃ। মায়ের জন্যে ছেলে করবে না ?'

'সবাই করে ?'

মাধবীলতা আবার চুপ করে গেল। অনিমেষের অস্বস্তি হচ্ছিল। যে কোন কথা মাধবীলতা হঠাৎ এমন একটা জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয় যে তার জবাব দেওয়া যায় না। কিংবা দিতে গেলে নিজেকে খুব খেলো মনে হয়। মাধবীলতা তার কাছে কি চেয়েছিল যা সে জানে না ? টাকা পয়সা বা অন্য কিছু কোনদিন সে চায়নি। যদি ভালবাসার কথা ওঠে সে তো ওকে কম ভালবাসেনি। তাহলে ?

'কাঁদছ কেন ?'

অনিমেষ চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখল অর্ক তার পেছনে দাঁড়িয়ে মাধবীলতাকে প্রশ্নটা করছে। মাধবীলতা চোখ খুলে ছেলেকে দেখে অবাক হয়ে গেল, 'কই, কাঁদছি কে বলল ?'

দ্রুত পায়ে অর্ক বিছানা-ঘুরে মাধবীলতার ওপাশে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর আঙুলের ডগায় গালের ভেজা জায়গা মুছে নিল, 'চোখ থেকে জল বের হলে কান্না বলে ?'

'তুই কেমন আছিস ?'

'ভাল। আমি কখনও খারাপ থাকি না।'

'তোর নাকি জ্বর হয়েছিল ?'

'ঠিক জ্বর নয়।' তারপর অনিমেষের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো বলনি মাকে আজ দেখতে দেবে ?'

'আমি জানতাম না; এখানে এসে শুনলাম।' অনিমেষের বলতে ইচ্ছে করছিল যে অর্কর আজই আসা উচিত হয়নি। আর একদিন রেস্ট নেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু কথাটা সে বলতে পারল না।

দুহাতে মাধবীলতার গলা গাল জড়িয়ে ধরেছিল অর্ক, 'জানো, আমরা ভয় পেয়েছিলাম তুমি হয়তো বাঁচবে না।'

'মেয়েদের কি অত সহজে মরণ হয়!'

'কেন ? মেয়েরা কি ?'

মাধবীলতা হাসল, 'পাগল! তোর চেহারা কি হয়েছে ?'

'যা বাব্বা! নিজের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। ফ্রক পরলে ক্লাশ সিক্সের মেয়ে মনে হবে। ওঃ, আমার আজ কি ভাল লাগছে না! হঠাৎ মনে হল আজ তোমাকে দেখতে পাব। মনেই হতেই চলে এলাম।'

এই সময় নার্স এগিয়ে এল, 'ব্যাস। আজকের মত ছেড়ে দিন ওঁকে। আর কথা বলবেন না।'

অর্ক উঠতে যাচ্ছিল। মাধবীলতা ওর হাত ধরল, 'আর একটু থাক না।'

নার্স বলল, 'না, থাকলেই কথা বলবেন।'

মাধবীলতা বলল, 'না, কথা বলব না। শুধু একটু বসে থাকুক।'

'ঠিক আছে। পাঁচ মিনিটের বেশী নয়।'

www.MurchOna.com

নার্স চলে গেলে অর্ক আবার বসল। তারপর ধীরে ধীরে মাধবীলতার কপালে গালে হাত বুলিয়ে দিলে লাগল। অনিমেষের কিছুই করার নেই। সে অপলক এই দৃশ্য দেখছিল। সে নিজে কখনও মাধবীলতার এত কাছে যেতে পারেনি।

পাঁচ মিনিট হয়ে গেলে অর্ক কথা বল, 'তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে চল। তোমাকে না পেলে আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না।'

॥ আটান্ন ॥

কলকাতা শহরের বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে আমাদের আবেদন রাখা হয়েছিল শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে। তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন এরকম উদ্যোগ মানুষের মনে অন্যায়ের সঙ্গে লড়বার শক্তি যোগাবে। সারা দেশ যেখানে পশুশক্তির কাছে মাথা নত করে থাকে সেখানে বেলগাছিয়ার মানুষ দেখিয়ে দিল সাধারণ মানুষ যখন একতাবদ্ধ হয় তখন কোন শক্তি তাদের দাবিয়ে রাখতে পারে না। একটি বিখ্যাত কাগজে লেখা হল, অন্যায়ের ছুরির যে কোন বাঁট নেই, যে মারে সেও রক্তাক্ত হয় তা এই ঘটনায় প্রমাণ হল। আর একটি কাগজ আর এক ধাপ এগিয়ে বলল, 'বেলগাছিয়া প্রমাণ করল সাধারণ মানুষ বিপ্লব করতে আগ্রহী।'

শান্তি কমিটির তরফ থেকে কলকাতার বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, অভিনেতাদের কাছে আবেদন রাখা হল তাঁরা যদি সশরীরে এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় উপস্থিত হয়ে কিছু বলেন তাহলে এলাকার মানুষের মনের জোর আরও বাড়বে। কারণ এই মুহূর্তে পুলিস যদিও শান্তি কমিটির বিরোধীতা করছে না কিন্তু কয়লার সঙ্গীরা আশেপাশে এলাকায় এখনও সক্রিয়। কিছু কিছু ভয় দেখানোর ঘটনা ঘটছে। তাছাড়া এলাকার মানুষ যদি দেখে বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাহলে আরো মনে জোর বাড়বে।

প্রত্যেকের সম্মতি নিয়ে সভা ডাকা হল। এলাকার মানুষের কাছে সে খবর মাইকের মাধ্যমে ঘুরে ঘুরে জানিয়ে দেওয়ায় সভা ভরে গেল। হাজার পাঁচেক মানুষ বিকেল হতেই পার্কে উপস্থিত। তাদের মধ্যে উৎসাহ বেশী মেয়েদের। যতটা না শোনার তার চেয়ে বেশী দেখার।

সকালে মাধবীলতাকে বলে এসেছিল যে সে বিকেলে আসবে না। শান্তি কমিটি থেকে তাকে কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং অভিনেতাকে নিয়ে আসবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কদিনে মায়ের কাছে এসব ঘটনা বিস্তারিত বলেছে সে। মাধবীলতা অবাক হয়ে শুনেছে। ঈশ্বরপুকুরের লোক এখন অশ্লীল শব্দ শুনছে না, গুণ্ডামি হচ্ছে না এটা ভাবতে তার অসুবিধে হচ্ছিল। দুটো ঘটনা অর্ক ইচ্ছে করে চেপে গেছে। মোক্ষবুড়ির মারা যাওয়া আর তার নিজের ছুরি খাওয়া। মনে হয়েছিল এই ঘটনা দুটো বললে মাধবীলতা উত্তেজিত হতে পারে। খুব দ্রুত সেরে উঠছে মাধবীলতা। যদিও তার শরীর খুবই দুর্বল এবং নড়াচড়া করা সম্পূর্ণ নিষেধ। পরমহংস এখন রোজ আসে না। অর্কর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, 'ক্রিকেট খেলেছ? যখন টিম ফলো অন খায় তখন এগার নম্বর ব্যাটসম্যান ঠকঠক করে কাঁপে। অ্যাদ্দিন আমার সেই অবস্থা ছিল। কিন্তু যখন তিরিশ রান তুললেই টিম জিতবে তখন সেই ব্যাটসম্যান হোটেলে ঘুমুতে পারে। আমার এখন সেই অবস্থা। বুঝলে? কি বুঝলে?'

সৌদামিনীও থাকছেন না। মাঝে একদিন নীপা মিত্রের হাত দিয়ে মাধবীলতার মাইনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাসপাতালে যা খরচ হবে তা স্কুল থেকেই দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

ব্রজমাধব পালের গাড়ি পাওয়া গিয়েছিল। শান্তি কমিটিকে তিনি আজকের অতিথিদের নিয়ে আসার জন্যে গাড়িটি দিয়েছিলেন। অর্ক এবং আর একটি ছেলে চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়ল সেজেগুজে। সুবল ওদের বারংবার বলে দিয়েছিল বিনীত ব্যবহার করতে। কথাবার্তায় যেন সমীহভাব থাকে সব সময়। সাহিত্যিকদের সম্পর্কে অর্কর কোন ধারণাই ছিল না। যে দুজনকে তার নিয়ে আসার কথা তাদের কোন লেখা সে পড়েনি, নামও তেমন শুনেছে বলে মনে পড়ে না। মাধবীলতা নাম শুনে বড় বড় চোখে তাকিয়েছিল, 'তোর কি সৌভাগ্য! নাম শুনিসনি কি রে? কি অশিক্ষিত রে তুই? এঁরা দুজনেই তো এখনকার সবচেয়ে বড় লেখক।' কিন্তু অভিনেতা দুজনকে অর্ক জানে। ওদের আনতে হবে বলে সে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত। দুজনের ছবি সিনেমার বিজ্ঞাপনে, হলের সামনে টাঙানো থাকে। কথা ছিল, আগে অভিনেতাদের তুলে আসবার সময় একটা কাগজের অফিস থেকে লেখকদের নিয়ে আসতে হবে।

www.MurchOna.com

নিউ আলিপুরে প্রথম অভিনেতার বাড়িতে গিয়ে হোঁচট খেল ওরা। তিনি বাড়িতে নেই। হঠাৎ শুটিং পড়ে যাওয়ায় বাইরে চলে গিয়েছেন। দ্বিতীয়জন থাকেন টালিগঞ্জে। বাড়িতেই ছিলেন। অর্ক বেল বাজাতে একটা চাকর দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই?'

নাম বলল অর্ক, 'বলুন, বেলগাছিয়া থেকে এসেছি।'

বাইরের ঘরে মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর অভিনেতা এলেন। হাতে চুরুট। অর্ক উঠে দুহাত জড়ো করে নমস্কার করল। দারুণ ফর্সা লম্বা কিন্তু ভঙ্গিতে যা দেখায় তার চেয়ে বয়স বেশী। কিন্তু অর্ক খুব নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিল। এত বড় মানুষের সামনে সে দাঁড়াবে ভাবাই যায় না। অভিনেতা বললেন, 'কোত্থেকে আসা হয়েছে ভাই?'

'বেলাগাছিয়া। আমাদের ওখানে আপনি যাবেন কথা আছে।'

'কথা?' অভিনেতা চুরুটে টান দিলেন, 'কথা তো থাকেই। ভেরি নোব্‌ল পার্পাস। সুন্দর উদ্যোগ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, হুঁ? রাশিয়াতে এরকম হয়েছিল। জারের সময়ে। তা তোমরা কি করেছ? দলবেঁধে মাস্তান পেঁদিয়েছ? কংগ্রেসী মাস্তান?'

'আপনি তো সব জানেন। পাড়ার সবাই আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়। আমাদের হাতে বেশী সময় নেই, অনেক দূর যেতে হবে।' অর্ক খুব বিনীত গলায় বলল।

'কে কে যাচ্ছে?'

'অনেকেই যাবেন।' অর্ক নামগুলো বলল।

'সে কি? চ্যাটার্জী যাচ্ছে? ওকে বলেছ কেন? রিঅ্যাকশনারি, এসকেপিস্ট! তাছাড়া পাবলিক তো ওকে দেখতেই ভিড় করবে।'

'আমরা তো অভিনেতা হিসেবেই বলেছি।'

'অভিনেতা? ও আবার অভিনয় করতে শিখল কবে? মুখ দেখিয়ে পয়সা পায়। না না, ও গেলে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আপনি না গেলে—।'

'দ্যাখো ভাই, আমি অভিনেতা, রাজনীতি করি না। তোমাদের এই ব্যাপারে নাক গলানো ঠিক নয়। এসে জানতে চাইলে সমর্থন করলাম। মুখে বলা এক কথা আর নিজের হাজির হয়ে বক্তৃতা দেওয়া অন্য কথা। স্ট্যাম্প পড়ে যাবে। তোমরা বিপ্লব ফিপ্লব করছ করো, আমরা তো আছিই।' কথাগুলো বলেই ঘাড় ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন অভিনেতা, 'কি বলছ? অ্যাঁ? ওহো ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেল। ঠিক আছে, চলি।'

অর্ক স্থির জানে ভেতর থেকে কেউ ওঁকে ডাকেনি। ও অভিনেতার নিষ্ক্রমণ দেখল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'শালা!'

অর্কর সঙ্গী বলল 'কি হবে এখন?'

বাঁ দিকের দেওয়ালে সাজানো রয়েছে অনেক কিছু। এখন ঘরে কেউ নেই। অর্ক হাত বাড়িয়ে একটা মূর্তি তুলে নিল। বিখ্যাত পত্রিকা থেকে অভিনয়ের জন্যে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। সেটাকে তুলে অর্ক সোজা বাইরে বেরিয়ে আসতেই চাকরকে দরজায় দেখা গেল।

'এই যে, ওটা কি নিয়ে যাচ্ছেন?' ছুটে এল চাকর।

অর্করা ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছে। সেটা চালু হতে শূন্যে ছুঁড়ে দিল অর্ক মূর্তিটাকে। সুদৃশ্য পালিশকরা অ্যাবস্ট্রাক্ট মূর্তিটা মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

সারাটা পথ ওরা কোন কথা বলল না। অর্কর মনে হচ্ছিল এই লোকটাকে যদি কয়লার সঙ্গে প্যাঁদানো যেত তাহলে মনে সুখ হতো। শালা দুনম্বরী! খবরের কাগজের অফিসে এসে সে আরও অবাক। লিফের রিসেপসনে তাকে আটকেছিল প্রথমে। অনেক বলাবলির পর সে ওপরে ওঠার ছাড়পত্র পেয়েছিল। একটি ঘরে চার-পাঁচজন মানুষ গল্প করছিলেন। অর্ক নাম বলতে দুজন বিখ্যাত লেখককে চিনিয়ে দিল একজন। অর্ক নমস্কার করে বলল, 'আমি বেলগাছিয়া থেকে এসেছি। চলুন।'

মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান বৃদ্ধ বললেন, 'এখন তো যেতে পারব না ভাই। রবীন্দ্রসদনে আমার একটা সভা আছে ঠিক ছটায়। সেটা শেষ হয়ে যাবে সাতটা নাগাদ পৌঁছে যাবো।'

'আমি কি ততক্ষণ অপেক্ষা করব?'

'না না। কোন দরকার নেই। এটা জনগণের নবজাগরণের ব্যাপার। এখানে না গিয়ে পারি?' রবীন্দ্রসদনটা অ্যাভয়েড করতে পারছি না, আমার এক বান্ধবী খুব ধরেছে। চিন্তা করো না।'

www.MurchOna.com

অর্ক দ্বিতীয়জনের দিকে তাকাল। তিনি পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে এগিয়ে ধরলেন 'এটা নিয়ে যান।'

অর্ক কাগজটা নিয়ে দেখল তাতে চার লাইনে লেখা রয়েছে যে বেলগাছিয়ার জনগণের অসীম সাহসিক কাজের জন্যে লেখক গর্বিত। তিনি মনে করেন সমস্ত ভারতবর্ষ এই ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হবে।

অর্ক মুখ তুলল, 'আপনি যাবেন না?'

নীরবে মাথা নাড়লেন লেখক, না।

'কিন্তু আমরা সবাই আশা করে আছি।'

'মোটেই না। ওখানে সবাই ভিড় করবে ফিল্ম স্টার দেখতে। নিজেদের খুব ফেকলু মনে হয় ওসব জায়গায় গেলে। এই কাগজটা মাইকে পড়ে দিও।'

'কিন্তু আপনি যাবেন বলেছিলেন—!'

'যাবো বলেছিলাম বলে কি জোর করে ধরে নিয়ে যাবে? তোমরা দেখছি সমাজবিরোধী তাড়াতে গিয়ে নিজেরাই তাদের ফলো করছ।'

টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে একজন বললেন, 'এসব ঝামেলায় জড়ানোর কি দরকার। কাল দেখবেন ওই মাস্তান আপনার বাড়িতে বোম মেরে গেল। কলকাতার মাস্তানরা পুলিসের চেয়েও ইউনাইটেড।'

'না না। ওকথা বলো না। প্রতিবাদ নিশ্চয়ই করব। তবে কিনা এক একজনের প্রতিবাদের মাধ্যম তার সুবিধে অনুযায়ী। আমি যদি একটা প্রবন্ধ লিখি অনেক বেশী লোক পড়বে, পড়ে অনুপ্রাণিত হবে। বুঝেছ?'

গাড়িতে এসে অর্ক সঙ্গীর দিকে তাকাল। এখন ওরা কি করবে? খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে যাওয়া মানে নিজেদের অপদার্থতা প্রমাণ করা, সঙ্গীর এরকম বক্তব্য ছিল। সে চাইছিল রবীন্দ্রসদনের সামনে অপেক্ষা করে প্রথম লেখককে নিয়ে ফিরতে। কিন্তু অর্ক বলল, 'এরা কেউ যাবে না। সবাই নিজেদের বাঁচাতে চায়। মুখে বড় বড় কথা বলবে কিন্তু কাজের বেলায় এগোবে না।'

গাড়ি নিয়ে পাড়ায় ফিরে এল অর্ক। পার্কে সভার আয়োজন হয়েছে। কয়েক হাজার মানুষ বক্তৃতা শুনতে এসেছে। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে অর্ক মঞ্চের পেছনে আসতেই সুবল উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে এল, 'ওঁরা এসেছেন?'

মাথা নাড়ল অর্ক, 'না।'

ঘটনাগুলো খুলে বলল সে। চুল ছিঁড়তে লাগল সুবল। আরও দুটো দল গিয়েছিল বিখ্যাত মানুষের নিয়ে আসতে। তারাও ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে। বেশীর ভাগই বাড়িতে নেই, কেউ কেউ অসুস্থ। অর্ক দেখল চারজন মানুষ এসেছেন তালিকা অনুযায়ী। এঁদের কেউ আনতে যাননি। বয়স্ক এবং খুব কম পরিচিত মানুষ।

এখন এই ব্যগ্র জনতাকে কি বলবে ওরা? শান্তি কমিটি ঘোষিত মানুষদের আনতে পারেনি। কলকাতার বিখ্যাত মানুষরা শান্তি কমিটির সঙ্গে নেই? কিছু দুর্বল মানুষ তো সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়বে। এত বড় একটা হাস্যকর অবস্থা বিরোধীরা কাজে লাগাবে। কি করা যায় ঠিক করতে পারছিল না কেউ। সতীশদা বলল, 'আমরা বক্তৃতা শুরু করি তারপরে দেখা যাবে। যে চারজন এসেছেন তাঁরাও কিছু বলুন। আসলে পলিটিক্যাল বেস না থাকলে কোন আন্দোলন সফল হতে পারে না।'

সুবল বলল, 'এ ধরনের কথা বলবেন না। তাহলে আমরা যেটুকু এগিয়েছি সেটা ভেস্তে যাবে।'

সতীশদা সামান্য উত্তেজিত হল, 'আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম সভা করতে। আমি মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদীদের স্বরূপ জানি।'

সুবল মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। এই মানুষগুলো আমাদের সঙ্গে মিথ্যাচার করেছেন। ওঁরা যা বলেছেন তা সভায় বললেন মানুষ আরো ঘাবড়ে যাবে। অতএব আমাদের মিথ্যে কথা বলতে হবে। এছাড়া কোন উপায় নেই।'

'কি মিথ্যে?'

'আমি বলব যাঁদের আসার কথা ছিল, এখানে আসতে যাঁরা খুব আগ্রহী ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতে কয়লার সমর্থন মাস্তানরা গিয়ে শাসিয়ে এসেছে এই সভায় এলে ফল খারাপ হবে। ফলে তাঁর এখানে আসতে সাহস পাচ্ছেন না। কয়লা গ্রেপ্তার হয়েছে কিন্তু তার সঙ্গীরা যে

www.MurchOna.com

এখনও আমাদের ক্ষতি করতে চাইছে এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয়। অতএব এলাকার সমস্ত মানুষকে আরও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যাতে ওরা অনুপ্রবেশ না করতে পারে। এইভাবে জনতাকে উত্তেজিত করা ছাড়া কোন উপায় নেই।'

অর্ক চুপচাপ শুনছিল। এবার বাধা দিল, 'কিন্তু এটা তো মিথ্যে কথা।'

হয়তো মিথ্যে আবার সবটাই তো মিথ্যে নয়। ওঁরা আসেননি এই ভয়ে যদি কখনো ওঁদের বিপদ হয়। কেউ শাসায়নি সত্যি কিন্তু না শাসাতেই তো ওঁরা ভয় পেয়েছেন।' সুবল চলে গেল সামনে।

অর্ক সতীশদাকে বলল, 'আপনি যাননি। আমি ওঁদের কাছে গিয়েছিলাম। ওঁরা যে আসবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তাই আমার মনে হয়নি। এঁদের মুখোশ খুলে দেওয়ার বদলে বাঁচানো হচ্ছে। এটা ঠিক কি ?'

সতীশদা বলল, 'উত্তেজিত হয়ো না অর্ক। তোমার বয়স কম সুবল বোধ হয় ঠিক কাজ করছে। অন্তত আজকের সন্ধ্যায় এছাড়া কোন উপায় নেই।'

সভার কাজ শুরু হল। প্রথমেই সুবল এলাকার মানুষদের জানাল কি পরিস্থিতিতে এলাকার হয়ে নিমন্ত্রিতরা আসতে পারেননি। কয়লার বন্ধুরা কতখানি সক্রিয় হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা শোনাল। এমন কি টালিগঞ্জ থেকে একজন মানুষ বেলগাছিয়ায় যাতে না আসেন তার ব্যবস্থা করেছে ওরা। কাল্পনিক কাহিনী শেষ হওয়ামাত্র জনতা উত্তেজিত হল। আর কেউ প্রশ্ন করল না কেন বিখ্যাত মানুষেরা এলেন না। কিন্তু সভার আয়তন ধীরে ধীরে কমতে শুরু করল।

রাত সাড়ে আটটায় সব শেষ। সুবলকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। অর্ক তাকে ডাকল, 'আমরা এখন কি করব ?'

'কি করব মানে ?'

'শান্তি কমিটির কাজ কি হবে ?'

'পাড়ায় যাতে শান্তি বজায় থাকে তার দিকে নজর রাখব।'

'কিন্তু সেটা কতদিন সম্ভব ?'

সতীশদা এগিয়ে এল, 'তুমি কি বলতে চাইছ ?'

অর্ক বলল, 'আজকেই একটা বিরাট মিথ্যে কথা বলে জনসাধারণকে শান্ত করতে হল। কিন্তু একদিন তো সত্যি কথাটা লোকে জানবেই।'

'আমি তো বলেছি পুরো মিথ্যে বলিনি। এ নিয়ে ভেবো না।'

অর্ক আর কথা বাড়াল না। ওর মনে আজ এইমুহূর্তে অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছিল। যখন সমাজবিরোধীদের ঠাণ্ডা করার প্রশ্ন উঠছে তখন শান্তি কমিটি একযোগে কাজ করতে পারছে। কিন্তু কদিন বাদে যখন রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের প্রয়োজনে আলাদা সভা করবে তখন ? ধরা যাক একটা ইলেকশন এল। সতীশদারা তখন শান্তি কমিটির সহকর্মী কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে বাধ্য হবে। উল্টো দিক থেকেও তাই হবে। সে সময় শান্তি বজায় রাখবে কারা ? ইলেকশনের সময় যেসব ছেলে বাইরে থেকে কাজ করতে আসে পার্টির হয়ে তারা কারা ? তাছাড়া শান্তি কমিটি থাকলে এলাকার ওপর মাটির জোর কমে যাবে। এটা কতদিন পার্টি চাইবে। আজকের সভায় নির্বাচিত এম এল এ এবং বিরোধী সদস্য এসেছিলেন। পাশাপাশি বসে কথা বলেছেন হাসিমুখে। কিন্তু কদিন সম্ভব হবে এই সম্পর্ক রাখা।

চারজন বিখ্যাত মানুষ যে দুনম্বরী আচরণ প্রকাশ্যে করতে পারলেন তা দেখে মনে মনে মুষড়ে পড়ছিল অর্ক। পার্ক থেকে বেরিয়ে সে চুপচাপ হেঁটে আসছিল অন্ধকার পথ দিয়ে। জায়গাটা নির্জন। কিছুক্ষণ হাঁটার পর তার খেয়াল হল একটা ট্যাক্সি খুব ধীরে তার পেছন পেছন আসছে। এদিক দিয়ে ঘন ঘন গাড়ি গেলেও মানুষের চলাচল কম। অর্ক বিপদের গন্ধ পেয়ে সতর্ক হবার চেষ্টা করামাত্র, ট্যাক্সিটা পাশে এসে দাঁড়াল। অর্ক অবাক হয়ে দেখল বিলু মুখ বের করে জিজ্ঞাসা করল, 'গুরু তোমাকে কদিন থেকে খুঁজছি কিছুতেই পাচ্ছি না।'

অর্কর নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হল; সে দেখল গাড়িতে কোয়া ছাড়াও আর একজন বসে আছে যাকে সে চেনে না। সে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

বিলু জিজ্ঞাসা করল, 'আমার নাম নাকি লিস্টে ছিল না, তুমি ঢুকিয়েছ ?'

অর্ক শক্ত হল, 'হ্যাঁ।'

'কেন গুরু ? আমাকে এমন বাঁশ দিলে কেন ?'

www.MurchOna.com

'দুদিন বাদে এরা জানতেই পারতো।'
'এখন আমরা কি করব ? মাল তো ফুরিয়ে আসছে ?'
'থানায় যা। সালেণ্ডার কর।'
কোয়া এবার কথা বলল, 'আমি তোকে বললাম এছাড়া উপায় নেই ?'
'তারপর ? বেরিয়ে এলে তুমি ব্যবস্থা করবে ? পাড়ায় কোন অসুবিধে হবে না ?'
'না।'
'ঠিক হ্যায়।' বিলু নির্দেশ দিকে ট্যাক্সিটা চলে গেল। আর অর্কর মন খারাপ হয়ে গেল। ছেলেগুলো তাকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু সে এদের দেখেই প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়েছিল। মন কখনই কোন কিছুতে ভালভাবে নিতে পারে না কেন ? তারপরেই তার মাথায় দ্বিতীয় চিন্তার উদয় হল। বিলু এবং কোয়া সমাজবিরোধী বলে চিহ্নিত। পাড়ার লোক ওদের পেলে ছেড়ে দেবে না। তা সত্ত্বেও ওরা ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছে তার সঙ্গে কথা বলতে। শান্তি কমিটির কেউ সেটা দেখলে যদি ভুল বোঝে ? যদি মনে করে তার সঙ্গে এদের গোপন যোগাযোগ আছে! সঙ্গে সঙ্গে একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব ওর মনে এল। যতক্ষণ সে নিজে অন্যায় করছে না ততক্ষণ এসব নিয়ে চিন্তা করার কোন মানে হয় না।

ঈশ্বরপুকুরের ঢুকেই ন্যাড়ার দেখা পেল সে। ন্যাড়া বিড়ি টানছিল। ওকে দেখে বলল, 'যাঃ শালা। সব বিলা হয়ে গেল।

'কেন ?'
'ফিলিম স্টার এল না ?'
'তাই দেখতে গিয়েছিলে ?'
'আবার কি ? শান্তি কমিটি হেভি ঢপ দিল।'
'ওরা আসেনি শান্তি কমিটি কি করবে ?'
হঠাৎ ন্যাড়া কাছে সরে এল, 'জানো অক্কদা! কয়লাকে ভে: তোমরা তাড়ালে। ওদিকে ওয়াগনের কারবার কিন্তু থেমে নেই।'
'থেমে নেই মানে ?'
'গ্যালিফ স্ট্রীটের কছুয়া তো কয়লার ভয়ে এতদিন এদিকে আসতে পারেনি এখন লাইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এতদিন বেলগাছিয়ার ছেলেরা কাজকর্ম পেত এখন গ্যালিফ স্ট্রীটের ছেলেরা পাচ্ছে। কাজ চাইতে গেলে বলে, যাঃ ফট। শান্তি কমিটি মারাগে না।'
'তুই গিয়েছিলি নাকি ?'
সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল ন্যাড়া, 'না না। আমি শুনেছি।'
অর্ক ন্যাড়াকে ছেড়ে তিন নম্বরের সামনে চলে এল। তার মাথার ভেতরটা ক্রমশ অসুস্থ হয়ে আসছিল। কয়লা নেই কিন্তু আর একটা কয়লা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। যতদিন মানুষের অভাব থাকবে তদ্দিন এসব থাকবেই। হাজারটা শান্তি কমিটি তৈরি করে দূর করা যাবে।
গলিতে ঢুকতেই ডাক শুনতে পেয়ে মুখ ফেলার অর্ক। সেই শীর্ণ প্রৌঢ় এগিয়ে এল তার সামনে, 'তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি বাবা।'
'আমার জন্যে ?'
'হ্যাঁ। দ্যাখো আজ মদ খাইনি। সন্ধ্যে থেকে বসে বসে এখানে দাঁড়ালাম। শুনেছিলাম তুমি পার্কের মিটিং-এ গেছ। বাড়ি ফিরবার সময় ধরব বলে অপেক্ষা করছিলাম।' প্রৌঢ় হাসল।
'কিছু দরকার আপনার ?'
'কেন ? তোমার তো মনে থাকার কথা। এই নাও দুশো টাকা। তোমার হাতে তুলে দিলাম। আমার মাস মাইনে। ওদের যদি পুরো মাস পেট ভরিয়ে রাখো তাহলে কথা দিচ্ছি মদ ছোঁব না। নাও, টাকাটা ধরো।'

॥ উনষাট ॥

তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুর লেনে একটি অভিনব কাণ্ড আরম্ভ হল। ব্যাপারটা যে এইরকম পর্যায়ে পৌঁছাবে তা অর্ক কখনও চিন্তা করেনি। সেদিন টাকাটা নিতে চায়নি সে। মনে হয়েছিল লোকটা মতলববাজ। নাহলে এইভাবে টাকা দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে ? নিশ্চয়ই অন্য কোন ধান্দা আছে।

www.MurchOna.com

সে বলেছিল, 'যদি আমি ওই টাকায় সারা মাস আপনারা পরিবারকে খাওয়াতে পারি তাহলে আপনিও পারবেন।'

'না, আমি পারছি না। তুমি যখন বলেছ পারবে তখন তোমাকে পারতে হবে। নইলে বস্তির সবার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইতে হবে আমাকে মারার জন্যে। বলতে হবে তুমি অন্যায় করেছ।'

'আমি কোন অন্যায় করিনি। আপনি মদ খেয়ে খিস্তি করছিলেন। আমি যা করেছি তা ঠিক করেছি।'

'তাহলে যা বলেছ তা ঠিকভাবে পালন কর।'

'আপনার মতলবটা কি খুলে বলুন তো?'

'কোন মতলব নেই। তুমি যা বলেছ তাই করো। আমি আর মদ্যপান করব না কথা দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে। আপনি আপাতত টাকাটা রাখুন। আমি কাল সকালে আপনার সঙ্গে কথা বলব। আমার মা হাসপাতালে। এখন আমি কিছু ভাবতে পারছি না।'

'সে কথা বললে অবশ্য কিছু বলার থাকে না। তবে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু তোমাকে টাকাটা নিতেই হবে। নইলে আমি ছাড়বো না। তুমি আমাকে প্রকাশ্যে অপমান করেছ। গুণ্ডা তাড়ালেই কি সব হয় বাবা, আমাদের পেটের ওপর যে গুণ্ডামি হয় সেটা বন্ধ করো আগে তবে বুঝি!'

ঘরে ঢুকে অর্ক দেখেছিল অনিমেষ শুয়ে আছে। ওকে দেখে বলল, 'তোদের মিটিং কেমন হল?'

'হল!' অর্কর মন স্থির ছিল না।

অনিমেষ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

'কিছু না।'

'গোলমাল হয়েছে?'

'না। জানো বাবা, বিখ্যাত মানুষের কাজ আর কথা সব সময় এক হয় না। যাঁরা আজকে আসবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তাঁরা কি সুন্দর কেটে পড়লেন। তাঁদের অপরাধ ঢাকতে শান্তি কমিটিকে একগাদা মিথ্যেকথা বলতে হল।'

'তুই কাদের আনতে গিয়েছিলি?'

অর্ক নামগুলো বলল। এমন কি সেই চিত্রাভিনেতার সঙ্গে তার বাক্যালাপ পরিণামে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা, কিছুই বাদ দিল না। শুনতে শুনতে অনিমেষ উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'আরে কি আশ্চর্য। এতগুলো বছর হয়ে গেল তবু লোকটা একটুও পাল্টায়নি।

অর্ক জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি চেনো ওঁকে?'

'দুদিন দেখেছিলাম। য়ুনিভার্সিটিতে ভিয়েৎনামের ওপর একটা অনুষ্ঠানে ওঁর দল নাটক করেছিল। উনি করেননি। কারণ আমরা ওঁর জন্যে পয়সা দিতে পারিনি। অথচ সেদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। একগাদা মিথ্যে কথা। সারাটা জীবন লোকটা ভাঁওতা দিয়ে কাটিয়ে গেল? আশ্চর্য!'

রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ার পরও ঘুম এল না। অর্কর মাথার মধ্যে শুধু বুড়োর কথাগুলো পাক খাচ্ছিল। গুণ্ডা তাড়ালেই কি সব হয় বাবা, আমাদের পেটের ওপর যে গুণ্ডামি সেটা বন্ধ করো আগে তবে বুঝি! চোখ বন্ধ করলেই যেন শীর্ণ হাতের মুঠোয় ধরা টাকাগুলি সামনে চলে আসছিল। শেষ পর্যন্ত উঠে বসেছিল অর্ক। সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ঘুমোসনি?'

'তুমি জেগে আছ?'

'তোর মায়ের কথা ভাবছিলাম। চেহারাটা কেমন যেন পাল্টে গিয়েছে, না?'

অর্ক বাবার দিকে তাকাল। অন্ধকারে বাবার মুখ দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ তার মনে অন্যরকম অনুভূতি এল। কেমন একটা কষ্ট, বাবার জন্যে এক ধরনের মমতা যা তার কোনকালে কখনও মনে আসেনি। জলপাইগুড়ি থেকে আসার পর আজ এই মুহূর্তে অর্কর মনে অনিমেষ সম্পর্কে আর কোন ক্ষোভ রইল না। সে কোন জবাব দিল না। অনিমেষ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিঃশ্বাস ফেলল, 'জীবনটা মিছিমিছি খরচ হয়ে গেল।' তারপরেই সে যেন সচেতন হল, 'তুই ঘুমোসনি কেন?'

অর্ক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে ঘটনাটা খুলে বলল। সব শুনে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কি করবি ভেবেছিস?'

'বুঝতে পারছি না। লোকটা যেন আমাকে জব্দ করতে চাইছে।'

'তুই জব্দ হবি কেন?'

www.MurchOna.com

'কি করব আমি ?'

'তুই চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট কর।' অনিমেষ উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল, 'বিখ্যাত ব্যক্তিরা যেসব থিওরি দিয়ে গেছেন সেসব বাস্তবে সম্ভব হয় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা যাক। কিন্তু একটা ফ্যামিলি নয়। এই বস্তিতে ওইরকম আয়ের পরিবারগুলো একত্রিত করে এই পরীক্ষা চালাতে হবে। অর্ক, আমি তোর সঙ্গে আছি।'

'কিন্তু বাবা, অন্য সবাই রাজি হবে কেন ?'

'হবে। কারণ প্রত্যেক মানুষ একটা রিলিফ চায়।'

সেই রাত্রে অনেকক্ষণ ওদের কথা হয়েছিল। অন্ধকার ঘরে পিতা এবং পুত্র পরস্পরের মুখ দেখতে পায়নি কিন্তু উত্তেজনার স্পর্শ পেয়েছিল। বাবাকে এতটা উৎসাহিত হতে অর্ক কখনও দ্যাখেনি।

পরের দিক সকালে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন। দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন হরিপদ। বউ মারা যাওয়ার পর লোকটার দেখাই পাওয়া যেত না। এখন ন্যাড়াই যেন অনেক বেশী সাবালক হয়ে গেছে। অনুপমা আসে যায়। দরজায় দাঁড়িয়ে হরিপদ তার প্রায় মিনমিনে গলায় বলল, 'একটু কথা আছে।'

অর্ক তাকাল। খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি নিয়ে লোকটা ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। এই পৃথিবীতে যেন মানুষটার জোর করে বলার কিছু নেই। সে দাঁড়াতেই হরিপদ এগিয়ে এল, 'সত্য মিথ্যে জানি না, তুমি নাকি দুশো টাকা দিলে একটা পরিবারকে সারা মাস খাওয়াবে। শুনলাম কিন্তু বিশ্বাস হল না। সত্যি ?'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'অনেকটা তাই। তবে পরিবার বলতে যদি একশজন মানুষ হয় তাহলে পারব না।'

'আমার তো বেশী লোক নেই। সে চলে গেছে। অনু তো এখন শ্বশুরবাড়িতে, থাকার মধ্যে আমি আর ওরা তিনজন। খুব বেশী হবে ?'

'না।' অর্ক মাথা নেড়েছিল।

'তাহলে বাবা তুমি আমাকে উদ্ধার করো। আমি আর বোঝা টানতে পারছি না। যে ক'দিন আছি তোমার ওপর দায়িত্ব দিলাম। কিন্তু একটা কথা, তুমি আগ বাড়িয়ে দায়িত্ব নেবে কেন ?'

'কেন বলুন তো ?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। এতে কি তোমার কোন লাভ হবে ? আমি নিজে দুশো টাকায় ওদের মুখ বন্ধ করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি—তুমি কি করে তা থেকে লাভ করবে ? আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'থাক।' অর্ক হেসে ফেলল, 'এ নিয়ে চিন্তা করে কি হবে। আমি লাভ করলে তো আপনার আপত্তি নেই!'

'না আপত্তি কিসের! শুধু ওরা যেন দুবেলা পেট ভরে খেতে পায়।'

'আমি এখনই আপনাকে কথা দিচ্ছি না। তবে পেট ভরে খাওয়া মানে খুব সাধারণ খাওয়া। এই নিয়ে কারো কোন নালিশ করা চলবে না। আসলে যাঁদের পুরো মাস খাওয়া জোটে না তাঁরাই আসতে পারেন।'

'বুঝেছি, বুঝেছি। আমি বলছি না তুমি পোলাও কালিয়া খাওয়াবে। দুবেলা পেট ভরলেই হল।'

খবরটা যেন তিন নম্বরে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। সবাই অর্ককে জিজ্ঞাসা করছে কথাটা সত্যি কিনা। দেখা যাচ্ছিল বেশীরভাগ পরিবার যেন নিজেদের কাঁধ থেকে দায়িত্ব নামিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। আবার উল্টো সন্দেহের কথাও কানে আসছিল। হাসপাতালে যাওয়ার আগে অর্ক শান্তি-কমিটির অফিসে গেল। কয়লার বিরুদ্ধে এলাকার বাসিন্দাদের পক্ষে কয়েকটি মামলা করা হয়েছে। সেই মামলার খরচ চালানোর জন্যে চাঁদা তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সুবল সতীশদা সে ব্যাপারে ব্যস্ত। একটু ফাঁক পেলে অর্ক ওদের কাছে কথাটা তুলল।

সুবল বলল, 'তুমি ক্ষেপেছ ? সাধ করে এসব ঝামেলায় কেউ জড়ায় ? দুদিন বাদে সবাই বদনাম দেবে। তাছাড়া অন্যের হাতে টাকা তুলে দিলেই মানুষের মনে বাবুয়ানা এসে যায়। তখন দেখবে হুকুম করবে।'

অর্ক বলল, 'কিন্তু যদি করা যায় তাহলে মানুষগুলোর সত্যিকারের উপকার হতো। এদিকের সমাজবিরোধীরা তিন নম্বরের অভাবকে কাজে লাগায়। যদি পেট-ভরা খাবার পায় তাহলে—।'

www.MurchOna.com

'বোকার মত কথা বলো না। আমরা মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যায় নাক ঢোকাতে চাই না। তাছাড়া দুশো টাকায় চারজন মানুষকে তুমি কিভাবে খাওয়াবে যদি তারা সেটা নিজেরা না পারে!'

অর্ক বলল, 'আমি কালকে হিসেব করেছি। সেটা সম্ভব। অনেক মানুষ একসঙ্গে খেলে সেটা সম্ভব। আর তার ওপরে যদি বাইরের সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই।'

'কিন্তু আলটিমেট লাভ কি হবে?'

'সবাই যদি একত্রিত হয়, একটা পরিবারের মত সম্পর্ক হবে। এখন যেসব কাজ করা সম্ভব নয় তখন সেটা সহজ হবে।'

সুবল বলল, 'আকাশকুসুম কল্পনা।'

এইবার সতীশদা কথা বলল, 'অর্ক, তোমার মাথায় কমিউনের চিন্তা কে ঢোকাল? তার জন্যে একটা রাজনৈতিক শিক্ষা প্রয়োজন।'

অর্ক উঠে দাঁড়াল, 'যদি বাইরের গুণ্ডামি রুখতে আমরা কোন রাজনৈতিক শিক্ষা ছাড়া এক হতে পারি তাহলে পেটের খিদে মেটাতেও এক হতে পারব। দেখি কি করা যায়!'

সুবল বলেছিল, 'অর্ক, এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। শান্তি কমিটিকে এর সঙ্গে জড়িও না। এতবড় একটা ব্যাপার সামলাতে আমরা নাস্তানাবুদ হচ্ছি।'

এইসব কথা শুনে অর্কর জেদ আরও বেড়ে গেল। ওরা যদি যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝাতো সে মেনে নিত। কিন্তু শুধুই সমালোচনা, ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে উপদেশ—এগুলো শুনলেই মনে অন্য রকম প্রতিক্রিয়া হয়।

হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে তার জন্যে অন্য বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। গেটের কাছে বিলু দাঁড়িয়ে, একা।

অর্ক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'থানায় যাসনি?'

হাসল বিলু, 'গিয়েছিলাম। শালারা আমাকে পছন্দ করল না।'

'মানে?'

'মানে আবার কি? বলল, 'শান্তি কমিটির লিস্টে যদিও আমার নাম আছে কিন্তু কোন ঠিকঠাক অভিযোগ নেই। একরাত হাজতে রেখে বলল, 'যা শালা, শান্তি কমিটির সঙ্গে বোঝাপড়া করে নে।'

'কোয়া?'

'ওকে ধরেছে। খুব আদর করছে। গুরু, আমি কয়লার সঙ্গে কদিন মাল টানার ব্যবসা করেছি, গুণ্ডামি তো করিনি। এখন কি হবে?'

'যা তাহলে শান্তি কমিটির কাছে। গিয়ে বল।'

'আমি একা পাড়ায় ঢুকতে সাহস পাচ্ছি না।'

অর্ক বিলুর দিকে তাকাল, 'তুই সত্যি থানায় গিয়েছিলি তো?'

চোখ কপালে তুলল বিলু, 'আই বাপ! আমি কি মিথ্যেকথা বলছি? তুমি আমার সঙ্গে থানায় চল তাহলে।'

'ঠিক আছে। তুই আমার সঙ্গে পাড়ায় চল।'

ফেরার পথে অর্ক বিলুকে ঘটনাটা বলল। তার মাথায় যে জেদ চেপেছে সেই কথাও। বিলু বলল, 'কাজটা ভাল, কিন্তু মুনাফা?'

'কিসের মুনাফা?'

'মাল আসবে এ থেকে?'

'ভ্যাট। আমি চাইছ তিন নম্বরের গরীব মানুষগুলো দুবেলা পেট ভরে খেয়ে বাঁচুক। তাহলেই পরিবেশটা পাল্টে যাবে। এর পরে আমরা তিন নম্বরের বেকার ছেলেদের নিয়ে আরও কিছু করতে পারি।'

বিলু হাল ছেড়ে দিল, 'আমি আর পারছি না। ক'দিন চোরের মত ঘুরে ঘুরে পাগলা হয়ে গেছি। ঠিক আছে, এখন তুমি যা বলবে আমি তাই করব। এতে তো পাড়ায় থাকা যাবে।'

বিলুকে নিয়ে শান্তি কমিটির সঙ্গে অর্কর একটু ঝামেলা হল। যতক্ষণ না বিলু সমাজবিরোধী নয় বলে প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তাকে পাড়ায় ঢুকতে দিতে শান্তিকমিটি চায়নি। অর্ক বলেছিল, 'ও যে সমাজবিরোধী সেটা প্রমাণ করুন আগে। পুলিস যখন বলেছে কোন কেস নেই তখন আমরা কি করতে পারি। তাছাড়া ও এ ব্যাপারে যা শাস্তি পাওয়ার ও পেয়েছে।'

www.MurchOna.com

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, বিলুর সমস্ত দায়িত্ব অর্কর। ভবিষ্যতে যদি বিলু কোন কাজ করে তবে তার জন্যে অর্ক দায়ী থাকবে। বিলুকে দিয়ে অর্ক প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, অন্তত মাসখানেক সে অন্য কোন ধান্দায় যাবে না। অর্ক যা বলবে তা শুনতে হবে। কিন্তু এর মধ্যেই তিন নম্বরে একটা আলোড়ন উঠেছে। অর্ককে প্রতিনিয়ত নানান প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হচ্ছে। অনিমেষের সঙ্গে কথা বলে অর্ক শেষ পর্যন্ত পা বাড়াল। তিন নম্বরের মাঝখানে যে জলের কল আছে তার পাশে খানিকটা খোলা জায়গায় মেয়েরা গল্প করত। সেই জায়গাটিকে নির্বাচন করা হল। ঈশ্বরপুকুর লেনের একমাত্র ডেকোরেটরের দোকান থেকে ত্রিপল ভাড়া করে আনা হল। সেই সঙ্গে বড় বড় হাঁড়ি কড়াই। ঠিক হল, মাসকাবারে ভাড়া দেওয়া হবে। ছ'টি পরিবার এগিয়ে এসেছিল অর্কর কাছে। তাদের কাছে মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা করে নেওয়া হল। বিলুকে ক্যাশের ভার দিল অর্ক। প্রথমে দ্বিধা এবং নিরাসক্তি কাজ করলেও হঠাৎই যেন খুব উৎসাহিত হয়ে পড়েছে বিলু। চিৎকার চেঁচামেচি করে খাটছে, খাটাচ্ছে। ন্যাড়াকে সঙ্গে পাওয়া গেল। বিলু আসার পর ন্যাড়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। কিন্তু রান্নার লোক নিয়ে সমস্যা হল। ন্যাড়া এবং অর্কর বাড়িতে কোন মহিলা নেই এই মুহূর্তে যে রান্না করতে পারে। অন্য চারটি পরিবারের মেয়েরা এত লোকের রান্না করতে রাজি নয়। তারা নানা রকম বাহানা করতে লাগল। রান্নার মেনু কি হবে তা নিয়েও মতবিরোধ শুরু হল। শেষ পর্যন্ত অর্ক বলল, 'আমার হাতে যখন আপনারা টাকা দিয়েছেন তখন আমি যা বলব তা আপনাদের শুনতে হবে। এই টাকায় যা খাওয়ানো সম্ভব তাই ব্যবস্থা করা হবে। আপনারা অভুক্ত থাকবেন না এই কথা ছিল। এর বেশী কিছু চাইলে সম্ভব নয়।'

অসন্তোষ চলছিল। যদিও মুখ ফুটে কেউ কিছু বলছিল না। অর্কর মুখের দিকে সেই মাতাল বুড়ো পিটপিটিয়ে তাকায়, ভাবখানা, কি হে কেটে পড়বে নাকি? তাহলে আমি কিন্তু ছাড়ব না।

অর্ক লোকটাকে দেখলেই জেদ বেড়ে যায়। সে ঠিক করল যেমন করেই হোক একটা মাস অন্তত চালাতে হবে। কিন্তু রাঁধবে কে?

সেদিন বিকেলে হাসপাতালে শুয়ে মাধবীলতা হেসে বলল, 'আমার হাতের রান্না যদিও খুব খারাপ তবু একবার চেষ্টা করতে পারি।'

অর্ক আঁতকে উঠল, 'তুমি রাঁধবে? মাথা খারাপ।'

'কেন? আমি তো ভাল হয়ে গিয়েছি।'

কথাটা অর্ধসত্য। মাধবীলতার এখন তেমন কোন অসুবিধে না থাকলেও শরীর প্রচন্ড দুর্বল। এখনও সাদাটে ভাব রয়েছে। সেলাই কাটা হয়েছে। ডাক্তার অবশ্য কিছুদিন রেখে দিতে চাইছেন কিন্তু মাধবীলতা ছটফট করছে বাড়িতে ফিরবার জন্যে।

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে অর্ক দেখল ঝুমকি আসছে। সেই দিনের পর এই প্রথম ঝুমকিকে দেখল সে। তাকে দেখে ঝুমকি এমন ভঙ্গীতে ট্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল যাতে বোঝা যায় এড়াতে চাইছে। অর্ক খানিকটা দৌড়ে ওকে ধরে ফেলল, 'কি ব্যাপার?'

'কিসের কি ব্যাপার?'

'আমাকে দেখে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিল কেন?'

'আমার কি দরকার পড়েছে এড়িয়ে যাওয়ার?'

'কি ব্যাপার বলো তো, রাগ করেছ?'

'আমার রাগের আর কি দাম আছে?'

'বুঝেছি। যাচ্ছ কোথায়?'

'যেখানে ইচ্ছে!'

'এত সেজেগুজে?'

'আমাদের সাজ না দেখলে তো কেউ পকেটে হাত দেবে না।'

'মানে?'

'মানে বোঝার মত যথেষ্ট বয়স হয়েছে। ছেড়ে দাও পথ, আমি যাব।'

'তুমি সেই ক্যাবারে ড্যান্সারের কাছে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? তুমি তো ছেড়ে দিয়েছ সেসব।'

'আমি কোনদিন ড্যান্সার হতে পারব না। কিন্তু আমাদের পেট তো এই কথা শুনবে না। কদিন ধরে বাড়িতে বসে বসে আর সহ্য করতে পারছি না।'

www.MurchOna.com

'তাই শরীর বিক্রি করতে বেরিয়ে পড়লে ?'

'নইলে এই শরীরটাকে দড়িতে ঝোলাতে হয়।'

'ঘেন্না করে না তোমার ?'

হঠাৎ ঝুমকির মুখ শক্ত হয়ে গেল, 'অন্য কেউ হলে আমি জবাব দিতাম। তোমার বাবাও তো আমাকে ঘেন্না করেন, তাই না। আমার হাতের রান্না খেতে তাঁর আপত্তি। শোন, এছাড়া আমার কোন উপায় নেই।'

অর্ক হতভম্ব হয়ে গেল। তার পর সে মাথা নাড়ল, 'না তোমার যাওয়া চলবে না।'

ঝুমকি হাসল, 'গায়ের জোরে ? এখনই সমাজবিরোধী বলে চেঁচাব নাকি ?'

'সমাজবিরোধী ?' অর্ক হেসে ফেলল, 'ভাল বলেছ। কে সমাজবিরোধী নয় সেটাই বোঝা মুশকিল। গায়ের জোর খাটাবো তেমন জোরও নেই। কিন্তু তুমি না গেলে আমার ভাল লাগতো। তুমি নষ্ট হয়ে যাবে।'

'তবু তো বেঁচে থাকব। বাঁচাতে পারব। আমি দুদিন কিছু খাইনি।'

হঠাৎ অর্কর মাথার একটা চিন্তা পাক খেয়ে গেল। সে গাঢ় গলায় বলল, 'আমি যা বলব তা তুমি শুনবে ?'

'কি ?'

'তুমি আমার সঙ্গে ফিরে চল।'

'তারপর ?'

'আমার সঙ্গে কাজ করো।'

'কি কাজ ?'

'আমি যা বলব তাই। তুমি আমাকে সাহায্য করবে না ?'

'তাতে আমার কি লাভ ?'

অর্ক বলল, 'বুঝিয়ে বলছি। তুমি আমার সঙ্গে ফিরবে ?'

ঝুমকির ইতস্তত ভাবটা যাচ্ছিল না। একটা ট্রামকে চলে যেতে দেখল সে। তারপর যেন অনিচ্ছায় অর্কর সঙ্গে হাঁটতে লাগল। অর্ক সেটা লক্ষ্য করল, 'তুমি কি খুব বড়লোক হতে চাও ?'

'কে বলেছে! আমি স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে চাই।'

'তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ আমরা তিন নম্বরে কি করতে যাচ্ছি ?'

'শুনেছি। কিন্তু সেই টাকাটা দেবার সামর্থ্য আমার নেই।'

'তোমার কাছে টাকা চেয়েছে কে ?'

'মানে ?'

'তুমি রান্নার ভারটা নাও।'

'রান্না ?'

'হ্যাঁ, সেদিন আমাদের দুজনের ভাত রাঁধতে চেয়েছিলে আজ এই বড় দায়িত্বটা তোমাকে নিতে হবে।'

'এত লোকের রান্না আমি রাঁধতে পারব ?'

'তুমি একা থাকবে না। তুমি এগিয়ে এলে অন্য মেয়েরাও আসবে। তোমার ওপর ভার থাকলে। আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।'

'কিন্তু ?'

'তোমাদের খাওয়াবার দায়িত্ব আমাদের। তোমরা তো তিনজন ?'

ঝুমকি হাসল, 'অন্য কেউ হলে না বলতাম। কিন্তু এতে কি আমাদের অভাব মিটবে। নাহয় খালিপেটে থাকতে হল না।'

'সেটা তো কম কথা নয়। পেট ভর্তি থাকলে অন্য কাজের কথা চিন্তা করতে অসুবিধে হয় না। কি, রাজি ?'

ঝুমকি মুখ তুলে তাকাল। তার রঙকরা মুখটা হঠাৎ যেন স্বাভাবিক হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সে বলল, 'হ্যাঁ।'

www.MurchOna.com

॥ ষাট ॥

সকাল থেকেই তিন নম্বরের কলতলায় মানুষের ভিড়, যেন বিয়ে বাড়ির আবহাওয়া। বড়রা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, বাচ্চারা নড়ছে না। বিলু মাটি আর ইট সাজিয়ে উনুন করেছে। বেশ মজবুত। তাতে আগুন দিয়ে হাঁড়ি বসানো হয়েছে। তরিতরকারি কাটা হচ্ছে অর্কদের ঘরের সামনে। রান্নার নেতৃত্ব ঝুমকির। সকাল থেকে সে কোমরে আঁচল জড়িয়ে লেগে গেছে কাজে। চারধারে এখন হইচই। অর্ক খানিক আগে অনিমেষের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।

একটা ছোট খাতায় হিসেব লিখছিল বিলু। রোজ যা যা কেনা হচ্ছে তা লিখে রাখতে হবে যাতে কেউ অপবাদ না দিতে পারে। ব্যাপারটার অভিনবত্ব তাকে উত্তেজিত করছে। দিনের হিসেব যোগ করার পর সে ঠোঁট কামড়ালো। যদিও আজ বেশ কিছু জিনিস বেশী আনা হয়েছে কিন্তু একে তিরিশ দিয়ে গুণ করলে যা হয় তা থেকে জমা টাকার পরিমাণ অনেক কম। বিলুর মাথায় ঢুকছিল না কিভাবে তিরিশ দিন চালানো যাবে। সে তাকিয়ে দেখল চারপাশে পিকনিকের আবহাওয়া। সে ন্যাড়াকে ডাকল, 'ন্যাড়া, এখান থেকে ভিড় হঠা।'

'হঠালেই শালারা হঠবে ? অর্কদা বলেছে খিস্তি না করতে।'

'খিস্তি করতে তোকে বলেছি আমি ?'

'খিস্তি না করলে এরা শুনবে না।'

'ঠিক আছে। কিন্তু খাওয়ার সময় যেন বাইরের লোক না বসে যায়। যারা যারা মেম্বার শুধু তারাই বসবে খেতে। নাহলে আমরা ফতুর হয়ে যাব।'

ন্যাড়া কি একটা ভাবল। তারপর হন হন করে চলে গেল বড় রাস্তার দিকে। বিলু লক্ষ্য করল ছোকরার হাবভাবে বেশ হিম্মত-হিম্মত ভাব এসে গেছে। শরীরে বড় না হয়েও বড়দের যথার্থ অনুকরণ করে ফেলেছে ও। কিন্তু শান্তি কমিটির কাজের জন্যে এখন একটু চাপা। শুধু ও নয়, এই এলাকায় যত উঠতি মাস্তান সবাই এখন সমঝে চলছে। বিলু এসে এরমধ্যেই খবর পেয়েছে দিশী মালের চেনা ঠেকগুলো এখন বন্ধ। কিন্তু গোপনে যে বিক্রি হচ্ছে না তা নয়। তবে রাস্তায় কেউ মাতলামি করতে সাহস পাচ্ছে না। এইটে কতদিন চলবে কে জানে।

বিলু একটা সিগারেট ধরালো। আজকাল সে বয়স্কদের দেখলে সিগারেট লুকোয় না। তার ধারণা, সিগারেট খেলে কোন অন্যায় হয় না। তিন নম্বরের ছেলেরা মাল খেয়ে খিস্তি করলে বড়রা আদর করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যায় যখন তখন সিগারেটে কোন দোষ হতে পারে না। ধোঁওয়া ছাড়তে ছাড়তে বিলু কলতলায় এসে দাঁড়াল। দুটো ইটের ওপর দাঁড়িয়ে ঝুমকি খুন্তি নাড়ছে। এই ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও মেয়েটার কপালে ঘাম জমেছে, মুখ চকচক করছে। এখন ওর শরীরে একফোঁটা রঙ নেই। বিলু চোখ ছোট করল। অর্কটার এলেম আছে। ঝুমকি যে লাইনের মেয়ে তা জানতে বাকি নেই। ক্যাবারে ড্যান্স শেখে, আয়ার কাজ করে, এসব বাজে কথা। মেয়েরা পয়সা নিয়ে শুয়ে পড়ে। খুরকির সঙ্গে এককালে খুব মহব্বত ছিল। তারপরে কি কারণে সেটা ফুটে গেল তা জানা নেই। কিন্তু এই মেয়েকে দেখে কেউ ভাবতে পারবে না লে লে বাবু পঞ্চাশ টাকা। মাস্তান হঠাও, মালের ঠেক হঠাও কিন্তু রাণ্ডী হঠাও বলে কেউ চেঁচাল না।

কিন্তু এই মেয়েকে দেখলে কোন শালা রাণ্ডী বলবে ? এই সময় ঝুমকি মুখ তুলে তাকাতেই বিলু হাসল। ঝুমকি খুন্তি নাড়তে নাড়তে মুখ নামিয়ে আবার ফিরে তাকাল। সেই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে হাসি মুছে গেল বিলুর। বেশ অপরাধী ভাব ফুটে উঠল মুখে। সেইসঙ্গে ভয়। ওর মনে হল ঝুমকি যেন একটু আগে ভাবা কথাগুলো বুঝে ফেলেছে।

বিলু নিজেকে গালাগালি দিন। শালা, এই সব ভাবতে যাওয়ার কি দরকার ছিল। পুরোনো অভ্যেস। আঠার মত লেগে থাকে। ঝুমকি যদি অর্ককে বলে দেয়—! সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গালাগাল দিল সে। মেয়েটাকে কিছুই বলেনি, অতএব তার বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। স্রেফ কল্পনা করে সে ব্যাপারটা তৈরি করে নিচ্ছে। বিলু এগিয়ে গেল কয়েক পা, 'এই ঝুমকি, কিছু দরকার আছে ?' গলা তুলে প্রশ্ন করল সে।

ঝুমকি মাথা নেড়ে না বলল। তারপর সেখান থেকেই জিজ্ঞাসা করল, 'তুই আমায় দেখে হাসছিলি কেন রে ? খুব বিচ্ছিরি হাসি।'

বিলু থিতিয়ে গেল, 'হাসছিলাম কোথায়। অবশ্য তোকে দেখতে যেরকম অদ্ভুত লাগছে তাতে না হেসে পারাও যায় না।'

www.MurchOna.com

ঝুমকি বলল, 'কাজ নেই কোন ? নিজের কাজে যা না।'

এতগুলো লোকের সামনে ঝুমকির এভাবে কথা বলা মোটেই ভাল লাগল না বিলুর। কিন্তু সে চুপচাপ সরে এল সামনে থেকে। তারপর আবার হিসেবে চোখ রাখল। তার মনে হল অর্ক ঝুমকিকে বেশী খাতির করছে। ওদের তিনজনকে বিনি পয়সায় খাওয়ানোর কি দরকার ছিল। তার বদলে ঝুমকি দুবেলা রান্না করে দেবে, এটা সমান হল ? একটা ঠাকুর রাখলে অনেক কম খরচ হতো।

অন্যমনস্ক হয়ে বিলু গলির মুখে চলে এসেছিল। সেখানে নির্মল ড্রাইভার দাঁড়িয়ে। বিলুকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোদের চাঁদা কত রে ?'

'কিসের চাঁদা ?'

'বারোয়ারি খাওয়ার!'

'মাথা পিছু পঞ্চাশ টাকা।'

'কি কি খাওয়াবি ?'

'মাছ মাংস পোলাও কালিয়া।'

'ভ্যাট! সত্যি কথা বল না।'

'পঞ্চাশ টাকায় কি খাওয়া যায় জানো না ?'

নির্মল মাথা নাড়ল। তারপর নিচু গলায় শুধালো, 'এটা কি শান্তি কমিটির পয়সায় ?'

'না।'

'মাইরি কেমন যেন গোলমাল মনে হচ্ছে। ডালমে শালা কালা হ্যায়।'

এই সময় একটা ট্যাক্সিকে ঈশ্বরপুকুর দিয়ে আসতে দেখা গেল। বিলুর নজরে এল অর্ক জানলা দিয়ে হাত নাড়ছে। ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াতেই অর্ক দরজা খুলে নামল, 'এই বিলু, একটা চেয়ার আনতে পারবি ?'

'চেয়ার কি হবে ?'

'মাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে যাব।'

বিলু উঁকি মেরে দেখল ট্যাক্সির পেছনে মাধবীলতা হেলান দিয়ে বসেছিল, কথাটা শোনামাত্র সোজা হওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'এই না, আমি হেঁটে যাব। চেয়ার আমার দরকার নেই।' ট্যাক্সির পেছন থেকে পরমহংস আর অনিমেষ নামছিল। বিলু সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিল। অর্কদের ঘরের চাবি যাওয়ার সময় তাকে দিয়ে গিয়েছিল। চটপট তালা খুলে সে চেয়ারটাকে মাথার ওপর তুলে দৌড়ে চলে এল গলির মুখে।

মাধবীলতা তখন নামতে চাইছে কিন্তু অর্ক কিছুতেই নামতে দেবে না। ট্যাক্সিটাকে ঘিরে বেশ ভিড় জমে গেছে। মাস্টারনির চেহারার অবস্থা দেখে সবাই খুব অবাক। বিলু চেয়ারটা দরজার সামনে রেখে বলল, 'মাসীমা এখন আপনাকে মাটিতে পা দিতে দেব না। নইলে যে রক্ত দিয়েছিলাম সেটা জল হয়ে যাবে।'

মাধবীলতা অবাক হয়ে বিলুর দিকে তাকাতে অর্ক বলল, 'ও তোমার অপারেশনের সময় রক্ত দিয়েছিল। ও আর কোয়া।'

'কোয়া ? সে কোথায় ?'

'থানায়।'

মুহূর্তেই মাধবীলতার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। অর্ক সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'সে অনেক ব্যাপার, তোমাকে পরে বলব। এসো, আমাকে ধরে নামো।'

খুব সাবধানে মাধবীলতাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে চেয়ারে বসানো হল। তারপর অর্ক আর বিলু দুপাশ থেকে তাকে তুলে নিল ওপরে। পেছনে পিল পিল করে বাচ্চারা আসছে। মাধবীলতা লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছিল।

একেবারে বিছানা পেতে মাকে শুইয়ে দিয়ে অর্ক বলল, 'এবার আমি যাচ্ছি, ওদিকে অনেক কাজ পড়ে আছে।'

মাধবীলতা ঘাড় নাড়ল। এটুকু আসতেই সে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। পরমহংস অর্ককে জিজ্ঞাসা করল, 'ওই যে দেখলাম রান্না হচ্ছে, ওটা কি তোমার ব্যবস্থায় ?'

'আমরা সকলে মিলে করছি।'

'দারুণ ব্যাপার তো। প্রত্যেকে কো-অপারেট করছে ?'

'নিশ্চয়ই। প্রত্যেকের প্রয়োজন মিটবে যেখানে সেখানে তো করবেই।'

www.MurchOna.com

বিলুকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে অর্ক জিজ্ঞাসা করল, 'সব ঠিক আছে ?'

'বিলকুল। কিন্তু গুরু, আমার জান তো খতম হয়ে যাচ্ছে।'

'কেন ? খুব খাটতে হয়েছে ?'

'দূর ? খাটনিতে আমি ভয় পাই নাকি ?' বিলু পকেট থেকে হিসেবের কাগজটা বের করে দেখাল, 'কুড়ি থেকে বাইশ দিন চলবে। ম্যাক্সিমাম পঁচিশ দিন। তারপর ? এই পাবলিক তো ছিঁড়ে খাবে আমাদের।'

অর্ক হিসেবটা দেখল। সে কিছুই ভেবে উঠতে পারছিল না। কিন্তু এখন এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে বসে পড়লে আর কাজ হবে না। সে বলল, 'ঠিক আছে। এখনও তো পঁচিশ দিন বাকি, এর মধ্যে ভেবে ঠিক করব।'

বিলু বলল, 'তুমি মাইরি ঝুমকিদের যদি ফোকটে না খেতে দিতে তাহলে হয়তো এটা ম্যানেজ করা যেত। একজন খাটছে তিনজন খাচ্ছে।'

অর্ক বিলুর দিকে তাকাল। কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। কিন্তু সে যখন একবার ঝুমকিকে কথা দিয়ে ফেলেছে তখন আর না বলা যায় না। সে বলল, 'রান্না করার তো লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। এ মাসটা যাক, সামনে মাস থেকে দেখা যাবে।'

এই সময় ন্যাড়াকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখা গেল, 'বিলুদা। মিল গিয়া!'

বিলু অবাক হয়ে তাকাল, 'কি ?'

পকেট থেকে গোটা পঞ্চাশেক চাকতি বের করল ন্যাড়া। চাকতির গায়ে নম্বর দেওয়া। সেগুলো বিলুর হাতে দিয়ে সে বলল, 'যারা খাবে তাদের এগুলো দিয়ে দাও। যখন খেতে আসবে এগুলো আমাদের দিলে তবেই খাবার পাবে। আবার খাওয়ার পর ফেরত দিয়ে যাবে। তাহলে আর ফালতু লোক ঢুকতে পারবে না।'

অর্ক অবাক হয়ে বিলুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ?'

বিলু হাসল, 'একেই ফাও কম তারপর যদি ফালতু লোক খেতে আসে তাই ন্যাড়া এই মতলব বের করেছে। খারাপ না, কি বল ?'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'দূর। তিন নম্বরের সবাইকে আমরা চিনি। তাছাড়া টাকা দিয়ে সবাই যেখানে খাচ্ছে তখন বিনি পয়সায় কেউ খেতে আসবে কেন ? এখানকার মানুষ এত ছোট হবে না।'

ন্যাড়া বলল, 'না না। এখানে সব হতে পারে, বিশ্বাস নেই।'

অর্ক বলল, 'হলে দেখা যাবে।'

কিন্তু গোলমাল হল না। দশটা থেকে খাওয়া শুরু হল। বারোজন পাশাপাশি বসে খাচ্ছে। আর সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে তিন নম্বরের লোক তাদের খাওয়া দেখছে। এ নিয়ে হাসাহাসি করছিল কেউ কেউ। কিন্তু বাচ্চাগুলোর চোখের দিকে তাকিয়ে অর্কর মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। একটা লোভী ক্ষুধার্ত ছাপ ফুটে উঠেছে ওদের দৃষ্টিতে। তৃপ্তি করে খেল মানুষগুলো। রান্না নাকি চমৎকার হয়েছে। ঝুমকি নিজে পরিবেশন করছিল। প্রথম ব্যাচ হয়ে যাওয়ার পর সে এগিয়ে এল অর্কর কাছে,

'তুমি খুশি ?'

অর্ক চমকে উঠল। তারপর নীরবে মাথা নাড়র, 'খুব পরিশ্রম হয়েছে ?'

'এ কিছু না। কাজ করতে গিয়ে কিন্তু আমার খুব ভাল লেগেছে। এতগুলো মানুষকে রান্না করে খাওয়ানোর মধ্যে বেশ তৃপ্তি আছে।' ঘাম-ঘাম মুখে ঝুমকি হাসল।

অর্কর খেয়াল হল। সে ঝুমকিকে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।'

ঝুমকি বলল, 'কোথায় ?'

'আমি যেখানে বলব সেখানে যেতে আপত্তি আছে ?'

'নিশ্চয়ই। আমি কি ফ্যালনা ?'

'না। খুব দামী।'

কথাটা শোনামাত্র ঝুমকি মুখ নামাল। অর্ক বুঝল, কথাটা বলা খুব অন্যায় হয়ে গেছে। সে পরিবেশটাকে সহজ করার জন্যে বলল, 'আরে আমি তোমাকে আমার মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইছিলাম।'

ঝুমকি অবাক হল। তারপর বলল, 'পরিচয় তো আছেই।'

'সেটা মায়ের নিশ্চয়ই মনে নেই। এসো এসো।'

www.MurchOna.com

'কেন ?' ঝুমকি যেন দ্বিধায় পড়েছে।

'কেন মানে ? আমার মা কি খুব খারাপ ?'

ঝুমকি এবার হেসে ফেলল। তারপর আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে অর্কর পেছনে হাঁটতে লাগল। যাওয়ার আগে অর্ক ন্যাড়াকে চেঁচিয়ে বলল, 'পরের ব্যাচ রেডি কর।'

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অর্ক বলল, 'মা, এর নাম ঝুমকি। এর ওপর রান্নার ভার।' মাধবীলতা উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু পরমহংস বাধা দিল, 'আরে, তুমি উঠছ কেন ?'

'কিছু হবে না।'

'হলে কিছু করার থাকবে না। আজ সারাদিন অনেক ধকল গেছে। শুয়ে থাকো।'

অনিমেষ মেয়েটিকে দেখছিল। এই মেয়েই সেদিন তাদের রান্না করে দিতে চেয়েছিল। অর্ক বলেছিল এ নাকি ক্যাবারে নাচিয়ে হতে চায়। শরীরের গড়ন ভাল কিন্তু ওই রঙ আর মুখ নিয়ে কি করে ওরকম শখ হয় ভাবা যায় না। অর্ক যখন তাকে বলেছিল ও-ই বারোয়ারি রান্না রাঁধবে তখন অবাক হয়েছিল অনিমেষ। যেন তার হিসেবে কিছুতেই মিলছিল না। পড়ে ভেবেছে, কি অবস্থায় পড়লে একটা নিম্ন আয়ের বাঙালি মেয়ে ক্যাবারে নাচতে চায়, অর্থ উপার্জন করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। এর জন্যে ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, সামাজিক অবস্থাই ওকে এরকম ভাবতে বাধ্য করেছিল। আবার ওই মেয়ে অর্কর কথায় একটি পরিশ্রম সাধ্য কাজে রাজি হল যা থেকে কোন বাড়তি আর্থিক সাহায্য পাবে না। সবটাই রহস্যময়। এমনও হতে পারে মেয়েটা অর্কর প্রেমে পড়েছে। এখন যেটা করছে সেটা ওই মানসিকতা থেকেই। কথাটা মনে হতে সে হেসে ফেলেছিল। ছেলেকে সে যতটা জানে তাতে এসব ব্যাপার গোপনে রাখার ধাত ওর নেই।

অনিমেষ ঝুমকিকে বলল, 'এসো, ঘরে এসো।'

ঝুমকি ইতস্তত করছিল। ঘরের ভেতর তিনজন মানুষ। এক বস্তীতে থেকেও সে কোনদিক এইভাবে আসেনি। মুখ না তুলে ঝুমকি বলল, 'থাক, আমি পরে আসব।'

মাধবীলতা বলল, 'এসো না।'

এবার ঝুমকি এড়াতে পারল না। পায়ে পায়ে খাটের পাশে এসে দাঁড়াতেই পরমহংস উঠে পড়ল, 'আমি আজ চলি। পরে দেখা হবে।'

'এখনই চলে যাবে ?' মাধবীলতা তাকাল।'

'এখনই কি ? সকাল থেকে তো আছি। আর হ্যাঁ, তোমাদের জন্যে তাহলে আবার ফ্ল্যাট দেখতে বের হই নতুন করে, কি বল ?'

এবার অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'দ্যাখো পাও কিনা।'

পরমহংস বলল, 'এই সব ঝামেলা থেকে একটা লাভ হল কিন্তু।'

'কি ?' অনিমেষ উঠে দাঁড়াল ক্রাচ টেনে।

'তুমি এখন সচল হয়েছ। যেভাবে জলপাইগুড়ি থেকে একা চলে এলে, দুবেলা হাসপাতাল করছ তা তো আগে কল্পনা করা যেত না। এখনও মাঝে মাঝে আমার ওখানে আসতে পারো, আড্ডা দেওয়া যাবে। চলি।'

পরমহংসকে এগিয়ে দিতে গেল অনিমেষ। মাধবীলতা ঝুমকিকে এবার বলল, 'বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? ওই চেয়ারটায় বসো। ঘরদোর যা করে রেখেছে এরা—।'

'না না, ঠিক আছে।'

'তোমার না ঝুমকি ?'

'হুঁ।'

'কোনদিকে থাকো ?'

'ভেতরের দিকে ?'

'আজ কি রেঁধেছ ?'

'খিচুড়ি, বেগুন ভাজা আর তরকারি।'

'বাঃ। কিন্তু একা দুবেলা রাঁধতে হলে তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে না ?'

'না, এ তো কিছু না।'

'তবু প্রয়োজন হলে আমাকে বলো। আমি তরকারি কেটে দিতে পারি।'

'আপনার শরীর তো খুব খারাপ।'

'এখন আমি ভাল হয়ে গেছি।'

www.MurchOna.com

ঝুমকি অর্কর দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'উনি কি খাবেন ?'

মাধবীলতা হাসল, 'কেন, তোমার রান্না খাবো।'

অর্ক বলল, 'ওটা বাবার ওপর ছেড়ে দাও। বাবা তো ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে এসেছে। জানো মা, ঝুমকি কাজ খুঁজে না পেয়ে ক্যাবারে ড্যান্সার হতে চেয়েছিল।'

'সে কি ?' মাধবীলতা অবাক হয়ে গেল।

আর তখনই দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল ঝুমকি। তার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছিল। শব্দটাকে সে প্রাণপণে চাপতে চাইলেও পারছিল না। মাধবীলতা কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকে দেখে আস্তে আস্তে উঠে বসল। তারপর হাত বাড়িয়ে ঝুমকির বাহু ধরল, 'এদিকে এস।' ঝুমকি পাথরের মত তখনও দাঁড়িয়ে, শুধু শরীর কাঁপছে।

মাধবীলতা বলল, 'তুই এখান থেকে যা, এর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

অর্ক হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। ঝুমকি যে কেঁদে উঠবে তা সে কল্পনা করতে পারেনি। এরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হবে কে জানতো। মায়ের কথা শোনামাত্র সে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এইভাবে কথাটা না বললেই হতো। সে ঝুমকিকে আঘাত দিতে চায়নি। সরলভাবে মাকে কথাটা জানিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল ঝুমকি এক সময় ভুল করেছিল এখন সামলে নিয়েছে।

তিন নম্বরে বারোয়ারি খাওয়া হচ্ছে। এর ফলে স্বল্প আয়ের মানুষদের খুব উপকার হচ্ছে। এই খবরটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। দুপুরবেলায় সতীশদা এল খোঁজ নিতে।

'তুমি তাহলে আরম্ভ করলে ?'

'হ্যাঁ।'

'পারবে শেষ পর্যন্ত।'

'দেখি।'

'বেশ। যদি আমার কোন সাহায্য দরকার থাকে বলো।'

'আচ্ছা।'

'তুমি কি শান্তি কমিটিতে যাবে না ?'

'কে বলল যাবো না ? আসলে এই ব্যাপারটা সামলে আর সময় পাচ্ছি না। তবে কোন জরুরী দরকার থাকলে, আপনি বলবেন নিশ্চয়ই যাবো।'

'তুমি আমাদের পার্টি অফিসে আসবে না ?'

'পার্টি অফিস ?'

'তোমার সঙ্গে আমার সেই রকম কথা হয়েছিল।'

'আমি এখনও ভাবিনি।'

'ভাবো।'

'এখন শান্তি কমিটি কাজ করছে। এই সময়ে পৃথক করে আপনারা পার্টির কাজ করবেন ?'

'শান্তি কমিটি একটা সাময়িক ব্যাপার। শান্তি কমিটি কাজ করছে। রাজনৈতিক ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। পার্টি এবং শান্তি কমিটির তাছাড়া পাড়ার সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজের ক্ষেত্র তাই সম্পূর্ণ পৃথক। তাই না ?'

সতীশদার কথা মাথায় ঢুকছিল না অর্কর। কংগ্রেস এবং সি পি এম যদি এখন সক্রিয় হয়ে কাজ শুরু করে তাহলে শান্তি কমিটি ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। সেক্ষেত্রে আবার সমাজবিরোধীরা প্রশ্রয় পাবে। তারা এসে পার্টির ছায়ায় আশ্রয় নেবে। অর্কর মনে হচ্ছিল সতীশদারা পার্টির কথা যতটা চিন্তা করেন সমাজের কথা ততটা না। সতীশদারা হয়তো সেই অর্থে সমাজবিরোধী নন কিন্তু সমাজ-এর বন্ধু বলেও মনে হয় না।

কিন্তু এইসব চিন্তা নিয়ে মগ্ন থাকার সময় ছিল না অর্কর। তিন নম্বরের অনেক পরিবার থেকে ক্রমাগত চাপ আসছিল। মোটামুটি দুবেলা যাদের খাবার জোটে তারাও এই বারোয়ারি ব্যবস্থায় যোগ দিতে চাইছিল। এর ফলে এখনই কিছু অর্থ যদিও পাওয়া যাবে কিন্তু ঝুঁকিটা বেড়ে যাবে অনেক। অথচ কাউকে না বলতে অনেক অসুবিধে আছে।

অনিমেষের সঙ্গে কথা বলে অর্ক একটা সিদ্ধান্তে এল। তিন নম্বরের যেসব পরিবার এই ব্যবস্থায় যোগ দিতে চায় তাদের সক্রিয় অংশ নিতে হবে। অন্তত প্রত্যেক পরিবার থেকে একজনকে এগিয়ে আসতে হবে কাজে।

www.MurchOna.com

খুব দ্রুত যে কয়টি পরিবর্তন দেখা দিল তা হল, বস্তির পরিবেশ অনেকটা পাল্টে গিয়েছে। এখন আর দিনরাত সেই খিস্তি খেউড় শোনা যায় না। মাতলামিটা সম্পূর্ণ বন্ধ। তাছাড়া প্রত্যেকের পরিবারের সঙ্গে বেশ ভাই ভাই এবং বন্ধুর সম্পর্ক তৈরি হতে চলেছে।

অর্ক বুঝতে পারছিল তিন নম্বরের এই সব পরিবার তার ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে। এই ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। যে করেই হোক।

॥ একষট্টি ॥

তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুর লেনে সেই অভাবনীয় কাণ্ডটি ঘটে গেল। মোট বাহান্নটি পরিবারের মধ্যে পঞ্চাশটি পরিবার এখন একত্রিত হয়েছে। দুটি পরিবার অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। বস্তিতে থেকেও তারা চিরকাল নিজেদের আলাদা করে রেখেছিল, এবারও রাখল। পঞ্চাশটি পরিবারের মোট সংখ্যা, প্রাপ্তবয়স্ক দুশো বারো, শিশু একশ তিনজন।

শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্করা একই রকম খাবার খাবে না, পরিমাণেও পার্থক্য থাকবে। সুতরাং দেয় চাঁদা কখনই এক হতে পারে না। বিলু এটা মানতে পারছিল না। কিন্তু অর্ক নরম হল। একটা তিনবছরের বাচ্চার জন্যে সমান টাকা চাওয়া অন্যায় হবে বলে মনে হচ্ছিল। সেই জন্যে ঠিক হল দশ বছরের নিচে তিরিশ টাকা দিতে হবে।

দশজনের একটি কমিটি ঠিক করা হল। বিলু ক্যাশিয়ার। এই দশজন সমস্ত কিছু তদারকি করবে। দুজন রান্নার ঠাকুর রাখা হল যারা ঝুমকির তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। প্রায় যজ্ঞবাড়ির মত ব্যবস্থা। কিন্তু কদিন চালু হতে সেটাও সহজ হয়ে দাঁড়াল। বিলু ফাঁক পেলেই অর্ককে হিসেবটা শোনাতো। মাসের শেষ কটা দিন না খাওয়াতে পারলে তিন নম্বরের লোক চামড়া ছাড়িয়ে নেবে। অর্ক কূল পাচ্ছিল না।

কিন্তু এই পঞ্চাশটি পরিবারে কতগুলো পরিবর্তন স্পষ্ট ধরা পড়ল। মেয়েরা কাজ কমে যাওয়ায় সংসারের দিকে মন দিতে পারল। তাদের বাচ্চারা বেশি সহানুভূতি এবং যত্ন পাওয়ায় নিয়ন্ত্রিত হল। তিন নম্বরে বেশ শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করতে লাগল।

মাধবীলতা এখন ধীরে ধীরে হাঁটাচলা করতে পারে। যদিও তাকে বেশ বয়স্কা দেখায় কিন্তু উৎসাহ দ্রুত সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। মাঝে মাঝে সে বারোয়ারি রান্নার জায়গায় চলে এসে ঝুমকিকে পরামর্শ দেয়। এই বস্তির মেয়েরাও মাধবীলতাকে আপনজন ভাবতে শুরু করেছে। এতবছর একসঙ্গে এই বস্তিতে থেকেও মাধবীলতার সঙ্গে তাদের কোন সংযোগ গড়ে ওঠেনি। চিরকাল তারা ওকে ঈর্ষার চোখে দেখায় একটা দূরত্ব থেকেই গিয়েছিল। কিন্তু এখন সেই বাঁধটা যেন হঠাৎ সরে গেল। একসঙ্গে খাওয়ার সুবাদে মানুষগুলো কাছাকাছি এসে গেল।

পড়াশুনা আরম্ভ করলেও অর্ক মন বসাতে পারছিল না। সব সময় মাথার মধ্যে বিলুর হিসেবটা কিলবিল করছিল। এখন তিন নম্বরের সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যার যা সমস্যা হয় সোজা চলে আসে অর্কর কাছে। দেখা যাচ্ছে অর্কর সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছে সবাই। এমনকি ন্যাড়ার পরিবর্তন ঘটে গেছে। কাজের ভার পেয়ে ছেলেটা আন্তরিকতার সঙ্গে খেটে যাচ্ছে। কাছাকাছি বাজার থেকে জিনিস না কিনে দূর থেকে আনলে সস্তা হয় আবিষ্কার করে ন্যাড়া সেই দায়িত্ব নিয়েছে। অনিমেষও এই ব্যাপারে উৎসাহী। এতগুলো মানুষের পেট ভরাবার কাজে সে ছেলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তিন নম্বরের বয়স্করা তার কাছে মনের কথা খুলে বলে। মাঝে মাঝে অনিমেষের মনে হয় ঠিক এই রকম একটা কিছু তারা চেয়েছিল। এই রকম বললে অবশ্য ঠিক বলা হয় না, এর কাছাকাছি একটা ব্যবস্থা। না এদেশে হবে না বলে মনে হয়েছিল। অসম অর্থনীতির একত্রীকরণ অনেক দূরের কথা কিন্তু সমআর্থিক অবস্থার মানুষেরাও যে একই ছাদের তলায় এল এটাই বা কম কথা কি! হয়তো এরা সংখ্যায় নগণ্য, বিশাল ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে কোন হিসেবেই আসে না কিন্তু তবু এর একটা আলাদা মূল্য আছে। জুলিয়েনরা বোধ হয় এই রকম চেয়েছিল। গ্রামে গ্রামে মানুষদের একত্রিত করতে, তাদের আর্থিক সামাজিক এবং মানসিক গঠনে সামঞ্জস্য এলে বর্তমান কাঠামোর বিরুদ্ধে পা ফেলার সংকল্প ভাল কিন্তু তা বাস্তবায়িত হতে নানা বাধা। অনিমেষ কিছুতেই ভাবতে পারে না কি করে অর্ক এই রকম একটা পরিকল্পনা নিল। প্রথমে তো সে তার সঙ্গে কোন আলোচনা করেনি। শুধু একটা মাতাল লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে এতবড় একটা ব্যাপার করা কম কথা নয়। তারপরে

www.MurchOna.com

অনিমেষ অর্কর সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছে। এখন তো সে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে এই কর্মকাণ্ডে।

দিন আটেক বাদে অর্ক কথাটা তুলল। তখন দুপুর। এই সময় বারোয়ারি রান্নার কাজকর্ম বন্ধ থাকে। সমস্যা শুনে অনিমেষ বলল, 'এটা আগে ভাবিসনি?'

'ভেবেছিলাম। কিন্তু মনে হয়েছিল যাহোক কিছু করে ম্যানেজ হয়ে যাবে। প্রথমে অল্প লোক ছিল তাই কেয়ার করেনি। কিন্তু যত লোক বাড়ছে তত সব উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। কি করি বলো তো? সবাইকে খুলে বলব?'

অনিমেষ বলল, 'তোদের উচিত ছিল খরচ কমানো। পেটভরে খাওয়া নিয়ে কথা। দুটো পদ করার কোন দরকার ছিল না।'

অর্ক হাসল, 'তাতে বদনাম হতো। প্রথম থেকে রটে যেত আমরা পয়সা মারছি।'

অনিমেষ বলল, 'তাহলে?'

অর্ক শুয়ে পড়ল পাটিতে, 'সবাইকে জানানো ছাড়া কোন উপায় নেই। যদি প্রত্যেকে বাড়তি টাকা দেয় তাহলে চলবে নইলে—!'

অনিমেষ ছেলের দিকে তাকাল। কথাটা অর্ক খুব সহজ ভঙ্গীতে বলছে না। এবং এটা বলতেও যে ভাল লাগছে না তা বুঝতে অসুবিধে হল না। কিন্তু সে কোন কূল পাচ্ছিল না। এই সময় মাধবীলতা কথা বলল। চুপচাপ শুয়ে বই পড়ছিল সে। এবার বইটাকে মুড়ে রেখে ডাকল, 'খোকা!'

'বল।'

'তুই হেরে যাবি?'

'কি করব বল? আমার তো নিজের টাকা নেই যে সবাইকে খাওয়াব।'

'একটা কিছু রাস্তা বের কর।'

অর্ক উঠে বসল, 'জানো মা, আমরা তো টাকার চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছি। আজ বিলু বলল ও টাকার ব্যবস্থা করে আনতে পারে যদি আগের কাজটা মাসে দু'তিনদিন করে।' অর্ক হাসল শব্দ করে।

'আগের কাজ?'

'স্মাগলিং। কয়লার সঙ্গে যেটা করত।'

'ছিঃ।'

'আরে তুমি ক্ষেপেছ? কিন্তু ব্যাপারটা দ্যাখো, ও আজ সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। পাগলের মত এটা নিয়ে পড়ে রয়েছে। টাকার যখন ভীষণ দরকার তখন ও মরিয়া হয়ে এটা করতে চাইল। কারণ ওই একটা পথ ছাড়া অন্য পথ আর ওর জানা নেই।' অর্ক অনিমেষের দিকে তাকাল, 'এই ভাবে কজন বলবে?'

মাধবীলতা বলল, 'তোদের সামনে কি কোন পথ খোলা নেই।'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'বুঝতে পারছি না।'

'তার আগে বল তো তুই এই ব্যাপারে ঝাঁপালি কেন? শুধু একটা মাতালের সঙ্গে ঝগড়া করে এতগুলো লোকের দায়িত্ব নিয়ে নিলি?'

অর্ক স্বীকার করল, 'প্রথমে আমার মনে হয়েছিল এই রকম করলে লোকগুলো হয়তো একটু আরামে থাকবে। তুমি বলতে না, তিনজনের রান্নায় চারজনের হয়ে যায়! তাই ভেবেছিলাম অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে এলে খরচ কমে যাবে।'

'শুধু তাই?'

'তার মানে?'

'এই লোকগুলোকে যখন এক হাঁড়িতে এনেছিস তখন অন্য ব্যাপারগুলো ভুলে থাকলি কি করে? এতে প্রত্যেকের নাহয় পেট ভরে খাওয়া জুটলো কিন্তু আর্থিক অবস্থা তো যা ছিল তাই রয়ে গেল। তারা কেন বাচ্চাগুলোকে পড়াবার জন্যে একটা নাইট স্কুল চালু করলি না? যে টাকা হাতে এসেছিল সেটা তো একদিনে খরচ হচ্ছে না। যারা বেকার তাদের দিয়ে এখন কিছু কিছু ব্যবসা করলি না কেন যাতে তাদেরও উপকার হয় তোদের ফাণ্ডে কিছু জমা পড়ে। আমি বলছি প্রত্যেকটা পরিবারকে যদি আর্থিক ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে পারতিস তাহলে অনেক বেশী

www.MurchOna.com

উপকার করা হতো, তোদেরও সমস্যা আসতো না।' কথাগুলো একটানা বলে মাধবীলতা দম নেবার জন্যে থামল। অনিমেষ চমকে উঠেছিল। মাধবীলতা যা বলছে সেটা করতে পারলে দারুণ ব্যাপার হবে। এতদিন ধরে যেসব থিওরির কথা সে পড়ে আসছে এটি তারই চমৎকার ব্যাখ্যা।

অর্ক উঠে দাঁড়াল, 'মা, সত্যি তুমি ভাল।'

'মানে?' মাধবীলতার কপালে ভাঁজ পড়ল।

অর্ক কয়েক পা এগিয়ে আচমকা মাধবীলতাকে চুমু খেল। ছেলের এ ধরনের আদরের জন্যে প্রস্তুত ছিল না মাধবীলতা। হাতের চেটো দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে বলল, 'ইস, থুতু মাখিয়ে দিলি।'

ততক্ষণে দরজায় চলে গেছে অর্ক। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'অনভ্যাস। কতকাল যে তোমাকে চুমু খাইনি তা ভেবেছ?'

ছেলে বেরিয়ে গেলেও মাধবীলতার মুখের রক্তাভা কমল না। অর্ক কোন অন্যায় করেনি কিন্তু মনে মনে সে খুব লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। সে জানে অনিমেষ তার দিকে তাকিয়ে আছে। এটাই তাকে আরও লজ্জিত করছে। তাছাড়া অত বড় ছেলে যে এমন কাণ্ড করবে তা সে আঁচ করতে পারেনি।

এই সময় অনিমেষ বলল, হাত পা নাড়ো।'

'কেন?' মাধবীলতার কাছে নিজের গলার স্বরই অপরিচিত শোনাল।

'শরীরের সব রক্ত এখন মুখে জমেছে।' অনিমেষ তরল গলায় জানাল।

'যাঃ।'

'লজ্জা পেলে তোমাকে এখনও সুন্দর দেখায়।'

'থাক হয়েছে।'

'হয়নি। এই মুহূর্তে তোমাকে দেখে একটা স্মৃতি মনে এল।'

'কি?' মাধবীলতা চেষ্টা করছিল গম্ভীর হতে।

'তোমাকে আমি যেদিন প্রথম চুমু খেয়েছিলাম সেদিন এরকম মুখ হয়েছিল তোমার। অবিকল এই রকম।' অনিমেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

'কি আজেবাজে বকছ? ছেলের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে বাধছে না?'

'তুলনা কারো সঙ্গে করছি না। আমি শুধু লজ্জাটা যে এক তাই বলছি।'

'যত বাজে কথা! ওইসব পুরোনো দিনের ছবি ভেবে কি লাভ?'

'দিনগুলো কি সত্যি খুব পুরোনো?'

মাধবীলতা এবার পাশ ফিরে শুলো, 'তুমি কিন্তু এবার সত্যি সত্যি সত্যি নিজের ছেলের হিংসে করছ?'

'হিংসে করছি না। নিজেকে বড্ড বেশি অপদার্থ মনে হচ্ছে।'

'তার মানে?'

'আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।' অনিমেষ হাসল।

মাধবীলতা চোখ বন্ধ করল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'তাই ভাল।'

অনিমেষ এই ভঙ্গীটা পছন্দ করল না। আজকাল মাধবীলতা যেন সব ব্যাপারেই হঠাৎ নির্লিপ্ত হয়ে যায়। অনিমেষের এই ব্যাপারটা একদম ভাল লাগে না। অসুখের পর থেকেই মাধবীলতা যেন উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। শুধু অর্কর সঙ্গে কথা বলার সময়ে ওকে স্বাভাবিক দেখায়। অথচ অনিমেষের সঙ্গে মাধবীলতা কখনই খারাপ ব্যবহার করে না। প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে নানান কথাবার্তা হয়। কিন্তু তার মধ্যেই হঠাৎ যে সে অন্যমনস্ক হয়ে যায় সেটা লক্ষ্য করেছে অনিমেষ।

মাধবীলতার ভঙ্গীটা ভাল লাগছিল না। জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে আসার পর অনেক কথা হলেও একটা অদৃশ্য দূরত্ব যেন থেকেই গেছে। অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। ক্রাচদুটো শব্দ করতেই মাধবীলতা চোখ খুলল। চোখাচোখি হতে অনিমেষ স্থির হয়ে গেল। তার বুকের ভেতর টনটন করছিল। সে এগিয়ে এল খাটের কাছে। মাধবীলতা নড়ল না একটুও। সেই একই ভঙ্গীতে চেয়ে আছে অনিমেষের মুখের দিকে। কাঁপা হাত রাখল অনিমেষ মাধবীলতার কপালে। কথা বলতে চাইল কিন্তু পারল না। তার গলার কাছে যেন কিছু আটকে গেল অকস্মাৎ। মাধবীলতা প্রথমে স্থির হয়ে

www.MurchOna.com

ছিল। তারপর ওর একটা হাত ধীরে ধীরে অনিমেষের হাতটাকে স্পর্শ করল। তারপর বলল, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।'

'না!' অনিমেষ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে চট করে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি বিশ্রাম নাও, আমি আসছি।'

তিন নম্বরের পঞ্চাশটি পরিবারে বেকার যুবকের সংখ্যা তিরিশটি। এরা চাকরির খোঁজ যতটা না করে তার অনেক বেশী আড্ডা মেরে কাটায়। এদের মধ্যে মাত্র পাঁচজন স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় তাদের নিয়ে বসেছিল অর্ক। এদের অনেকের বয়স ওর চেয়ে ঢের বেশী হলেও এখন সবাই অর্ককে বেশ সমীহের চোখে দেখছে। তাদের কাছে প্রস্তাবটা রাখল অর্ক। স্রেফ বেকার না বসে থেকে কিছু আয় করতে হবে। কমিটি প্রত্যেককে দিনে দশ টাকা করে দেবে। সেই টাকায় বড়বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে এনে বিক্রি করলে অন্তত পাঁচ টাকা লাভ হবে। লাভের শতকরা বিশ ভাগ কমিটির কাছে জমা দিতে হবে মূল টাকার সুদ বাবদ। কমিটি সেই টাকা তিন নম্বরের পরিবারের জন্যেই ব্যয় করবে।

তিন নম্বরের বয়স্ক মানুষরাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। ব্যাপারটা তাঁদেরও খুব উৎসাহিত করেছিল। ছেলেগুলো বেকার বসে গেঁজিয়ে সময় নষ্ট না করে কিছু রোজগার করুক তাতে পরিবারের লাভ হয়। তাঁদের মধ্যে একজন প্রস্তাব দিলেন, এমন অনেক জায়গায় অফিসপাড়া আছে যেখানে টিফিনের সময় কোন খাবার পাওয়া যায় না। কমিটির পয়সায় যদি ছেলেরা খাবার বানিয়ে সেসব জায়গায় গিয়ে বিক্রি করে তাহলে প্রচুর লাভ হতে পারে। ব্যাপারটা অর্কর খুব পছন্দ হল। সে এই নিয়ে সবার মতামত চাইল। কিন্তু দেখা গেল তিরিশজনের মধ্যে একুশজন এই রকম ব্যবসায়ের ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছে। বাকি নজন নানান টালবাহানা করতে লাগল। অর্ক বুঝল এদের জোর দিয়ে কোন লাভ হবে না। অনভ্যাস এবং বেকার বসে থেকে এদের মনে জং ধরে গেছে। আর একুশজন যে সম্মতি জানিয়েছে এইটেই অনেক কথা। এরা সক্রিয় হলে হয়তো নজন শেষপর্যন্ত উৎসাহী হবে। ওই একুশজনের মধ্যে তিনজনেক নির্বাচিত করা হল ব্যবসাটা দেখার জন্যে। বলা হল, কমিটির ফাণ্ড যেহেতু বেশী নেই তাই প্রতিদিন টাকাটা ফেরত দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

তিন নম্বরে আর একটা ব্যবসা বারোয়ারিভাবে শুরু হল। বড়বাজার থেকে গোটা সুপুরি কিনে এনে মাপসই কেটে আবার ফেরত দিলে ভাল পয়সা পাওয়া যায়। এই কাজ দুপুরবেলায় মেয়েদের পক্ষে সম্ভব। কমিটি টাকা জমা রেখে সুপুরি এনে দিলে মেয়েরা কাজ শুরু করল। প্রথম প্রথম আয়টা চোখে দেখা না গেলেও পরে সেটা বোঝা গেল। পনের দিনের মাথায় নিশ্চিন্ত হল অর্ক। এইভাবে চললে কমিটির প্রাপ্য শেয়ার থেকে বাকি দিনগুলো চলে যাবে। যে আর্থিক গ্যাপটা ছিল তা মিটে যাবে। বিলু বলল, 'তোমার খুরে খুরে প্রণাম গুরু। এ শালা আমার মাথায় ঢোকেনি। সবাই কেমন ব্যবসা করতে লেগে গেছে। পঞ্চাশ টাকার খাবার তৈরি করে একশ টাকায় বিক্রি করছে।'

অর্ক বলল, 'এটা আমার মাথাতেও আসেনি। মা বলায় বুদ্ধিটা এল।'

'কিন্তু আমি শালা বেকার রয়ে গেলাম। আমাকে একটা ব্যবসা করার ক্যাপিটাল দাও।'

'কি ব্যবসা?'

'আমি তো একটাই জানি। তুমি পঞ্চাশ দিলে তোমাকে পঁচিশ টাকা ডেইলি ফেরত দিব আমার পঁচিশের বেশি থাকবে।'

অর্ক অবাক হল, 'বাপ রে! এ কি ব্যবসা?'

বিলু হাসল, 'দুটাকা পাঁচের টিকিট পাঁচ টাকা। বাকিটা পুলিসকে দিতে হবে।'

'মারব এক থাপ্পড়! এর পরে বলবি বিশ বোতল চুল্লু কিনে এনে ব্ল্যাকে বিক্রি করলে হেভি প্রফিট থাকবে। ওসব চলবে না।'

'কিন্তু আমাকে তো কিছু করতে হবে। সারাজীবন পরের খেটে তো চলবে না।'

'সে কথা তো আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।'

'তুমি তো রাত্রে পড়াশুনা করছ। পরীক্ষা দেবে। তোমার কথা আলাদা।'

'পরীক্ষা দেব মায়ের জন্যে। পাশ করলেও যা হবে না করলেও তাই।'

বিলু হয়তো খুব সিরিয়াস ভঙ্গীতে কথাটা বলেনি কিন্তু ঝুমকি বলল।

www.MurchOna.com

সকাল বেলায় যখন ঠাকুররা ব্যস্ত তখন অর্ক দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখছিল। ঝুমকি সরে এল কাছে, 'এভাবে কতদিন চলবে?'

'মানে?'

'এখানে যা করছি তার জন্যে দুবেলা খেতে দিচ্ছ। কিন্তু এভাবে চলবে?'

'কি বলতে চাইছ?' অর্ক বুঝেও জিজ্ঞাসা করল।

'আমাদের অন্যান্য খরচ আছে। ওষুধ তো রোজই দরকার! একটা কিছু না করলে...।'

'সুপুরি কাটছ না?'

'তাতে যা হচ্ছে জানো না? হাতখরচ চলবে, বাকিটা?'

'আমি একটু ভেবে দেখি। সবে তো এসব শুরু হয়েছে। কটা দিন অপেক্ষা করো।' কথাটা শুনে ফিরে গেল ঝুমকি। কিন্তু অর্ক মনে মনে খুব অসহায় বোধ করল। এতগুলো পরিবারকে আর্থিক সাচ্ছল্য দেবার কোন উপায় তার জানা নেই। এটুকু করতেই চোখে অন্ধকার দেখতে হচ্ছে।

এই সময় বিলু এসে খবর দিল, 'গুরু শুনেছ কয়লা জামিন পেয়েছে।'

'জামিন?'

'হ্যাঁ। খুব বড় উকিল জামিন পাইয়ে দিয়েছে। এই নিয়ে শান্তি কমিটিতে খুব গোলমাল শুরু হয়েছে। তুমি জানো না?'

'না তো।' অনেকদিন শুমুখো হওয়ার সময় পায়নি সে। বিলুকে জিজ্ঞাসা করল, 'শান্তি কমিটিতে গোলমাল হচ্ছে কেন?'

'জানি না, সতীশদারা বেরিয়ে এসেছে শান্তি কমিটি থেকে। শুনলাম ওরা নাকি একটা পৃথক শান্তি কমিটি গড়বে। আমার গুরু খুব ভয় করছে। কয়লা যদি এই সুযোগে বদলা নিতে চায় তাহলে আমি মারা পড়ব।'

'চুপ কর। মেঘ জমল না আর তুই বৃষ্টির ভয় পাচ্ছিস।'

সেদিন শান্তি কমিটির অফিসে গেল অর্ক। সুবল বসেছিল একা। অর্ককে দেখে বলল, 'শুনেছ সতীশদা কমিটিতে নেই। কি ব্যাপার?'

'কয়লা জামিন পেয়েছে।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'সতীশদার ধারণা কয়লার জামিনের পেছনে কংগ্রেসীদের হাত আছে। কারণ কয়লাকে এক সময় যুবনেতা বলা হয়েছিল। কমিটির কংগ্রেসী সদস্যরা সেকথা স্বীকার করছে না। সতীশদা অবশ্য বলেছে কমিটিতে নেই বলে যেন ভাবা না হয় যে ওরা আমাদের সব কাজের বিরোধিতা করবে। কিন্তু—।' সুবলকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

অর্ক জিজ্ঞাসা করল, 'কয়লা কি ওর বাড়িতে ফিরে এসেছে?'

'না। পাড়ায় ঢোকা ওর পক্ষে মুশকিল হবে। তাছাড়া জামিনের শর্ত হল ও এই এলাকার তিনটে থানায় পা দিতে পারবে না। কিন্তু বিশ্বাস করা মুশকিল।'

অর্ক বলল, 'আর যাই হোক তিন নম্বরে সমাজবিরোধীরা পাত্তা পাবে না। ওখানকার পঞ্চাশটা ফ্যামিলি এখন একটা ফ্যামিলিতে পরিণত হয়েছে।'

সুবল বলল, 'তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। তবে এর মধ্যে অনেকেই তোমার সম্পর্কে নানান কথা বলছে। তুমি নাকি মোটা লাভ করছ।'

'লাভ করছি! আমাকে কিভাবে চালাতে হচ্ছে তা সবাই জানে।'

'জানলেও প্রচার চালাতে দোষ কি। বাঙালি কখনো কেউ ভাল কাজ করলে সহ্য করবে না। তারা চাইবে সেটা ভেসে দিতে।'

'দিতে আসুক, আমরা প্রাণ থাকতে সেটা হতে দেব না।'

সুবলকে খুব নিস্তেজ দেখাচ্ছিল। অর্ক বেরিয়ে এল সেখান থেকে। মোড়ের মাথায় তিনটে ছেলে দাঁড়িয়েছিল। একজন চাপা গলায় বলে উঠল, 'এই, অক্ক আসছে।'

'আসুক না। আমরা তো শান্তি কমিটির মেম্বার।'

ওদের সামনে এসে অর্ক থমকে দাঁড়াল। এরা ঈশ্বরপুকুরের ছেলে নয়। একজন যেন সামান্য টলছে। দিনদুপুরে মাল খেয়েছে এরা। কয়লা গ্রেপ্তার হবার পর এই দৃশ্য এখানে দেখা যেত না।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল ওর। তিনজনেই ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত অর্ক নিজেকে সামলে নিল। খামোকা ঝামেলা করে লাভ নেই। সুবলের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে হবে। তবে ওর মনে হল কয়লার জামিন পাওয়ার সঙ্গে এই পরিবর্তনের সম্পর্ক আছে। শান্তি কমিটি যদি ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে এরকমটা ঘটবেই।

সতীশদা পার্টির অফিসে ছিল। ওকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, এসো এসো। আমি তোমার কথা ভাবছিলাম।'

অর্ক দেখল ঘরে অন্তত সাতআটজন ছেলে বসে আছে। বেশ উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে। সতীশদা যেন ওকে দেখে বেশ স্বস্তি পেল। অর্ক বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা বলতে এলাম।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই বসো।' তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা কেউ উত্তেজিত হবে না। আমরা আজ সন্ধ্যেবেলায় পার্কে সভা করছি। নেতারা আসবেন। পার্টি যা সিদ্ধান্ত নেবে তাই করবে। ওরা প্ররোচনা করলেও তোমরা ফাঁদে পা দেবে না। এসো অর্ক।' সতীশদা উঠে দাঁড়াতে অর্ক তাকে অনুসরণ করল।

'কি ব্যাপার?'

'আপনি শান্তি কমিটি থেকে বেরিয়ে এসেছেন?'

'ঠিক বেরিয়ে নয়। সুবলের একার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়। কংগ্রেসী ছেলেরা এই সুযোগে নিজেদের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করছে, এটা কি করে হতে দেওয়া যায়? তাছাড়া কয়লা ছাড়া পাওয়া মাত্র কিছু কিছু ঘটনার কথা আমাদের কানে এসেছে। কয়লা নেই কিন্তু শান্তি কমিটির ছদ্মবেশে আর একটা কয়লা তৈরি হোক আমি চাই না। শান্তি কমিটির সদস্যরা যে সবাই সতীলক্ষ্মী এ ভাবার কোন কারণ নেই।'

'এসব তো আপনি ভেতরে থেকেও সংশোধন করতে পারতেন।'

'পারতাম না। কারণ বিপরীত মেরুর রাজনৈতিক ভাবনা নিয়ে পা বাড়ানো যায় না। তাছাড়া কর্পোরেশন ইলেকশন আসছে। ওরা যেভাবে কাজ গোছাচ্ছে তাতে আমরা অসুবিধেয় পড়ব। আমি সুবলকে বলেছি ওদের সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সব সময় শামিল হবো। যাক, তোমার খবর বল।'

অর্ক লোকটার দিকে ভাল করে দেখল। এইসব সমস্যার কথা সে আগেই ভেবেছিল। সেটা মিলে গেল। সে বলল, 'এখন পাড়ায় শান্তি আছে, সেটা বজায় রাখুন।'

'নিশ্চয়ই শুনলে তো, আমি ছেলেদের উত্তেজিত হতে নিষেধ করেছি। কয়লা পাড়ায় ঢুকতে চাইলে আমরা বাধা দেব। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'বলুন।'

'তুমি যেটা করছ সেটা খুব ভাল উদ্যোগ। তবে তোমার একার পক্ষে কতদিন চালানো সম্ভব হবে? তুমি যদি আমাদের সদস্যপদ নাও তাহলে অনেক সুবিধে হবে।'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'এখন তো কোন অসুবিধে হচ্ছে না।'

'হচ্ছে কিন্তু বলছ না। লোকে বলছে তুমি আর বিলু নাকি ঘি খাচ্ছ। আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু লোকের মুখ চাপা দিতে হলে তোমাকে পার্টিতে আসতে হবে।'

'শুনলাম।'

'তোমার পার্টিতে আসতে অসুবিধে কি?'

'আমি ভেবে দেখেনি।'

'কথাটা অনেক দিন থেকে বলছ। এখন তিন নম্বরে সবকটা লোক তোমার কথা শুনে চলছে। তুমি আজ ওদের পার্কের মিটিং-এ আসতে বল।'

'পার্কের মিটিং-এ?'

'হ্যাঁ। কেন্দ্রীয় নেতারা আসছেন। আমরা সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখব। শান্তি কমিটি যাতে সঠিক পথে চলে তার দাবি জানাবো আর আগামী কর্পোরেশনের ইলেকশনের জন্যে প্রচার করব। তিন নম্বরে অন্তত শ' দেড়েক মানুষ সব সময় টলমলো করে। তাদের রাজনৈতিক চিন্তাশক্তি খুব দুর্বল। তোমাকে দায়িত্ব নিতে হবে।'

www.MurchOna.com

অর্ক বলল, 'এসব কথা ওদের বললে পারেন। কে যাবে বা না যাবে তা আমি বলার কে ? আমি কি ওদের গার্জেন ?'

সতীশদা অর্কর কাঁধে হাত রাখল, 'এসব বলছ কেন ? ওরা তোমার ওপর নির্ভর করে আছে। তুমি বললে কেউ না বলতে পারবে না।'

'আপনি কি আমাকে ব্যবহার করতে চান ?'

'মানে ? কি বলছ তুমি ?'

'যা বলছি তা তো বুঝতেই পারছেন।'

'অর্ক। তুমি বাজে কথা বলছ। তুমি সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছ। বিলু, ন্যাড়া সমাজবিরোধী। বিলুর নাম তো তুমিই লিস্টে ঢুকিয়েছিলে। এসব কথা আমার মুখ থেকে শুনলে পাবলিক তোমাকে ভাল চোখে দেখবে না।'

অর্ক হাসল। 'ঠিক আছে সতীশদা। আপনি যা পারেন করুন। ভয় দেখিয়ে কেউ আমাকে কোন কাজ করাতে পারবে না। আমি এই রাজনীতির মধ্যে নেই।'

॥ বাষট্টি ॥

মধ্যরাত্রে গোটা আটেক মোটর সাইকেল জড়ের মত উড়ে এল তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুরের সামনে এসে থামল। এই রাত্রে ঈশ্বরপুকুরের ফুটপাথে কোন মানুষ ছিল না। যে যার নিজের বিছানায় ঘুমন্ত। লোকগুলো প্রথম দরজায় আঘাত করতেই ঘুমন্ত চোখে একজন বেরিয়ে এল, 'কে ? কি চাই ?'

'বিলু কোথায় ? কোন বাড়িতে থাকে ? একদম শব্দ করবি না। দেখছিস ?' লোকটার চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেল। থর থর করে কাঁপছিল সে। তারপর তিন নম্বরের পিছন দিকটা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল।

'দেখিয়ে দিবি চল। কোন শব্দ করবি না। তোর বউকে বলে যা না চেঁচাতে। নইলে তোকে আর ফেরত পাবে না।'

লোকটা অসহায় চোখে ভেতর দিকে তাকাল। তারপর শ্লথ পায়ে হাঁটতে লাগল। আটজনের দলটার দুটো ভাগ হল। তিনজন রইল গলির মুখে। বাকি পাঁচজন হেঁটে এল লোকটিকে অনুসরণ করে। সরু গলির গোলকধাঁধায় বোমহর্ষ লোকটির মানসিক শক্তি খানিকটা ফিরে আসছিল। অন্তত সে বুঝতে পারছিল বিলুর বাড়ি দেখিয়ে দেওয়া মানে ওর সর্বনাশ করা। বিলুর সর্বনাশ হলে তিন নম্বরের উপকার হবে না ; কিন্তু এসব মনে হলেও সে কিছু করতে পারছিল না। তার পিছনে পাঁচজন অস্ত্রধারী। বিলুর দরজায় পৌঁছে লোকটা ইশারা করে চিনিয়ে দিতে হুকুম হল, 'ডাক ওকে।'

লোকটা গলা খুলে ডাকতে গেল কিন্তু কোন স্বর বের হল না। পিছন থেকে চাপা গলায় ধমক খেতে সে আবার ডাকল, 'বিলু।'

তিনবারের বার একটি মহিলা কণ্ঠ জড়ানো গলায় বলল, 'অ্যাই বিলু, দ্যাখ দেখি তোরে কে ডাকে। আর সময় পায় না ডাকার। সারাদিন বেগার খেটে ছেলেটা যে একটু, বিলু রে!'

এরপর বিলুর গলা শোনা গেল, 'কে ? কি দরকার ?'

লোকটা খোঁচা খেল কোমরে। সেই সঙ্গে ফিসফিসানি, 'আসতে বল।'

'একটু এসো।'

দরজায় শব্দ হল। পাজামা পরা খালি গায়ে বিলু বেরিয়ে আসতেই ওরা ওকে টেনে আনল পথে। বিলু চিৎকার করতে যাচ্ছিল কিন্তু রিভলভারটাকে দেখে থমকে গেল। ওরা ওর হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

'অর্ক কোথায় ?'

বিলু জবাব দিল না। ওরা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'অর্ক কোথায় থাকে ?'

'জানি না।' হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল লোকটা এবার।

'চুপ! অর্ক কোথায় ?'

'ওই দিকে।' লোকটা ঢোক গিলল।

ওদের নিয়ে দলটা অর্কদের বাড়ির দিকে এগোতেই বিলু চিৎকার করে উঠল, 'খবরদার অর্ক, বের হস না। শালারা—'

www.MurchOna.com

বিলু ছুটে যাচ্ছিল। কিন্তু ওর পক্ষে বেশীদূর যাওয়া সম্ভব হল না। মধ্যরাত্রের নির্জনতা টুকরো করে গুলির শব্দ হল। লোকগুলো এবার প্রথমজনকে দ্রুত গলায় বলল, 'বল শালা কোথায় অর্ক থাকে ?'

লোকটা চোখের ওপর বিলুকে পড়ে যেতে দেখে পাথর হয়ে গিয়েছিল। কোনরকমে হাতটা তুলে একটা দরজা দেখিয়ে দিল। চারধারে তখন হৈ চৈ শুরু হয়েছে। কোয়া থানার হাজতে, মোক্ষবুড়ি নেই, বন্ধ দরজার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকগুলো। ততক্ষণে পিলপিল করে বেরিয়ে পড়েছে তিন নম্বরের লোক। আর্তনাদ করছে তারা।

গুলির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল অর্কর। তড়াক করে উঠে বসতেই দেখল অনিমেষও উঠছে সে জিজ্ঞাসা করল, 'গুলির শব্দ না ?'

'হ্যাঁ। বিলুর গলা পেলাম যেন।'

'বিলু!' অর্ক লাফিয়ে উঠল।

মাধবীলতারও ঘুম ভেঙ্গেছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

'যাব না ?' অর্ক ঘুরে প্রশ্ন করল।

'যা।' ছোট্ট শব্দটা মাধবীলতার ঠোঁট থেকে ঝরে পড়তেই অর্ক দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। তিন নম্বরের ওপর তখন অবিরাম বোমা বর্ষণ চলছে। তারপরেই পেট্রোল বোমা ফাটল পর পর কয়েকটা। দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ল টালির ছাদে। মানুষজন ভয়ে চিৎকার করছে কিন্তু কেউ এক পা এগিয়ে যাচ্ছে না।

গলির মুখে এসে অর্ক ওদের দেখতে পেল। আটজনে মোটরবাইকের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তার পরেই সে বিলুর শরীরটাকে দেখতে পেল। মাটিতে উপুড় হয়ে বিলু পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে দেহ। দুটো হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। মাথায় আগুন জ্বলে উঠল তার। সাতটা মোটর বাইক যখন ইঞ্জিন চালু করে দৌড় শুরু করেছে তখন অষ্টমজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। লোকটা বোধ হয় এর জন্যে তৈরি ছিল না। অকস্মাৎ আঘাতে সে মোটর সাইকেল নিয়ে ছিটকে পড়ল রাস্তায়। চালু ইঞ্জিন গোঁ গোঁ করছিল। আঘাত লেগেছিল অর্কর কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে উঠে দাঁড়াতেই লোকটা ছুরি বের করল। ঠিক তখনই গুলিটা ছুটে এল। ছুটন্ত বাইকগুলোর কেউ গুলি চালিয়েছে। অর্ক দেখল লোকটার হাত থেকে ছুরি খসে পড়ল আর ধীরে ধীরে ওর শরীরটা মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। অর্ক ছুরিটা তুলে নিয়ে চারপাশে তাকাল।

ধাবমান মোটরসাইকেল-ধারীদের আর দেখা যাচ্ছিল না। তিন নম্বরে আগুন জ্বলছে। টিউবওয়েল থেকে বালতি করে মানুষ সেই আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। চারধারে পরিত্রাহি চিৎকার। অর্ক ছুটে এল বিলুর কাছে। ছুরিটাকে ফেলে দিয়ে সে ওকে উপুড় করে শুইয়ে দিতে বুঝল কিছুই করার নেই। ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল অর্ক। তারপর বিলুর বিস্ফারিত চোখ বন্ধ করে দিল আলতো করে। ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে চারপাশে। আগুনের তাপ লাগছে গায়ে। কিন্তু তার মধ্যেই বিলুর মা আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ল ছেলের বুকে। চারধারে কান্নার রব যখন তখন দমকল এল। আগুন নিভিয়ে ফেলার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল তিন নম্বরে।

কাঁধে হাতের স্পর্শ পেতে মুখ তুলে তাকাল অর্ক। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা কারা ?'

'জানি না।' অর্কর গলায় কান্না পাক খেল।

'কাউকে চিনতে পারলি না ?'

'না।'

ন্যাড়া বলল, 'শালারা বদলা নিতে এসেছিল।'

'তুমি চেন ওদের ?'

'না। কিন্তু বিলুদাকে খুন করেছে যখন তখন বদলা নিতে এসেছিল।'

অর্ক মাথা নাড়ল, 'ওরা ধরা পড়বেই। আমি ওদের একজনকে যেতে দিইনি। বিলুকে খুন করে ওদের ফিরে যেতে দিইনি।'

দমকল আগুন নিভিয়ে ফেরার পরেই পুলিস এল। দু'গাড়ি পুলিস প্রকৃত ঘটনা জেনে দুটো মৃতদেহ নিয়ে ফিরে গেল।

সেই রাত্রে তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুর লেনে শুধুই কান্না আর আর্তনাদ। যাদের ছেলে গেল তারা তো

www.MurchOna.com

বটেই যাদের ঘর গেল তারাও অস্থির হচ্ছিল। ভোরবেলায় সুবল এল। অর্ক বসেছিল গলির মুখে অনেকের সঙ্গে। সুবলকে দেখামাত্র সে উঠে দাঁড়াল, 'কি দেখতে আসা হয়েছে?'

সুবল মুখ নিচু করল, 'বিশ্বাস করো আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই। কাল থেকে নাইট গার্ডের সংখ্যা কমে গিয়েছে। আমরা ভাবতেই পারিনি ওরা অ্যাটাক করবে।'

'কারা করেছে জানেন?'

'মনে হচ্ছে কয়লার লোক। বিলুর ওপর ওদের রাগ ছিল।'

'ওরা তো আমাকেও খুঁজেছিল।'

'তাই নাকি?'

অর্ক সুবলের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল, 'যান আপনি, আর এখন এখানে এসে দয়া দেখাতে হবে না।'

সুবল বলল, 'আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা। আমি আজই শান্তিকমিটির মিটিং ডাকবো। সতীশদাকে অনুরোধ করব আসার জন্যে। দ্যাখো অর্ক, তোমাদের ওপর যে আক্রমণ হয়েছিল সেটা আমার ওপরও হতে পারে। তাই না?'

সুবল চলে যাওয়ার পর পরই সতীশদা এল, 'কি আশ্চর্য। এইভাবে খুন করে যাবে ভাবতে পারিনি। আমি এইমাত্র খবরটা পেলাম।'

'কাল রাত্রে চিৎকার শোনেন নি?'

'না। ওরা বিলুকে খুঁজতে এসেছিল?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমি তোমাকে বলেছিলাম বিলুর চরিত্র ভাল নয়।'

'বিলুর চরিত্র কিরকম সেটা আপনার চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি সতীশদা। এ ব্যাপারে কথা বলবেন না।'

'তুমি উত্তেজিত হচ্ছ।'

'আমি শীতল হয়ে থাকব বলে আশা করছেন?'

'কারা এসেছিল চিনতে পেরেছ?'

'না।'

'যে ছেলেটিকে তুমি খুন করেছ তার আইডেন্টিফিকেশন—।'

'আমি খুন করেছি?'

'না না এটা কোন অফেন্স নয়। মানুষ নিজের নিরাপত্তার জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে এটা করলে আইনের চোখে অপরাধ হয় না।'

'সতীশদা, আপনি যান। আমাদের ব্যাপারটা আমাদেরই বুঝতে দিন। যখন পারব না তখন না হয় আসবেন।'

'অর্ক। তুমি কিন্তু তিন নম্বর বস্তির মানুষদের আমাদের কাছ থেকে আলাদা করে দিচ্ছ। বিলুকে যদি প্রটেকশন না দিতে তাহলে এতগুলো মানুষ গৃহহারা হতো না। ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখো।'

সতীশদা চলে গেলে অর্ক সবাইকে ডাকল, 'আপনারা কি করবেন? বিলুকে ওরা খুন করে গেল। আমি জানি বিলু কোন অপরাধ করেনি। তবু খুন হল। ওরা আমাকেও খুন করত। আজ থেকে আমাদের এই বারোয়ারি সংসার চলবে কি চলবে না?'

ন্যাড়ার বাবা বলল, 'কেন চলবে না বাবা?'

'আপনারা কি সবাই চান এটা চলুক?'

সমস্ত মানুষ একই সঙ্গে উচ্চারণ করল, 'চাই, চাই।'

'বেশ। তাহলে যদি এমন হয় আমিও নেই তাহলে এটাকে বন্ধ করবেন না। আমার কেমন মনে হচ্ছে এটা চলুক তা কেউ কেউ চাইছে না। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। শুধু একটা অনুরোধ, আজ বিলু চলে গেল। অন্তত আজকের সকালটা আমরা রান্না খাবার খাব না। আজকের সকালে তিন নম্বরের উনুন জ্বলবে না। আপত্তি আছে কারো?'

জনতা সমস্বরে জানাল, না, আপত্তি নেই।

www.MurchOna.com

অর্ক ঘরে ফিরে এল। মাধবীলতা দরজায় দাঁড়িয়েছিল। অর্ক দেখল ঘরের মেঝেতে বিলুর মা লুটিয়ে আছে। তার পাশে আরও তিনজন মহিলা। অর্ক মাধবীলতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানি না কারা চাইছে না, কিন্তু আমরা এসব করি সত্যি তারা পছন্দ করছে না।'

মাধবীলতার রুগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়ে অর্ক অবাক হয়ে গেল। মাধবীলতার ঠোঁটে হাসি, 'তুই ভয় পেয়েছিস খোকা?'

'না মা। ভয় পাইনি।'

'খবরদার। যেটা ভাল মনে করবি তাই করবি। কিন্তু কখনও ভয় পাবি না।'

হঠাৎ অর্কর মনে একটা শিহরণ বয়ে গেল। সে দুপা এগিয়ে গিয়ে দুহাতে মাধবীলতাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। মাধবীলতা অবাক গলায় প্রশ্ন করল, 'তুই কাঁদছিস?'

'বিলুটা চলে গেল মা।'

'শক্ত হ। জীবনে অনেক কিছু চলে যাবে খোকা কিন্তু কখনও পিছনে তাকাবি না। কখনও খুঁড়িয়ে হাঁটবি না—কথাটা বলতে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল মাধবীলতা, 'এ আমি কি বললাম!'

অর্ক ধীরে ধীরে মাধবীলতাকে সামনে আনল। তার দুটো হাত তখন মাধবীলতার কাঁধে। সেই চোখে চোখ রেখে সে বলল, 'না মা, তুমি ঠিকই বলেছ।'

বেলা এগারটার সময় তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুর লেনে দুটো জিপ এসে দাঁড়াল। স্তব্ধ মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'অর্ক মিত্র কার নাম?'

অর্ক বসেছিল চোখ বন্ধ করে। এবার উঠে দাঁড়াল, 'আমিই অর্ক। কেন?'

অফিসার ইশারা করতে দুজন সেপাই এগিয়ে গিয়ে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল, 'তোমাকে অ্যারেস্ট করা হল।'

'অ্যারেস্ট? কেন?'

'খুনের চার্জে। তুমি কাল রাত্রে এখানে একটা খুন করেছ। ছুরির হাতলে যে ছাপ পাওয়া গেছে তার সঙ্গে তোমারটা মিলিয়ে দেখা হবে। নিজেকে খুব শের ভাবছিলে এইটুকু বয়সে, না? চল।'

ততক্ষণে চারধারে হইচই পড়ে গেছে। কাতারে কাতারে মানুষ বেরিয়ে আসছে তিন নম্বরের ঘরগুলো থেকে। পুলিস অফিসার আর সময় নষ্ট করলেন না। অর্ককে টেনে হিঁচড়ে ভ্যানে তোলা হল। কেউ কেউ সামনে গিয়ে ভ্যান আটকাবার চেষ্টা করলেও তাদের সরিয়ে ফেলে বিজয়দর্পে অফিসার বন্দী নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

॥ তেষট্টি ॥

ঈশ্বরপুকুরে গতরাত্রে আগুন যখন জ্বলেছিল তখনও মানুষের বোধ হয় এতটা উত্তেজনা হয়নি। ন্যাড়া ছুটে গিয়েছিল অনিমেষের কাছে। অনিমেষ তখন উনুনের কারখানায় বসে বয়স্কদের সঙ্গে কথা বলছিল। ন্যাড়া গিয়ে চিৎকার করল, 'অক্কাদাকে ধরে নিয়ে গেল।'

'ধরে নিয়ে গেল?' অনিমেষ চমকে উঠল, 'কে ধরল?'

'পুলিস।' কথাটা বলে ন্যাড়া ছুটে গেল ভেতরের দিকে।

অনিমেষ ক্রাচদুটো আঁকড়ে ধরল। তারপর তড়িঘড়ি চলে এল গলির মুখে। তখন ভ্যান আটকেছে তিন নম্বরের মানুষেরা। পুলিস অফিসার হুমকি দিচ্ছে, সরে না গেলে ফলাফল খারাপ হবে। অনিমেষ ভ্যানের পাশে এসে জিজ্ঞাসা করল চেঁচিয়ে, 'ওকে ধরলেন কেন?'

পুলিস অফিসার কোন জবাব দিল না। সেই সময় অর্ক তারের জানলার কাছে মুখ এনে বলল, 'বাবা, ওদের সরে যেতে বল।'

বোধ হয় ওই কথাটা শুনতে পেয়েছিল মানুষগুলো। ভ্যানটা চলে গেল।

তিন নম্বরে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। রাগের মাথায় কেউ লাইট পোস্টের বাল্ব ভাঙছে। সরকারি দুধের ডিপোর খাঁচা নিয়ে টানাটানি করছে কেউ। এই সময় সতীশদা ছুটে এল আবার। চিৎকার করে সে বলল, 'আপনারা শান্ত হন। পুলিসের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমরা প্রতিবাদ করব। কিন্তু তারও একটা পদ্ধতি আছে। প্রথমে জানতে হবে কেন অর্ককে অ্যারেস্ট করা হল। যদি তার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ না থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আন্দোলনে নামব।' কিন্তু

www.MurchOna.com

এই প্রথম, সতীশদার কথার ওপর তিন নম্বরের মানুষ কথা বলল, 'কোন কথা শুনতে চাই না। অর্ককে ছেড়ে দিতে হবে।' প্রায় অপমানিত হয়ে সতীশদা ফিরে গেল।

অনিমেষ বুঝতে পারছিল না সে কি করবে। অর্ককে কেন ধরে নিয়ে গেল তাই তার মাথায় ঢুকছিল না। অর্ক তো খুন করেনি। লোকটা মারা গেছে ওদেরই সঙ্গীর গুলিতে। অর্ক অবশ্য সবার সামনে বলেছে, আমি ওকে যেতে দিইনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে লোকটাকে খুন করেছে।

এই সময় মাধবীলতাকে দেখা গেল। ধীরে ধীরে সে গলির মুখে এসে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত মানুষগুলোকে দেখল। ওকে দেখা মাত্র মানুষগুলো চুপ করে গেল। মাধবীলতা অনিমেষকে বলল, 'ওরা এসে একটা ছেলেকে খুন করল, বাড়ি পোড়াল আর খোকাকে ধরে নিয়ে গেল। তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না? আমি থানায় যাব।'

'থানায়? বেশ চল।' অনিমেষ ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে তিন নম্বরের মানুষ চিৎকার করে উঠল, 'আমরা থানায় যাব।'

মাধবীলতা পা বাড়াতে অনিমেষ ইতস্তত করল, 'লতা, তুমি হেঁটে যেও না, আমি বরং একটা রিকশা ডাকি।'

'কেন?' মাধবীলতা অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাতেই অনিমেষ চমকে উঠল। হঠাৎ, অনেক অনেক বছর পরে তার স্মৃতিতে একটা দৃশ্য চলকে উঠল। শান্তিনিকেতনে সেই রাত্রে ওই ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর সে যখন বলেছিল, 'লতা, কিছু মনে করো না,' ঠিক তখন এই রকম ভঙ্গী ও গলায় মাধবীলতা প্রশ্ন করেছিল, 'কেন?' খুব ছোট হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

এই সময় আলুথালু বেশে ছুটে এল বিলুর মা, 'মাস্টারনি, আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমি যাব।'

'আপনি?' মাধবীলতা অবাক হয়ে গেল। একটু আগেও মহিলা শোকে পাথর হয়ে পড়েছিলেন। বিলুর মা বলল, 'হ্যাঁ। আমার ছেলেকে ওরা খেয়েছে। কিন্তু তোমার ছেলেকে খেতে দেব না। ও যে এই কদিনে আমাদের বাপ হয়ে গিয়েছে। বাপের বিপদে মেয়ে কি ঘরে থাকে?'

তারপর ঈশ্বরপুকুর লেনে একটি অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখা গেল। আড়াই তিনশ মানুষ এগিয়ে যাচ্ছিল থানার দিকে। প্রথমে তিন নম্বরের সমস্ত শিশু এবং মহিলা। যে যা অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় বেরিয়ে পড়েছে। তারপরে প্রত্যেকটি পুরুষ। কোন রকম রাজনৈতিক প্রচার কিংবা সংগঠন ছাড়াই মানুষগুলো নীরবে হেঁটে যাচ্ছিল। খবরটা তখন সমস্ত বেলগাছিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। একটি ছেলেকে মিথ্যে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করেছে পুলিস। ছেলেটা পঞ্চাশটি পরিবারকে দুর্দশা থেকে বাঁচিয়ে স্থিতিশীল করতে চলেছিল। সেইসব পরিবারের মেয়ে এবং শিশুরা বুঝেছিল এই ছেলে তাদের মানুষের মত বাঁচার সুযোগ করে দিচ্ছে। তাই আজ তারা বেরিয়ে পড়েছে প্রতিবাদ জানাতে। বেলগাছিয়ার কৌতূহলী মানুষেরাও নিজের অজান্তে ওই মিছিলে শামিল হল। কোন ফেস্টুন নেই, প্লাকার্ড নেই, শ্লোগান নেই এমনকি কোন পরিচিত নেতার তৃপ্ত মুখ মিছিলে নেই।

ট্রাম রাস্তায় পৌঁছানোর পর মাধবীলতার মাথায় যন্ত্রণা শুরু হল। ঘাম হচ্ছে খুব। শরীর সিরসির করছে। সে নিজেকে বোঝাল এটা সাময়িক দুর্বলতা। একনাগাড়ে শুয়ে থাকার জন্যে এমনটা হচ্ছে। মাধবীলতার পাশে যিনি হাঁটছেন সেই মহিলা বললেন, 'জানো মাস্টারনি, দুবেলা খাওয়া জুটতো না। ছেলেমেয়েগুলোকে কি দেবে এই নিয়ে পাগল হয়েছিলাম। অর্ক আমাকে বাঁচিয়েছে। ওরা ওকে ধরে নিয়ে যাওয়া মানে আবার আমাকে মেরে ফেলা। ষড়যন্ত্র, ওরা আমাদের মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে। এ হতে দেব না, কিছুতেই না।'

কথাটা যেন অমৃতের কাজ করল। মাধবীলতার শরীর থেকে মুহূর্তেই সমস্ত ক্লান্তি উধাও হয়ে গেল। তার মনে হল, অর্ক এই মুহূর্তেই আর তার একার ছেলে নয়।

খবরটা আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। থানার সামনে জনাকুড়ি পুলিস লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে। তাদের ওই ভঙ্গী দেখে মিছিল যেন খেপে উঠল আচমকা। একসঙ্গে গর্জিত হল, 'মুক্তি চাই, অর্কর মুক্তি চাই।'

একজন পুলিস অফিসার হুকুম দিতে সেপাইরা লাঠি ছড়িয়ে মিছিলটাকে আটকে দিল। লোকগুলো একটু ঘাবড়ে গিয়েছে মনে করে অফিসার চিৎকার করে বললেন, 'কেন এসেছেন আপনারা?'

'অর্কর মুক্তি চাই।' জনতা চেঁচাল।

www.MurchOna.com

'বিচার হবে তারপর মুক্তি। আপনারা একটা খুনীকে ছেড়ে দিতে বলছেন ? দেশে কি আইন কানুন থাকবে না ?'

'অর্ক খুনী নয়।' জনতা জবাব দিল।

এই সময় আর একজন অফিসার বেরিয়ে এসে বললেন, 'জিজ্ঞাসা করো কোন পার্টি অর্গ্যানাইজ করেছে ওদের।'

প্রথম অফিসার রিলে করলেন, 'কোন পার্টির লোক আপনারা। নেতা কে ?'

অনিমেষ ক্রাচ নিয়ে এগিয়ে এল কর্ডনের সামনে, 'এটা অরাজনৈতিক মিছিল।'

'সি পি এমের কেউ আছেন ?'

'না।'

'কংগ্রেসের কেউ ?'

'না।'

'তাহলে এই মিছিল বেআইনি, আনঅথরাইজড। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম আপনারা চলে যান। থানার সামনে একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি আছে।'

অনিমেষ চিৎকার করল, 'না, অর্ককে না ছাড়লে আমি যাব না।'

'যাব না। যাব না।' জনতা চিৎকার করল, 'মুক্তি চাই।'

জনতা থানা ঘেরাও করল। তারা রাস্তায় বসে পড়ল। পুলিস অফিসার ভেবে পাচ্ছিলেন না তাঁরা কি করবেন প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে বললেন, 'কি করা যায়। এরা এখনও শান্তিপূর্ণ। এদের ওপর লাঠিচার্জ করলে খবরের কাগজ ছেড়ে দেবে না। পলিটিক্যাল পার্টি হলে ওপর মহল থেকে একটা ব্যবস্থা করা যেত।'

দ্বিতীয়জন বললেন, 'ঠিক আছে। লেট দেম স্টে। কতক্ষণ থাকতে পারে দেখা যাক। জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে ওর বাপ মা। একটু বাদেই সব যে যার ধান্দায় কেটে পড়বে। পলিটিক্যাল মিছিলে এসে সব চিড়িয়াখানা দেখতে যায় হে। কত দেখলাম।'

কিন্তু এবার হিসেবটা ভুল হল। দুপুর শেষ। বিকেলের ছায়া জমেছে। কিন্তু একটি মানুষও তার নিজের জায়গা ছেড়ে ওঠেনি। বরং যত বেলা বেড়েছে তত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। শান্তি কমিটি থেকে সুবল এসে অনিমেষের পাশে বসেছে। বসে বলেছে, 'ইটস প্রিপ্লানড। অর্ককে কারা ধরিয়ে দিয়েছে তা আমি জানি।'

'কারা ?'

'যারা ভেবেছিল অর্ক থাকলে তিন নম্বরের কয়েকশ ভোট পেতে মুশকিল হবে। কত রকমের স্বার্থ থাকে মানুষের।'

'অর্ক ভোট দেবে কি ? ওর তো ভোটের বয়সই হয়নি।'

'কিন্তু দেখছেন তো ওকে তিন নম্বরের মানুষ কি রকম ভালবাসে।'

সন্ধ্যের একটু আগে একজন অফিসার এগিয়ে এলেন, 'আপনারা যদি কথা বলতে চান তাহলে একজন আসুন, এনি অফ ইউ।'

অনিমেষ ক্রাচ দুটো টেনে উঠতে যাচ্ছিল, সুবল বাধা দিল, 'আপনি থাকুন। আমি কথা বলছি।'

অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'না। আমাকে যেতে দাও।'

কিন্তু সে দাঁড়াবার আগেই মাধবীলতা এগিয়ে গেছে। অনিমেষ বিস্ময়ে চিৎকার করল, 'লতা, তুমি যেও না। আমি যাচ্ছি।'

কথাটা যেন মাধবীলতার কানে ঢুকল না। দৃঢ় পায়ে সে পুলিস অফিসারের সঙ্গে থানায় ঢুকল।

ও সি বসেছিলেন টেবিলের ওপারে। একজন মহিলা এসেছেন দেখে তিনি অবাক হয়ে অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন পুরুষ এল না ?'

'আমি আসায় আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে ?'

ও সির মুখ বিকৃত হল, 'না। কি চাইছেন আপনারা ? আমাদের কাজ করতে দিতে চান না ? আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন ? জানেন, আমি ইচ্ছে করলে পেঁদিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতে পারি!'

মাধবীলতা শান্ত গলায় বলল, 'ভদ্র ভাষায় কথা বলুন।'

'আই সি।' ও সি ছোট চোখে দেখলেন, 'আপনি কে ?'

www.MurchOna.com

'তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুরে থাকি।'

'তা তো বুঝলাম। অর্কর সঙ্গে কি সম্পর্ক?'

মাধবীলতা চোখ বন্ধ করল। তারপর হেসে বলল, 'ও আমাদের আশা।'

'আশা মানে?'

'বেঁচে থাকার।'

'কি হেঁয়ালি করছেন? শুনুন, ওর বিরুদ্ধে দুটো চার্জ আছে। একটা ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন। ও যে ছুরি দিয়ে খুন করেছে তাতে ওর হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। তাছাড়া ওখানকার লোকই বলেছে সে ভিক্টিমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।'

'কিন্তু লোকটা তো গুলিতে মারা যায়।'

'গুলিটা কে ছুঁড়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে না।'

'অর্ক রিভলভার পাবে কোথায়?'

'সেটা কে জানে?'

মাধবীলতা ফুঁসে উঠল, 'এসব মিথ্যে কথা। ওরা এসে বিলুকে খুন করে গেল, ঘর পোড়াল তার কি অ্যাকশন নিয়েছেন?'

'চেষ্টা হচ্ছে। একজন সমাজবিরোধী যে কোন সময় খুন হতে পারে।'

'বিলু সমাজবিরোধী?'

'ইয়েস। প্রমাণ আছে। অর্ক ওকে শেল্টার দিয়েছিল।'

'দ্বিতীয় চার্জ কি?'

'আজ থেকে কিছুদিন আগে জলপাইগুড়ি শহরে একটা গহনার দোকানে ডাকাতি হয়। ওটা উগ্রপন্থী কিছু ছেলে অর্কর সাহায্যে করেছে।'

'মিথ্যে কথা। সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।'

'প্রমাণ আছে। এসব আদালতে বিচার হবে। আপনারা চলে যান। থানার সামনেটা পরিষ্কার করে দিন।'

'আমি একবার অর্কর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ও সি মাধবীলতার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর সেপাইকে ডেকে বললেন, 'একে দুমিনিটের জন্যে নিয়ে যাও আসামীর কাছে।'

থানার হাজতে অর্ক বসেছিল। সেখানে আরও কিছু বন্দী। তাদের চেহারা দেখে বোঝা যায় চরিত্র কি ধরনের। মাধবীলতা এসে দাঁড়াতেই অর্ক উঠে এল, 'মা।'

'ওরা ষড়যন্ত্র করছে খোকা, তোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।'

'জানি। কিন্তু আমি ভয় পাইনি।'

'ঠিক। একদম ভয় পাবি না। তুই হলি সূর্য। সূর্যের কোন ভয় নেই। আমি যদি নাও থাকি তুই এই কথাটা কখনও ভুলিস না।'

'মা।'

'আমি তোকে নিয়ে খুব ভয় পেতাম। পড়াশুনা করতিস না বলে মন খারাপ হত। আর আমার ভয় নেই খোকা। আমি জানি তোকে ওরা ধরে রাখতে পারবে না। রাহু কখনও সূর্যকে ঘিরে ফেলতে পারে না।'

অর্ক বলল, 'মা, আমি যতদিন না ফিরছি ততদিন তুমি ওদের দেখো। লোকগুলো খুব কষ্ট পাচ্ছিল এত দিন। কিন্তু এখন যেন সবাই পাল্টে গিয়েছে।'

'দেখব। আমি তোর বাবার রাজনীতি থেকে অনেক দূরে ছিলাম, কখনও তার পাশে দাঁড়াইনি। মনে হত ওদের পথ ঠিক নয়। কিন্তু কোনদিন ওকে বাধা দিইনি। আজ কিন্তু তোর পাশে থাকব। একটাই তো জীবন, বাজে খরচ করাও যা না খরচ করাও তা। তোকে দেখে এটুকু বুঝেছি আমি।'

অফিসার বললেন, 'চলুন। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে।'

মাধবীলতা হাসল, 'খোকা দ্যাখ, কত সহজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেল। আমরা কেউ সময়টাকে ধরে রাখতে পারি না। কিন্তু তুই তো একটা ধাক্কা দিলি, একটা দাগ কেটে গেলি পঞ্চাশটা পরিবারের মনে। আমি আশীর্বাদ করছি তুই জয়ী হবি।'

www.MurchOna.com

হঠাৎ অর্ক কেঁদে ফেলল, 'মা এমন করে কথা বলো না। এভাবে কখনও তুমি আমায় বলোনি।'

'দূর বোকা! চোখের জল মোছ। মোছ। শক্ত হ। সোজা হয়ে দাঁড়া। বাঃ, এই তো চাই।'

অফিসারের পাশাপাশি মাধবীলতা বেরিয়ে এল বাইরে। সে একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। তার অনুভূতি বলছিল অর্কর মুক্তি নেই। ওরা ওকে অনেককালের জন্যে অন্ধকারে রেখে দেবে। কিন্তু সেজন্যে তার একটুও কষ্ট হচ্ছিল না। আজ ওই বন্দীশালায় সে একটা শক্ত মানুষকে দেখে এসেছে। মাধবীলতার শরীর টলছিল। চোখের সামনেটা ক্রমশ ঝাপসা। অজস্র মানুষের উদ্বিগ্ন মুখগুলো ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছিল।

কোন রকমে সোজা হয়ে সে বলল, 'আপনারা বাড়ি চলুন। অনেক কাজ বাকি আছে।'

জনতা চেঁচাল, 'অর্কর মুক্তি চাই।'

চোখ বন্ধ করে হাসল মাধবীলতা। তারপর বিড়বিড় করল নিজের মনে, 'অর্ক মানে কি ওরা জানে? সূর্যকে কি কেউ বন্দী করতে পারে?'

অদ্ভুত শান্তি নিয়ে মাধবীলতার শরীর পৃথিবীর মাটির গায়ে নেমে আসছিল। যেমন করে পাখিরা টানটান ডানা মেলে বাসায় ফিরে আসে নিশ্চিন্তিতে।

www.MurchOna.com

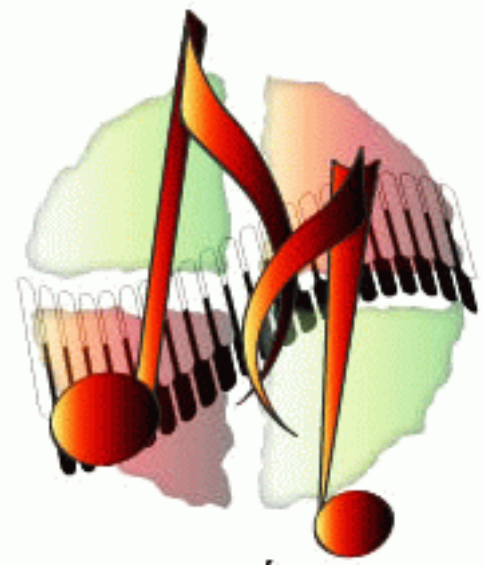

www.murchona.com

Kaalpurush by Somoresh Majumder

[Part.3]

For More Books & Music Visit www.Murchona.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com